সূচীপত্র

সাক্ষ্যদান

[কিতাবুশ্ শাহাদাত]

অসীম দয়ালু পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে

১। 'আব্দুল্লাহ-ইব্‌ন-মস'উদ (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী (সঃ) বলিয়াছেন যে, "আমার যুগের লোকেরা[১] মানবজাতির মধ্যে সর্বোত্তম। তাহাদের পরে (সর্বোত্তম) ঐ সকল লোক যাহারা আমার যুগের লোকদের সাক্ষাৎ লাভ করে।[২] তাহাদের পরে (সর্বোত্তম) ঐ সকল লোক যাহারা ইহাদের সাক্ষাৎ লাভ করে।[৩] তাহাদের পরে এমন লোকের উদ্ভব হইবে যাহাদের যে কোন ব্যক্তি শপথের পূর্বে সাক্ষ্য দিবে এবং সাক্ষ্যদানের পূর্বে শপথ করিবে।[৪]"

২। আবূ বাক্‌রা (রাঃ) বলিয়াছেন নবী (সঃ) তিনবার বলিলেন, "হে (সাহাবীগণ), আমি কি তোমাদিগকে সর্বাপেক্ষা বড় গুণাহ সম্বন্ধে জ্ঞাত করাইব না?" তাঁহারা বলিলেন, "হে রাসূলুল্লাহ (সঃ) অবশ্যই বলিবেন।" নবী (সঃ) বলিলেনঃ "আল্লাহর

১। 'আমার যুগের লোক' বলিয়া নবী করিম (সঃ) এর অনুসরণকারী সহচরদিগকে বুঝান হইয়াছে তাঁহারা 'সাহাবী' নামে অভিহিত হন।

২। সাহাবীদের সাক্ষাৎলাভকারী বলিয়া তাঁহাদের মু'মিন সহচরদিগকে বুঝান হইয়াছে। ইঁহারাই 'তাবি'ঈ' নামে পরিচিত।

৩। তাবি'ঈদের সাক্ষাৎলাভকারী বলিতে তাঁহাদের মু'মিন সহচরদিগকে বুঝায়। ইঁহারা 'তাবি'ঈ-তাবি'ঈন' নামে পরিচিত।

৪। শপথ-গ্রহণের পূর্বে সাক্ষ্যদান এবং সাক্ষ্যদানের পূর্বে শপথ গ্রহণের তাৎপর্য এইঃ—এখানে পরবর্তী যুগের দুই প্রকার আচরণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে শরী'অতের বিধানে একটি ন্যায় ও অপরটি অন্যায়। এই প্রকার দুইটি আচরণ উল্লেখ করিবার তাৎপর্য এই হয় যে, ঐ আচরণকারী ঐ ব্যাপারে ন্যায়নীতি 'অবলম্বন সম্পর্কে একেবারে উদাসীন। কাজেই কাহারও দোষ বর্ণনা প্রসঙ্গে এই প্রকার বাক্যদ্বয় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা হালাল খাওয়া প্রশংসনীয় ও হারাম খাওয়া দূষনীয়। যখন বলা হয়, 'সে হালাল হারাম সবই খায়', তখন তাহার তাৎপর্য এই হয় যে; সে হালাল হারাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন; সে হালাল হারাম সম্বন্ধে কোন বাচবিচার করে না। সেইরূপ এই হাদীসের তাৎপর্য এই হয় যে, পরবর্তীকালের লোকেরা শপথ গ্রহণ ও সাক্ষ্যদানের গুরুত্ব মোটেই উপলব্ধি করিবে না। তাহারা শপথ গ্রহণ করিয়াও মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে তাহাদের অন্তর একটুও বিচলিত হইবে না।

অংশী স্বীকার করা, মাতা পিতার অবাধ্য হওয়া"—(এই সময় পর্যন্ত) নবী (সঃ) হেলান অবস্থায় ছিলেন এখন তিনি সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "সাবধান, আর মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া"—তিনি পুনঃ পুনঃ এই কথা এতবার বলিতে থাকিলেন যে, আমরা মনে মনে বলিলাম, "তিনি যদি চুপ করিতেন।"

৩। 'আইশা (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী (সঃ) কোন এক ব্যক্তিকে মসজিদে (কুরআন) পড়িতে শুনিয়া বলিলেন: আল্লাহ তাহার প্রতি দয়া করুন, সে অমুক অমুক সূরার অমুক অমুক আয়াত আমাকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি ঐ আয়াতগুলি অমুক অমুক সূরায় ছাড়িয়া দিতাম।[৫]

৪। 'আইশা (রাঃ) অন্য এক বর্ণনায় বলিয়াছেন, নবী (সঃ) আমার ঘরে তাহাজ্জুদের নামায পড়িতেছিলেন। এমন সময় 'আব্বাদের স্বর শুনিতে পাইলেন। 'আব্বাদ মসজিদে নামায পড়িতেছিলেন। তখন নবী (সঃ) বলিলেন, "'আইশা, ইহা কি অব্বাদের স্বর?" আমি বলিলাম, "হাঁ"। নবী (সঃ) বলিলেন, "হে আল্লাহ 'আব্বাদের প্রতি দয়া করুন।"

অপবাদ সংক্রান্ত হাদীস*

৫। 'আইশা (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন বিদেশ যাত্রার ইচ্ছা করিতেন তখন (সহধর্মিনীগণের কাহাকেও সঙ্গে লইবার অভিপ্রায় হইলে) তিনি তাঁহার সহধর্মিনীদের নামে লটারী করিতেন। ফলে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার নাম উঠিত তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তিনি যাত্রা করিতেন। কোন এক যুদ্ধ অভিযানে[৬] তিনি আমাদের নামে লটারী করিলেন। তাহাতে আমার নাম উঠিল। অনন্তর আমি তাঁহার সহিত রওয়ানা হইলাম। ইহা পরদার হুকুম নাযিল হইবার পরের ঘটনা। আমাকে হাওদায় বসাইয়া হাওদা সমেত উটের উপর উঠান হইত এবং হাওদা সমেতই নামানো হইত। আমরা এইভাবে চলিতে থাকিলাম। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন ঐ যুদ্ধ শেষ করিয়া ফিরিতে ছিলেন এবং আমরা যখন মদীনার নিকটবর্তী হইয়াছিলাম তখন তিনি কোন এক রাত্রিতে প্রস্থান করিবার আদেশ করিলেন। তাঁহার ঐ আদেশের সময় আমি (প্রকৃতির প্রয়োজনে) উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং চলিতে চলিতে সৈন্যদল পার হইয়া গেলাম। অনন্তর আমার প্রয়োজন সমাধা করিয়া আমি যখন আমার হাওদার দিকে অগ্রসর হইতে ছিলাম তখন আমি আমার বক্ষস্পর্শ করিয়া অবাক হইয়া দেখিলাম

৫। উম্মৎকে পৌঁছাইয়া দিবার পর নবী (সঃ) এর পক্ষে কোন কিছু বিস্মরণ হওয়া তাঁহার পয়গম্বরীর পরিপন্থী নহে। কেননা তাহা পুনরায় জানিবার উপায় বর্তমান থাকে।

* এই হাদীসটি বুখারীর আরও দুইস্থানে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে (বুখারী ৫৯৪-৫৯৬পৃ: ও ৬৯৬-৬৯৮পৃ:)। ঐ বর্ণনাগুলিতে যে সকল অতিরিক্ত বর্ণনা রহিয়াছে তন্মধ্যে প্রয়োজনীয় বর্ণনাগুলি এই হাদীসের কলেবরে [ ] এই ব্র্যাকেটের মধ্যে দেওয়া হইল। অনুবাদক

৬। বানু মুস্তা'লিকের যুদ্ধে। এই ঘটনা হিজরী ৬ষ্ঠ সনে ঘটে।

যে, আমার যফারী পুঁতির হারটি[৭] ছিড়িয়া (কোথাও) পড়িয়া গিয়াছে। তখন আমি ফিরিয়া গিয়া হারটি খুঁজিতে লাগিলাম এবং উহা অনুসন্ধান করিতে আমার কিছু দেরী হইয়া গেল। ইত্যবসরে যাহারা আমার উটে হাওদা বাঁধিত তাহারা আমার হাওদার দিকে অগ্রসর হইল। তাহারা মনে করিল যে, আমি হাওদার মধ্যেই আছি। কাজেই তাহারা আমার শূন্য হাওদাটি আমি যে উটটির উপর আরোহণ করিতাম তাহার উপর উঠাইয়া বাঁধিয়া দিল। সেকালে মহিলাগণ লঘু ও কৃশ হইতেন; তাঁহারা ভারীও হইতেন না, মাংসলও হইতেন না। কেন না তাঁহারা অল্প খাদ্য খাইতেন। কাজেই লোকেরা হাওদা উঠাইবার সময় উহার ওযন (আমি না থাকার জন্য) কম বোধ না করিয়া উহা উটের উপর উঠাইয়া দিল। তদুপরি আমি অল্প বয়স্কা তরুণী ছিলাম। (কাজেই তাহারা আমার অনুপস্থিতি আন্দায করিতে পারে নাই)। অনন্তর তাহারা উট হাঁকাইয়া চলিয়া গেল। সৈন্যদল চলিয়া যাইবার পর আমি আমার হার পাইলাম এবং ছাউনিস্থলে গেলাম। তখন সেখানে কেহই ছিল না। অতঃপর আমি পূর্বে যে স্থানে ছিলাম সেইস্থানে যাইতে মনস্থ করিলাম। এবং আমি ভাবিলাম যে, তাহারা শীঘ্রই আমাকে অনুপস্থিত পাইয়া আমার দিকে ফিরিয়া আসিবে। অনন্তর আমি বসিয়া থাকিতে থাকিতে আমার চক্ষুদ্বয় আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল এবং আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। সফ্ওয়ান-ইব্‌ন-মু'আত্তাল আস্ সুলামী আয্ যাক্ওয়ানী সৈন্যদের প্রস্থানের পরে সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন।[৮] অনন্তর তিনি [প্রত্যুষে (ঐ মন্‌যিলের সর্বত্র) চলিতে চলিতে] আমার বিশ্রামস্থলের নিকটে পৌঁছিলেন, এবং একজন নিদ্রিত মানুষের আকৃতি দেখিয়া আমার নিকটে আসিলেন। [তিনি আমাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন।] পর্‌দার হুকুম হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখিতেন। (তিনি আমাকে দেখিয়া উচ্চস্বরে 'ইন্না লিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাজি'উন' পড়িতে লাগিলেন।) আমি তাঁহার 'ইন্না লিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাজি'উন' পড়া শুনিয়া জাগিয়া উঠিলাম। [এবং চাদর দিয়া আমার মুখমণ্ডল ঢাকিলাম। আল্লাহর কসম আমরা একটিও কথা বলি নাই এবং 'ইন্না লিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাজি'উন' ছাড়া তাঁহার আর কোন কথা আমি শুনি নাই।] তিনি যখন তাঁহার উটটি বসাইয়া (উহাকে স্থির রাখিবার উদ্দেশ্যে) উহার পায়ের উপরে নিজের পা চাপাইয়া রাখিলেন তখন আমি উহার উপরে আরোহণ করিলাম। অতঃপর তিনি উটটি টানিয়া লইয়া চলিলেন। সৈন্যদল দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম-উদ্দেশ্যে থামিবার পর আমরা তাহাদের নিকট গিয়া পৌঁছিলাম। ফলে, (আমার

৭। ইয়ামানের অন্তর্গত একটি শহরের নাম যফার। হারটি ঐ শহরে তৈরী হইয়াছিল।

৮। নবী করীম (সঃ) এর আদেশক্রমে সফ্ওয়ান কাফিলা প্রস্থান করিবার পরে ঐ মন্‌যিলে অবস্থান করিতেন, এবং ঘটি, বাটি, থ'লে ইত্যাদি যে সকল দ্রব্য কাফিলার লোকে ভুলে ফেলিয়া যাইত তিনি তাহা সংগ্রহ করিয়া দ্রুত চলিয়া পরবর্তী মন্‌যিলে কাফিলার সহিত মিলিত হইতেন। তদনুসারে তিনি এই মন্‌যিলে অবস্থান করিতেছিলেন।

বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করিয়া) যাহারা ধ্বংস হইবার ছিল তাহারা ধ্বংস হইল। অপবাদ ব্যাপারে যে ব্যক্তি [প্রধান] অংশ গ্রহণ করিয়াছিল সে ছিল উবাই ও সালূলের পুত্র 'আব্দুল্লাহ[৯]। তারপর, আমরা মদীনা পৌঁছিলাম। অনন্তর আমি একমাস অসুস্থ রহিলাম। এই সময়ে লোকে অপবাদ প্রচারকারীদের কথা লইয়া আন্দোলন করিতে থাকিল। [কিন্তু আমি ইহার কিছুই জানিতে পারিলাম না, তবে] পূর্বে আমি অসুস্থ হইলে আমার প্রতি নবী (সঃ)এর যে মায়া-মমতা লক্ষ্য করিতাম, আমার এই অসুখে তাহা দেখিতে না পাইয়া আমার মনে একটা খট্‌কা লাগিতেছিল মাত্র। (আমার এই রোগের সময়) তিনি [আমার নিকটে] আসিয়া শুধুমাত্র সালাম দিতেন এবং বলিতেন, "কেমন আছ?" [এবং তারপর চলিয়া যাইতেন।] কিন্তু আমি ঐ বিষয়ের কিছুই জানিতাম না। অবশেষে স্বাস্থ্য-লাভোন্মুখ অবস্থায় (একদা) আমি ও উম্মু-মিস্‌তাহ[১০] মানাসি'[১১] নামক আমাদের মলত্যাগের স্থানে গেলাম। আমরা (মলত্যাগের জন্য) কেবলমাত্র রাত্রিকালেই বাহির হইতাম। আমাদের বাড়ীর নিকটে পায়খানা নির্মিত হইবার পূর্বে এই ব্যবস্থাই ছিল। প্রাচীন আরবদের শহরের বাহিরে বাড়ী হইতে দূরে মলত্যাগের রীতিই তখনও আমাদের রীতি ছিল। [আমাদের বাসগৃহের নিকটে পায়খানা থাকা আমরা যন্ত্রনাদায়ক বিবেচনা করিতাম।] অনন্তর আমি ও আবূ-রুহ্‌ম-তনয়া-উম্মু-মিস্‌তাহ [প্রকৃতির প্রয়োজন শেষ করিয়া আমার বাড়ীর দিকে] রওয়ানা হইলাম। তখন পথ চলিতে চলিতে, উম্মু-মিস্‌তাহ চাদরে জড়াইয়া পড়িয়া গেলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, "মিস্‌তাহ বরবাদ হউক"! তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি কী অন্যায় কথা বলিলেন। এ কী কথা? আপনি এমন এক ব্যক্তিকে গালি দিতেছেন যিনি বদর-যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন।" তিনি বলিলেন, "ওহ্‌, বোকা মেয়ে। শুন নাই, লোকে (তোমার বিরুদ্ধে) কী বলে?"— (সে কী বলে?)—অতঃপর তিনি আমাকে অপবাদ রটনাকারীদের উক্তি জানাইলেন। ইহাতে আমার রোগের উপরে আরও রোগ বাড়িয়া গেল। অনন্তর আমি যখন বাড়ী ফিরিলাম তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার ঘরে ঢুকিয়া আমাকে সালাম করিলেন ও বলিলেন, "কেমন আছ?" তখন আমি বলিলাম, "আমাকে অনুমতি দিন; আমি আমার পিতামাতার বাড়ী যাই।" (বর্ণনাকারী বলেন যে,) হযরত 'আইশা (রাঃ) (পিতামাতার বাড়ী যাইবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে) বলেন: তাঁহাদের নিকট হইতে সংবাদটি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অবগত হওয়াই আমার (ঐ পিত্রালয় গমণের) উদ্দেশ্য ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে অনুমতি দিলে আমি পিতামাতার নিকট চলিয়া গেলাম। অনন্তর আমি

৯। এই 'আব্দুল্লার পিতার নাম উবাই ও মাতার নাম সালূল। সে মুনাফিকদের সর্বপ্রধান নেতা ছিল।

১০। উম্মু-মিস্‌তাহ হযরত আবূবকর (রাঃ)র খালাত বোন ছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি হযরত 'আইশা (রাঃ)র ফুফু হন।

১১। মদীনার তৎকালীন লোকালয়ের বাহিরে একটি স্থান বিশেষের নাম।

মাকে বলিলাম, "মা, লোকে কী কথা বলাবলি করে?" তিনি বলিলেন, "বৎসে, ব্যাপারটিকে লঘু জ্ঞান করতঃ শান্ত হও। আল্লার কসম, কোন লাবন্যবতী মহিলাকে যদি তাহার স্বামী ভালবাসে এবং তাহার যদি কতিপয় সতীন থাকে তবে তাহার বিরুদ্ধে সতীনগণ প্রায়ই অনেক কিছু বলিয়া থাকে।" আমি (আশ্চর্য হইয়া) বলিলাম, 'সুবহানাল্লাহ্'! (আমার সতীনগণ ইহা বলেন নাই—বরং) এই বিষয় লইয়া অপর লোকে বলাবলি করিতেছে।[১২] হযরত 'আইশা (রাঃ) বলেন: আমি ঐ রাত্রিটি এই ভাবে কাটাইয়া দিলাম যে, সকাল পর্যন্ত আমার অশ্রুও থামিল না এবং চোখে কিছুমাত্র ঘুমও আসিল না। তারপর, কাঁদিতে কাঁদিতে আমার ভোর হইল। অনন্তর অহ্ঈ-আগমণ স্থগিত থাকিবার কারণে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজ স্ত্রী-পরিত্যাগ ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আবুতালিব-পুত্র 'আলীকে ও যাইদ-পুত্র উসামাকে ডাকিলেন। [রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর পত্নীদের যে সতীত্ব ও পবিত্রতার কথা উসামা নিজে জানিতেন তাহার দিকে ইঙ্গিত করিয়া এবং] রাসূলুল্লাহ (সঃ)এর অন্তরে তাঁহার পত্নীদের প্রতি যে গভীর ভালবাসার কথা উসামা জানিতেন সেই ভালবাসা লক্ষ্য রাখিয়া তিনি বলিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, (তাঁহারা) আপনার যোগ্যতমা পত্নী। এবং আমরা তাঁহাদের সম্বন্ধে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না।" আর 'আলীর কথা। তিনি বলিলেন, "আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ আপনার জন্য অনুদার ব্যবস্থা দেন নাই। 'আইশা ছাড়া আরও বহু মহিলা রহিয়াছে। তারপর আপনি (তাঁহার) দাসীকে প্রশ্ন করিয়া দেখুন, সে আপনাকে সত্য সংবাদ দিবে।"[১৩] অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) (দাসী) বারীরাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বারীরা, তুমি কি তাঁহার মধ্যে এমন কিছু দেখিয়াছ যাহাতে তোমার সন্দেহ হইতে পারে?" বারীরা বলিল, "যিনি আপনাকে সত্য-সহ পাঠাইয়াছেন তাঁহার কসম, না, (আমি এমন কিছুই দেখি নাই।) তবে তিনি সরলা কিশোরী নব-যুবতী; আটা সানিয়া রাখিয়া কখন কখন ঘুমাইয়া পড়েন আর ছাগল আসিয়া তাহা

১২। হযরত আবুবকর (রাঃ) নিজ বাড়ীতে হযরত 'আইশাকে রাখা যুক্তি সঙ্গত মনে করেন নাই; এবং সেই জন্য তিনি হযরত 'আইশাকে নবী (সঃ)এর গৃহে ফিরিয়া যাইবার হুকুম দেন। ফলে হযরত 'আইশা নিজ গৃহে ফিরিয়া আসেন।

১৩। হযরত 'আলী (রাঃ)র পরামর্শ মোটেই বিদ্বেষ-প্রসূত ছিল না। তাঁহার পরামর্শের তাৎপর্য এই যে, তিনি হযরতের অসহ্য মানসিক অশান্তি লক্ষ্য করিয়া দুইটি বিকল্প ব্যবস্থার কথা বলেন। আশু প্রতিকার হিসাবে তিনি প্রথম ব্যবস্থা এই দেন যে, অহ্ঈ না আসা পর্যন্ত আপাততঃ হযরত 'আইশা হইতে নবী করীম (সঃ)এর পৃথক থাকাই বাঞ্ছনীয় হইবে। পরে অহ্ঈ আসিলে অহ্ঈ অনুযায়ী কাজ করা হইবে। তারপর যেহেতু নবী করীম (সঃ)এর তখনও হযরত 'আইশা ছাড়া আরও পাঁচজন স্ত্রী ও এক-জন দাসী ছিল কাজেই তাহাতে হযরতের বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না। নবী করীম (সঃ) যদি ঐ ব্যবস্থা অনুমোদন না করেন তবে বিকল্প ব্যবস্থা এই যে, ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করা হউক এবং হযরত 'আইশার দাসীর সাক্ষ্য গ্রহণ দ্বারা তদন্ত আরম্ভ করা হইক। হযরত 'আলীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দাসীর সাক্ষ্যে হযরত 'আইশা নির্দোষী প্রমাণিত হইবেন। কাজেই হযরত 'আলীর এই পরামর্শ হযরত 'আইশার পক্ষে অনুকূলই ছিল।

খাইয়া ফেলে। ইহা অপেক্ষা অধিকতর দূষণীয় কোন ব্যাপার আমি দেখি নাই।" অনন্তর রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ দিবসেই খুৎবায় দাঁড়াইলেন, এবং [মিম্বারের উপর দাঁড়াইয়া] উবাই ও সালূলের পুত্র 'আবদুল্লার বিরুদ্ধে (ব্যবস্থা-অবলম্বন ব্যাপারে) সমর্থন চাহিয়া বলিলেন, "[হে মুসলিম দল,] যে লোকটি আমাকে আমার স্ত্রী সম্পর্কে যাতনা দিয়াছে তাহার (বিরুদ্ধে ব্যবস্থা-গ্রহণ) ব্যাপারে কে আমাকে সমর্থন করিবে? আল্লাহর কসম, আমি আমার স্ত্রীদের সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না। তাহারা আরও (এ সম্পর্কে) এমন এক ব্যক্তির উল্লেখ করিয়া থাকে যাহার সম্বন্ধে আমি ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না। আর ঐ ব্যক্তিটি আমার সঙ্গ ছাড়া আমার পরিবারের সামনে আসিতই না।" তখন মু'আয্-পুত্র সা'দ্ দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কসম, আমি তাহার বিরুদ্ধে আপনাকে সমর্থন করিব। সে যদি আওস্ সম্প্রদায়ের লোক হয় তবে আমরা তাহার গর্দান মারিব; আর সে যদি খায্‌রাজ ভাইদের লোক হয় তবে তাহার সম্পর্কে আপনি আমাদিগকে আদেশ করুন—আমরা আপনার আদেশ মত কাজ করিব।" তখন খায্‌রাজ গোত্রের নেতা 'উবাদা-পুত্র সা'দ দাঁড়াইলেন। তিনি এযাবৎ শিষ্টপ্রকৃতির লোক ছিলেন; কিন্তু (মু'আয-পুত্র সা'দের কথায়) তাঁহার গোত্রপ্রীতি তাঁহাকে উত্তেজিত করিল। ফলে, তিনি বলিলেন, "তুমি মিথ্যা বলিলে। আল্লাহর কসম, তুমি তাহাকে হত্যা করিবে না—হত্যা করিতে পার না। [ঐ লোকটি যদি তোমার দলের লোক হইত তাহা হইলে তুমি তাহার নিহত হওয়া পছন্দ করিতে না।]"[১৪] তখন হুযাইর্ পুত্র উসাইদ্ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বলিলেন, "আল্লাহর কসম, তুমিই মিথ্যা বলিলে। আল্লাহর কসম, আমরা তাহাকে নিশ্চয় নিশ্চয় হত্যা করিব। নিশ্চয় তুমি একজন মুনাফিক — মুনাফিকদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া অযথা বাদানুবাদ করিতেছ।" তখন আওস ও খায্‌রাজ উভয় গোত্রের লোক উত্তেজিত হইতে থাকিল, এবং অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সঃ) মিম্বারের উপরে থাকা কালেই তাহারা মারামারি করিতে উদ্যত হইল। অনন্তর তিনি (মিম্বার হইতে) নামিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিলেন। ফলে তাহারা চুপ হইল এবং তিনিও চুপ হইলেন।

১৪। নবী করীম (সঃ)এর অশান্তি দূরীকরণ-ব্যাপারে 'উবাদা-পুত্রকে উপেক্ষা করিয়া মু'আয্-পুত্রের একাকী সম্পূর্ণ ভার-গ্রহণের দাবীর ঘোষণাই 'উবাদা-পুত্রের উত্তেজনার মূল কারণ ছিল। মু'আয্-পুত্রের ঐ প্রকার ঘোষণা প্রকৃত পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। নবী (সঃ)এর প্রতি উভয় সা'দেরই অন্তরে গভীর অনুরাগ থাকার কারণে উভয়েই ভাবপ্রবণতাবশতঃ অসঙ্গত কথা বলিয়া ফেলেন।

'উবাদা পত্রের উক্তির তাৎপর্য এই: নবী (সঃ)কে যাতনাদায়ক ব্যক্তি যদি আওসী হইত তবে গোত্রের টানে মু'আয্ পুত্র তাহাকে কখনই হত্যা করিত না। ঘটনাক্রমে ঐ ব্যক্তিটি 'উবাদা-পুত্রের গোত্রের লোক হওয়ায় মু'আয্-পুত্র দম্ভ করিয়া এই কথা বলিতে পারিয়াছে। তারপর ঐ যন্ত্রণাদায়ক লোকটি আওসীই হউক আর খায্‌রাজীই হউক 'উবাদা পত্রকে বাদ দিয়া মু'আয্-পুত্র তাহার কিছুই করিতে পারে না। কারণ মু'আয্‌পুত্র অপেক্ষা 'উবাদা-পুত্র অনেক বেশী ক্ষমতাপন্ন। অতএব মু'আয্-পুত্রের উচিত সে যেন মিথ্যা, অসার দাবী না করে।

আমি সারাদিন কাঁদিতে থাকিলাম। আমার অশ্রুও থামিতেছিল না এবং কিছু-মাত্র ঘুমও আসিতেছিল না। (পরবর্তী রাত্রিও কাঁদিতে কাঁদিতে কাটিল।) অনন্তর দুই রাত্রি ও এক দিবস কাঁদিতে কাঁদিতে আমি যখন আশঙ্কা করিতে লাগিলাম যে, কান্নায় আমার কলিজা ফাটাইয়া ফেলিবে তখন সকাল বেলায় আমার পিতামাতা আমার নিকট আসিলেন। তাঁহারা দুইজন যখন আমার নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন আর আমি কাঁদিতেছিলাম, সেই সময়ে আনসার দলের একজন স্ত্রীলোক আমার নিকটে আসিবার জন্য অনুমতি চাহিলে আমি অনুমতি দিলাম। সে আমার নিকট বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমরা যখন ঐ অবস্থায় ছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ (স:) আসিয়া বসিলেন। যে দিন হইতে আমার সম্বন্ধে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমার নিকটে বসেন নাই। এইভাবে এক মাস কাটিয়া গেল কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাঁহার নিকট কিছুই অহ্‌ঈ আসিল না। হযরত 'আইশা বলেন, অনন্তর তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করিলেন। তারপর বলিলেন, "আইশা, তোমার সম্বন্ধে আমার নিকট এই এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে। তুমি যদি এ ব্যাপারে নির্দোষ হও তবে আল্লাহ শীঘ্রই তোমার নির্দোষিতা ঘোষনা করিবেন। আর তুমি যদি কোন পাপ করিয়া থাক তবে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও এবং তাঁহার দিকে মনঃসংযোগ কর। কেন না বান্দা যখন তাহার পাপ স্বীকার করতঃ (মালিকের দিকে মনঃসংযোগ করিয়া) তওবা করে তখন আল্লাহ তাহার দিকে সদয় হইয়া ফিরিয়া থাকেন।" রাসূলুল্লাহ (স:) যখন তাঁহার কথা শেষ করিলেন তখন আমার অশ্রু একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল। ফলে, আমি এক বিন্দু অশ্রুও অনুভব করিলাম না। তখন আমি আমার পিতাকে বলিলাম, "আপনি আমার পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ (স:) এর কথার উত্তর দিন।" তিনি বলিলেন, "আল্লাহর কসম, আমি রাসূলুল্লাহ (স:) কে কী বলিব, তাহা বুঝিয়া উঠিতেছি না।" তখন আমি আমার মাতাকে বলিলাম, "রাসূলুল্লাহ যাহা বলিলেন আপনি আমার পক্ষ হইতে তাহার জওয়াব দিন।" তিনিও বলিলেন, "আল্লাহর কসম, আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, আমি রাসূলুল্লাহ (স:)কে কী বলিব।" 'আইশা (রা:) বলেন: আমি তখন অল্প বয়স্কা কিশোরী মাত্র। কুরআন শরীফও বেশী পড়ি নাই। তবুও আমি বলিলাম, "আল্লাহর কসম, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, লোকে যাহা বলাবলি করিতেছে আপনারা তাহা শুনিয়াছেন। উহা আপনাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হই-য়াছে এবং আপনারা উহা বিশ্বাস করিয়াছেন। কাজেই আমি যদি আপনাদিগকে বলি যে, আমি নির্দোষ—আর আল্লাহ জানেন যে, আমি নির্দোষ—তাহা হইলে আপনারা আমার এই কথা বিশ্বাস করিবেন না। আর আমি যদি আপনাদের নিকট কোন বিষয় স্বীকার করি—অথচ আল্লাহ জানেন যে, আমি বাস্তবিকই নির্দোষ তাহা হইলে আপনারা আমার কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন। আল্লাহর কসম, আমার ও আপনাদের

জন্য উপমা হিসাবে আমি কেবল মাত্র য়ুসুফ (আঃ) এর পিতা ইয়াকুব (আঃ) এর ঐ সময়ের অবস্থাটি পাইতেছি, যখন তিনি বলিয়াছিলেন: 'উদ্বেগ শূন্য ধৈর্যধারনই একমাত্র পন্থা।' আর তোমরা যাহা বর্ণনা করিতেছ সে সম্বন্ধে আল্লাহই সহায়।" অতঃপর আমি আমার বিছানায় পাশ ফিরিয়া শয়ন করিলাম। আমি আশা করিতেছিলাম যে, আল্লাহ আমার নির্দোষিতা প্রকাশ করিবেন। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি এরূপ ধারণা করি নাই যে, তিনি আমার সম্পর্কে কোন পঠনীয় অহ্ঈ নাযিল করিবেন। কেন না আমি নিজেকে এত তুচ্ছ ধারণা করিতাম যে, আমার ব্যাপার কুরআনে আলোচিত হইবে এমন আশা করি নাই। তবে আমি আশা করিতাম যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হয়ত ঘুমে স্বপ্ন দেখিবেন এবং তদ্দ্বারা আল্লাহ আমার পবিত্রতা ঘোষণা করিবেন। আল্লাহর শপথ, তখনও নবী (সঃ) তাঁহার আসন ছাড়িয়া উঠেন নাই এবং ঐ ঘরের লোকদের কেহ বাহির ও হয় নাই, এমন সময়ে তাঁহার প্রতি অহ্ঈ অবতীর্ণ হইতে লাগিল। ফলে, (পূর্বে অহ্ঈ অবতীর্ণ হইবার সময়ে) তাঁহার যেমন কষ্ট হইত এবং (ঐ কষ্টের কারণে) শীতের দিনেও তাঁহার (ললাটপ্রান্ত হইতে) ঘাম যেমন মুক্তার ন্যায় ঝরিতে থাকিত এখনও তাঁহার সেইরূপ কষ্ট হইতে লাগিল। অনন্তর রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন হাসিতে হাসিতে ঐ কষ্ট হইতে নিস্কৃত হইলেন তখন তিনি সর্বপ্রথমে যে কথা বলিলেন তাহা এই ছিল। তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন: "হে 'আইশা, আল্লাহর প্রশংসা কর, কারণ আল্লাহ তোমাকে দোষমুক্ত ঘোষণা করিয়াছেন। তখন আমার মা আমাকে বলিলেন, "তুমি উঠিয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট যাও। (এবং তাঁহার শুক্‌রিয়া আদায় কর।)" আমি বলিলাম, "না; আল্লাহর কসম, আমি উঠিয়া তাঁহার নিকট যাইব না এবং আল্লাহ ছাড়া অপর কাহারও শুকর করিব না। ঐ সময়ে শক্তিমান, মহান আল্লাহ (এই আয়াতগুলি) নাযিল করেন। "ইহা নিশ্চিত যে, যাহারা অপবাদ উঠাইয়াছিল তাহারা তোমাদেরই একটি দল----[১৫]" উসাসা-পুত্র মিস্‌তাহ এর সহিত (আমার পিতা) আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)র আত্মীয়তা সম্পর্ক থাকার কারণে,[১৬] (আমার পিতা) আবুবকর মিস্‌তাহকে টাকা-পয়সা দিয়া সাহায্য করিতেন। অনন্তর শক্তিমান, মহান আল্লাহ আমার নির্দোষ হওয়া সম্বন্ধে যখন অহ্ঈ নাযিল করিলেন তখন (আমার পিতা) আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) বলিলেন, "আল্লাহর কসম, "'আইশা সম্বন্ধে মিস্‌তাহ-এর ঐ সব কথা বলিবার পরে আমি তাহাকে কিছুই দিব না।" তখন শক্তিমান আল্লাহ নাযিল করিলেন, "তোমাদের মধ্যে যাহারা ধনবান ও সমৃদ্ধিশালী তাহারা আত্মীয়-স্বজনদিগকে দান না করিবার শপথ করিবে না" হইতে

১৫। সূরা আন্-নূরের ১১ আয়াত হইতে ২০ আয়াত পর্যন্ত।

১৬। মিস্‌তাহ-এর মা হযরত আবুবকর (রাঃ)র খালাত বোন ছিলেন। কাজেই মিস্‌তাহ হযরত আবু বকর (রাঃ)র এক ধাপ দূরের ভাগিনেয় ছিলেন।

"আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাকারী, অত্যন্ত দাতা" (পর্যন্ত আয়াত)।[১৭] ইহাতে আবুবকর বলিলেন, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই কামনা করি যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুণ।" অতঃপর তিনি মিস্তাহকে যে পরিমানে অর্থ দিতেন সেই পরিমানে তাহাকে দিতে থাকিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) জাহ্শ-তনয়া যাইনাবকে আমার ঐ ব্যাপার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "হে যাইনাব, তুমি কি জান? তুমি কি দেখিয়াছ?" তিনি (যাইনাব) বলিয়াছিলেন, "আল্লাহর রাসূল! আমি আমার কান ও চোখকে (অবাস্তব ব্যাপার হইতে) রক্ষা করিয়া চলি। আল্লাহর কসম, আমি তাহার সম্বন্ধে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না।" 'আইশা (রাঃ) বলেন, "যাইনাবই আমার সহিত প্রতিযোগিতা করিতেন। কিন্তু তাঁহার কঠোর আত্ম-সংযমের কারণে আল্লাহ তাঁহাকে (পাপ হইতে) রক্ষা করেন।"

৬। আবূ বাক্রা (রাঃ) বলেনঃ নবী (সঃ) এর সামনে এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করিলে, তিনি কয়েকবার এই কথা বলিলেন, "তোমার বিনাশ হইক, তোমার বিনাশ হউক, তুমি তোমার সাথীর গলা কাটিলে।" অতঃপর নবী (সঃ) বলিলেন; তোমাদের কেহ যদি একান্তই তাহার (মুসলমান) ভাইয়ের প্রশংসা করিতে চায় তবে সে যেন প্রথমে এই কথা বলে, "আমি অমুককে এরূপ মনে করি, যদিও তাহার যথার্থ অবস্থা আল্লাহই জানেন। আল্লাহর উপর দিয়া আমি কাহারও নির্দোষিতা ঘোষণা করি না। তবে আমি তাহাকে এইরূপ মনে করি।" তারপর সে তাহার সম্বন্ধে যাহা জানে তাহা বলিতে পারে।

৭। ইব্ন-'উমার (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, উহুদ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাহাকে সামনে ডাকাইলেন। তখন তাহার বয়স চৌদ্দ বৎসর ছিল। তখন নবী (সঃ) তাহাকে (যুদ্ধে যোগদান করিতে) অনুমতি দেন নাই। (ইব্ন-'উমার বলেন,) তারপর খন্দক যুদ্ধের সময় তিনি আমাকে সামনে ডাকাইলেন। তখন আমার বয়স পনেরো বৎসর ছিল তখন তিনি আমাকে (যুদ্ধে যোগদান করিবার) অনুমতি দেন।

৮। আবূ-হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক দল লোকের (প্রত্যেকে একটি বস্তুর মালিকানা দাবী করে; কিন্তু বস্তুটি তাহাদের কাহারও দখলেও ছিল না এবং তাহাদের কাহারও কোন দলীল প্রমাণও ছিল না, তখন তাহাদের) সামনে নবী (সঃ) কসম পেশ করিলে তাহাদের সকলে আগাইয়া আসিল। তখন তাহাদের মধ্যে (প্রথমে)কে কসম করিবে তাহা নির্ধারণের জন্য নবী (সঃ) লটারীর হুকুম দিলেন।

৯। ইব্ন-'উমার (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলেনঃ "যে ব্যক্তি শপথ করিতে চায় সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে অথবা চুপ করিয়া থাকে।"

১৭। সম্পূর্ণ আয়াতটির অর্থ এইঃ—তোমাদের মধ্যে যাহারা ধনবান ও সমৃদ্ধিশালী তাহারা আত্মীয়-স্বজনদিগকে, মিসকিনদিগকে ও মুহাজিরদিগকে আল্লাহর পথে খয়রাত না দিবার কসম করিবে না। বরং তাহারা ক্ষমা করিবে ও সদয় ব্যবহার করিবে। তাহারা কি কামনা করে না যে, আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাকারী, অত্যন্ত দাতা। সূরা: আন্-নূর-২২ আয়াত। হযরত মিস্তাহ মিসকীন, মুহাজির ও হযরত আবুবকরের আত্মীয়ও ছিলেন।

লোকের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন

[কিতাবুস্ সুলহ্]

অসীম দয়ালু পরম করুণাময় আল্লাহর নামে

১০। 'উক্বা-তনয়া উম্ম-কুলসূম (রা:) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (স:) কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি: যে ব্যক্তি লোকের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করিতে গিয়া কোন মঙ্গলজনক (মিথ্যা) কথা বলে, তবে সে (বাহ্যত: মিথ্যা বলিলেও আল্লার নিকট) মিথ্যাবাদীর পর্যায়ে পড়ে না।

১১। সা'দ পুত্র সাহ্ল (রা:) হইতে বর্ণিত আছে যে, (একদা) কুবার অধিবাসীগণ পরস্পর কলহ করিতে করিতে পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স:) কে এই সংবাদ দেওয়া হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার সঙ্গে তোমারা ও চলো; আমরা তাহাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করিয়া আসি।"

১২। 'আযিব-পুত্র বারা' (রা:) বলেন, নবী (স:) যুল্-কা'দা মাসে 'উমরা করিবার জন্য (মক্কায় প্রবেশ করিতে) গেলে মক্কাবাসীগণ তাঁহাকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকার করিল। অবশেষে তিনি তাহাদের সহিত এই মর্মে মীমাংসা করিয়া লইলেন যে, তিনি (পরবর্তী বৎসরে 'উমরা করিতে আসিবেন, এবং) মক্কায় মাত্র তিন দিন অবস্থান করিবেন। মুসলিম পক্ষ যখন ঐ সন্ধিপত্র লিখিতে লাগিলেন তখন এই কথা লিখিলেন, "আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ এই মীমাংসা মানিয়া লইলেন ···।" ইহাতে মক্কাবাসীগণ বলিল, "আমরা মুহাম্মদের রাসূল হওয়া স্বীকার করি না। আমরা যদি বিশ্বাস করিতাম যে, আপনি আল্লাহর রাসূল, তাহা হইলে আমরা আপনাকে (মক্কা প্রবেশে) বাঁধা দিতাম না। বরং আপনি (আমাদের নিকট) মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ।" নবী (স:) বলিলেন, "আমি আল্লাহর রাসূল এবং মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ উভয়ই।" অতঃপর তিনি 'আলী (রা:) কে বলিলেন, "রাসূলুল্লাহ কথাটি কাটিয়া দাও।" 'আলী বলিলেন, "না, আল্লাহর কসম, আমি আপনার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ কখনই কাটিব না।" তখন রাসূলুল্লাহ (স:) সন্ধিপত্রটি লইয়া [রাসূলুল্লাহ কথাটি নিজ হাতে কাটিয়া দিয়া তাহার স্থলে ইব্নে 'আব্দুল্লাহ লিখিলেন।[১৮] ফলে, সন্ধিপত্রটি এইরূপ দাঁড়াইল] "মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ এই মীমাংসা মানিয়া লইলেন যে (পরবর্তী বৎসর তিনি যখন মক্কায় আসিবেন তখন) তিনি কোষবদ্ধ না করিয়া কোন অস্ত্র মক্কায় আনিবেন না। মক্কাবাসী কেহ যদি তাঁহার সঙ্গে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন না। তাঁহার সঙ্গীদের মধ্যে কেহ যদি মক্কায় স্থায়ী ভাবে থাকিতে চায় তবে তিনি তাহাকে বাঁধা দিবেন না।

১৮। নবী করীম (স:)এর 'ইব্ন 'আব্দুল্লাহ' লিখা সম্বন্ধে আলিমদের মধ্যে দুই মত রহিয়াছে। একদল বলেন, তিনি নিজেই শব্দ তিনটি লিখিয়াছিলেন এবং ইহা তাঁহার একটি মু'জিযারূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। অপর দল বলেন, 'তিনি লিখিলেন' এর তাৎপর্য 'তিনি লিখিবার আদেশ দিলেন'।

অনন্তর (পরবর্তী বৎসরে) নবী (সঃ) মক্কায় প্রবেশ করিলেন এবং যখন নির্ধারিত (তিনদিন) সময় অতিবাহিত হইবার উপক্রম হইল তখন মক্কাবাসীগণ 'আলীর নিকট আসিয়া বলিল, "আপনি আপনার সঙ্গীকে বলুন, তিনি যেন আমাদের এখান হইতে চলিয়া যান ; কারণ নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইতে চলিয়াছে।" অনন্তর নবী (সঃ) বাহির হইয়া চলিলেন। তখন হাম্‌যার কন্যা 'হে চাচা', 'হে চাচা', বলিতে বলিতে তাহাদের পিছনে আসিতে লাগিল। তখন 'আলী তাহাকে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া ফাতিমাকে বলিলেন, "এই যে তোমার চাচাত বোন। তাহাকে উঠাইয়া লও।" সাহাবী বারা' (রাঃ) বলেন, তখন তাহার (অভিভাবক হওয়া) সম্বন্ধে 'আলী, যাইদ ও জা'ফর-এর মধ্যে ঝগড়া বাধিল। 'আলী বলিলেন, "তাহার সম্বন্ধে আমি সবচেয়ে বেশী হক্‌দার। কারণ সে আমার চাচাত বোন। (এবং আমার স্ত্রী ফাতিমা রাসূলুল্লাহ (সঃ)এর কন্যা।"[১৯] জা'ফর বলিলেন, "সে আমারও চাচাত বোন, এবং তাহার খালা আমার স্ত্রী।" যাইদ বলিলেন, সে আমার ভাইয়ের কন্যা।[২০] অনন্তর নবী (সঃ) তাহার খালার স্বপক্ষে ফয়সালা দিয়া বলিলেন, "খালা মাতার প্রতিনিধি স্বরূপ।" তিনি 'আলীকে বলিলেন, "তুমি আমার এবং আমি তোমার।" তারপর জা'ফরকে বলিলেন, "আমার আকৃতি ও প্রকৃতির সহিত তোমার বেশ সাদৃশ্য রহিয়াছে।" অবশেষে যাইদকে বলিলেন, "তুমি তো আমাদের ভাই ও আমাদের বন্ধু।"

১৩। আবু বাক্‌রা (রাঃ) বলেন, (একদা) আমি দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মিম্‌বারের উপরে রহিয়াছেন এবং 'আলী-পুত্র হাসান তাঁহার পার্শ্বে রহিয়াছেন। তখন নবী (সঃ) একবার লোকদের দিকে ও একবার হাসানের দিকে তাকাইতে তাকাইতে বলেন, আমার এই পুত্রটি[২১] একজন বড় নেতা এবং আল্লাহ সম্ভবতঃ তাহার দ্বারা মুসলিমদের দুইটি বৃহৎ দলের পারস্পরিক বিরোধ দূর করিয়া মিলন ঘটাইবেন।

১৪। 'আইশা (রাঃ) বলিয়াছেন, (একদা) নবী (সঃ) দরজার নিকট বিবাদমান লোকদের উচ্চস্বর শুনিতে পাইলেন। তন্মধ্যে একজন অপর জনের নিকট ঋনের অংশ বিশেষ মাফ করিয়া দিবার জন্য এবং ঋণ আদায়ে সদয় ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করিতেছিল, আর অপর ব্যক্তিটি বলিতেছিল, আল্লাহর কসম, আমি করিব না। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বাহির হইয়া তাহাদের নিকট গেলেন এবং বলিলেন, সৎকাজ না

১৯। আবূ-দাউদ হাদীস-গ্রন্থ।

২০। হিজরতের পরে নবী করীম (সঃ) আন্‌সার ও মুহাজিরদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ স্থাপন করেন তাহাতে তিনি হযরত হামযাকে হযরত যাইদের ভাই নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তদনুসারে যাইদ এই দাবী উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

২১। পৌত্র, দৌহিত্রকে পুত্র বলার রীতি আরবে প্রচলিত ছিল।

করিবার জন্য আল্লাহর নামে শপথকারীটি কোথায়? তখন ঐ লোকটি বলিল, "আল্লাহর রাসূল, আমিই।" (লোকটি হযরত (সঃ) এর ভর্ৎসনা বুঝিতে পারিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিল) "সে দুইটির মধ্যে যাহা পছন্দ করিবে তাহাই হইবে।"[২২]

শর্তাবলী

[কিতাবুশ্ শুরুত]

অসীম দয়ালু পরম করুণাময় আল্লাহর নামে

১৫। 'ওকবা ইব্‌ন 'আমির (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, যে সকল শর্তে তোমরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হও সেই শর্তগুলি যাবতীয় শর্তের মধ্যে সর্বাধিক পালন যোগ্য।

১৬। আবু হুরাইরা (রাঃ) ও যাইদ ইব্‌ন খালিদ (রাঃ) বলিয়াছেন, একজন বেদুইন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট আসিল। অতঃপর লোকটি বলিল, "আল্লাহর রাসূল, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়া বলিতেছি, আপনি আমার সম্বন্ধে আল্লাহর কিতাব অনুসারে বিচার করিবেন।" অপর পক্ষ তাহার চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান ছিল। সে বলিল, "হাঁ আপনি আল্লাহর কিতাব অনুসারেই আমাদের বিচার করুন এবং আমাকে অনুমতি দিন (আমি কিছু বলি)"। রাসূলুল্লাহ বলিলেন, "বল"। সে বলিল, "আমার পুত্র এই ব্যক্তির চাকর ছিল এবং সে ইহার স্ত্রীর সহিত যিনা করিয়াছিল। অনন্তর আমাকে জানান হইল যে, আমার পুত্রকে রাজম[২৩] করিতে হইবে। তখন আমার পুত্রের রাজমের বিনিময়ে আমি (এই ব্যক্তিকে) একশত ছাগল ও একটি বাঁদী[২৪] দিলাম। অতঃপর আমি আলিমদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা আমাকে বলিলেন যে, আমার পুত্রের জন্য একশত বেত্রাঘাত ও এক বৎসর নির্বাসন দণ্ডের এবং এই ব্যক্তির স্ত্রীর জন্য রাজমের বিধান রহিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, "যাঁহার হাতে আমার প্রাণ আছে, তাঁহার শপথ আমি নিশ্চয়ই আল্লাহর কিতাব অনুসারে তোমাদের মধ্যে বিচার করিয়া দিব।" বাঁদী ও বকরী তুমি ফেরৎ পাইবে।* তোমার পুত্রের

২২। অর্থাৎ সে যদি ঋণের কিছু অংশ কম করিয়া এখনই তাহা দিতে চায় তবে তাহাই মনযূর ; আর সম্পূর্ণ ঋণ শোধ করিবার জন্য সে যদি সময় চায় তবে তাহাই মনযুর।

২৩। বিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রীলোক যিনা করিলে তাহাদিগকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার বিধানকে "রাজম" করা বলে।

২৪। লোকটি মনে করিয়াছিল যে, রাজম করা বা না করা ঐ যিনাকারিনী স্ত্রীলোকটির স্বামীর ইচ্ছাধীন। কাজেই সে উহাকে একটি বাঁদী ও একশত ছাগল দিয়া রাযী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

* বুখারী ১০৭৮ পৃষ্টায় এই হাদীসেই رد عليك এর পরিবর্তে ردها রহিয়াছে। অর্থাৎ নবী (সঃ) ঐ স্ত্রীলোকটির স্বামীকে বলিলেন, "বাঁদী ও ছাগল ফিরাইয়া দাও"।

একশত বেত্রাঘাত ও এক বৎসর কাল নির্বাসন দণ্ড হইবে। হে উনাইস, তুমি এই ব্যক্তির স্ত্রীর নিকট গমণ কর। সে যদি অপরাধ স্বীকার করে তবে তাহাকে রাজম করিবে।" বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, তদনুসারে উনাইস ঐ স্ত্রীলোকটির নিকট গেলেন এবং সে অপরাধ স্বীকার করিল। অনন্তর রাসূলুল্লাহর আদেশে তাহাকে রাজম করা হইল।

১৭। ইব্‌ন 'উমার (রাঃ) বলিয়াছেন, খাইবারের (ইয়াহুদী) অধিবাসীগণ ('উমার-পুত্র 'আব্দুল্লাহকে রাত্রিকালে ছাদ হইতে নীচে ফেলিয়া দিয়া) যখন 'উমার-পুত্র 'আব্দুল্লাহর হাতের কব্জি ও পায়ের গিঠ দুমড়াইয়া দেয় তখন 'উমার (রাঃ) খুৎবা দিতে দাঁড়াইয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) খাইবারের ইয়াহুদীদিগকে তাহাদের (পূর্ব অধিকৃত) সম্পত্তি ভাগে আবাদ করিতে দিয়া বলিয়াছিলেন, আল্লাহ তোমাদিগকে যতদিন বহাল রাখেন আমরা তোমাদিগকে ততদিন বহাল রাখিব। (এমতাবস্থায় এইরূপ ঘটিয়াছে যে,) 'উমার-পুত্র 'আব্দুল্লাহ সেখানে তাঁহার সম্পত্তি দেখাশুনা করিতে গেলে রাত্রিকালে তাঁহার প্রতি যুলম করা হইয়াছে; তাঁহার হাত পা দুমড়াইয়া মটকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অথচ সেখানে ইয়াহুদীগণ ব্যতীত আমাদের আর কোন শত্রু নাই। তাহারাই আমাদের শত্রু ও আমাদের অভিযোগের পাত্র। তাই আমি তাহাদিগকে নির্বাসিত করা স্থির করিয়াছি। 'উমার (রাঃ) এই বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় মত প্রকাশ করিলে বানু আবু হুকাইক গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, "হে আমীরুল মু'মিনীন, মুহাম্মদ (সঃ) আমাদিগকে এখানে বসবাস করিতে এবং সম্পত্তি সমূহ ভাগে আবাদ করিতে দিয়াছিলেন। তিনি আমাদের সহিত ঐ চুক্তিই করিয়াছিলেন।" তখন 'উমার (রাঃ) বলিলেন, "তুমি কি মনে কর যে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সেই কথা ভুলিয়া গিয়াছি?" (কথাটি এই, তিনি তোমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন) "যখন তোমাকে খাইবার হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে এবং তোমার উট তোমাকে লইয়া রাত্রির পর রাত্রি চলিতে থাকিবে তখন তোমার অবস্থা কেমন হইবে?" ইহাতে সেই লোকটি বলিল, "আবুল কাসিম (মুহাম্মদ সঃ) ত ইহা কৌতুক করিয়া বলিয়াছিলেন।" 'উমার (রাঃ) বলিলেন, "হে আল্লাহর দুশমন। তুমি মিথ্যা বলিতেছ!" অনন্তর 'উমার (রাঃ) তাহাদিগকে নির্বাসিত করিলেন এবং তাহাদের বৃক্ষস্থিত ফল, উট, উটের হাওদা, দড়ি প্রভৃতি আসবাবের মূল্য তাহাদিগকে প্রদান করিলেন।

১৮। মাখরামাহ-পুত্র মিস্‌ওর ও মারওয়ান বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হুদাইবিয়া গমণ-কালে (মদীনা হইতে) বাহির হইলেন। অনন্তর কোন এক পথে পৌঁছিয়া তিনি বলিলেন, "খালিদ ইব্‌ন অলীদ কুরাইশের একদল অগ্রগামী অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক রূপে 'গামীম' নামক স্থানে অবস্থান করিতেছে। অতএব তোমরা ডান দিকের পথে চল।" আল্লাহর কসম, মুসলিম সৈন্যদের পদাঘাতে উত্থিত ধূলি-বালি দৃষ্টিগোচর হইবার পূর্বে খালিদ তাঁহাদের সম্পর্কে কিছুই জানিতে পারে নাই। অনন্তর খালিদ কুরাইশদিগকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য দৌড়াইয়া চলিল। এদিকে নবী (সঃ) ও

চলিতে থাকিলেন। অবশেষে যখন তিনি (মক্কায়) কুরাইশদের নিকট যাইতে হইলে যে উচ্চভূমি হইতে অবতরণ করিতে হইত (সানিয়াতুল মিরাৎ নামক) সেই উচ্চ ভূমিতে পেঁীছিলেন তখন তাঁহার (কাসওয়া নাম্নী) উষ্ট্রীটি বসিয়া পড়িল। লোকে তাহাকে উঠাইবার জন্য 'হাল্লুন হাল্' 'হাল্লুন হাল', শব্দ করিতে লাগিল। কিন্তু সে অটল রহিল। তখন তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল যে, কাসওয়া (অবাধ্য অথবা অক্ষম) হইয়া বসিয়া পড়িয়াছে। নবী (সঃ) বলিলেন, "কাসওয়া (অবাধ্যতা বা অক্ষমতা বশতঃ) বসিয়া পড়ে নাই। উহা তাহার স্বভাবও নহে। বরং হস্তীর[২৫] গতিরোধকারী (আল্লাহ) ই উহার গতিরোধ করিয়াছেন।" অতঃপর তিনি বলিলেন, "যাহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার কসম, যে সকল বিষয় দ্বারা আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়, এইরূপ যে কোন প্রস্তাব তাহারা করিবে আমি তাহাতেই সম্মত হইব।[২৬] অতঃপর নবী (সঃ) উষ্ট্রীকে ধমক দিলে উহা দ্রুত উঠিয়া দাঁড়াইল। বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, অনন্তর নবী (সঃ) সাহাবীদের নিকট হইতে সরিয়া একধার দিয়া চলিতে চলিতে হুদাইবিয়ার শেষ প্রান্তে অল্প পানি বিশিষ্ট একটি অগভীর কূপের নিকট আসিয়া অবতরণ করিলেন। লোকে ঐ কূপ হইতে চুল্লু চুল্লু করিয়া পানি লইতে লাগিলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই উহা নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট (পানির অভাব জনিত) পিপাসার অভিযোগ আসিতে লাগিল। তখন নবী (সঃ) তাঁহার তূণ হইতে একটি তীর বাহির করিলেন। তারপর তিনি তাহাদিগকে উহা ঐ কূপে পুঁতিয়া রাখিতে আদেশ করিলেন। আল্লাহর শপথ, তখন পানি এত প্রচুর পরিমাণে ও প্রবল বেগে উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল যে, সকলে (উহা পান করিয়া) পরিতৃপ্ত হইল। তাঁহারা ঐরূপ অবস্থায় থাকাকালে বুদাইল ইব্‌ন অরকা খুযা'য়ী তাঁহার গোত্র খুযা'আর কয়েকজন লোকসহ তথায় উপস্থিত হইলেন। তিহামার[২৭] অধিবাসীগণের মধ্যে তাঁহারাই রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর পরম বিশ্বস্ত শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি বলিলেন, আমি কা'আব ইব্‌ন লুআই ও'আমির ইব্‌ন লুআই গোত্রদ্বয়কে হুদাইবিয়ার কয়েকটি গভীর পানি বিশিষ্ট কূপের নিকট অবস্থান করিতে দেখিয়া আসিলাম। তাহাদের সঙ্গে সদ্যপ্রসূত বৎস সহ দুগ্ধবতী উষ্ট্রী রহিয়াছে (অর্থাৎ তাহারা যুদ্ধের জন্য সর্বতোভাবে সুসজ্জিত)। তাহারা আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে ও আপনার কা'বা গৃহ দর্শন করিতে বাঁধা দিতে প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, "আমরা কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে আসি নাই; বরং আমরা 'উমরা

২৫। এখানে কুরআন মজীদের সূরতুল ফীলে বর্ণিত ইয়ামানের শাসনকর্তা আবরাহা কর্তৃক হস্তীযূথ লইয়া মক্কা আক্রমণ ও উহার পরিণতির ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

২৬। হারাম শরীফে ঐ মাসে যুদ্ধ করা নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (সঃ)এর উদ্দেশ্য যে তাহারা যদি যুদ্ধ পরিহার করিবার জন্য কোনও শরীয়ত মোতাবেক সম্মানজনক প্রস্তাব করে তাহা হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন।

২৭। মক্কা ও মক্কার পার্শ্ববর্তী ইলাকাকে 'তিহামা' বলা হয়।

করিতে আসিয়াছি। ইহা সত্য যে, যুদ্ধ বিগ্রহ কুরাইশদিগকে হীনবল করিয়াছে এবং তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্তও করিয়াছে। কাজেই তাহারা যদি চায় তবে আমি তাহাদের সহিত নির্দিষ্ট কালের জন্য যুদ্ধ বিরতির চুক্তি করিব। ফলে তাহারা আমাদের মধ্যে ও অপর লোকদের মধ্যে নির্ভয়ে চলাফিরা করিতে পারিবেন। অনন্তর আমি যদি শক্তিশালী হইয়া উঠি তবে আর সকল লোক যাহাতে প্রবেশ করিয়াছে তাহাদের ইচ্ছা হইলে তাহারাও তাহাতে অর্থাৎ ইসলামে প্রবেশ করিবে। আর তখন যদি ইসলামে দাখিল হইতে তাহাদের ইচ্ছা না হয় তবে তাহারা যুদ্ধ হইতে ত নিশ্চিন্ত থাকিবে। আর যদি তাহারা যুদ্ধ বিরতি চুক্তি করিতে অস্বীকার করে, তবে যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ, নিশ্চয়ই আমি এই ব্যাপারে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যু বরণ করিতে হইলেও তাহা করিব। আর আল্লাহ অবশ্যই তাঁহার কাজ সমাধা করিবেন।" ইহাতে বুদাইল বলিলেন, "আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা আমি তাহাদের নিকট পেঁৗছাইয়া দিব।" বর্ণনাকারী বলেন, অনন্তর বুদাইল রওয়ানা হইলেন এবং কুরাইশদের নিকট আসিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আমি এই ব্যক্তির (মুহাম্মদ সঃ) এর নিকট হইতে আপনাদের নিকট আসিতেছি। আমি তাঁহাকে কিছু কথা বলিতে শুনিয়াছি, যদি আপনারা চান যে, আমি উহা আপনাদের নিকট পেশ করি তবে আমি তাহা করিতে পারি।" তখন তাহাদের দলের নির্বোধগণ বলিল, "না, আপনার তাঁহার সম্বন্ধে কিছু আমাদিগকে জানান আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।" কিন্তু তাহাদের মধ্যে জ্ঞানী-ব্যক্তিগণ বলিলেন, "আপনি তাঁহাকে যাহা বলিতে শুনিয়াছেন তাহা বলুন।" তিনি বলিলেন, "আমি তাঁহাকে এই এই কথা বলিতে শুনিয়াছি।" অনন্তর নবী (সঃ) যাহা কিছু বলিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের নিকট বর্ণনা করিলেন। তখন 'উরওয়া ইব্‌ন মাস'উদ দাঁড়াইয়া বলিলেন, "হে আমার কওমী নেতৃবৃন্দ! আপনারা কি আমার পিতৃস্থানীয় নন?" তাঁহারা বলিলেন "হাঁ"। তিনি বলিলেন, "আমি কি আপনাদের পুত্রতুল্য নই?" তাঁহারা বলিলেন, "হাঁ"। তিনি বলিলেন, "আপনারা কি আমার সম্বন্ধে কোন খারাপ ধারণা পোষণ করেন?" তাঁহারা বলিলেন, "না"। 'উরওয়া বলিলেন, "একথা কি আপনাদের জানা নাই যে, (আপনাদিগকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে) আমি 'উকাযবাসীদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আহ্বান করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা যখন আমার আহ্বানে সাড়া দিল না তখন আমি আমার পুত্র পরিজন ও অনুসরণকারীদিগকে সঙ্গে লইয়া আপনাদের নিকট চলিয়া আসিয়াছিলাম?" তাঁহারা বলিলেন, "হাঁ"। অতঃপর তিনি বলিলেন, "এই ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ (সঃ) আপনাদের সামনে মঙ্গলজনক ন্যায় কথাই পেশ করিয়াছেন; আপনারা উহা মানিয়া লউন এবং আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে অনুমতি দিন।" তাঁহারা বলিলেন, "বেশ্ ত তাঁহার নিকট যান।" অতঃপর 'উরওয়া নবী (সঃ) এর নিকট গিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্তা

বলিতে লাগিলেন। নবী (সঃ) বুদাইলকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই 'উরওয়াকেও বলিলেন। (নবী (সঃ) যখন বলিলেন যে, তিনি কুরাইশদের সহিত শেষ রক্তবিন্দু দিয়াও যুদ্ধ করিবেন,) সেই সময় 'উরওয়া বলিলেন, "হে মুহাম্মদ আপনি কি আপনার জাতিকে সমূলে উৎপাটিত করিবেন? আপনি কি আপনার পূর্বে অপর কোন 'আরাবকে এরূপ স্বীয় আত্মীয়-স্বজনকে সমূলে ধ্বংস করিয়াছে বলিয়া শুনিয়াছেন? আর যদি ব্যাপার অন্যরূপ দাঁড়ায় তাহা হইলে কি হইবে? আল্লাহর শপথ আমি ত আপনার সঙ্গে বিভিন্ন চেহারার (গোত্রের) লোক দেখিতেছি। আমি দেখিতেছি যে, এই সমস্ত বিভিন্ন দলের লোকের স্বভাবই হইল (তখন আপনার বিপদের সময়) আপনাকে ফেলিয়া পলায়ন করা।" ইহাতে আবুবকর (রাঃ) (অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,) "তোর লাত দেবীর------চুষ! আমরা তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিব?" তখন 'উরওয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই লোকটি কে?" সাহাবীগণ বলিলেন, "আবুবকর"। তখন তিনি বলিলেন, "যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, তাঁহার শপথ, যদি আমার প্রতি আপনার এমন একটি উপকার না থাকিত যাহার প্রতিদান আমি আপনাকে আজও দিতে পারি নাই, তাহা হইলে আমি আপনাকে সমুচিত উত্তর দিতাম।" বর্ণনাকারী বলেন, "অতঃপর তিনি নবী (সঃ) এর সঙ্গে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। আর যখনই তিনি তাঁহার সহিত কথা বলিতেছিলেন তখনই তিনি নবী (সঃ) এর পবিত্র দাড়ির উপর হাত রাখিতেছিলেন।[২৮] এই সময় মুগীরা ইব্‌ন শু'বা নবী (সঃ) এর মস্তকের নিকট তরবারী হস্তে লৌহ-শিরস্ত্রাণ মস্তকে পরিয়া তাঁহার প্রহরী রূপে দণ্ডায়মান ছিলেন। যখনই 'উরওয়া নবী (সঃ) এর দাড়ির দিকে হাত বাড়াইতেছিলেন তখনই মুগীরা তলওয়ারের খাপের নিম্নভাগ দ্বারা তাঁহার হাতের উপর আঘাত করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, "রাসূলুল্লাহর দাড়ি হইতে তোমার হাত সরাও।" 'উরওয়া মাথা উঠাইয়া বলিলেন, "এই লোকটি কে?" সাহাবীরা বলিলেন, "মুগীরা-ইব্‌ন-শু'বাহ।" 'উরওয়া বলিলেন, "ওরে বিশ্বাসঘাতক! আমি কি তোমার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা চরিত্র করি নাই?" (আসল ব্যাপার এই যে,) ইসলাম গ্রহণ করিবার পূর্বে মুগীরা একদল লোকের সঙ্গে সফর করেন। অনন্তর তিনি তাহাদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের ধন সম্পদ লুন্ঠন করেন। এই ঘটনার পর তিনি নবী (সঃ) এর নিকট পৌঁছিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন (এবং লুন্ঠিত মাল দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করিতে অনুরোধ করেন)। তখন নবী (সঃ) বলিয়াছিলেন, "(তোমার) ইসলাম গ্রহণ আমি মানিয়া লইতেছি। কিন্তু ঐ মালের কথা! তাহার সহিত আমার কোনই সম্পর্ক নাই।" অতঃপর 'উরওয়া নবী (সঃ) এর সাহাবীগণকে উভয় চক্ষুদ্বারা স্থির-

---

২৮। আরবদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, শ্রোতার সহানুভূতি ও দয়ার উদ্রেকের জন্য বক্তা কথা বলিবার সময় শ্রোতার দাড়ি স্পর্শ করিত। ইহা তাহাদের নিকট মোটেই দোষাবহ ছিল না। কিন্তু একজন মুশরীক নবী (সঃ) এর পবিত্র দাড়ি স্পর্শ করিবে ইহা সাহাবীগণ সহ্য করিতে পারিতেন না।

দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর কসম, ('উরওয়া দেখিল যে) রাসূলুল্লাহ (সঃ) থুথু ফেলিতেন উহা সাহাবীদের কাহারও না কাহারও হাতেই পড়িত আর তিনি তাহা স্বীয় মুখমণ্ডলে ও শরীরে মাখিয়া লইতেন। যখন তিনি তাঁহাদিগকে কোন আদেশ করিতেন তখন তাঁহারা তাঁহার আদেশ দ্রুত পালন করিতেন। যখন তিনি উযূ করিতেন তখন ত সাহাবীগণ উযূর পানি পাইবার জন্য রীতিমত মারামারি করিবার উপক্রম করিতেন। যখন তিনি (নবী সঃ) কথা বলেন তখন তাঁহারা (সঙ্গিগণ) স্বর নিম্ন করেন। তাঁহারা কখনও সম্মানের জন্য তাঁহার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন না। অনন্তর 'উরওয়া তাঁহার সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিলেন, "হে আমার কওমের লোক! আল্লাহর কসম, আমি প্রতিনিধিরূপে বহু রাজ রাজড়ার দরবারে গিয়াছি, আমি প্রতিনিধিরূপে রুমের বাদশাহ কাইসার, পারস্য সম্রাট কিস্‌রা ও আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশীর দরবারেও গিয়াছি, কিন্তু আল্লাহর শপথ, আমি মুহাম্মদের সঙ্গিগণকে মুহাম্মদকে যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতে দেখিলাম কোনও রাজা বাদশাহর সহচরদিগকে তাহাদের বাদশাহকেও সেরূপ সম্মান করিতে দেখি নাই। তিনি থুথু ফেলিলে উহা তাঁহাদের কাহারও না কাহারও হাতেই পড়ে এবং তিনি উহা স্বীয় মুখমণ্ডলে ও শরীরে মাখিয়া লন। যখন তিনি তাঁহাদিগকে কোন আদেশ করেন তখন তাঁহারা তাঁহার আদেশ দ্রুত পালন করেন। যখন তিনি উযূ করেন তখন ত সাহাবীগণ উযূর পানি লইবার জন্য রীতিমত লড়াই করিবার উপক্রম করেন। যখন তিনি কথা বলেন তখন তাঁহারা স্বর নীচু করেন। তাঁহারা কখনও সম্মানের জন্য তাঁহার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন না। তিনি আপনাদের সামনে মঙ্গল-জনক ন্যায় প্রস্তাবই পেশ করিয়াছেন। অতএব আপনারা উহা গ্রহণ করুণ।" তখন বানূ কিনানা গোত্রের এক ব্যক্তি[২৯] বলিল, "আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে অনুমতি দিন।" তাহারা বলিল, "আচ্ছা, তাঁহার নিকট যাও।" যখন সে নবী (সঃ) ও তাঁহার সাহাবীদের দৃষ্টিগোচর হইল, তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, "এই লোকটির নাম অমুক। সে এমন এক গোত্রের লোক যাহারা কুরবানীর উটের সম্মান করিয়া থাকে। অতএব তোমরা তাহার জন্য কুরবানীর উটগুলিকে দাঁড় করাও।" অনন্তর ঐ উটগুলিকে দাঁড় করান হইল, এবং সকলে তালবিয়া[৩০] ধ্বনি করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। ইহা দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, "সুবহানাল্লাহ! ইঁহাদিগকে ত কা'বাগৃহ যিয়ারত কার্যে বাঁধা দেওয়া সমীচীন হয় না।" অতঃপর সে তাহাদের সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিল, "আমি দেখিলাম, কুরবানীর পশু সমূহের গলায় মালা পরান[৩১] হইয়াছে এবং উহাদিগকে চিহ্নিত করা

২৯। ঐ লোকটির নাম ছিল হুলাইস-ইবন-'আলকামা حليس ابن علقمة। তিনি বহিরাগত মুসলিমদের দলপতি ছিলেন।

৩০। প্রথম খণ্ড ৭৭৭নং হাদিস দ্রষ্টব্য।

৩১। হজ্জের সময় কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট উট বা গরুর গলায় পাকান দড়ি, কাপড় অথবা জুতা বা থলে ইত্যাদির কোন একটি মালার (قلادة) মত করিয়া পরাইয়া দেওয়াকে মালা পরান বলে। ঐ প্রকার

হইয়াছে। কাজেই তাঁহাদিগকে কা'বাগৃহ (যিয়ারত কার্যে) যাইতে বাঁধা দেওয়া যুক্তি সঙ্গত মনে করি না।" তখন তাহাদের মধ্য হইতে মিকরায ইব্‌ন হাফ্‌স নামক এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনারা আমাকে তাঁহার (মুহাম্মদ স:) এর নিকট যাইতে অনুমতি দিন।" তাহারা বলিল, "আচ্ছা, যাও।" যখন সে তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল তখন নবী (স:) বলিলেন, "এই লোকটি মিকরায। সে একজন দুশ্চরিত্র লোক।" অত:পর সে নবী (স:) এর সহিত কথা বলিতে লাগিল। সে যখন তাঁহার সহিত কথা বলিতে ছিল তখন (কুরাইশ পক্ষ) হইতে সুহাইল ইব্‌ন 'আমর আসিল। নবী (স:) বলিলেন, "এখন তোমাদের কাজ কিয়ৎ পরিমাণে সহজ (সহল) হইল।"[৩২] অনন্তর সুহাইল (নবী স: কে) বলিল, "আসুন আমাদের ও আপনাদের মধ্যে একটি সোলেহ নামা লিখুন।" তখন নবী (স:) লেখককে ডাকিয়া বলিলেন, "লিখুন, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।" ইহাতে সুহাইল বলিল, "আল্লাহর শপথ 'রাহমান' শব্দটির তাৎপর্য আমি বুঝি না। বরং আপনি পূর্বে যেমন লিখিতেন 'বিসমিকা আল্লাহুমা' (হে আল্লাহ তোমার নামে) এখন তাহাই লিখুন।" তখন মুসলিমগণ বলিলেন, আল্লাহর শপথ, আমরা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' ব্যতীত অন্য কিছুই লিখিব না।" তখন নবী (স:) বলিলেন, 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা'ই লিখুন।" অত:পর তিনি (নবী স:) বলিলেন, "(লিখুন) আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (স:) যাহা চুক্তি করিলেন তাহা এই-----" ইহাতে সুহাইল বলিল, "আল্লাহর শপথ, আমরা যদি বিশ্বাস করিতাম যে, আপনি আল্লাহর রাসূল তাহা হইলে আমরা আপনাকে কখনই কা'বা গৃহের যিয়ারতে বাঁধা দিতাম না এবং আপনার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধও করিতাম না। বরং আপনি লিখুন 'মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ'।" নবী (স:) বলিলেন, "আল্লাহর শপথ, তোমরা বিশ্বাস না করিলেও আমি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল। আচ্ছা, 'মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ'ই লিখুন।" অনন্তর যখন নবী (স:) বলিলেন, "এই শর্তে যে, আপনারা আমাদের জন্য কা'বাগৃহের পথ ছাড়িয়া দিবেন যেন আমরা উহার তওয়াফ করিতে পারি।" তখন সুহাইল বলিল, "আল্লাহর শপথ, তাহা লিখা হইবে না। কারণ তাহা হইলে আরবের লোকেরা বলিবে যে, আমরা চাপে পড়িয়া সন্ধি করিয়াছিলাম। বরং 'উহা আগামী বৎসর হইবে' বলিয়া লিখুন।" লিখক তাহাই লিখিলেন। তখন সুহাইল বলিল, "আরও এই শর্তে যে, যদি আমাদের কোন পুরুষ লোক আপনার নিকট যায় তবে সে আপনার দীন অবলম্বী হইলেও আপনি তাহাকে ফিরাইয়া দিবেন।" ইহাতে মুসলিমগণ বলিয়া উঠিলেন, "সুবহানাল্লাহ, কেহ মুসলিমরূপে আসিলে তাহাকে মুশরিকদিগের নিকট কিরূপে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে?" তাঁহারা যে সময় এইরূপ

কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট উটের কুঁজের ডান পার্শ্বে কিছু স্থান চিরিয়া সামান্য পরিমাণ ক্ষত করিয়া اشعار বা চিহ্নিত করান বলে।

৩২ সুহাইল سهيل শব্দটি "সহজ' অর্থ জ্ঞাপক سهل শব্দ হইতে 'ক্ষুদ্রত্ব' জ্ঞাপক অর্থে নিষ্পন্ন। সেই জন্যই নবী (স:) শব্দটির দ্বারা শুভ অর্থ গ্রহণ করিলেন।

কথোপকথন করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় আবু জান্দাল ইব্ন সুহাইল ইব্ন 'আমর লৌহ শৃঙ্খল পরিহিত অবস্থায় উহার ঝন ঝন শব্দ করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মক্কার নিম্ন প্রান্ত দিয়া বাহির হইয়া একেবারে মুসলিমগণের সম্মুখে আসিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। তখন সুহাইল বলিল, "হে মুহাম্মদ, ইহাকে আমার নিকট প্রত্যর্পন দ্বারা আমি আপনার সহিত যে চুক্তি করিতেছি তাহা সম্পাদনের সূচনা হউক।" নবী (স:) বলিলেন, "এখনও ত আমরা সোলেহ নামা সম্পাদন শেষ করি নাই।" সুহাইল বলিল, আল্লাহর কসম, তাহা হইলে আমি আপনার সহিত কোন বিষয়েই সন্ধি করিলাম না।" নবী (স:) বলিলেন, "আচ্ছা তবে তাহাকে আমার খাতিরে অনুমতি দাও।" সে বলিল, "আমি ত তাহাকে আপনার খাতিরেও অনুমতি দিব না।" নবী (স:) বলিলেন, "হাঁ, ইহা কর।" সে বলিল, "না আমি ইহা করিবার পাত্রই নহি।" মিকরায বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, আমিই আপনার খাতিরে তাহাকে থাকিতে অনুমতি দিলাম।" আবু জান্দাল বলিলেন, "হে মুসলিমগণ! আমি মুসলিমরূপে আসা-স্বত্ত্বেও কি আমাকে মুশরিকদের নিকট প্রত্যর্পন করা হইতেছে?[৩৩] আপনারা কি দেখিতে পান না, আমি কত শাস্তি ভোগ করিয়াছি?" বর্ণনাকারী বলেন, "আল্লাহর পথে (চলিবার জন্য) তাহাকে বাস্তবিকই কঠোর শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল।" 'উমার ইব্ন খাত্তাব (রা:) বলেন, তখন আমি আল্লাহর নবী (স:) এর নিকট গিয়া বলিলাম, "আপনি কি আল্লাহর যথার্থ নবী নন?" তিনি বলিলেন, "হাঁ, যথার্থই আল্লাহর নবী।" আমি বলিলাম, "আমরা কি সত্য পথে নই এবং আমাদের দুশমনগণ কি অলীক পথে নয়?" তিনি বলিলেন, "হাঁ"। আমি বলিলাম, "তবে কেন আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে নতি স্বীকার করিব?" তিনি বলিলেন, "আমি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল, এবং আমি তাহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারি না, এবং তিনিই আমার সাহায্যকারী।" আমি বলিলাম, "আপনি কি আমাদিগকে বলিতেন না, যে আমরা অনতিবিলম্বে কা'বা গৃহে গিয়া উহা তাওয়াফ্ করিব?" নবী (স:) বলিলেন, "হাঁ, বলিতাম বটে! কিন্তু আমি কি আপনাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, এই বৎসরই আমরা সেখানে যাইব?" আমি বলিলাম "না"। তিনি বলিলেন, "(আমি এখনও বলিতেছি) নিশ্চয়ই তুমি সেখানে যাইবে এবং উহা তাওয়াফ করিবে।" 'উমার (রা:) বলেন, তখন আমি আবুবকর (রা:) এর নিকট আসিলাম। আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'হে আবুবকর! ইনি কি বাস্তবিকই আল্লাহর নবী নহেন?" তিনি বলিলেন, "হাঁ নিশ্চয়ই!" আমি বলিলাম "আমরা কি সত্য পথে নহি এবং আমাদের দুশমনেরা কি অলীক পথে নহে?" তিনি বলিলেন,' "হাঁ নিশ্চয়ই!" আমি বলিলাম, "তবে কেন আমরা আমাদের দীনের

৩৩। সোলেহ করিবার জন্য কুরাইশদের পক্ষ হইতে সুহাইল প্রেরিত হইয়াছিল। ইহাতে মিকরাযের কোন হাত ছিল না। কাজেই সুহাইলের দাবী অনুসারে আবু জান্দালকে মুশরিকদের হাতে প্রত্যর্পন করা হইয়াছিল।

ব্যাপারে নতি স্বীকার করিব?" আবুবকর বলিলেন, "ওহে বিচক্ষণ লোক! তিনি নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল। আর তিনি কখনই তাঁহার প্রভূর আদেশ অমান্য করিতে পারেন না। আর তিনিই তাঁহার সহায়। অতএব আপনি তাঁহার আদেশ পালন করুন। আল্লাহর কসম, তিনি সত্যপথেই আছেন।" আমি বলিলাম, "তিনি কি আমাদিগকে বলিতেন না যে, আমরা অনতিবিলম্বে কা'বা গৃহে গিয়া উহার তাওয়াফ করিব?" তিনি বলিলেন, "হাঁ", নিশ্চয়ই। তবে তিনি কি আপনাকে বলিয়াছিলেন যে, আপনি এই বৎসরই সেখানে যাইবেন?" আমি বলিলাম, "না"। তিনি বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই সেখানে যাইবেন এবং উহার তওয়াফও করিবেন।" 'উমার (রাঃ) বলেন, "আমি আমার এই আচরণের জন্য পরে অনেক সৎ কাজ করি।"[৩৪] বর্ননাকারী বলেন, অনন্তর সন্ধিপত্র লেখা[৩৫] শেষ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদিগকে বলিলেন, "উট কুরবানী কর এবং তারপর মস্তক মুণ্ডন কর।" বর্ণনাকারী বলেন, "আল্লাহর শপথ, তাঁহাদের একজনও উঠিলেন না। এমন কি নবী (সঃ) এই কথা তিনবার বলিলেন।[৩৬] অনন্তর তাঁহাদের কেহই যখন উঠিলেন না তখন নবী (সঃ) তদীয় পত্নী উম্মে সালামার তাঁবুতে প্রবেশ করিলেন এবং সাহাবীগণের ব্যবহার তাঁহার নিকট উল্লেখ করিলেন। উম্মে সালাম বলিলেন, "হে আল্লাহর নবী! আপনি কি বাস্তবিকই উহা করাইতে চান? তাহা হইলে আপনি বাহিরে যান এবং তাঁহাদের কাহারও সহিত কোন কথা না বলিয়াই আপনি আপনার কুরবানীর পশু যবহ করুন। তারপর ক্ষৌরকারকে ডাকিয়া আপনার মস্তক মুণ্ডন করুন।" তখন নবী (সঃ) বাহির হইলেন এবং তাঁহাদের কাহাকেও কিছু না বলিয়াই তাঁহার কুরবানীর পশু যবহ করিলেন[৩৭] এবং তাঁহার ক্ষৌরকারকে ডাকিয়া মস্তক মুণ্ডন করাইলেন। সাহাবীগণ যখন ইহা দেখিলেন তখন তাঁহারা উঠিয়া কুরবানী করিলেন এবং একে অন্যের মাথা কামাইয়া দিতে লাগিলেন। (আদেশ পালনে বিলম্বজনিত) দুঃখে (তাঁহারা প্রত্যেকে আগে কুরবানী করিবার ও মাথা কামাইবার জন্য এমন ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলেন যে) পরস্পর পরস্পরকে মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন। ইহার

৩৪। হযরত 'উমার (রাঃ) বলেন আমি আমার এই (সন্দিগ্ধ ও দ্বিধাজনিত) আচরণের জন্য শাস্তির ভয়ে বরাবর বেশী পরিমাণে নামায, রোযা করিতে, গোলাম আযাদ করিতে ও খয়রাত দিতে থাকি। মুসনাদে ইসহাক।

৩৫। সোলেহ নামার লেখক ছিলেন হযরত 'আলী (রাঃ), উহা সম্পাদনকারী হিসাবে মুসলিম পক্ষে দস্তখত করেন নবী (সঃ) ও কুরাইশ পক্ষে দস্তখত করে সুহাইল। মুসলিম পক্ষে সাক্ষী হিসাবে দস্তখত করেন, আবু বকর, 'উমার, 'আলী ও আরও কয়েকজন সাহাবী এবং কুরাইশ পক্ষে দস্তখতকারীদের মধ্যে মিকরায অন্যতম।

৩৬। তাঁহাদের এইরূপ আচরণের কারণ এই যে, তাঁহারা আশা করিতেছিল অহ্‌ঈ আসিবে এবং সন্ধি বাতিল হইবে।

৩৭। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই সময় ৭০টি উট কুরবানী করেন।

পর তাঁহার নিকট কয়েকজন মু'মিনা স্ত্রীলোক আসিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন। "হে মু'মিনগণ, মু'মিনা স্ত্রীলোকগণ যখন তোমাদের নিকট হিজরতকারিনীরূপে আসেন, তখন তোমরা তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া লইবে------" হইতে بعصم الكوافر পর্যন্ত। সেইদিন 'উমার (রাঃ) তাঁহার দুইজন মুশরিকা স্ত্রীকে তালাক দিয়াছিলেন। তারপর তাহাদের একজনকে মু'আবিয়া ইব্‌ন আবু সুফ্‌ইয়ান এবং অপরজনকে সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া বিবাহ করিলেন। অনন্তর নবী (সঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইহার পর আবু বাসীর নামক কুরাইশ বংশের একজন লোক মুসলিম হইয়া তাঁহার নিকট আসিলেন। কুরাইশগণ তাহার সন্ধানে দুইজন লোক পাঠাইল। তাহারা আসিয়া বলিল, "আপনি আমাদের সহিত যে চুক্তি করিয়াছেন তাহা পালন করুন।" ফলে নবী (সঃ) তাঁহাকে ঐ দুই ব্যক্তির নিকট সমর্পন করিলেন। তাহারা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যুলহুলাইফা পর্যন্ত পেঁৗছিল। 'এইখানে তাহারা অবতরণ করিল এবং খেজুর খাইতে লাগিল। তখন আবুবাসীর তাহাদের একজনকে বলিলেন, "ওহে! আল্লাহর কসম! তোমার এই তরবারীখানা ত দেখি অতি উত্তম।" ইহাতে সেই ব্যক্তি তরবারীখানা কোষমুক্ত করিয়া বলিল, "আল্লাহর কসম, ইহা বাস্তবিকই অতি উত্তম! আমি ইহা বার বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।" তখন আবু বাসীর বলিলেন, "আমার হাতে একটু দাও ত আমি দেখি।" অনন্তর আবু বাসীর তরবারী খানা তাহার নিকট হইতে লইল এবং তাহাকে উহা দ্বারা আঘাত করিয়া ঠাণ্ডা করিয়া ফেলিল। (এই ব্যাপার দেখিয়া) অপর ব্যক্তি (ভীত হইয়া) পলায়ন করিয়া মদীনায় গেল এবং দৌড়াইতে দৌড়াইতে (নবী সঃ) এর মসজিদে প্রবেশ করিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি কোন ভয়াবহ কাণ্ড দেখিয়াছে।" অনন্তর ঐ লোকটি নবী (সঃ) এর নিকট পেঁৗছিয়া বলিল, "আল্লাহর কসম, আমার সঙ্গী নিহত হইয়াছে এবং আমিও নিহত প্রায়।" তখন আবু বাসীর আসিয়া বলিল, "হে আল্লাহর নবী, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনাকে দায়িত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছেন; কেননা আপনি আমাকে তাহাদের নিকট ফিরাইয়া দিয়াছিলেন কিন্তু আল্লাহ আমাকে তাহাদের কবল হইতে মুক্তি দিয়াছেন।" নবী (সঃ) বলিলেন, "তাহার মাতার পোড়া কপাল! যদি তাহার কেহ থাকিয়া থাকে তবে ইহা যুদ্ধের অনল প্রজ্জ্বালনকারী হইবে।" আবু বাসীর এই কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, নবী (সঃ) অনতিবিলম্বে তাঁহাকে পুনরায় কুরাইশদের নিকট ফিরাইয়া দিবেন।' তাই তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া সমুদ্র উপকূলে চলিয়া গেলেন। আবু জান্দাল ইব্‌ন সুহাইলও সেই সময় কুরাইশদের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি আসিয়া আবু বাসীরের সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপর কুরাইশদের যে কেহ ইসলাম গ্রহণ করিত সেই আসিয়া আবু বাসীরের সহিত মিলিত হইতে লাগিলেন। এই ভাবে তাঁহাদের একটি দল গড়িয়া উঠিল।[৩৮] আল্লাহর

৩৮। ইঁহারা সংখ্যায় ৭০ এ পৌঁছিয়াছিলেন।

কসম যখনই তাঁহারা শুনিতে পাইতেন যে, কুরাইশদের কোন ব্যবসায়ী দল সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হইয়াছে তখনই তাঁহারা তাহাদের গতিরোধ করিতেন এবং তাহাদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের মাল-দওলত লইয়া লইতেন। তখন কুরাইশগণ নবী (সঃ) এর নিকট লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে আল্লাহর ও আত্মীয়তার কসম দিয়া অনুরোধ জানাইল যে, তিনি যেন আবু বাসীরকে নিবৃত্ত করেন। আর যে কেহ তাঁহার নিকট আসিবে সে নিরাপদ। তখন নবী (সঃ) আবু বাসীর ও তাঁহার সঙ্গীদের নিকট লোক পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে মদীনায় আসিতে আদেশ করিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করিলেন। "তিনিই মক্কার উপত্যকায় তোমাদিগকে তাহাদের উপর জয়ী করিবার পর তাহাদের হস্ত তোমাদের উপর হইতে এবং তোমাদের হস্ত তাঁহাদের উপর হইতে নিরস্ত করিয়াছিলেন"----হইতে الحمية حمية الجاهلية যিদ, কুফরী যিদ পর্যন্ত আয়াত। কুরাইশদের কুফরী যিদ এই ছিল যে, তাহারা স্বীকার করে নাই যে, তিনি আল্লাহর নবী, তাহারা بسم الله الرحمن الرحيم স্বীকার করে নাই এবং তাহারা মুসলিমদিগকে কা'বা গৃহে যাইতে প্রতিবন্ধ হইয়াছিল।

১৯। আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্নিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন যে, আল্লাহর নিরানব্বইটি—এক কম একশতটি—নাম আছে। যে এগুলি স্মরণ করিবে সে বিহিশ্‌তে প্রবেশ করিবে।

অসিয়ৎ

[কিতাবুল-অসায়া]

অসীম দয়ালু পরম করুণাময় আল্লাহর নামে

২০। 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তি তাহার কোন বস্তু অসীয়ৎ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার অসীয়ৎ নামা না লিখাইয়া দুইটি রাত্রিও যাপন করা তাহার পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে।

২১। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর শ্যালক, (উম্মুল-মু'মিনীন) হারিস-তনয়া জুআইরিয়ার ভ্রাতা, আমর ইব্‌নুল হারিস বলিয়াছেন যে, ইন্তিকালের সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) কেবল মাত্র তাঁহার শ্বেত অশ্বতরীটি, তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র ও তিনি যে যমীনটুকু সাদাকাহ্ করিয়াছিলেন সেই যমীনটুকু ব্যতীত কোন রৌপ্য মুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রা, কোন দাস দাসী অথবা অন্য কোন বস্তুই ছাড়িয়া যান নাই।

২২। 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবু আওফা (রাঃ) জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, "নবী (সঃ) কি কোন অসীয়ৎ করিয়া গিয়াছিলেন?" তিনি বলিলেন, "না"। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "তবে লোকদের জন্য অসীয়ৎ ফরয হয় কি করিয়া?" অথবা

(বর্ণনাকারীর সন্দেহ) "কি করিয়া অসীয়ৎ ফরয করা হইয়াছিল?" তিনি বলিলেন, "নবী (সঃ) আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী (কাজ করিবার জন্য) অসীয়ৎ করিয়া ছিলেন।"

২৩। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল কোন প্রকার সাদাকাহ্ সর্বোত্তম?" তিনি বলিলেন, "যখন তুমি সুস্থ শরীরে থাক, মালের জন্য তোমার লালসা থাকে, তুমি ধনী হইতে আকাঙক্ষা কর এবং দারিদ্রকে ভয় কর সেই সময় সাদাকাহ্ করা সর্বোত্তম। আর দেখ, (সাদাকাহ্ দিতে) এত বিলম্ব করিও না যে, তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে তখন তুমি বলিবে যে, অমুকের জন্য এই পরিমাণ, অমুকের জন্য ওই পরিমাণ। তখন ত উহা তাহাদেরই হইয়া গিয়াছে।"

২৪। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, যখন মহাশক্তিশালী মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করিলেন, "(হে মুহাম্মদ) তুমি তোমার নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করিয়া দাও।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "হে কুরাইশ গোষ্ঠি!" অথবা অনুরূপ অপর কোন শব্দ দ্বারা বলিলেন, "তোমরা নিজেদের আত্মাকে আল্লাহর শাস্তি হইতে রক্ষা কর। কেননা আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে আমি তোমাদের এতটুকুও উপকার করিতে পারিব না। হে আব্দ মানাফ বংশ, আল্লহর শাস্তি সম্পর্কে আমি তোমাদের কোনই উপকারে আসিব না। হে মুত্তালিব পুত্র 'আব্বাস, আমি আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে আপনার কোনই উপকার করিতে পারিব না। হে আল্লাহর রাসূলের ফুফু সাফিয়া, আমি আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে আপনার কোনই উপকার করিতে পারিব না, এবং হে মুহাম্মদ তনয়া ফাতিমা, তুমি আমার মাল হইতে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় আমার নিকট চাহিয়া লও, কিন্তু আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে আমি তোমার কোনই উপকার করিতে পারিব না।"

২৫। ইব্ন 'উমার (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহার পিতা ('উমার রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর জীবদ্দশায় সামাগ নামক একটি সম্পত্তি সাদাকাহ্ করেন। উহা একটি খেজুর বাগান ছিল। 'উমার (রাঃ) বলিয়াছিলেন, "হে রাসূলুল্লাহ, আমি একটি সম্পত্তি অর্জন করিয়াছি। উহা আমার নিকট একটি মূল্যবান সম্পত্তি এবং আমি উহা সাদাকাহ্ করিতে ইচ্ছা করি।" নবী (সঃ) বলিলেন, "তুমি মূল সম্পত্তিটি এইভাবে সাদাকাহ্ কর যে, উহা বিক্রয়, দান অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তর করা যাইবে না এবং উহার ফল (দানকার্যে) খরচ করা যাইবে।" অনন্তর 'উমার (রাঃ) উহা ঐভাবে সাদাকাহ্ করিয়া দেন। তাঁহার এই সাদাকাহ্ ছিল, আল্লাহর পথে, দাসমুক্ত করার জন্য, অভাব গ্রস্তদের জন্য, অতিথি সৎকারের জন্য, মুসাফিরদের জন্য এবং দরিদ্র নিকটাত্মীয়দের মধ্যে খরচ করিবার জন্য। আর উহাতে এমন শর্ত ছিল যে, যে উহার তত্ত্বাবধায়ক হইবে সে উহা হইতে সঞ্চয় না করিয়া পরিমিত ভাবে নিজে খাইতে ও বন্ধু বান্ধবগণকেও খাওয়াইলে কোন দোষ হইবে না।

২৬। আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসকর কাজ হইতে দূরে থাকিবে। সাহাবীগণ বলিলেন, "হে রাসলুল্লাহ, সে গুলি কি?" তিনি বলিলেন, "আল্লাহর সহিত শিরক করা, যাদু করা, আল্লাহ যে জীবের প্রাণ নাশ করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন তাহাকে ন্যায়সঙ্গত-কারণ ব্যতীত হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, জিহাদ চলাকালে যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা এবং সরলা মু'মিনা মহিলার প্রতি যিনার অপবাদ দেওয়া।"

২৭। আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, "আমার ওয়ারিসগণ আমার দীনার ও দিরহাম (পার্থিব সম্পত্তি) ভাগ করিয়া লইবে না। আমার স্ত্রীদের খোরপোশ এবং আমার কর্মচারীদের পারিশ্রমিক দেওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা সাদাকাহ্ (রূপে ব্যয়িত হইবে)।

২৮। হযরত 'উসমান (রাঃ) অবরুদ্ধ থাকাকালে বলিয়াছিলেন, "আমি আপনাদিগকে আল্লাহর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি--আমি কেবল নবী (সঃ) এর সাহাবীগণকেই কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনাদের কি জানা নাই যে (একদা) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছিলেন যে, "যে ব্যক্তি 'রূমা' কূপ খনন করাইয়া দিবে তাহার জন্য বিহিশ্ত অবধারিত?" অনন্তর আমিই উহা খনন করাইয়াছিলাম! আপনাদের একথাও কি জানা নাই যে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি অভাব-অনটন যুক্ত সৈন্য বাহিনীর জন্য যুদ্ধের সাজ সরঞ্জামের ব্যবস্থা করিবে তাহার জন্য জান্নাত অবধারিত?" আমিই (তাবুক অভিযান কালে) তাহাদিগকে সাজ-সরঞ্জাম দিয়া রওয়ানা করিয়াছিলাম। অতঃপর সাহাবীগণ তাঁহার কথাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করেন।

২৯। ইব্‌ন 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, বনু সহম গোত্রের একজন লোক তামীম-আদ-দারী ও 'আদী ইব্‌ন বাদ্দার সহিত (ব্যবসার উপলক্ষে) বাহির হইয়াছিলেন।[৩৭] অনন্তর সেই সাহমী লোকটি এমন একস্থানে মারা গেল যেখানে কোন মুসলিম ছিল না। তৎপর যখন তামীম ও আদী সাহমীর পরিত্যক্ত মাল লইয়া মদীনায় তাহার উত্তরাধিকারীদের নিকট অর্পন করিবার জন্য আসিল তখন উত্তরাধিকারীরা উহার মধ্যে একটি স্বর্ণ-খচিত একটি রূপার বড় বাটি পাইল না। অনন্তর রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ দুই ব্যক্তিকে হলফ করাইলেন। তারপর সেই স্বর্ণ-খচিত রূপার বাটিটি মক্কায় পাওয়া গেল। (বাটিটি যাহাদের অধিকারে ছিল) তাহারা বলিল, "আমরা বাটিটি তামীম ও 'আদীর নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইয়াছি।" তখন সাহমীর উত্তরাধিকারীদের মধ্য হইতে দুই ব্যক্তি উঠিয়া হলফ করিয়া বলিল, "আমাদের সাক্ষ্য তাহাদের উভয়ের সাক্ষ্য হইতে উত্তম। আর এই বাটিটি তাহাদের লোকের।" ইহাদের সম্পর্কেই এই আয়াত নাযিল হয়। "হে বিশ্বাসীগণ, যখন তোমাদের মৃত্যু আসন্ন হয় তখন (অসীয়ৎ করিতে চাহিলে) তোমাদের মধ্যে সাক্ষী রাখা পদ্ধতি এই হইবে।"

৩৭। সাহমী লোকটি মুসলিম ছিল।

জিহাদের ফযীলৎ

[ফাজলুল জিহাদ]

অসীম দয়ালু পরম করুণাময় আল্লাহর নামে

৩০। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট আসিয়া বলিল, "আমাকে এমন একটি কাজের নাম বলিয়া দিন যাহা জিহাদের সমতুল্য হয়।" নবী (সঃ) বলিলেন, "আমি ত এমন কোন কাজ দেখিতে পাই না।" অতঃপর তিনি বলিলেন, "যখন মুজাহিদ (জিহাদের জন্য) বাহির হয় সেই সময় হইতে (তাহার ফিরিয়া আসা পর্যন্ত) তুমি মসজিদে প্রবেশ করিয়া অবিরাম নামায পড়িতে এবং একদিনও না ভাঙ্গিয়া একাদিক্রমে রোযা রাখিতে পার কি?" সে বলিল, "ঐরূপ করিতে কে পারে?"

৩১। আবু সাইদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হইল! "হে রাসূলুল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, "যে মু'মিন ব্যক্তি নিজের জান ও মাল দিয়া আল্লাহর পথে জিহাদ করে সেই।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর কে?" নবী (সঃ) বলিলেন, "যে মু'মিন ব্যক্তি এই উপত্যকা সমূহের কোন একটি উপত্যকায় বসবাস করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং মানুষের অনিষ্ট করে না সেই।"

৩২। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলিয়াছেন আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "আল্লাহর পথে জিহাদকারী ব্যক্তির উপমা ঐ ব্যক্তির সহিত দেওয়া যাইতে পারে, যে ব্যক্তি সর্বদা রোযা রাখে এবং নামায পড়ে তবে কে যে প্রকৃত আল্লাহর পথে জিহাদ করে তাহা আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। মুজাহিদের জন্য আল্লাহ তা'আলা এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন যে, হয় তাঁহাকে বিহিশ্‌তে প্রবেশ করানর জন্যই তাঁহার মৃত্যু ঘটাই-বেন অথবা তাঁহাকে সওয়াব বা পারিশ্রমিক অথবা গণীমতের মাল সহ নিরাপদে জিহাদ হইতে ফিরাইয়া আনিবেন।"

৩৩। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছে, নামায প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং রামাযানের রোযা রাখিয়াছে সে আল্লাহর পথে জিহাদ করুক অথবা না করিয়া তাহার জন্মভূমিতে বসিয়া থাকুক তাহাকে বিহিশ্‌তে প্রবেশ করান আল্লাহ-তা'আলার পক্ষে করণীয় কাজ হইবে।" সাহাবীগণ বলিলেন, "হে রাসূলুল্লাহ আমরা কি লোকদিগকে এই শুভ সংবাদ জানাইয়া দিব না?" তিনি বলিলেন, "আল্লাহ তা'আলা তাঁহার পথে জিহাদকারীদের জন্য বিহিশ্‌তে এক-শত পদমর্যাদা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ পদমর্যাদাগুলির দুইটির মধ্যে ব্যবধান আসমান ও যমীনের মধ্যে ব্যবধানের সমান। তোমরা যখন আল্লাহ তা'আলার নিকট

কিছু প্রার্থনা কর তখন 'ফিরদাউস' নামক বিহিশ্‌তই কামনা করিবে। কেননা উহা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চ বিহিশ্‌ত।" বর্ণনাকারী বলেন; আমার মনে হয় তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "আর উহার উপরেই দয়াময় আল্লাহ তা'আলার সিংহাসন অবস্থিত এবং উহা (ফিরদাউস) হইতেই বিহিশ্‌তের নদী সমূহ প্রবাহিত।"

৩৪। আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, "আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য একটি সকাল অথবা একটি সন্ধ্যা অবস্থান করা পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় সম্পদ অপেক্ষা উত্তম।"

৩৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "বিহিশ্‌তের একটি ধনু পরিমিত স্থান যাহার উপর সূর্য উদিত হয় এবং অস্ত যায় (অর্থাৎ পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ) তাহা অপেক্ষা উত্তম।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যাও অবস্থান করা, যাহার উপর সূর্য উদিত হয় এবং যাহার উপর অস্ত যায়, তাহা অপেক্ষা উত্তম।"

৩৬। আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "যদি বিহিশ্‌তবাসিনী কোন রমণী দুনিয়ার অধিবাসীদের দিকে উঁকি মারিত তাহা হইলে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা আলোকিত করিয়া দিত ও সুগন্ধিতে ভরিয়া দিত। আর তাহার মাথার ওড়না দুনিয়া ও উহাতে যাহা কিছু আছে তাহা হইতে বাস্তবিকই উত্তম।"

৩৭। আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (সঃ) বনূ সুলাইম গোত্রের কয়েক-জন লোকসহ সত্তর জন লোককে বনূ 'আমের গোত্রের নিকট (প্রচারক রূপে) প্রেরণ করেন। অনন্তর তাঁহারা যখন (মা'উনা بئر معونة নামক কূপের নিকট) পেঁ ৌছিলেন তখন আমার মামু (হারাম ইবন্ মিলহাল) বলিলেন, "আমি আপনাদের আগে যাই। যদি তাহারা আমাকে অভয় দান করে এবং আমি তাহাদিগের নিকট রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর বাণী পেঁৗছাইতে পারি (ভালকথা); অন্যথায় আপনারা ত আমার নিকটেই থাকিলেন (প্রয়োজন হইলে আমাকে সাহায্য করিবেন)।" অতঃপর তিনি অগ্রে গমণ করি-লেন। তাহারা তাঁহাকে অভয় প্রদান করিল। তিনি যখন তাহাদের নিকট নবী (সঃ) এর কথা বলিতেছিলেন সেই সময় হঠাৎ তাহারা তাহাদের একজনকে ইশারা করিল। তখন সেই ব্যক্তি তাঁহাকে বর্শাবিদ্ধ করিয়া এপার ওপার করিয়া দিল। তিনি বলিলেন, "আল্লাহু আকবর; কা'বার মালিকের শপথ, আমি সিদ্ধকাম হইয়াছি!" অতঃপর তাহারা তাঁহার অপর সঙ্গীদিগকে আক্রমণ করিল এবং একটি খঞ্জলোক ব্যতিত সকলকে হত্যা করিল। সেই খঞ্জ লোকটি পাহাড়ের উপর উঠিয়াছিল। তখন জিবরীল (আঃ) নবী (সঃ) কে সংবাদ দিলেন যে, "তাঁহারা (শহীদগণ) তাঁহাদের রব্বের নিকট পৌঁছিয়াছেন।" তিনি তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তিনি তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। বর্ণনা-কারী বলেন ইহার পর আমরা কুরআনে এই আয়াত পাঠ করিতাম, "তোমরা আমাদের

কওমের লোকদিগকে (মুসলিমদিগকে) জানাইয়া দাও যে, আমরা আমাদের প্রতিপাল-কের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন।" পরে এই আয়ত মান্‌সুখ [৪০] হইয়া যায়। অনন্তর নবী (সঃ) রি'ল, যাক'ওয়ান, বনী লেহইয়ান ও বনী উসাইয়া প্রভৃতি যে সকল গোত্র যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসুল (সঃ) এর বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল তাহাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার নিকট চল্লিশদিন প্রাতঃকালে (ফজরের নামাযের পর) বদ দু'আ করেন। [৪১]

৩৮। জুন্দুব ইব্‌ন সুফ্‌ইয়ান (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, কোন এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর একটি অঙ্গুলি হইতে রক্তপাত হইতে থাকে। তখন তিনি বলিলেন, "তুমি ত একটি অঙ্গুলি ব্যতীত কিছুই নও যাহা হইতে রক্তপাত হইতেছে, তুমি যে আঘাত পাইয়াছ তাহা আল্লাহরই পথে।"

৩৯। আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ, যে কেহ আল্লাহর পথে আহত হন আর আল্লাহই সর্বাপেক্ষা বেশী অবগত যে কে প্রকৃতই তাঁহার পথে আহত--কিয়ামতের দিন তিনি (আহত ব্যক্তি) এই অবস্থায় আগমণ করিবেন যে, তাঁহার ক্ষতস্থান হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। ঐ রক্তের বর্ণ হইবে রক্তবর্ণ কিন্তু উহার সুগন্ধ হইবে মৃগনাভির সুগন্ধ।

৪০। আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) বলিয়াছেন,ঃ আমার চাচা আনাস ইবন্ নায্‌র (রাঃ) বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তাই তিনি বলিলেন, "হে রাসূলুল্লাহ। মুশরিক-দের বিরুদ্ধে আপনি সর্বপ্রথম যে যুদ্ধ করিলেন সেই যুদ্ধ হইতেই আমি অনুপস্থিত থাকি-লাম। আল্লাহ যদি মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাকে উপস্থিত করেন তাহা হইলে আমি কি করি তাহা আল্লাহ নিশ্চয়ই দেখিবেন।" অনন্তর যখন উহুদ যুদ্ধের দিন আসিল এবং কিছু সংখ্যক মুসলিম পলায়নপর হইল তখন তিনি বলিলেন, "হে আল্লাহ, ইহারা অর্থাৎ তাঁহার সঙ্গীগণ যাহা করিয়াছে তজ্জন্য আমি আপনার নিকট ত্রুটী স্বীকার করিতেছি। আর ইহারা অর্থাৎ মুশরিকগণ যাহা করিয়াছে তাহা হইতে আমার সম্পর্ক শূণ্যতা ঘোষণা করিতেছি।" তারপর তিনি অগ্রসর হইলে সম্মুখে সা'দ ইব্‌ন মু'আযকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "হে সা'দ ইব্‌ন মু'আয। বিহিশ্‌ত নিকটেই। (আমার পিতা) নায্‌রের রব্বের কসম, আমি উহুদের অপর দিক হইতে উহার সুগন্ধ পাইতেছি।" সা'দ বলিয়াছেন, "হে রাসূলুল্লাহ, তিনি যাহা করিয়াছেন আমি তাহা

৪০। মান্‌সুখ অর্থ রহিত। শরীয়তের কোন হুকুম বা কুরআন শরীফের কোন আয়াত সাময়িকভাবে জারী করা হইত এবং অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই উহা বাতিল করা হইত। এই প্রক্রিয়াকে নাসখ, হুকুম বা আয়াতকে মান্‌সুখ এবং তদস্থলে জারীকৃত হুকুম বা আয়াতকে নাসিখ বলে। নাসখ তিন প্রকার :—(১) পাঠ ও হুকুম উভয়ই মান্‌সুখ। (২) পাঠ অব্যাহত কিন্তু হুকুম মান্‌সুখ। (৩) হুকুম অব্যাহত কিন্তু পাঠ মান্‌সুখ।

৪১। প্রথম খণ্ড তজ্‌রীদের ৫৩২ ও ৫৩৩ নং হাদীসে এই ঘটনার এক দফা উল্লেখ আছে।

করিতে পারি নাই।" বর্ণনাকারী আনাস বলিতেছেন, "আমরা তাঁহার দেহে তরবারী, বর্শা ও তীরের আঘাত জনিত মোট আশিটিরও অধিক ক্ষত চিহ্ন দেখিয়াছিলাম। আমরা তাঁহাকে নিহত অবস্থায় পাই। মুশরিকগণ তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি কর্তন ও বিকৃত করিয়া দিয়াছিল। ফলে তাঁহাকে তাহার ভগিনী ব্যতীত আর কেহই চিনিতে পারে নাই। তিনি তাঁহার অঙ্গুলীগুলি দেখিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। (বর্ণনাকারী) আনাস (রাঃ) বলেন, "আমরা মনে করিতাম যে, এই আয়াতটি আনাস ইবন নায্‌র ও তত্তুল্য মুসলিমগণের সম্পর্কেই নাযিল হইয়াছিল। যথা "মু'মিনদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক লোক আছেন যাঁহারা আল্লাহর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করেন তাহা পূর্ণ করেন--" শেষ পর্যন্ত। বর্ণনাকারী আরও বলেন, আনাস ইব্‌ন নায্‌রের রাবী' নাম্নী এক ভগ্নী ছিলেন। তিনি জনৈকা স্ত্রীলোকের সামনের একটা দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) উহার জন্য কিসাসের (অনুরূপ শাস্তির) আদেশ দেন। আনাস ইবন্ নায্‌র আসিয়া বলিলেন "হে রাসূলুল্লাহ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার শপথ, রাবী'র সম্মুখের দাঁত কখনই ভাঙ্গা হইবে না।" অনন্তর অপর পক্ষ ক্ষতিপূরণ গ্রহণে সম্মত হইল এবং কিসাসের দাবী ত্যাগ করিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন লোকও আছেন যে, তিনি যদি আল্লাহর নামে কসম করিয়া কিছু বলেন তবে আল্লাহ তাহা পূর্ণ করিয়া দেন।"

৪১। যাইদ ইব্‌ন সাবিত (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি কুরআনের আদি লিখিত উপাদানে প্রতিলিপি গ্রন্থ লিখিবার সময় সূরাতুল আহযাবের একটি আয়াতের মূললিপি খুঁজিয়া পাইলাম না। অথচ উহা আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে পড়িতে শুনিতাম। অনন্তর আমি উহা কেবলমাত্র খুযাইমা-আল-আনসারীর নিকট পাইলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই ব্যক্তির একার সাক্ষ্যকেই দুইজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমতুল্য বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছিলেন। আয়াতটি এই, "মু'মিনদের মধ্যে এমন কতিপয় ব্যক্তিও রহিয়াছেন যে, তাঁহারা আল্লাহর সহিত যে বিষয়ে অঙ্গীকার করেন তাহা সত্যে পরিণত করেন।"

৪২। বারা (রাঃ) বলেন, লৌহ-শিরস্ত্রাণ দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত প্রায় এক ব্যক্তি নবী (সঃ) এর নিকট আসিয়া বলিল, "হে রাসূলুল্লাহ, আমি জিহাদ করিয়া পরে ইসলাম গ্রহণ করিব?" নবী (সঃ) বলিলেন, "প্রথমে ইসলাম গ্রহণ কর, তারপর জিহাদ কর।" অনন্তর সে ইসলাম গ্রহণ করিল তারপর জিহাদ করিতে করিতে শহীদ হইল। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, "সে কাজ অল্প করিল কিন্তু প্রতিদান প্রাপ্ত হইল অনেক বেশী।"

৪৩। আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, বারা-তনয়া উম্মুর-রুবাইয়্যি', যিনি হারিসা ইব্‌ন সুরাকার মাতা ছিলেন, নবী (সঃ) এর নিকট আসিয়া বলিলেন, "হে আল্লাহর নবী, আপনি কি আমাকে হারিসা সম্বন্ধে কিছু জানাইবেন না?" বর্ণনাকারী বলেন, হারিসা বদর যুদ্ধে এক অজ্ঞাত তীর নিক্ষেপকারীর তীরে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।-- "যদি সে বিহিশ্‌তে গিয়া থাকে তাহা হইলে আমি ধৈর্যধারণ করিব।

কিন্তু যদি অন্যরূপ কিছু ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে আমি তাহার জন্য খুব করিয়া কাঁদিব।" নবী (সঃ) বলিলেন, "হে হারিসার মাতা, বিহিশ্তে অনেকগুলি উদ্যান আছে। তোমার পুত্র সর্বোত্তম বিহিশ্ত ফিরদাউসে গিয়াছে।"

৪৪। আবু মূসা (রাঃ) বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী (সঃ) এর নিকট আসিয়া বলিল, "কেহ যুদ্ধ করে গণীমতের মালের লোভে, কেহ যুদ্ধ করে খ্যাতি অর্জনের আশায় এবং কেহ যুদ্ধ করে এই উদ্দেশ্যে যে তাঁহার বীরত্বে মান নিরূপিত হয়। ইহাদের মধ্যে আল্লাহর পথে যুদ্ধকারী কে?" নবী (সঃ) বলিলেন, "আল্লাহর বাণীই সর্বোচচ স্থান অধিকার করুক এই উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে সেই ই আল্লাহর পথের যোদ্ধা।"

৪৫। 'আইশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) খন্দক যুদ্ধের পর যখন ফিরিয়া আসিয়া অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়া গোসল করিলেন তখন জিবরাঈল (আঃ) ধূলি-ধূসরিত মস্তকে তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "আপনি অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন, আল্লাহর শপথ আমি এখনও উহা ত্যাগ করি নাই।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, "তবে এখন কোথায়?" তিনি বলিলেন "ঐখানে"। এই বলিয়া তিনি বনী কুরাইযা গোত্রের বাসস্থানের দিকে ইশারা করিলেন। 'আইশা (রাঃ) বলেন, 'ফলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাহাদের দিকে রওয়ানা হইলেন।"

৪৬। আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, "দুই ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তা'আলা হাস্য[৪২] করিবেন। ইহাদের একজনকে অপর জন হত্যা করিবে অথচ উভয়েই বিহিশ্তে প্রবেশ করিবে। উহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং শহীদ হয়। তারপর তাহার হত্যাকারী (কাফির) তওবা করিয়া মুসলিম হয় এবং শাহাদত লাভ করে।

৪৭। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলিয়াছেন, "মুসলিমগণের খাইবার বিজয়ের পর যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময় আমি তাঁহার নিকট গিয়া বলিলাম, "হে রাসূলুল্লাহ আমার জন্য (গণীমতের মালের) একটি অংশ নির্ধারিত করুন।" তখন 'আস-তনয় সা'ঈদের জনৈক পুত্র বলিলেন, "হে রাসূলুল্লাহ ইহার জন্য কোন অংশ নির্ধারিত করিবেন না।" তখন আবু হুরাইরা বলিলেন, "এই ব্যক্তি ইবন কাওকালের হত্যাকারী।" ইহাতে 'আস-তনয় সা'ঈদের পুত্র বলিলেন "কি আশ্চর্য্য! 'কাদূম-যান' পাহাড় হইতে এক বেজী নামিয়া আসিয়া এমন একজন মুসলিম ব্যক্তির কতল সম্পর্কে আমার প্রতি দোষারোপ করে যাহাকে আল্লাহ আমার হাতে সম্মানিত করেন কিন্তু তাঁহার হাতে আমাকে অপমানিত করেন নাই।"

৪৮। আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আবু তালহা নবী (সঃ) এর জীবদ্দশায় যুদ্ধে যোগদানের জন্য (নফল) রোযা রাখিতেন না। অনন্তর নবী (সঃ) এর অফাৎ হইলে

৪২। আল্লাহর হাস্য করার অর্থ ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ প্রকাশ।

আমি তাঁহাকে 'ঈদুল ফিৎর ও 'ঈদুল আযহা ব্যতীত অন্য কোন সময় বে-রোযা অবস্থায় দেখি নাই।

৪৯। আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, মহামারী-জনিত মৃত্যু প্রত্যেক মুসলিমের জন্য শহীদ হওয়ার তুল্য।

৫০। যাইদ ইব্ন সাবিত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন আমাকে এই আয়াতটি লিখাইতেছিলেন, "যে সকল মু'মিন (জিহাদে যোগ না দিয়া) বসিয়া থাকে তাহারা এবং আল্লাহর পথে জিহাদকারীগণ সমান হয় না।" নবী (সঃ) আমাকে ঐ আয়াত লিখাইবার সময়ই তাঁহার নিকট উম্ম-মাকতূম-তনয় আসিয়া বলিলেন, "হে রাসূলুল্লাহ, জিহাদ করিতে যদি আমি সমর্থই হইতাম তবে নিশ্চয়ই আমি জিহাদ করিতাম।" বর্ণনাকারী বলেন, ইনি অন্ধলোক ছিলেন। অতঃপর মহাশক্তি-শালী মহান আল্লাহ অহ্ঈ নাযিল করিলেন। ঐ সময় তাঁহার উরু আমার উরুর উপর ছিল। ইহা আমার নিকট এত ভারী বোধ হইল যে, আমার আশঙ্কা হইল যে, হয়ত আমার উরু গুঁড়া হইয়া যাইবে। অতঃপর তাঁহার ঐ অবস্থা অপসৃত হইল। এই সময় মহিমান্বিত আল্লাহ নাযিল করিলেন, "সামর্থ্যহীন ব্যক্তি ব্যতীত।"

৫১। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বাহির হইয়া খন্দকের নিকট গেলেন তিনি দেখিলেন যে, এক শীতল প্রভাতে মুহাজির ও আনসারগণ পরিখা খনন করিতেছেন। তাঁহাদের ঐ কাজ করিয়া দিবার জন্য কোন ক্রীতদাস ছিল না। নবী (সঃ) তাঁহাদের পরিশ্রম, কষ্ট ও অনাহার উপলব্ধি করিয়া (তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে) বলিলেন, "হে আল্লাহ পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন। অতএব তুমি আনসার ও মুহাজিরদিগকে ক্ষমা কর।" সাহাবীগণ উহার উত্তরে বলিতেন, "আমরা মুহাম্মদ (সঃ)-এর সহিত এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছি যে, আমরা যতদিন বাঁচিয়া থাকিব ততদিন জিহাদ করিতে থাকিব।"

আনাস (রাঃ) এর অন্য বর্ণনা মতে সহাবীগণ বলিতেছিলেন, "যাবজ্জীবন ইসলামে দৃঢ় থাকিব বলিয়াই আমরা মুহাম্মদ (সঃ) এর সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি।" আর নবী (সঃ) তাঁহাদের উত্তরে বলিতেন, "হে আল্লাহ পরকালের মঙ্গল ব্যতীত আর কোন প্রকৃত মঙ্গল নাই। অতএব তুমি আনসার ও মুহাজিরগণের মঙ্গলে প্রাচুর্য প্রদান কর।"

৫২। বারা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, "আহযাবের যুদ্ধের সময় (খন্দক খননকালে) আমি নবী (সঃ) কে (খন্দক হইতে) মৃত্তিকা বহন করিতে দেখিয়াছি। মাটিতে তাঁহার পেটের চামড়া ঢাকিয়া গিয়াছিল। তিনি বলিতেছিলেন, "হে খোদা তোমার অনুগ্রহ না হইলে আমরা সৎপথ পাইতাম না, সাদাকাহ্ দিতাম না, নামাযও পড়িতাম না। অতএব তুমি আমাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ কর, আর যখন শত্রুর সম্মুখীন হই তখন আমাদের পদ সমূহকে দৃঢ় রাখ। নিশ্চয় ঐ বিধর্মীরা আমাদের উপর চড়াও করিয়া আসিয়াছে, যখন তাহারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে চায় তখন আমরা উহা প্রতিরোধ করি।"

৫৩। আনাস (রা:) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স:) কোন এক যুদ্ধে ছিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমাদের পশ্চাতে মদীনায় এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা কোন যুক্তিসংগত কারণ বশতঃই আবদ্ধ রহিয়া গিয়াছেন। আমরা যখনই কোন গিরিপথ অথবা কোন উপত্যকা অতিক্রম করি তখন তাঁহারাও আমাদের সঙ্গেই থাকেন (অর্থাৎ সওয়াব লাভের ব্যাপারে তাঁহারা আমাদের সমকক্ষ)।

৫৪। আবু সা'ঈদ (রা:) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স:) কে বলিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একদিন রোযা রাখে আল্লাহ তা'আলা তাহার মুখমণ্ডলকে দুযখ হইতে সত্তর বৎসরের পথ দূরবর্তী করেন।

৫৫। সা'ঈদ ইব্‌ন খালিদ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের যোদ্ধাকে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করে সে যেন নিজেই জিহাদ করিল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের যোদ্ধাদের-পশ্চাতে থাকিয়া তাহার পরিজন বর্গের উত্তমরূপে তত্বাবধান করে সেও যেন জিহাদ করিল।

৫৬। আনাস (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন যে, নবী (স:) তাঁহার স্ত্রীগণ বাদে উম্মে সুলাইম ব্যতীত মদীনায় অন্য কাহারও গৃহে প্রবেশ করিতেন না। তাঁহাকে এ বিষয়ে বলা হইলে তিনি বলিলেন, তাঁহার প্রতি আমার করুণা হয়, তাঁহার ভাই (হারাম ইব্‌ন মিলহান) আমার আদেশ পালন করিতে গিয়া (বি'র মা'উনা) যুদ্ধে নিহত হয়।

৫৭। আনাস (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি ইয়ামামার যুদ্ধের সময় সাবিত ইব্‌ন কাইসের নিকট গিয়াছিলেন। তিনি ঐ সময় তাঁহার উভয় উরু খুলিয়া উহাতে লেপন করিতেছিলেন। আনাস (রা:) বলিলেন, "চাচা, আপনার যুদ্ধে না যাওয়ার কারণ কি?" তিনি বলিলেন, "ভাতিজা, এখনই যাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি লেপন করিতেই থাকিলেন। তারপর তিনি আমাদের নিকট আসিয়া বসিলেন ও লোকদের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়নের বিষয় আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন, "এই ভাবে শত্রুসৈন্য আমাদের মুখের উপর আসিয়া পড়িত ও উভয় পক্ষ সামনা সামনি যুদ্ধ করিত। রাসূলুল্লাহ (স:) এর সহিত যুদ্ধ কালে আমরা এরূপ (পলায়ন) করি নাই। তোমাদের যুগের লোকগণ তোমাদিগকে খুব খারাপ কাজে অভ্যস্ত করিয়াছে।"

৫৮। জাবির (রা:) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী (স:) আহযাবের যুদ্ধের সময় বলিলেন, "কে আমাকে (শত্রু পক্ষীয়) লোকদের সংবাদ আনিয়া দিবে?" তখন যুবাইর বলিলেন, "আমি"। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স:) বলিলেন, "কে আমাকে শত্রুপক্ষীয় লোকদের সংবাদ আনিয়া দিবে?" যুবাইর বলিলেন, "আমি।" তখন নবী (স:) বলিলেন, প্রত্যেক নবীরই একজন জাঁ-নিসার (নিজের জীবন বিপন্ন করিতে অকুণ্ঠিত চিত্ত) সঙ্গী থাকে, যুবাইর আমার সেই জাঁ-নিসার সঙ্গী।"

৫৯। 'উরওয়া-আল-বারিকী হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, "ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত পর্যন্ত মঙ্গল আবদ্ধ, তাহা হইল পূণ্য ও গণীমতের মালের অংশ।"

৬০। আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, "অশ্ব ললাটে বরকত নিহিত রহিয়াছে।"

৬১। আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদের উদ্দেশ্যে) আল্লাহর উপর ঈমান রাখিয়া এবং আল্লাহর প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি সত্য জানিয়া একটি ঘোড়া প্রতিপালন করে তবে ঐ ঘোড়ার তৃপ্তির সহিত আহার, উহার তৃপ্তির সহিত পান, উহার লিদ ও উহার প্রস্রাব সমস্তই ঐ ব্যক্তির পূণ্যের পাল্লায় থাকিবে।

৬২। সহল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন যে, আমাদের বাগানে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং লুহাইফ অথবা লহীফ নামক একটি ঘোড়া থাকিত।

৬৩। মু'য়ায (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, 'আফীর নামক গাধার পিঠে নবী (সঃ) এর পিছনে সওয়ার ছিলাম। এমন সময় তিনি বলিলেন, "হে মু'য়ায তুমি কি জান, বান্দার কাছে আল্লাহর প্রাপ্য কি?" অতঃপর তিনি পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করিলেন। হাদীসটি পূর্বে (মূল গ্রন্থে) বর্ণিত হইয়াছে।

৬৪। আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, একদা মদীনার লোক-দের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হইল। তখন নবী (সঃ) আমাদের 'মানদুব' নামক ঘোড়াটি চাহিয়া লইলেন। তিনি (তাহাতে আরোহণ করিয়া শহরের চতুর্দিকে ঘুরিয়া আসিয়া) বলিলেন, "কৈ, আমরা ত ভীতির কিছুই দেখিলাম না। তবে ঘোড়াটিকে নদী স্রোতের ন্যায় দ্রুতগামী পাইলাম।"

৬৫। 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি নবী (সঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনটি বস্তুতে অকল্যান থাকিতে পারে, ১। ঘোড়া ২। নারী ও ৩। বাড়া।*

৬৬। 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) (গনীমতের মাল বন্টনকালে) ঘোড়ার জন্য দুই ভাগ এবং উহার মালিকের জন্য একভাগ বরাদ্দ করিয়াছিলেন।

৬৭। বারা ইব্‌ন 'আযিব হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনারা কি হুনাইন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে ফেলিয়া পলায়ন করিয়া-ছিলেন?" তিনি বলিলেন, "কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) পলায়ন করেন নাই। হাওয়াযিন

---

* ঘোড়ার মধ্যে অকল্যান তার অবাধ্য হওয়া বা জিহাদের উদ্দেশ্যে না হইয়া গর্ব প্রকাশের জন্য হওয়া; স্ত্রীর মধ্যে অকল্যান স্বামীর অবাধ্য হওয়া ও প্রতিবেশীর মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করা, এবং বাড়ীতে অকল্যান বাড়ী সঙ্কীর্ণ ও অসুবিধাজনক ও অস্বাস্থ্যকর হওয়া, প্রতিবেশী দুষ্ট লোক হওয়া ইত্যাদি। হাদীসের অর্থ এই নয় যে কোন কোন ঘোড়া, নারী বা বাড়ী অলক্ষুণে, অপয়া ইত্যাদি হয়। হাদীসের তাৎপর্য এই যে এই কয়টি বস্তু অকল্যানের আধার হইতে পারে।

গোত্রের লোকগুলি দক্ষ তীরান্দায ছিল। আমরা যখন তাহাদের সম্মুখীন হইলাম তখন তাহাদিগকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিলাম। ফলে তাহারা পরাজিত হইল। তখন মুসলিমগণ গণীমতের মাল আহরণে অগ্রসর হইল। এই সময় শত্রুগণ তীর সহ আমাদের সম্মুখীন হইল। (এই সময় মুসলিম বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতে থাকে।) কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স:) পলায়ন করেন নাই। আমি তাঁহাকে তাঁহার শ্বেত অশ্বতরীটির উপর আরূঢ় অবস্থায় দেখিলাম। আর আবু সুফিয়ান উহার লাগাম ধরিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন।" নবী (স:) তখন বলিতেছিলেন, "আমি নবী, ইহা মিথ্যা নহে, আমি আব্দুল মুত্তালিবের পৌত্র।"

৬৮। আনাস (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, নবী (স:) এর 'আযবা নাম্নী একটি উষ্ট্রী ছিল। দৌড়ে উহাকে পিছনে ফেলা যাইত না। একদা এক বেদুইন তার একটি উটে চড়িয়া আসিল এবং নবী (স:) এর উষ্ট্রীটিকে পিছনে ফেলিল। মুসলিমগণের নিকট ইহা এত পীড়াদায়ক হইল যে, রাসূলুল্লাহ (স:) তাহা বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি বলিলেন, "আল্লাহ তা'আলার নীতি এই যে, দুনিয়াতে যে বস্তুই উঁচু হইয়া উঠে তাহাকেই তিনি নত করিয়া দেন।"

৬৯। 'উমার (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা তিনি মদানার কতগুলি মহিলার মধ্যে কতগুলি চাদর বিতরণ করিলেন। অবশেষে একখানি উত্তম চাদর অবশিষ্ট রহিল। তখন তাঁহার নিকটস্থ কয়েকজন লোক বলিলেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (স:) এর দৌহিত্রীকে আপনি ইহা দিন।" তাহারা হযরত 'আলীর কন্যা উম্মে কুলসুমকে লক্ষ্য করিয়াই ইহা বলিয়াছিলেন। তখন 'উমার (রা:) বলিলেন, "উম্ম সালাতই ইহার সবচেয়ে বেশী হকদার। উম্মে সালীত একজন আনসার মহিলা। যাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স:) এর হাতে বাই'য়াত করিয়াছিলেন ইনি তাঁহাদের অন্যতম। 'উমার (রা:) আরও বলিয়াছেন যে, উহুদের যুদ্ধে তিনি আমাদের জন্য মশক ভরিয়া পানি আনিতেন।

৭০। রুবাইয়ি' বিন্‌ত মু'আওবিয (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, "আমরা (স্ত্রী লোকগণ) রাসূলুল্লাহ (স:) এর সঙ্গে যুদ্ধে যাইতাম। আমরা শুধু লোকদিগকে পানি পান করাইতাম, তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিতাম এবং আহত ও নিহতদের মদীনায় পাঠাইয়া দিতাম।"

৭১। 'আয়েশা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, নবী (স:) এক রাত্রি জাগ্রত ছিলেন। অনন্তর তিনি যখন মদীনায় পৌঁছিলেন, তখন বলিলেন, "আমার সাহাবীগণের মধ্যে কোন সৎব্যক্তি যদি আজ রাত্রিতে আমাকে পাহারা দিত!" হঠাৎ আমরা অস্ত্রের শব্দ শুনিতে পাইলাম। নবী (স:) বলিলেন, "ও কে?" তিনি বলিলেন, "আমি আবু ওয়াক্কাসের পুত্র সা'দ, আপনাকে পাহারা দিবার জন্য আসিয়াছি।" তখন নবী (স:) নিদ্রিত হইলেন।

৭২। আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, দীনারের দাস, দিরহামের দাস ও উত্তম পোষাকের দাসের সর্বনাশ! তাহাকে দিলে সে খুশী হয় আর যদি না দেওয়া হয় তাহা হইলে সে অসন্তুষ্ট হয়। এরূপ লোকের সর্বনাশ হইবে ও সে অধঃপাতে যাইবে। যদি তাহার অঙ্গে কন্টকবিদ্ধ হয় তাহা হইলে উহা বহির্গত হয় না। শুভ সংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে উষ্ক খুষ্ক মস্তকে ও ধূলি-ধূসরিত পদে আল্লাহর পথে তাহার ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া প্রস্তুত রহিয়াছে। যদি তাহাকে পাহারায় রাখা হয় তবে সে পাহারাতেই নিযুক্ত থাকে। আর যদি তাঁহাকে সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগে থাকিতে বলা হয় তবে সে সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগেই থাকে। (অর্থাৎ সে মর্যাদা গৌরব কিছুই চায় না। সে শুধু ইসলামের খেদমত করিতে চায়। লোকে তাহাকে না চিনুক, না জানুক সে তাহাই চায়।) তাই সে যদি (কাহারও সহিত সাক্ষাতের জন্য) অনুমতি চায় তাহাকে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং যদি কাহারও জন্য সুপারিশ করে তাহার সুপারিশ মনযুর করা হয় না।

৭৩। আনাস-ইব্ন মালিক (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর খাদিম হিসাবে তাঁহার সঙ্গে খায়বার যাত্রা করিয়াছিলাম। তারপর যখন তিনি ফিরিয়া আসিতেছিলেন তখন উহুদ পাহাড় দৃষ্টি গোচর হইলে তিনি বলিলেন, "ইহা এমন একটি পাহাড় যাহা আমাদিগকে ভালবাসে এবং আমরা ইহাকে ভালবাসি।"

৭৪। আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, একদা গ্রীষ্মকালে এক সফরে আমরা নবী (সঃ) এর সঙ্গে ছিলাম। তখন যে ব্যক্তি তাহার চাদর দ্বারা ছায়া করিত তাহার ছায়াই সব চেয়ে বেশী ছিল। (এই সফরে) যাহারা রোযা রাখিয়াছিল তাহারা কোন কাজই করে নাই। আর যাহারা রোযা রাখিয়াছিল না তাহারা উটগুলিকে (পানি পান করাইবার জন্য) উঠাইয়া লইয়া গেল, তাহাদের সেবা করিল ও কঠোর পরিশ্রম করিল। নবী (সঃ) বলিলেন, "আজ যাহারা রোযা রাখে নাই তাহারাই সমস্ত সওয়াব লইয়া গেল।"

৭৫। সাহ্ল ইব্ন সা'দ আস-সা'য়িদী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহর পথে মাত্র এক দিনও সীমান্ত পাহারা দেওয়া দুনিয়া ও উহাতে যাহা কিছু আছে তাহা অপেক্ষা শেয়ঃ। বেহেশ্তে তোমাদের কাহারও চাবুক রাখিবার মত এতটুকু স্থানও দুনিয়া এবং উহাতে যাহা কিছু আছে তদপেক্ষা উত্তম। বান্দার পক্ষে প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যায় একবার মাত্র আল্লাহর পথে ভ্রমণ দুনিয়া ও উহার মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তু হইতে উত্তম।

৭৬। সা'দ-ইব্ন-আবি ওয়াক্কাস হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, তোমরা তোমাদের দুর্বল লোকদের কারণেই সাহায্যকৃত ও রিযিক প্রাপ্ত হও।

৭৭। আবু সা'ঈদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, মুসলিমদের এমন একটি সময় আসিবে যখন তাহাদের কোন দল যুদ্ধ করিবে। তখন তাহাদিগকে

জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমাদের মধ্যে কি কেহ এমন আছে যিনি নবী (সঃ) এর সাহচর্য করিয়াছেন? তখন বলা হইবে, হাঁ আছেন। তখন তাহারা জয়ী হইবেন। তারপর এমন সময় আসিবে যখন জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমাদের মধ্যে কি এমন লোক আছে যিনি নবী (সঃ) এর সহচরদের সাহচর্য লাভ করিয়াছেন তখন বলা হইবে, হাঁ, আছেন। তখন তাঁহারা জয়ী হইবেন। তারপর আবার এমন সময় আসিবে যখন জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমাদের মধ্যে কি এমন লোক আছেন যিনি নবী (সঃ) এর সহচরদের সাহচর্য লাভকারীদের সাহচর্য লাভ করিয়াছেন? তখন বলা হইবে, হাঁ আছেন। তখন তাঁহারা জয়ী হইবেন।

৭৮। আবু উসাইদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, বদর যুদ্ধকালে যখন আমরা কুরাইশদের বিরুদ্ধে ব্যূহ রচনা করিলাম এবং তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যূহ রচনা করিয়া দাঁড়াইল তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, তাহারা যখন তোমাদের নিকটবর্তী হইবে তখন তোমরা তীর নিক্ষেপ করিবে।

৭৯। 'উমার (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, মুসলিমগণ (আক্রমনোদ্দেশ্যে) ঘোড়া বা উট চালিত না করিতেই আল্লাহ তা'আলা যে সকল গণীমতের মাল তাঁহার রাসূলকে দান করেন বনু নাযীর গোত্রের সম্পদ তাহার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই উহা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয়াছিল। (উহা হইতে) তিনি তাঁহার পরিবারের লোকদের সারা বৎসরের খরচ নির্বাহ করিতেন। তারপর যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা আল্লাহর পথে প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে অস্ত্র শস্ত্র ও অশ্বাদি ক্রয়ে লাগাইতেন।

৮০। 'আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি নবী (সঃ)কে (উহুদ যুদ্ধে) সা'দকে বলিতে শুনিয়াছি, "তীর নিক্ষেপ কর, আমার পিতামাতা তোমার প্রতি উৎসর্গীকৃত হউন।" ইহার পর আমি নবী (সঃ)কে অন্য কোন লোকের উদ্দেশ্যে তাঁহার পিতামাতাকে উৎসর্গ করিতে দেখি নাই।

৮১। আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, যে, এমন একদল লোক (সাহাবীগণ) বহু দেশ জয় করিয়াছিলেন যাঁহাদের তরবারীর অলঙ্কার স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত ছিল না। তাঁহাদের তরবারীর সাজ মাত্র চর্ম, রাং ও লৌহ নির্মিত ছিল।

৮২। ইবন 'আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (সঃ) (বদর যুদ্ধে) এক তাঁবুর মধ্যে অবস্থান কালে বলিয়াছিলেন, "হে আল্লাহ। আমি তোমাকে তোমার প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির দোহাই দিতেছি। হে আল্লাহ তুমি কি চাও যে, আজিকার দিবসের পর আর কেহই তোমার ইবাদাৎ না করুক?" তখন আবু বকর তাঁহার হস্তধারণ করিলেন এবং বলিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট! কেন না আপনি একান্তভাবে আপনার রব্বের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন।" সেই সময় তিনি বর্ম পরিহিত ছিলেন। অনন্তর তিনি এই আয়াত পাঠ করিতে করিতে বহির্গত হইলেন,

"শীঘ্রই শত্রুদল পরাজিত হইবে এবং পশ্চাতে পলায়ন করিবে। বরং কিয়ামত তাহাদের জন্য প্রতিশ্রুত দিবস। আর কিয়ামত অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল এবং অত্যন্ত কষ্টদায়ক।" (বুখারীর) অপর এক বর্ণনায় আছে যে, ইহা বদর যুদ্ধের ঘটনা।

৮৩। আনাস (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রা:) ও যুবায়র (রা:) এর শরীরে চুলকানী থাকার জন্য নবী (স:) তাঁহাদিগকে রেশমী জামা পরিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

৮৪। তাঁহার অপর এক বর্ণনায় আছে, তাঁহারা নবী (স:) এর নিকট উকুনের অভিযোগ জানাইলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে রেশমী বস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দিলেন।

৮৫। উম্মে হারাম (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি নবী (স:) কে বলিতে শুনিয়াছিলেন, "আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম যে সৈন্যদল সমুদ্রে যুদ্ধ করিবে তাহাদের জন্য বেহেশ্ত অবধারিত।" উম্মে হারাম বলেন, তখন আমি বলিলাম: হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি তাহাদের মধ্যে থাকিব? তিনি বলিলেন, তুমি তাহাদের মধ্যে। উম্মে হারাম বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ বলিলেন, আমার উম্মতের মধ্যে যে সৈন্যদল সর্বপ্রথম কায়সারের শহরে (কনষ্টান্টিনোপলে) যুদ্ধ করিবে তাহারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হইবে। আমি বলিলাম, হে রাসূলুল্লাহ, আমি কি তাহাদের মধ্যে থাকিব? তিনি বলিলেন, না।

৮৬। 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, তোমরা ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে। অবশেষে এমন অবস্থা হইবে যে, তাহাদের কেহ প্রস্তরের আড়ালে লুক্কায়িত থাকিবে। তখন পাথর বলিবে, হে আল্লাহর বান্দা, এই যে, আমার পিছনে একজন ইয়াহুদী রহিয়াছে। উহাকে হত্যা করুন! অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে, তোমরা ইয়াহূদীগণের সহিত যুদ্ধ না করা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হইবে না। অতঃপর অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেন।

৮৭। আবু হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, তোমরা যতদিন পর্যন্ত তুর্কীদের সহিত যুদ্ধ না করিবে ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হইবে না। তাহাদের চক্ষু ক্ষুদ্র, মুখমণ্ডল লোহিতাভ, তাহাদের নাক চেপ্টা আর তাহাদের মুখমণ্ডল হইবে পেটা ঢালের ন্যায় প্রশস্ত। আর যতদিন তোমরা পশমের জুতা পরিহিত লোকদের সহিত যুদ্ধ না করিবে ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হইবে না।

৮৮। 'আব্দুল্লাহ-ইব্ন-আবি আওফা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স:) আহযাবের যুদ্ধে মুশরিকগণের উপর এই বলিয়া বদদু'আ করেন যে, "হে কিতাব অবতীর্ণকারী দ্রুত বিচারকারী আল্লাহ! হে আল্লাহ, (বিরোধী) দল সমূহকে পরাভূত কর! হে আল্লাহ তুমি তাহাদিগকে পরাভূত কর এবং তাহাদিগকে প্রকম্পিত কর।

৮৯। 'আইশা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, একদা নবী (স:) এর নিকট কতিপয় ইয়াহূদী আসিয়া "আস্-সামু আলায়কা (তোমার মৃত্যু হউক)" বলিল।

তখন আমি তাহাদিগকে অভিশাপ দিলাম। ইহাতে তিনি বলিলেন, তোমার কি হইল? আমি বলিলাম, তাহারা কি বলিল তাহা কি আপনি শুনেন নাই? তিনি বলিলেন, আমি কি বলিলাম তাহা কি তুমি শুন নাই? (আমি বলিলাম) ওয়া আলাইকুম (তোমাদেরও)।

৯০। আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, তুফাইল ইব্‌ন 'আমর আল-দাওসী ও তাঁহার কতিপয় সঙ্গী নবী (সঃ) এর নিকট আসিয়া বলিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! দাওস গোত্র (আল্লাহর) অবাধ্যতা করিয়াছে ও (ইসলাম গ্রহণে) অস্বীকার করিয়াছে। অতএব আপনি আল্লাহর নিকট তাহাদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করুন।" তখন কেহ কেহ বলিল, "দাওস গোত্র ধ্বংস হইল।" নবী (সঃ) বলিলেন, "হে আল্লাহ! দাওস গোত্রকে হেদায়ত কর এবং তাহাদিগকে (মুসলিম রূপে) আনয়ন কর।"

৯১। সহল ইব্‌ন সা'দ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি খায়বারের যুদ্ধে নবী (সঃ) কে বলিতে শুনিয়াছিলেন, "আমি (আগামীকল্য) পতাকাটি এমন এক ব্যক্তির হাতে দিব যাহার হাতে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করিবেন।" তখন সাহাবীদের মধ্যে সকলেই সেই আশায় রহিলেন যে, কাহাকে উহা দেওয়া হইবে। পরদিন সকালে তাঁহাদের প্রত্যেকেই এই আশা লইয়া চলিলেন যে, পতাকা তাঁহাকেই দেওয়া হইবে। অনন্তর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, "আলী কোথায়?" বলা হইল যে, তাহার চোখের অসুখ। তখন নবী (সঃ) আদেশ করিলে তাঁহাকে ডাকিয়া আনা হইল। তিনি তাঁহার দুই চোখে থুথু দিলেন। তখন তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন যেন তাঁহার কিছুই হয় নাই। তখন 'আলী বলিলেন, "তাহারা আমাদের অনুরূপ (মুসলিম) না হওয়া পর্যন্ত কি যুদ্ধ করিতে থাকিব?" তিনি বলিলেন, "তাহাদের প্রাঙ্গনে না পৌঁছা পর্যন্ত ধীরস্থিরভাবে চলিতে থাক। তারপর তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাও এবং (ইসলাম গ্রহণ করিলে) কি কি কর্তব্য পালন করিতে হইবে তাহাও জানাও। আল্লাহর কসম তোমার দ্বারা যদি একজন লোকও হিদায়াত পায় তবে তাহা তোমার জন্য রক্তবর্ণ উষ্ট্র অপেক্ষাও উত্তম।"

৯২। কা'ব ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন বিদেশ যাত্রা করিতেন তখন খুব কমই বৃহস্পতিবার ব্যতীত অন্যদিন যাত্রা করিতেন।

৯৩। আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন; একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদিগকে একদল সৈন্য সহ প্রেরণ করেন। তখন তিনি কুরাইশ গোত্রের দুই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "যদি তোমরা অমুক অমুক ব্যক্তিকে পাও তবে তাহাদিগকে আগুনে জ্বালাইয়া ফেলিও।" বর্ণনাকারী বলিয়াছেন; অতঃপর আমরা রওয়ানা হইবার ইচ্ছা করিলাম, তখন তাঁহার নিকট বিদায় লইতে আসিলাম। তখন তিনি বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে অমুক অমুক ব্যক্তিকে আগুনে জ্বালাইয়া দিতে

আদেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু আল্লাহ ব্যতীত অপর কেহ আগুন দ্বারা শাস্তি দিতে পারে না। অতএব যদি তোমরা তাহাদিগকে বন্দী কর তবে উভয়কে হত্যা করিও।

৯৪। ইব্‌ন 'উমার (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (স:) বলিয়াছেন, "যে পর্যন্ত পাপ কাজের আদেশ দেওয়া না হয় সে পর্যন্ত নেতার কথা শোনা ও আদেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য। অনন্তর যদি কোন পাপকাজের আদেশ করা হয় তখন তাহার কথা শোনা ও আদেশ পালন করা চলিবে না।"

৯৫। আবু হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স:) কে বলিতে শুনিয়াছিলেন, আমরা সর্ব পশ্চাতে আগমনকারী কিন্তু সম্মানে সর্বাগ্রগণ্য। যে ব্যক্তি আমার হুকুম পালন করে সে প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহরই হুকুম পালন করে এবং যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করে সে আল্লাহরই অবাধ্যতা করে। যে ব্যক্তি আমীরের আদেশ পালন করে সে প্রকৃত প্রস্তাবে আমারই আদেশ পালন করে এবং যে ব্যক্তি আমীরের হুকুম অমাণ্য করে সে আমারই হুকুম অমাণ্য করে। ইমাম বাস্তবিকই ঢাল-স্বরূপ, তাঁহারই নেতৃত্বে যুদ্ধ করা হয় এবং তাঁহার দ্বারাই নিজকে রক্ষা করা হয়। অতএব তিনি যদি আল্লাহকে সমীহ করিয়া চলিবার আদেশ করেন তবে তিনি এজন্য প্রতিদান পাইবেন। আর যদি অন্যরূপ করিতে বলেন তবে তাহার প্রতিফল তিনি পাইবেন।

৯৬। ইব্‌ন 'উমার (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, হুদাইবিয়া সন্ধির পরবর্তী বৎসর আমরা সেখানে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা যে বৃক্ষের নিম্নে বাই'য়াত করিয়াছিলাম সেইটি কোন বৃক্ষ সে সম্বন্ধে আমাদের কোন দুই ব্যক্তিই একমত হইতে পারিলেন না। ইহা আল্লাহর পক্ষ হইতে রহমত স্বরূপ ছিল। তখন তাঁহাকে বলা হইল, নবী (স:) কোন বিষয়ে তাঁহাদের বাই'য়াত গ্রহণ করিয়াছিলেন? মৃত্যুর বিষয়ে? তিনি বলিলেন, "না, নবী (স:) সবর সম্বন্ধে তাঁহাদের বাই'য়াত লইয়াছিলেন।"

৯৭। যায়দ পুত্র 'আব্দুল্লাহ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, মদীনা সংলগ্ন প্রান্তরে সংঘটিত ঘটনা কালে একজন আগন্তুক তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, ইব্‌ন হান্‌যালা লোকদের নিকট হইতে মৃত্যুর বাই'য়াত লইতেছেন। ইহাতে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স:) এর পর আমি এই শর্তে কাহারও বাই'য়াত হইতে পারি না।

৯৮। সালমা-ইব্‌নুল-আক্‌ওয়া (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি নবী (স:) এর নিকট বাই'য়াত করিয়া কিছুক্ষণ পর একটি গাছের ছায়ার দিকে গেলাম। অনন্তর যখন লোকের ভিড় কমিয়া গেল তখন তিনি বলিলেন, "ইব্‌নুল আক্‌ওয়া!" তুমি বাই'য়াত করিবে না?" আমি বলিলাম. "রাসূলুল্লাহ আমিত বাই'য়াত করিয়াছি।" তিনি বলিলেন, "আবার!" তখন আমি দ্বিতীয়বার তাঁহার বাই'য়াত

করিলাম।" অতঃপর বর্ণনাকারীকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "আপনারা সেকালে কোন ব্যাপারে বাই'য়াত করিতেন?" তিনি বলিলেন, "মৃত্যুর বাই'য়াত।"

৯৯। মুজাশি'(রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি আমার ভ্রাতা-সহ নবী (সঃ) এর নিকট আসিলাম ও তাঁহাকে বলিলাম, আপনি আমাদিগকে হিজরতের শর্তে বাই'য়াত করুন। তিনি বলিলেন, এখন হিজরত যোগ্য ব্যক্তিদের হিজরতের সঙ্গে সঙ্গেই হিজরত শেষ হইয়াছে। আমি বলিলাম, "তবে আপনি কোন বিষয়ে আমাদের বাই'য়াত গ্রহণ করিবেন?" তিনি বলিলেন" "ইসলাম ও জিহাদ বিষয়ে।"

১০০। 'আব্দুল্লাহ 'ইব্‌ন মাস'ঊদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, আজ আমার নিকট একজন লোক আসিয়া আমাকে এমন একটি বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল যে, তাহার কি উত্তর দিব তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আমাকে একটি বিষয়ে আপনার মত জানাইয়া দিন। বিষয়টি এই, অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত সুস্থ সবল কোন লোক আমাদের নেতাদের সঙ্গে বাহির হইয়া যুদ্ধে যায়। তারপর ঐ সেনাপতি এমন কাজের আদেশ করে যাহা করা সম্ভব নহে। বর্ণনাকারী বলিয়াছেন, আমি তাহাকে উত্তরে বলিলাম, আল্লাহর শপথ তোমাকে আমি কি যে বলিব তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তবে ব্যাপার এই যে, আমরা নবী (সঃ) এর সঙ্গী ছিলাম। তখন তিনি আমাদিগকে দৃঢ়তার সহিত একবার মাত্র আদেশ করিলেই আমরা তাহা করিয়া ফেলিতাম। নিশ্চয়ই তোমাদের যে কেহ যে পর্যন্ত আল্লাহকে সমীহ করিয়া চলিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার মঙ্গল হইবে। আর যখন তাহার মনে কোন বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হইবে তখন যেন সে কোন লোককে জিজ্ঞাসা করে এবং সে ঐ সন্দেহ হইতে তাহাকে মুক্ত করে। তবে শীঘ্রই এমন সময় আসিবে যে, তোমরা ঐ প্রকার লোক খুঁজিয়া পাইবে না। যিনি ব্যতীত আর কেহই মা'বুদ নাই তাঁহার কসম, দুনিয়ার যাহা অবশিষ্ট আছে তাহাকে আমি একটি বদ্ধ জলাশয়ের মত মনে করি। উহার পরিষ্কার পানিটুকু ইতিপূর্বে পান করা হইয়াছে এবং পঙ্কিল তলানি পড়িয়া রহিয়াছে।

১০১। 'আব্দুল্লাহ-ইব্‌ন-আবি আওফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে সকল অভিযানে শত্রুর সম্মুখীন হন উহাদেরই কোন এক অভিযানে গিয়া সূর্য (পশ্চিম গগনে) চলিয়া পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিলেন। অতঃপর তিনি লোকদের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "হে জনমণ্ডলী, তোমরা শত্রুর সম্মুখীন হওয়া কামনা করিও না। বরং আল্লাহ তা'আলার নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। অনন্তর তোমরা যখন শত্রুর সম্মুখীন হও তখন দৃঢ় থাক। জানিয়া রাখ যে, তরবারীর ছায়ার নীচেই বেহেশ্‌ত।" তারপর তিনি বলিলেন, "হে কিতাব অবতীর্ণকারী আল্লাহ!" ----- দু'আর বাকী অংশ পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। (জিহাদ : হাদীস নং ৮৮)।

১০২। ইয়া'লা ইব্‌ন উমাইয়া (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি এক-জন মজুর রাখিয়াছিলাম। সে অপর একজন লোকের সহিত ঝগড়া করিতে থাকাকালে একজন অপরজনের হাত কামড়াইয়া ধরে। তখন সেই ব্যক্তি দংশনকারীর মুখ হইতে তাহার হাত টানিয়া বাহির করিবার সময় তাহার সম্মুখের দাঁত উপড়াইয়া ফেলে। তখন ঐ ভগ্নদন্ত ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স:) এর নিকট আসিয়া অভিযোগ করিল। তিনি মামলাটি ডিসমিস করিয়া দিয়া বলিলেন, "সে কি স্বেচ্ছায় তাহার হাতটি তোমার মুখের মধ্যে দিয়াছিল যে তুমি ষাঁড় উটের ন্যায় তাহার হাতটি কামড়াইয়া ধরিয়াছিলে?"

১০৩। 'আব্বাস (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি যুবাইর (রা:) কে বলিয়াছিলেন, (মক্কা বিজয়কালে) নবী (স:) আপনাকে এইখানে পতাকা উত্তোলন করিতে বলিয়াছিলেন।

১০৪। আবু হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, আমি ব্যাপকভাববিশিষ্ট অল্প কথার গ্রন্থসহ প্রেরিত হইয়াছি এবং ভীতিদ্বারা সাহায্য-কৃত হইয়াছি। তারপর যখন আমি নিদ্রিত ছিলাম তখন আমার হাতে জগতের সম্পদের চাবি দেওয়া হইয়াছিল। আবু হুরাইরা (রা:) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স:) চলিয়া গিয়াছেন, আর তোমরা উহা বাহির করিয়া লইতেছ।

১০৫। আবু বকর কন্যা আসমা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স:) যখন মদীনায় হিজরত করিতে ইচ্ছা করিলেন তখন আমি আবু বকর (রা:)র গৃহে তাঁহার জন্য পথের খাবার প্রস্তুত করিলাম। তিনি বলিয়াছেন, সেই সময় তাঁহার খাদ্যের থলের ও পানির পাত্রের মুখ বাঁধিবার কিছুই পাইলাম না। তখন আবু-বকর (রা:) কে বলিলাম, আল্লাহর কসম, ওগুলি বাঁধিবার জন্য আমার কোমরবন্দ ছাড়া আর ত কিছুই পাইতেছি না। তিনি বলিলেন, তবে উহা ফাড়িয়া দুইখণ্ড করিয়া ফেল, আর একখণ্ড দিয়া পানির পাত্র ও অপর খণ্ড দিয়া খাদ্যের থলের মুখ বাঁধ। হযরত আসমা (রা:) তাহাই করিলেন। এই জন্যই তিনি "যাতুন নিতাকাইন" বা দুইটি কোমর বন্দের অধিকারিনী নামে অভিহিতা হইলেন।

১০৬। উসামা ইব্‌ন যাইদ (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স:) পিঠে গদী ও তদুপরি চাদর বিশিষ্ট একটি গাধায় আরোহণ করিয়াছিলেন এবং উসামা ইব্‌ন যাইদকে তাঁহার পশ্চাতে আরোহণ করাইয়াছিলেন।

১০৭। 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স:) মক্কা বিজয়ের দিন তাঁহার নিজ উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া ও উসামা ইব্‌ন যাইদকে পশ্চাতে লইয়া এবং বিলাল (রা:) ও কা'বার দ্বারবান 'উসমান ইব্‌ন তালহা (রা:)কে সঙ্গে লইয়া মক্কার উচ্চভূমির দিক হইতে আগমণ করিলেন। তিনি মসজিদে উট বসাইয়া 'উসমান (রা:) কে কা'বা গৃহের চাবী আনিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর রাসূলুল্লাহ (স:) কা'বা গৃহ খুলিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অবশিষ্ট হাদীস পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। [মূল বুখারী দ্র:]।

১০৮। 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স:) শত্রুর রাজ্যে কুরআন লইয়া ভ্রমণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

১০৯। আবু মূসা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমরা একদা (হজ্জে) রাসূলুল্লাহ (স:) এর সঙ্গে ছিলাম। সেই সময় যখন আমরা চড়াইয়ে উঠিতাম তখন উচ্চস্বরে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওআল্লাহু আকবর' বলিতাম। তখন রাসূলুল্লাহ (স:) বলিলেন, হে লোক সকল! তোমাদের প্রাণের প্রতি সদয় হও কেননা তোমরা বধির বা দূরবর্তী লোককে আহ্বান করিতেছ না। তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন এবং তিনি শ্রবণকারী ও নিকটবর্তী।

১১০। জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমরা যখন চড়াইয়ে উঠিতাম তখন 'আল্লাহু আকবর' বলিতাম এবং যখন উৎরাইয়ে নামিতাম তখন 'সুবহানাল্লাহ' বলিতাম।

১১১। আবু মূসা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন যে, যখন কোন বান্দা পীড়িত হয় অথবা সফরে যায় তখনও তাহার জন্য সে স্বগৃহে থাকিতে অথবা সুস্থ থাকিতে যে সমস্ত সৎকার্য করিত তদনুরূপ সওয়াবই লিখিত হয়।

১১২। ইব্‌ন 'উমার (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী (স:) বলিয়াছেন যে, একাকী ভ্রমণের বিপদ সম্বন্ধে আমি যাহা জানি তাহা যদি লোকে জানিত তাহা হইলে কোন অশ্বারোহীই রাত্রে একাকী পথ চলিত না।

১১৩। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, একদা এক ব্যক্তি নবী (স:) এর নিকট আসিয়া জিহাদে গমণের অনুমতি চাহিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমার পিতামাতা কি জীবিত?" ঐ ব্যক্তি বলিলেন, "হাঁ"। তিনি বলিলেন, "তাহা হইলে তাঁহাদের (খিদমতেই) যথাসাধ্য প্রচেষ্টা কর।

১১৪। আবু বশীর আনসারী (রা:) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী (স:) এর কোন এক সফরে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। লোকগণ যখন তাঁহাদের নিশিযাপন স্থলেই ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ (স:) একজন সংবাদ বাহককে পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন যে, কোন উটের গলায় যেন তাঁইতের অথবা অন্য কিছুর গলরজ্জু না থাকে—থাকিলে উহা যেন কাটিয়া ফেলা হয়।

১১৫। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি নবী (স:) কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, গায়র মাহরাম[৪৩] পুরুষ কখনই কোন গায়র মাহরাম স্ত্রীলোকের সহিত নির্জনে অবস্থান করিবে না। কোনও স্ত্রীলোক মাহরাম[৪৪] পুরুষের সঙ্গে ব্যতীত কখনই ভ্রমণ করিবে না। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিলেন, "হে রাসূলুল্লাহ! আমি অমুক অমুক

৪৩। যাহার সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ নহে এমন।
৪৪। যাহার সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ।

যুদ্ধে যোগদানের জন্য নাম লিখাইয়াছি। এদিকে আমার স্ত্রী হজ্জ যাত্রা করিয়াছেন।" তিনি বলিলেন "তুমি যাও এবং তোমার স্ত্রীর সহিত হজ্জ কর।"

১১৬। আবূ হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী (স:) বলিয়াছেন, আল্লাহ [র ফিরিশ্‌তাগণ] ঐ লোকদের দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইবেন যাঁহারা শৃঙ্খলিত[৪৫] অবস্থায় বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবেন।

১১৭। সা'ব ইব্‌ন জাস্‌সামাহ (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স:) আমার নিকট দিয়া আব্‌ওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক স্থানে গেলেন। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, মুশরিকদিগকে তাহাদের নিশিযাপন স্থানেই নৈশ আক্রমণ করা হয়। তাহাতে তাহাদের কিছু সংখ্যক নারী ও শিশু নিহত হয়। [এ সম্বন্ধে বিধান কি?] তিনি বলিলেন, তাহাদের নারী ও শিশুগণও তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। বর্ণনাকারী বলিয়াছেন, আমি তাঁহাকে আরও বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল ব্যতীত অপর কাহারও রক্ষণ ব্যবস্থা নাই।

১১৮। 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (স:) এর কোন এক জিহাদে একজন স্ত্রীলোককে নিহত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (স:) স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকা হত্যা সম্পর্কে তাঁহার অস্বীকৃতি ও অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

১১৯। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি যখন সংবাদ পাইলেন যে, 'আলী (রা:) কতগুলি লোককে অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছেন তখন তিনি বলিলেন, "যদি আমি হইতাম তাহা হইলে তাহাদিগকে অগ্নিদগ্ধ করিতাম না কেননা নবী (স:) বলিয়াছেন, "তোমরা আল্লাহর শাস্তিদ্বারা কাহাকেও শাস্তি দিও না" বরং আমি তাহাদিগকে হত্যা করিতাম। কারণ নবী (স:) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার দীন (জীবন যাপন পদ্ধতি) পরিবর্তিত করে তাহাকে হত্যা কর।"

১২০। আবূ হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স:)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, কোন এক নবীকে একদা একটি পিপীলিকা দংশন করিয়াছিল ইহাতে তিনি পিপীলিকার সমগ্র আবাসই—তাঁহার আদেশে জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রতি ওহী নাযিল করিলেন যে, তোমাকে একটি মাত্র পিপীলিকা দংশন করিয়াছিল তাহাতে তুমি এমন একটি উম্মৎকে জ্বালাইয়া ফেলিলে যাহারা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করিয়া থাকে [ইহা কোন বিচার?]।

১২১। জারীর (রা:) বলেন রাসূলুল্লাহ (স:) আমাকে বলিলেন, "তুমি কি আমাকে 'যুল্‌খালাসা' হইতে নিশ্চিন্ত করিবে না?" বর্ণনাকারী বলেন, "খাস আম সম্প্রদায়ের একটি গৃহের নাম 'যুলখালাসা' ছিল। উহাকে 'ইয়ামানের কা'বা'ও বলা হইত।"

৪৫। ইসলাম গ্রহণের কারণে অথবা জিহাদে যাঁহারা কাফিরদের হস্তে বন্দী হইয়া শৃঙ্খলিত অবস্থায় মারা যান। তাঁহারা অবস্থাতেই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবেন।

বর্ণনাকারী বলেন, 'তখন আমি আহ্মাস সম্প্রদায়ের একশত পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সৈন্য-সহ যাত্রা করিলাম। ইঁহারা সকলেই উত্তম ঘোড় সওয়ার ছিলেন; কিন্তু আমি ঘোড়ার পিঠে স্থিরভাবে থাকিতে পারিতেছিলাম না। তখন (নবী সঃ) আমার বক্ষে এত জোরে করাঘাত করিলেন যে, আমার বক্ষে তাঁহার হাতের আঙ্গুলগুলির দাগ দেখিতে পাইলাম। তিনি বলিলেন, "হে আল্লাহ, তাহাকে স্থির রাখ এবং তাহাকে হেদায়েত-কারী ও হেদায়েত প্রাপ্ত করিয়া দাও।" অনন্তর জারীর 'যুলখালাসা' অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া জ্বালাইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে ঐ সংবাদ দিবার জন্য একজন লোক পাঠাইলেন। জারীরের সংবাদ বাহক নবী (সঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, "যিনি আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার কসম, আমি ঐ ঘরটিকে চর্মরোগগ্রস্থ উটের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।" বর্ণনাকারী বলেন, অনন্তর নবী (সঃ) আহমাস সম্প্রদায়ের অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের বরকতের জন্য পাঁচবার দু'য়া করেন।

১২২। আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন; পারস্য সম্রাট ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। ইহার পর আর কোন ব্যক্তি পারস্য সম্রাট হইবে না। রোম সম্রাটও নিশ্চয়ই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। অতঃপর তাহার পর আর কেহ রোম সম্রাট হইবে না। আর ইহা নিশ্চিত যে, তাহাদের উভয়ের ধনভাণ্ডার আল্লাহর পথে বন্টন করা হইবে।

১২৩। আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, নবী (সঃ) যুদ্ধকে ছল চাতুরী নামে অভিহিত করিয়াছেন।[৪৬]

১২৪। বারা' ইবন 'আযিব (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, উহুদ যুদ্ধে নবী (সঃ) জুবাইর পুত্র 'আব্দুল্লাহকে পঞ্চাশজন পদাতিক সৈন্যের নেতৃত্ব দিয়া (মুসলিম সৈন্যের পশ্চাদ্দিক রক্ষার্থ তাহাদিগকে উহুদ পর্বতে স্থাপন করিয়া) বলিলেন, তোমরা যদি দেখ যে, পক্ষী আমাদিগকে ছোঁ মারিয়া লইয়া যাইতেছে (অর্থাৎ আমরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছি) তথাপি তোমাদিগকে ডাকিয়া না পাঠান পর্যন্ত তোমরা তোমাদের এই স্থান ত্যাগ করিবে না। আর যদি তোমরা দেখ যে আমরা শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়াছি এবং তাহাদিগকে পদদলিত করিয়াছি তাহা হইলেও তোমাদিগকে ডাকিয়া না পাঠান পর্যন্ত স্থানত্যাগ করিবে না।" অনন্তর মুসলিমগণ শত্রুদিগকে পরাজিত করিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, "আল্লাহর কসম, আমি [শত্রুপক্ষের] স্ত্রীলোক-দিগকে পরিধেয় বস্ত্র গুটাইয়া এমনভাবে দৌড়াইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়াছিলাম যে, তাহাদের মল ও পায়ের নলা বাহির হইয়া গিয়াছিল। তখন 'আব্দুল্লাহ ইবন জুবাইরের সঙ্গিগণ বলিলেন, হে লোক সকল গণীমত (লও)। তোমাদের সঙ্গিগণ জয়যুক্ত হইয়াছেন। আর কিসের জন্য অপেক্ষা করিতেছ? তখন 'আব্দুল্লাহ ইবন জুবাইর

৪৬। অর্থাৎ যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তিভঙ্গ ব্যতীত আর সকল প্রকার ছল-চাতুরী জায়েয।

বলিলেন, "রাসূলুল্লাহ (স:) তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছেন তাহা কি তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ?" তাহারা বলিল, "আল্লাহর কসম, আমরা নিশ্চয়ই ঐ লোকদের নিকট যাইব এবং গণীমত আহরণ করিব।" অনন্তর যখন তাঁহারা গণীমত আহরণকারীদের নিকট আসিলেন তখন তাঁহাদের মুখ ফিরাইয়া দেওয়া হইল (তাঁহারা শত্রুকর্তৃক পুনরাক্রান্ত হইয়া পরাজিত হইলেন।) তাঁহারা পরাজিত হইয়া অগ্রসর হইলেন। যখন রাসূলুল্লাহ (স:) তাহাদের শেষ দলকে আহ্বান করিলেন তখন তাঁহার নিকট মাত্র বার জন লোক ব্যতীত আর কেহই ছিলেন না। বর্ণনাকারী বলিয়াছেন, শত্রুপক্ষ আমাদের সত্তর জনকে হত্যা করিয়াছিল। আর বদর যুদ্ধে নবী (স:) ও তাঁহার সঙ্গিগণ শত্রুপক্ষের মুশরিকগণের ৭০ জন বন্দী ও ৭০ জন নিহত মোট ১৪০ জনকে কাবু করিয়াছিলেন। অনন্তর আবু সুফইয়ান তিনবার বলিল, "লোকদের মধ্যে কি মুহাম্মদ (স:) আছেন ?" নবী (স:) সাহাবীদিগকে কোন উত্তর দিতে নিষেধ করিলেন। তারপর আবু সুফইয়ান তিনবার বলিল, "লোকদের মধ্যে কি আবু কুহাফার পুত্র আছে?" অতঃপর সে তিনবার বলিল, "লোকদের মধ্যে কি খাত্তাব পুত্র আছে?" তারপর আবু সুফইয়ান নিজ সঙ্গীদের দিকে ফিরিয়া বলিল, "ইঁহারা তো নিহত হইয়াছে।" ইহাতে উমার (রা:) আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওরে আল্লাহর দুশমন! তুই মিথ্যা বলিয়াছিস্! তুই যাঁহাদের নাম করিলি তাঁহারা সকলেই জীবিত। এখন তোর দুর্দশাটাই কেবল বাকী আছে।" আবু সুফইয়ান বলিল, আজিকার দিনটি বদরের দিনেরই প্রতিশোধ, আর যুদ্ধ তো পর্যায়ক্রমে জয় পরাজয়ই বটে। তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের কোন কোন নিহত লোককে কর্তিতাঙ্গ দেখিতে পাইবে যদিও আমি ঐরূপ করিতে আদেশ দিই নাই এবং উহা আমার পক্ষে অপ্রীতিকরও হয় নাই। অতঃপর আবু সুফইয়ান গাথা কবিতায় বলিতে লাগিল, "হুবাল দেবতার জয়, হুবাল দেবতার জয়।" তখন নবী (স:) বলিলেন, "তোমরা ইহার উত্তর দাও না কেন?" সাহাবীগণ বলিলেন, "আল্লাহর রাসূল, আমরা কি বলিব?" তিনি বলিলেন, "তোমরা বল, আল্লাহ সর্বোন্নু, সর্বমহান!" তখন আবু সুফইয়ান বলিল, "আমাদের 'উয্যা দেবী আছেন, তোমাদের নাই কোন 'উয্যা।" তখন নবী (স:) বলিলেন, "তোমরা উত্তর দাও না কেন?" তাঁহারা বলিলেন, "রাসূলুল্লাহ আমরা কি বলিব?" তিনি বলিলেন, "তোমরা বল, আল্লাহ আছেন আমাদের মাওলা, আর তোমাদের নাই কোন মাওলা।"

১২৫। সালামা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, "আমি মদীনা হইতে গাবা নামক স্থানের দিকে যাইতেছিলাম। যখন আমি গাবাস্থ একটি ছোট পাহাড়ের নিকট পেঁŌছিলাম তখন 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফের একটি ক্রীতদাস আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল। আমি তাহাকে বলিলাম, "তোর ভাল হউক, তোর কি হইয়াছে?" সে বলিল, "নবী (স:) এর দুগ্ধবতী উষ্ট্রীগুলি লুণ্ঠিত হইয়াছে।" আমি বলিলাম, "কে উহা লুন্ঠন করিয়াছে?" সে বলিল, গত্ফ ও ফাযারা গোত্রের লোকেরা!" তখন আমি

"ইয়া সাবাহাহ্" "ইয়া সাবাহাহ্" বলিয়া এমন উচ্চৈঃস্বরে তিনটি ডাক দিলাম যে, মদীনার উভয় প্রান্তের লোক তাহা শুনিতে পাইল। তৎপর আমি দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া গিয়া লুন্ঠনকারীদের সম্মুখীন হইলাম। তাহারা উষ্ট্রীগুলি লুন্ঠন করিয়া লইয়াছিল। তখন আমি তাহাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। সেই সময় আমি বলিতে-ছিলাম, "আমি আকওয়া'এর পুত্র আর আজিকার দিনটি ইতর লোকদের ধ্বংসের দিন।" তাহারা পানি পান করিবার পূর্বেই তাহাদের নিকট হইতে উষ্ট্রীগুলি উদ্ধার করিলাম এবং উহা হাঁকাইয়া লইয়া চলিলাম। (পথে) রাসূলুল্লাহ (স:) এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "হে আল্লাহর রাসূল, ঐ লোকগুলি তৃষ্ণার্ত। তাহারা তাহাদের পানি পান করিবার পূর্বেই আমি তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনি তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লোক পাঠান।" তিনি বলিলেন, "হে ইব্‌নুল আক্‌ওয়া'! তুমি ত (উষ্ট্রীগুলি) পাইয়াছ। অতএব তাহাদের প্রতি সদয় হও। কারণ এতক্ষণে তাহারা তাহাদের লোকদের নিকট হইতে আতিথ্য পাইতেছে।"

১২৬। আবু মূসা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী (স:) বলিয়াছেন, "যুদ্ধে বন্দী-গণকে মুক্ত কর, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও এবং পীড়িত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ কর।"

১২৭। আবু জুহাইফা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি 'আলী (রা:) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আল্লাহর যাহা কিছু আছে তাহা ব্যতীত ওহী যোগে আগত অন্য কিছু কি আপনার নিকট আছে?" তিনি বলিলেন, "না, যিনি বীজকে অঙ্কুরিত করেন এবং প্রাণ সৃষ্টি করেন তাঁহার কসম, এ সম্বন্ধে কুরআন বুঝিবার ক্ষমতা যাহা আল্লাহ কোন লোককে প্রদান করেন তাহা এবং এই পুস্তিকা ব্যতীত আমার নিকট আর কিছু নাই।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই পুস্তিকায় কি আছে?" তিনি বলিলেন, "নরহত্যার শোণিতপণ প্রদান, (যুদ্ধের) বন্দী মুক্তি এবং কাফিরকে হত্যার শাস্তি স্বরূপ কোন মুসলিমকে হত্যা না করার বিধান।

১২৮। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আনসারদের কয়েক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স:) এর নিকট অনুমতি চাহিয়া বলিলেন, "আল্লাহর রাসূল! আমাদের ভাগিনেয় আব্বাসের মুক্তিপণ ছাড়িয়া দিতে আমাদিগকে অনুমতি দিন।" তিনি বলিলেন, "তোমরা উহা হইতে এক দিরহামও ছাড়িতে পারিবে না।"

১২৯। সালামা-ইব্‌নুল-আকওয়া' হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (স:) কোন এক[৪৭] সফরে থাকাকালে তাঁহার নিকট মুশরিকদের একজন গুপ্তচর আসিয়াছিল। সে তাঁহার সাহাবীদের নিকট বসিয়া কথাবার্তা বলিয়া চলিয়া গেল। নবী (স:) বলিলেন, উহাকে ধরিয়া হত্যা কর! ফলে (বর্ণনাকারী সালামা) তাহাকে হত্যা করিলেন এবং উহার পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি হত্যাকারীকে প্রদান করা হইল।

৪৭। হাওয়াযিন যুদ্ধে (সহীহ মুসলিম)।

১৩০। [সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রাঃ) বলিয়াছেন যে,] ইব্‌ন 'আব্বাস (রাঃ) একদা বলিলেন, "বৃহস্পতিবার দিন! আর কী বলি সেই বৃহস্পতিবার দিনের কথা!" এই বলিয়াই তিনি এমন কান্না কাঁদিলেন যে, তাঁহার অশ্রুতে কঙ্কর সমূহ সিক্ত হইয়া গেল। অতঃপর তিনি বলিলেন, এই বৃহস্পতিবার দিনেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর পীড়া কঠিন হইয়া উঠিল। তখন তিনি বলিলেন, "তোমরা আমাকে লিখিবার উপকরণ আনিয়া দাও। আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখাইয়া দিব (যাহার অনুসরণ করিলে) উহার পর তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হইবে না।" তখন সাহাবীগণ পরস্পর বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন (যদিও) নবী (সঃ) এর নিকট বসিয়া বাদানুবাদ শোভনীয় নহে। তাঁহারা বলিলেন, "রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলেন।" তিনি বলিলেন, "তোমরা আমার সহিত কথাবার্তা বলা ত্যাগ কর। কারণ তোমরা আমাকে যে কাজের দিকে ডাকিতেছ তাহা অপেক্ষা আমি যে অবস্থায় আছি তাহাই উত্তম।" মৃত্যুকালে নবী (সঃ) তিনটি বিষয় সম্পর্কে উপদেশ দেন। ১। আরব উপদ্বীপ হইতে মুশরিকগণকে বহিস্কৃত করিবে, ২। বহিরাগত প্রতিনিধি দলকে আমি যেভাবে রাখিতাম তোমরা তাহাদিগকে সেইভাবেই রাখিবে। [বর্ণনাকারী ইব্‌ন 'আব্বাস (রাঃ) বলেন] আর তৃতীয়টি আমি ভুলিয়া গিয়াছি।

১৩১। ইব্‌ন 'উমার (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, একদা নবী (সঃ) লোকদের মধ্যে দাঁড়াইয়া আল্লাহ তা'আলার যথাযোগ্য প্রশংসা করিলেন। অনন্তর দজ্জালের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে উহা হইতে সতর্ক করিয়া দিতেছি। কোন নবীই তাঁহার জাতিকে দজ্জাল হইতে সতর্ক না করিয়া যান নাই। নূহ (আঃ)ও তাঁহার কওমকে উহা হইতে সতর্ক করিয়াছেন। কিন্তু আমি তাঁহার সম্বন্ধে তোমাদিগকে এমন একটি কথা বলিব যাহা কোন নবী (আঃ)ই তাঁহার কওমকে বলেন নাই। [তাহা এই] তোমরা জানিয়া রাখ যে, সে কানা হইবে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কানা নহেন।"

১৩২। হুযাইফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (সঃ) একদা বলিলেন, যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের নাম আমার নিকট লিখিয়া আন। ফলে আমরা এক হাজার পাঁচশত পুরুষ লোকের নাম লিখিলাম। তখন আমরা মনে করিলাম, আমরা যখন এক হাজার পাঁচশত পুরুষ আছি তখন ভয় করিব কেন? (বর্ণনাকারী বলেন) অনন্তর এক সময় আমরা এমন পরীক্ষায় পড়ি যে, আমাদের মধ্যে লোককে সন্ত্রস্ত অবস্থায় একাকী নামায পড়িতে হইত।

১৩৩। আবূ তালহা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, যখন নবী (সঃ) কোন গোত্রের উপর বিজয়ী হইতেন তখন তিনি তাহাদের ময়দানে তিনদিন অবস্থান করিতেন।

১৩৪। 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা তাঁহার একটি অশ্ব পলায়ন করিলে শত্রুরা উহা ধরিয়া রাখে। অনন্তর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর

জীবদ্দশায় মুসলিমগণ তাহাদের উপর বিজয়ী হইলে তিনি উহা তাঁহাকে ফিরাইয়া দেন। [তারপর] তাঁহার এক গোলাম পলায়ন করিয়া রোমকদের সঙ্গে মিলিত হয়। তারপর যখন মুসলিমগণ তাঁহাদের উপর বিজয়ী হইলেন তখন খালেদ ইব্‌ন ওয়ালীদ তাঁহাকে তাঁহার নিকট ফিরাইয়া দেন। অর্থাৎ নবী (স:) এর পর।

১৩৫। জাবির ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, "আমি বলিলাম, হে রাসূলুল্লাহ (স:) আমরা একটি ছোট ছাগলছানা যবহ করিয়াছি এবং সের তিনেক যবও পিষিয়া আটা করিয়াছি। অতএব আপনি কয়েকজন লোক সহ চলুন।" তখন নবী (স:) চীৎকার করিয়া বলিলেন, "হে খন্দকের লোকগণ, জাবির খানা প্রস্তুত করিয়াছেন, অতএব তোমরা শীঘ্র চল।"

১৩৬। খালিদ ইব্‌ন সা'দের কন্যা উম্ম খালিদ (রা:) বলিয়াছেন, "আমি একদা আমার পিতার সহিত নবী (স:) এর নিকট গিয়াছিলাম। তখন আমার গায়ে একটি হলুদ রঙের জামা ছিল। রাসূলুল্লাহ (স:) বলিলেন, "সানাহ, সানাহ" আবিসিনীয় ভাষায় উহার অর্থ 'সুন্দর'। উম্ম খালিদ বলেন, অতঃপর আমি নবুওতের মোহর লইয়া খেলা করিতে উদ্যত হইলে আমার পিতা আমাকে ধমক দিয়া নিষেধ করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স:) বলিলেন, "উহাকে খেলিতে দাও!" অতঃপর তিনি বলিলেন, "জামা পুরাতন কর ও ছিঁড়িয়া ফেল, আবার পুরাতন কর ও ছিঁড়িয়া ফেল, আবার পুরাতন কর ও ছিঁড়িয়া ফেল।" (অর্থাৎ দীর্ঘায়ু হও)।

১৩৭। আবু হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, একদা নবী (স:) আমাদের মধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন এবং গণীমতের মাল আত্মসাতের ভয়াবহতা আলোচনা করিলেন। তিনি উহার গুরুত্ব উহার পরিণামের ভয়াবহতা বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন, কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের কাহাকেও যেন এরূপ অবস্থায় না দেখি যে, তাহার ঘাড়ের উপর ছাগল ভ্যা ভ্যা করিতেছে এবং কাহারও ঘাড়ের উপর অশ্ব হ্রেষারব করিতেছে আর তাহারা বলিতেছে, "আল্লাহর রাসূল, আমাকে রক্ষা করুন।" তখন জওয়াবে আমি বলিতেছি, "তোমার জন্য আমি কিছুই করিতে পারি না। আমি তো তোমাকে আল্লাহর বাণী পেঁৗছাইয়া দিয়াছিলাম।" আবার কাহারও ঘাড়ের উপর উট চীৎকার করিতেছে এবং সে বলিতেছে, "আল্লাহর রাসূল আমাকে রক্ষা করুন।" আর আমি বলিতেছি, "তোমার জন্য আমি কিছুই করিতে পারি না। আমি তো তোমাকে আল্লাহর বাণী পেঁৗছাইয়া দিয়াছিলাম।" আবার কাহার ঘাড়ের উপর নিরব মাল থাকিবে আর সে বলিবে, "আল্লাহর রাসূল, আমাকে রক্ষা করুন," "আর আমি বলিতেছি, "আমি তোমার জন্য কিছুই করিতে পারি না। আমি তো তোমাকে আল্লাহর বাণী পেঁৗছাইয়া দিয়াছিলাম।" আর কাহারও ঘাড়ের উপর কাপড় বাতাসে নড়িতেছে আর সে বলিতেছে, "আল্লাহর রাসূল আমাকে রক্ষা করুন।" আর আমি বলিতেছি, "তোমার জন্য আমি কিছুই করিতে পারি না। আমি তো তোমার নিকট আল্লাহর বাণী পেঁৗছাইয়া দিয়াছি।"

১৩৮। 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, কিরকিরা নামক এক ব্যক্তির উপর রাসূলুল্লাহ (স:) এর আসবাব পত্র দেখা শুনার ভার ছিল। তাহার মৃত্যু হইলে রাসূলুল্লাহ (স:) বলিলেন, সে দোযখে [যাইবে]। ইহাতে সাহাবী-গণ তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন যে, সে একটি 'আবা গণীমতের মাল হইতে আত্মসাৎ করিয়াছিল।

১৩৯। ইব্‌নুয যুবাইর (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি ইব্‌ন জা'ফরকে বলিয়াছিলেন, [রাসূলুল্লাহ (স:) তবুক যুদ্ধ হইতে যখন মদীনায় ফিরিয়া আসিতেছিলেন তখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গিয়া] আপনি আমি ও ইব্‌ন 'আব্বাস যখন রাসূলুল্লাহ (স:) এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম তখনকার কথা কি আপনার মনে পড়ে? ইব্‌ন জা'ফর বলিলেন "হাঁ, তখন তিনি আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া আমাদের দুইজনকে তাঁহার বাহনে তুলিয়া লইয়াছিলেন।"

১৪০। সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমরা অপর বালকদের সহিত সানীয়াতুল বাদা নামক টিলা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স:) কে অভ্যর্থনা করার জন্য যাইতাম।

১৪১। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, 'উসফান হইতে ফিরিবার সময় আমরা নবী (স:) এর সঙ্গে ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (স:) তাঁহার বাহনের উপর ছিলেন এবং তিনি সফিয়া বিন্‌ত হুয়াইকে তাঁহার পিছনে ঐ বাহনেই লইয়া যাইতেছিলেন। অনন্তর তাঁহার উষ্ট্রীটি পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহারা উভয়েই মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তখন আবু তালহা দৌড়াইয়া আসিয়া বলি-লেন, "রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুণ।" তখন তিনি বলিলেন, "স্ত্রীলোকটিকে দেখ!" তখন আবু তালহা তাঁহার মুখমণ্ডল এক খণ্ড বস্ত্র দ্বারা আচ্ছা-দিত করিয়া সফিয়ার নিকট গেলেন এবং উহা তাঁহার উপর নিক্ষেপ [করিয়া পরদা] করিলেন। তারপর তিনি তাঁহাদের বাহনটি ঠিক করিয়া দিলেন। অতঃপর তাঁহারা উভয়ে আরোহণ করিলেন। অনন্তর আমরা রাসূলুল্লাহ (স:) কে ঘিরিয়া চলিতে লাগিলাম। অবশেষে আমরা যখন মদীনার নিকটবর্তী হইলাম তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমরা [বিদেশ হইতে] প্রত্যাবর্তণকারী, গোনাহ হইতে তওবাকারী, আল্লাহর 'ইবাদতকারী ও তাঁহার প্রশংসাকারী।" তিনি ইহা বারংবার বলিতেই থাকিলেন যতক্ষণ না আমরা মদীনায় প্রবেশ করিলাম।

১৪২। কা'ব (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (স:) যখন কোন সফর হইতে পূর্বাহ্ণে আগমণ করিতেন তখন প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করিতেন এবং বসিবার পূর্বে দুই রাক্'আত নামায পড়িতেন।

১৪৩। 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছিলেন, "আমাদের (নবীদের) মালের কোন উত্তরাধিকার হয় না।

আমরা যাহা কিছু রাখিয়া যাই তাহা সাদাকাহ স্বরূপ হইয়া থাকে।" আল্লাহ তা'আলা নবী (স:) কে বিনা যুদ্ধে যে সমস্ত সম্পদ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা হইতে তিনি নিজ পরিবারের সারা বৎসরের খরচ নির্বাহ করিতেন। আর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত তাহা তিনি আল্লাহর মালের স্থানে (বায়তুলমালে) রাখিয়া দিতেন। অতঃপর উমার (রা:) উপস্থিত সাহাবীগণকে বলিলেন, "আমি আপনাদিগকে সেই আল্লাহর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যাঁহার আদেশে আকাশ ও পৃথিবী সঠিকভাবে রহিয়াছে, আপনারা কি ইহা জানেন?" সাহাবীগণ বলিলেন, "হাঁ"। ঐ মজলিসে তখন 'আলী, 'আব্বাস, 'উসমান, 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন 'আউফ, যুবাইর, সা'দ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস উপস্থিত ছিলেন। তজ্‌রীদ গ্রন্থকার বলেন, ইহার পর বুখারী 'আলী ও 'আব্বাসের কথা উল্লেখ করেন কিন্তু তাহা এখানে উল্লেখ করা আমাদের নির্ধারিত নীতি সাপেক্ষ নহে।

১৪৪। আনাস (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, একদা তিনি সাহাবীগণের সম্মুখে দুইটি পশমহীন পাদুকা বাহির করিলেন। উহাদের প্রত্যেকটিতে দুইটি করিয়া ফিতা লাগান ছিল। তিনি বলিলেন, এই দুইটি রাসূলুল্লাহ (স:) এর পাদুকা।

১৪৫। 'আয়েশা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি একদা একটি তালি দেওয়া [পশমী] চাদর বাহির করিয়া বলিলেন ইহা গায়ে থাকা কালেই রাসূলুল্লাহ (স:) এর রূহ বহির্গত হইয়াছিল। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি ইয়ামানে প্রস্তুত একটি মোটা তহবন্দ এবং তালিযুক্ত একটি চাদর বাহির করিলেন।

১৪৬। আনাস (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স:) এর পেয়ালাটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ফলে, তিনি ভাঙ্গা অংশটি চাঁদির শিকল দিয়া বাঁধিয়া লইয়াছিলেন।

১৪৭। জাবির ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ আল-আনসারী (রা:) বলিয়াছেন, আমাদের এক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে সে তাহার নাম রাখিল 'কাসিম'। ইহাতে আনসারগণ বলিলেন "আমরা তোমাকে 'আবুল কাসিম' (কাসিমের পিতা) বলিয়া ডাকিব না। এবং ঐ (নামে ডাকিয়া) তোমাকে আনন্দ দিব না।" তখন সেই ব্যক্তি নবী (স:) এর নিকট গিয়া বলিল, "আল্লাহর রাসূল! আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমি তাহার নাম রাখিয়াছি, 'কাসিম'। এক্ষণে আনসারগণ বলিতেছেন, "আমরা তোমাকে 'আবুল কাসিম' বলিয়া ডাকিব না এবং ঐ নামে ডাকিয়া তোমাকে আনন্দ দিব না।" তখন নবী (স:) বলিলেন, "আনসারগণ ভাল কথাই বলিয়াছেন। তোমরা আমার নামে নাম রাখ কিন্তু আমার কুন্‌ইয়াৎ (উপনাম) [৪৮] গ্রহণ করিও না। কেন না আমি নিশ্চয়ই আল-কাসিম [বন্টনকারী; তোমাদের মধ্যে 'ইলম বন্টন করিয়া থাকি।]

৪৮। কুন্‌ইয়াৎ বা উপনাম বলিতে কাহাকেও অমুকের পিতা, অমুকের মাতা, অমুকের পুত্র বা অমুকের কন্যা ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করা বুঝায়, রাসূলুল্লাহ (স:) এর কুন্‌ইয়াৎ ছিল "আবুল কাসিম" বা কাসিমের পিতা।

১৪৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, "তোমাদিগকে প্রকৃত পক্ষে আমি কিছু দানও করি না আর কিছু হইতে বঞ্চিতও করি না। [দান করা না করার মালিক আল্লাহ তা'আলা] আমি বন্টনকারী মাত্র। আমাকে যেখানে যাহা রাখিবার আদেশ করা হয় আমি সেইখানে তাহা রাখি।"

১৪৯। আনসার মহিলা খাওলা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি নবী (সঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি যে, যাহারা আল্লাহর মাল অন্যায়ভাবে বিলি-বন্টন করে তাহাদের জন্য কিয়ামতে দোযখ অবধারিত।

১৫০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, কোন একজন নবী[৪৯] (আঃ) জিহাদের সঙ্কল্প করিয়া লোকদিগকে বলিলেন, "যে ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছে অথচ স্ত্রীর সহিত এখনও মিলন ঘটে নাই অথচ সে মিলনের অভিলাষ রাখে সে যেন আমার সঙ্গে বাহির না হয়। সেইরূপ যে ব্যক্তি গৃহ নির্মাণ করিয়াছে অথচ গৃহের ছাদ উঠায় নাই; যে ব্যক্তি গর্ভিণী ছাগল অথবা গর্ভিনী উষ্ট্রী খরিদ করিয়াছে এবং উহার বাচ্চা প্রসবের অপেক্ষায় রহিয়াছে তাহারাও যেন আমার সঙ্গে বাহির না হয়। অনন্তর তিনি [উদ্বেগহীন লোকদের লইয়া] জিহাদ করিলেন, তিনি আসরের নামাযের সময় অথবা তাহার কাছাকাছি সময়ে গ্রামটির নিকটবর্তী হইলেন। তখন তিনি সূর্যকে বলিলেন, "তুমিও (আল্লাহ কর্তৃক) আদিষ্ট, আমিও (তাঁহা কর্তৃক) আদিষ্ট। [তারপর তিনি এই দু'আ করিলেন,] "হে আল্লাহ তুমি উহাকে আমাদের জন্য থামাইয়া রাখ।" অনন্তর আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে জয়ী না করা পর্যন্ত সূর্যকে থামাইয়া রাখিলেন। তারপর তিনি গণীমতের মাল একত্র করিলেন। উহা জ্বালাইয়া ফেলিবার জন্য আগুন আসিল কিন্তু উহা জ্বালাইল না। তখন তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে কেহ গণীমতের মাল আত্মসাৎ করিয়াছে। অতএব তোমাদের প্রত্যেক গোত্র হইতে এক এক জন করিয়া আমার হাতে বাই'য়াত হউক। এইরূপ করিবার সময় এক ব্যক্তির হাত তাঁহার হাতের সহিত আটকাইয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন, "চোরাইমাল তোমাদের মধ্যেই আছে। অতএব তোমার গোত্রের প্রত্যেকে আমার হাতে বাই'য়াত হউক।" ইহাতে দুই অথবা তিনজনের হাত তাঁহার হাতের সহিত আটকাইয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন, "তোমাদের মধ্যেই চোরাইমাল রহিয়াছে।" অনন্তর তাহারা গরুর মাথার সমান একটি স্বর্ণপিণ্ড আনিয়া দিল। উহা গণীমতের মালের মধ্যে রাখিয়া দিলে আগুন আসিয়া উহা জ্বালাইয়া দিল। পরবর্তীকালে আল্লাহ আমাদের জন্য গণীমতের মাল হালাল করিয়া দিলেন। তিনি আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখিয়াই উহা আমাদের জন্য হালাল করিয়া দিলেন।

১৫১। ইব্‌ন 'উমার (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) নজদাভিমুখে একটি খণ্ড অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহাতে ইব্‌ন 'উমার (রাঃ) ও ছিলেন।

৪৯। হজরত ইউশা' (আঃ)।

ইঁহারা গণীমাতরূপে বহু উট হস্তগত করিয়াছিলেন। প্রত্যেকে বারটি করিয়া অথবা এগারটি করিয়া ভাগে এবং একটি করিয়া অতিরিক্ত উট পাইয়াছিলেন।

১৫২। জাবির (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন 'জি'রানা' নামক স্থানে [হাওয়াযিন যুদ্ধে প্রাপ্ত] গণীমতের মাল বন্টন করিতেছিলেন, তখন এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "ন্যায় ভাবে বন্টন করুন।" ইহাতে তিনি বলিলেন, "আমি যদি ন্যায় বিচার না করি তবে আমি নিতান্তই দুর্ভাগা!"

১৫৩। ইব্‌ন 'উমার (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, 'উমার (রাঃ) হুনাইনের বন্দীগনের মধ্য হইতে দুই জনকে বাঁদীরূপে পাইয়া তাহাদিগকে মক্কার কোন এক বাড়ীতে রাখিয়া দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) হুনাইনের বন্দীগণকে দয়া করিয়া মুক্ত করিয়া দেন। ফলে তাহারা রাস্তা পথে চলা-ফিরা করিতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া 'উমার (রাঃ) বলিলেন, "আবদুল্লাহ দেখ তো ব্যাপার কি?" আবদুল্লাহ (সন্ধান লইয়া) বলিলেন, "রাসূলুল্লাহ (সঃ) সমস্ত বন্দীকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।" তখন তিনি বলিলেন, "যাও ঐ দুইজন বাঁদীকে ছাড়িয়া দাও।"

১৫৪। 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, যখন বদর যুদ্ধে আমি ব্যূহে দণ্ডায়মান ছিলাম তখন আমি আমার ডান ও বাম দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। তখন হঠাৎ আমি আনসারদের দুইজন নবীন যুবককে দেখিতে পাইলাম। তখন আমার আকাঙখা হইল যে, আমার প্রাণ যদি তাহাদের পঞ্জরাস্থিগুলির মধ্যে হইত! অনন্তর তাহাদের একজন আমার শরীরে চাপ দিয়া বলিল, "চাচা, আপনি কি আবু জহলকে চিনেন?" আমি বলিলাম, "হাঁ, কিন্তু তাহাতে তোমার কি প্রয়োজন, বাবা?" সে বলিল, "আমি জানিতে পারিয়াছি যে, সে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে গালি দেয়। যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ তাঁহার কসম, আমি যদি তাহাকে দেখিতে পাই তাহা হইলে আমাদের মধ্যে যাহার মৃত্যু পূর্বে ঘটা নির্ধারিত তাহার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাহার দেহ ও আমার দেহ বিচ্ছিন্ন হইবে না।" তাহার কথায় আমি আশ্চার্যান্বিত হইলাম। তারপর অপরজনও আমাকে ঠিক ঐরূপ কথাই বলিল। অল্পক্ষণ পরে আমি আবু জহলকে লোকের মধ্যে ঘোরাঘুরি করিতে দেখিতে পাইলাম। তখন আমি বলিলাম, "এই যে, তোমরা দুইজন যাহার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলে সে এই!" তখন তাহারা উভয়েই তাহাদের তরবারি লইয়া তাহার দিকে ধাবিত হইল এবং উভয়েই তরবারির আঘাত করিয়া তাহাকে হত্যা করিল। অতঃপর তাহারা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট গেল ও তাঁহাকে এই সংবাদ দিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের মধ্যে কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে?" তখন তাহাদের প্রত্যেকেই বলিল, "আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছি।" তিনি বলিলেন, "তোমরা কি তোমাদের তরবারি মুছিয়া ফেলিয়াছ?" তাহারা বলিল, "না"। অনন্তর তিনি তাহাদের তরবারী দুইটি দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা দুইজনেই তাহাকে হত্যা করিয়াছ।"

তারপর তিনি মু'য়ায ইব্‌ন 'আমর ইব্‌নুল জামূহকে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বস্তুগুলি দান করিলেন। ঐ দুই নবীন যুবক ছিল মু'আয ইব্‌ন 'আফরা ও মু'য়ায ইব্‌ন 'আমর ইব্‌নুল জামূহ।

১৫৫। আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছিলেন, "আমি কুরাইশগণকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যই তাহাদিগকে (গণীমতের মাল বেশী) প্রদান করিতেছি। কেননা তাহারা সংপ্রতি মূর্খতা হইতে ইসলামে প্রবেশ করিয়াছে।"

১৫৬। আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, আল্লাহ যখন তাঁহার রাসূলকে হাওয়াযিন যুদ্ধে যে গণীমতের মাল দিবার তাহা দিলেন এবং যখন তিনি [ঐ মাল হইতে] কুরাইশদের কতগুলি লোককে প্রত্যেককে একশত পর্যন্ত উট প্রদান করিলেন তখন আনসারদের মধ্য হইতে কয়েকজন লোক [ইহার সমালোচনা করিয়া] বলিল, "আল্লাহ রাসূলুল্লাহকে ক্ষমা করুন; তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কুরাইশদিগকেই দিতেছেন অথচ আমাদের তরবারি হইতে এখনও তাহাদের রক্ত ঝরিতেছে।" আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন, "তাহাদের কথাবার্তা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট বর্ণনা করা হইল। তখন তিনি আনসারগণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং চামড়ার একটি তাঁবুর মধ্যে তাহাদিগকে একত্রিত করিলেন। আনসারগণ ব্যতীত অপর কাহাকেও এখানে আসিতে দেওয়া হইল না। তাঁহারা একত্রিত হইলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহাদের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, "আপনাদের সম্বন্ধে এসব কি শুনিতেছি?" তখন তাঁহাদের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলিলেন, "হে রাসূলুল্লাহ, আমাদের জ্ঞানী ব্যক্তিরা কিছুই বলেন নাই।" এই হাদীসটি পূর্বে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

১৫৭। জুবাইর ইব্‌ন মুৎ'ইম (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন লোকজন সহ হুনাইন হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন তখন যুবাইরও তাহার সহিত ছিলেন। সেই সময় একদল বেদুইন তাঁহার নিকট দান খয়রাত চাহিতে চাহিতে তাঁহাকে এমন ভাবে চাপিয়া ধরিল যে, তিনি সরিতে সরিতে একটি বাবলা গাছের কাছে পৌঁছিতে বাধ্য হইলেন। এই সময় তাঁহার চাদরটি বাবলা গাছে আটকাইয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) দণ্ডায়মান হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "আমাকে আমার চাদর খানা দাও! আমার নিকট যদি ঐ কাঁটাগাছগুলির মত অসংখ্য ছাগ-মেষ থাকিত তাহা হইলে আমি সবই তোমাদিগকে বন্টন করিয়া দিতাম এবং তাহার পরও তোমরা আমাকে কৃপন, মিথ্যাবাদী ও ভীরু পাইতে না।

১৫৮। আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, একদা আমি নবী (সঃ) এর সঙ্গে যাইতেছিলাম। তাঁহার গায়ে নাজরানে প্রস্তুত মোটা পাড় বিশিষ্ট একখানি চাদর ছিল। এমন সময় একজন বেদুইন তাঁহার নিকট পৌঁছিল এবং তাঁহার চাদর ধরিয়া এমন জোরে টান দিল যে আমি দেখিতে পাইলাম জোরে টান দেওয়ায়

নবী (স:) এর কাঁধের উপর চাদরের পাড়ের দাগ বসিয়া গিয়াছে। অতঃপর বেদুইন বলিল, "আল্লাহর যে মাল আপনার নিকট রহিয়াছে তাহা হইতে কিছু আমাকে দিতে আদেশ করুন।" নবী (স:) তাহার দিকে তাকাইয়া হাসিলেন এবং তাহাকে কিছু দান করিবার জন্য আদেশ করিলেন।

১৫৯। 'আব্দুল্লাহ (ইব্‌ন মাস'উদ) (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, হুনাইয়ন যুদ্ধের পর গণীমতের মাল বিতরণকালে নবী (স:) কতিপয় ব্যক্তিকে বিশেষভাবে দান করেন। তিনি হাবিস্ পুত্র আকরা'কে একশত উট দান করেন। উইয়াইনাকেও অনুরূপ সংখ্যক উট দান করেন এবং কয়েকজন সম্ভ্রান্ত আরবকে সেদিন বিশেষভাবে দান করেন। ইহাতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "আল্লাহর কসম, ইহা এমন বন্টন যাহাতে ন্যায় নিষ্ঠাও নাই, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কামনাও নাই।" (বর্ণনাকারী বলেন) তখন আমি বলিলাম, "আল্লাহর কসম, আমি নিশ্চয়ই একথা নবী (স:) কে জানাইব।" অনন্তর আমি তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে উহা জানাইলাম। তিনি বলিলেন, "আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সুবিচার না করেন তবে কে সুবিচার করিবে? আল্লাহ মূসা (আ:) এর প্রতি অনুগ্রহ করুন। তাঁহাকে এতদপেক্ষা অধিক কষ্ট দেওয়া হইয়াছিল। তিনি তাহা ধৈর্যের সহিত সহ্য করিয়াছেন।"

১৬০। ইব্‌ন 'উমার (রা:) বলিয়াছেন, আমরা জিহাদকালে মধু ও আঙ্গুর পাইলে তাহা খাইয়া ফেলিতাম। উহা (রাসূলুল্লাহর নিকট) উপস্থিত করিতাম না বা জমা করিয়া রাখিতাম না।

১৬১। [তাবি'য়ী—বাজালা বলেন] 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা:) তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে বসরার শাসনকর্তার নিকট প্রেরিত পত্রে লিখিয়াছিলেন:— অগ্নুপাসকদের মধ্যে ইসলামী বিধানানুযায়ী নিষিদ্ধ স্ত্রী-পুরুষে সংঘটিত বিবাহগুলি [সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপকভাবে জানাজানি হইয়া থাকিলে] বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে। [তাবি'য়ী বাজালা আরও বলেন) 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন 'আউফ যতদিন পর্যন্ত এই মর্মে সাক্ষ্য না দেন যে, রাসূলুল্লাহ (স:) 'হাজার' নামক স্থানের অগ্নিউপাসকদের নিকট হইতে জিয্‌ইয়া লইয়াছিলেন ততদিন পর্যন্ত 'উমার (রা:) অগ্নিউপাসকদের নিকট হইতে জিয্‌ইয়া লন নাই।

১৬২। 'আমর ইব্‌ন 'আউফ আল-আনসারী (রা:) ইনি বনি 'আমির ইব্‌ন লুওয়াইয়ের সহিত সন্ধি সূত্রে গোত্রভুক্তও ছিলেন এবং ইনি বদর যুদ্ধেও যোগদান করিয়াছিলেন —হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স:) আবু 'উবাইদা ইব্‌ন জার্‌রাহকে বাহরাইনের জিয্‌ইয়া আদায় করিয়া আনিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স:) বাহরাইনের অধিবাসীদের সহিত সন্ধি করিয়া 'আলা-ইব্‌নুল হাযরামীকে তাহাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অনন্তর আবু 'উবাইদা বাহরাইন হইতে মাল লইয়া আসিলে আনসারগণ আবু 'উবাইদার আগমনের সংবাদ শুনিয়া নবী (স:) এর সহিত ফজর নামায সম্পন্ন করেন।

তাঁহাদের সহিত নামায পড়িবার পর ফিরিয়া বসিলে, আনসারগণ তাঁহার সামনে আসিয়া বসিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহাদিগকে ঐভাবে দেখিয়া মৃদু-হাস্য করিলেন এবং বলিলেন, "আমার মনে হয় তোমরা শুনিয়াছ যে, আবূ 'উবাইদা কিছু মাল লইয়া আসিয়াছে?" তাঁহারা বলিলেন, "জী, হাঁ, রাসূলুল্লাহ!" তিনি বলিলেন, "তাহা হইলে সুসংবাদ গ্রহণ কর ও যাহাতে তোমরা আনন্দিত হইতে পার তাহাই আশা কর! আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের দারিদ্রকে ভয় করি না। বরং আমি ভয় করি যে, তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর দুনয়াকে যেমন স্বচ্ছল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তোমাদের উপরও সেইরূপ স্বচ্ছল করিয়া দেওয়া হইবে। অনন্তর তাহারা যেমন দুনয়াতে আসক্ত হইয়াছিল তোমরাও সেইরূপ আসক্ত হইয়া পড়িবে ফলে দুনয়ার স্বচ্ছলতা তাহাদিগকে যেমন ধ্বংস করিয়াছিল সেইরূপ উহা তোমাদিগকেও ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।

১৬৩। 'উমার (রাঃ) সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশাভিমুখে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। [কাদিসিয়া যুদ্ধের পর] হুরমুযান ইসলাম গ্রহণ করেন। ['উমার (রাঃ) তাঁহাকে নিজ সভাসদরূপে গ্রহণ করেন।] একদা 'উমার (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, "আমার এই সকল জিহাদ[৫০] সম্পর্কে আপনার পরামর্শ চাই।" তিনি বলিলেন "জী, আচ্ছা! [তবে শুনুন] ঐ দেশগুলি এবং ঐ সমস্ত দেশে মুসলিমগণের যে সকল শত্রু রহিয়াছে তাহাদের উপমা একটি পাখীর ন্যায়। উহার একটি মাথা, দুইটি ডানা ও দুইটি পা আছে। যদি উহার একটি ডানা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় তবে এক ডানা ও মাথা লইয়া তাহার দুই পা দাঁড়াইয়া থাকিবে। আর যদি তাহার অপর ডানাটিও ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় তবে তাহার দুই পা ও মাথাই দাঁড়াইয়া থাকিবে। আর যদি তাহার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেওয়া হয় তবে তাহার দুই পা, দুই ডানা ও মাথা সবই শেষ হইবে। (এই উপমায়) পারস্য সম্রাট মাথা, রোম সম্রাট একটি ডানা, এবং ফারিস প্রদেশ অপর ডানা। অতএব আপনি মুসলিমগণকে পারস্য সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে আদেশ করুন।" তখন 'উমার (রাঃ) একটি সেনাবাহিনী গঠন করিলেন এবং নু'মান ইবন্ মুকাররিনকে উহার সেনানায়ক নিযুক্ত করিলেন। এই বাহিনী যখন শত্রুরাজ্যে[৫১] উপনীত হইলেন তখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে পারস্য সম্রাটের প্রতিনিধি চল্লিশ সহস্র সৈন্য সহ বাহির হইলেন। এই সময় [পারস্য সম্রাটের পক্ষ হইতে] একজন দোভাষী দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনাদের মধ্য হইতে একজন লোক আমার সঙ্গে কথা বলুন।" তখন মুগীরা (রাঃ) বলিলেন, "আপনার যাহা ইচ্ছা তাহা জিজ্ঞাসা করুন।" তখন সেই ব্যক্তি বলিলেন, "আপনাদের পরিচয় কি?" মুগীরা বলিলেন, "আমরা আরব জাতীয় লোক। আমরা চরম দুর্ভাগ্য ও কঠিন দুরবস্থার

৫০। পারস্য, আজার ভাইজান ও ইসপাহান অভিযানগুলির মধ্যে কোন অভিযানটি প্রথম আরম্ভ করা উচিত।

৫১। নিহাওয়ান্দ নামক স্থানে।

মধ্যে ছিলাম। ক্ষুধার তাড়নায় আমরা চামড়া ও খেজুরের আঁটি চুষিতাম, পশম ও উটের লোমের তৈয়ারী বস্ত্র পরিধান করিতাম এবং বৃক্ষ ও প্রস্তর পূজা করিতাম। আমাদের অবস্থা যখন এই প্রকার ছিল তখন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ামক মহান ও মহাসম্মানার্হ প্রভু আমাদের জন্য আমাদেরই মধ্য হইতে একজন নবী প্রেরণ করিলেন। আমরা তাঁহার পিতামাতাকে জানি। অতঃপর আমাদের নবী এবং আমাদের প্রতিপালক প্রভুর সেই রাসূল আমাদিগকে এই আদেশ করিয়াছেন যে, যতক্ষণ না আপনারা এক অদ্বিতীয় আল্লাহর 'ইবাদত না করিতেছেন অথবা জিয্‌ইয়া প্রদান না করিতেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত যেন আমরা আপনাদের সহিত যুদ্ধ করি। আমাদের নবী, আমাদের প্রতিপালকে, এই বাণীও আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, আমাদের কেহ যদি (এই যুদ্ধে) নিহত হন তবে সে বেহেশ্‌তে এমন সুখ ভোগ করিবে যাহার তুল্য সুখ কখনও দেখা যায় নাই। আর আমাদের মধ্যে যাঁহারা জীবিত থাকিবেন তাঁহারা আপনাদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক হইবেন।" অতঃপর নু'মান বলিলেন, "নবী (সঃ) এর সঙ্গে থাকিয়া এই প্রকার বহু যুদ্ধে যোগদানের সুযোগ আল্লাহ আপনাকে দিয়াছেন। নবী (সঃ) আপনাকে কখনও লজ্জিত ও অপমানিত করেন নাই। আর আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছি। নবী (সঃ) এর এই রীতি ছিল যে, তিনি যদি পূর্বাহ্নে যুদ্ধ শুরু করিতে না পারিতেন তবে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হওয়া ও যোহর-'আসর নামায পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেন।

১৬৪। আবু হুমাইদ সা'ইদী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, "আমরা নবী (সঃ) এর সঙ্গে থাকিয়া তাবূকে যুদ্ধ করিয়াছিলাম। (তখন) আইলার রাজা নবী (সঃ)কে একটি শ্বেত অশ্বতরী ও একখানি চাদর উপঢৌকন দিয়াছিলেন। নবী (সঃ)ও তাঁহাকে একখানি অভয়পত্র লিখিয়া দেন। (তজ্‌রীদ ১ম খণ্ড, ৩২৬ পৃঃ ৭৪৬ নং হাদীস দ্রঃ)

১৬৫। 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন যে, নিরাপত্তা প্রদত্ত অমুসলিমকে যে হত্যা করিবে সে বেহেশ্‌তের গন্ধও পাইবে না। অথচ বেহেশ্‌তের গন্ধ চল্লিশ বৎসরে অতিক্রমনীয় দূরত্ব হইতেও পাওয়া যায়।

১৬৬। আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, যখন খাইবার প্রদেশ বিজিত হইল তখন [ইয়াহূদীদের পক্ষ হইতে] নবী (সঃ) কে বিষ মিশ্রিত ছাগলের গোশ্‌ত উপহার দেওয়া হইল। তখন নবী (সঃ) বলিলেন, "এখানে যে সকল ইয়াহূদী উপস্থিত আছে তাহাদের সকলকে আমার নিকট একত্রিত কর।" অনন্তর তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট একত্রিত করা হইলে তিনি বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, তোমরা কি আমাকে সঠিক উত্তর দিবে?" তাহারা বলিল, "হাঁ"। নবী (সঃ) বলিলেন, "তোমাদের পিতা কে?" তাহারা বলিল, "অমুক"। তিনি বলিলেন, "তোমরা মিথ্যা বলিলে! বরং তোমাদের পিতা অমুক।"

তাহারা বলিল, "আপনি ঠিক বলিয়াছেন।" অতঃপর তিনি বলিলেন, "এখন যদি তোমাদিগকে আর একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করি তাহা হইলে কি তোমরা আমাকে সঠিক উত্তর দিবে?" তাহারা বলিল, "হাঁ, হে আবুল কাসিম! আর আমরা যদি মিথ্যা বলি, তবে ত আপনি আমাদের মিথ্যা ঐভাবেই জানিতে পারিবেন যেভাবে পিতা সম্পর্কে মিথ্যা ধরিতে পারিলেন।" তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "কাহারা দোযখের অধিবাসী হইবে?" তাহারা বলিল, "আমরা উহাতে অল্পকাল থাকিব। তারপর আপনারা আমাদের স্থলাধিকারী হইবেন।" নবী (সঃ) বলিলেন, "তোমরা উহার মধ্যেই লাঞ্ছিত হইতে থাক! আল্লাহর কসম, আমরা কখনই উহাতে তোমাদের স্থলাধিকারী হইব না!" তারপর তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, এবার যদি তোমাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি তাহা হইলে তোমরা কি আমার নিকট সত্য কথা বলিবে?" তাহারা বলিল, "হাঁ, হে আবুল কাসিম!" তখন তিনি বলিলেন, "তোমরা কি এই ছাগলের গোশ্‌তে বিষ মিশাইয়াছিলে?" তাহারা বলিল, "হাঁ"। তিনি বলিলেন, "কেন তোমরা ইহা করিয়াছ?" তাহারা বলিল, "আমরা এই উদ্দেশ্যে ইহা করিয়াছিলাম যে, আপনি যদি মিথ্যাবাদী হন তাহা হইলে আমরা [আপনার কবল হইতে] মুক্তি পাইব, আর যদি আপনি প্রকৃতই নবী হন তাহা হইলে ইহা আপনার কোন অনিষ্ট করিবে না।"

১৬৭। সাহল ইব্‌ন আবি হাস্‌মা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাহল ও মুহাইয়াসা ইব্‌ন মাস'উদ ইব্‌ন যাইদ [হুদাইবিয়া] সন্ধির আমলে খাইবারের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারা [খেজুর বাগানের মধ্যে] আলাদা হইয়া পড়েন। তারপর মুহাইয়াসা 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সাহলের নিকট আসিয়া দেখেন যে, তিনি গুরুতর রূপে আহত হইয়া রক্তাপ্লুত অবস্থায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। অতঃপর [তাঁহার মৃত্যু হইলে] তিনি তাঁহাকে দাফন করিয়া মদীনায় আসিলেন। অনন্তর 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন সাহল এবং মাস'উদের দুই পুত্র মুহাইয়াসা ও ওয়াইয়িসা নবী (সঃ) এর নিকট গমণ করিলেন। অনন্তর 'আব্দুর রহমান কথা বলিতে উদ্যত হইলে নবী (সঃ) বলিলেন, "বয়োজ্যেষ্ঠকে বলিতে দাও।" [বর্ণনাকারী বলেন] 'আব্দুর রহমান দলে সর্ব কনিষ্ঠ ছিলেন। কাজেই তিনি চুপ করিলেন এবং অপর দুইজন কথা বলিলেন। তখন নবী (সঃ) বলিলেন, "তোমাদের সঙ্গীর হত্যাকারী কে তাহা কি তোমরা কসম করিয়া বলিতে পার? পারিলে শোণিত পণের হকদার হইবে।" তাহারা বলিল, "আমরা কেমন করিয়া কসম করিয়া বলিব। আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিতও ছিলাম না এবং হত্যাকারীকে দেখিও নাই।" তিনি বলিলেন, "তাহা হইলে পঞ্চাশজন ইয়াহূদী তোমাদের সামনে কসম করিয়া যদি বলে যে, তাহারা নির্দোষ তবে মামলা শেষ হইয়া যাইবে।" তাঁহারা বলিলেন, "কাফেরগণের কসম কিরূপে স্বীকার করিব?" তখন নবী (সঃ) নিজে ঐ নিহত ব্যক্তির শোণিতপন [স্বরূপ একশত উট] প্রদান করিয়াছিলেন।

১৬৮। 'আইশা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (স:) কে এমন যাদু করা হইয়াছিল যে, তিনি যে কাজ করেন নাই তাহা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে হইত।

১৬৯। আওফ ইব্‌ন মালিক (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, তবুকের যুদ্ধের সময় আমি নবী (স:)এর নিকট গিয়াছিলাম। তিনি সেই সময় একটি চামড়ার তাঁবুর মধ্যে ছিলেন। তিনি বলিলেন, "কিয়ামতের পূর্বের ছয়টি আলামত গণিয়া রাখ। [১] আমার মৃত্যু, তারপর [২] বাইতুল মাকদিস বিজয়, তারপর [৩] ছাগলের নাক দিয়া শ্লেষ্মা উঠিয়া ছাগল যে ভাবে হঠাৎ মরিয়া যায় সেইরূপ মহামারীর আক্রমণ, তারপর [৪] ঐশ্বর্যের এমন প্রাচুর্য যে, কোন লোককে একশত দীনার দান করিলেও সে অসন্তুষ্টই থাকিবে, তারপর [৫] গৃহ বিবাদ যাহার হাত হইতে কোন আরব-গৃহই রক্ষা পাইবে না, তারপর [৬] তোমাদের ও রোমকদের মধ্যে এক সন্ধি হইবে পরে তাহারা সন্ধিভঙ্গ করিয়া আশিটি পতাকা তলে তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে। প্রত্যেক পতাকার নীচে বারো হাজার সৈন্য থাকিবে।

১৭০। আবু হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি [একদা] বলিয়াছিলেন, "যখন তোমরা একটি দীনার অথবা একটি দিরহামও কর আদায় করিতে সক্ষম হইবে না তখন তোমাদের অবস্থা কেমন হইবে?" তাঁহাকে বলা হইল, "আবু হুরাইরা! তাহা কিরূপে হইবে বলিয়া আপনি মনে করেন?" তিনি বলিলেন, "হাঁ, আবু হুরাইরার প্রাণ যাঁহার হাতে তাহার শপথ! যিনি স্বয়ং সত্যবাদী বলিয়া স্বীকৃত তাঁহার উক্তি হইতেই আমি বলিতেছি।" লোকে বলিল, "কিসে উহা ঘটিবে?" তিনি বলিলেন, "আল্লাহ ও তাঁহার রাসুল (স:) এর দায়িত্বের অবমাননা করা হইবে। কাজেই আল্লাহ তা'আলা আশ্রিত অমুসলিম (যিম্মী) দের হৃদয় কঠিন করিয়া দিবেন কাজেই তাহারা তাহাদের দেয় কর দিতে অস্বীকার করিবে।"

১৭১। 'আব্দুল্লাহ (রা:) ও আনাস (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, "কিয়ামত-দিবসে প্রত্যেক বিশ্বাসভঙ্গকারীর জন্য একটি পতাকা থাকিবে।" বর্ণনাকারীদের একজন বলিয়াছিলেন, "উহা উত্তোলন করা হইবে" এবং অপরজন বলিয়াছিলেন, "উহা কিয়ামত দিবসে এমনভাবে প্রদর্শিত হইবে যে, তদ্বারা উহাকে জানা যাইবে।"

সৃষ্টির শুরু

[কিতাবু বদ্'এল খালক]

অসীম দাতা পরম করুণাময় আল্লাহর নামে

১৭২। 'ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, একদা বানু তামীমের একদল লোক নবী (স:) এর নিকট আসিল। তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "হে বানু তামীম সুসংবাদ গ্রহণ কর।" তাহারা বলিল, "আপনি

আমাদিগকে সুসংবাদ দিলেন, বেশ; তবে আমাদিগকে কিছু (মাল) দান করুন।" ইহাতে নবী (সঃ) এর মুখমণ্ডলের ভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল। তারপর ইয়ামানের লোক আসিলে নবী (সঃ) বলিলেন, "হে ইয়ামানের অধিবাসী! বানু তামীম ত শুভ-সংবাদ গ্রহণ করিল না তোমরা উহা গ্রহণ কর।" তাহারা বলিল, "আমরা গ্রহণ করিলাম।" অনন্তর নবী (সঃ) সৃষ্টির শুরু ও 'আরশ সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, "হে 'ইম্‌রান, তোমার উষ্ট্রী পলাইয়া গিয়াছে।" ('ইম্‌রান বলিয়াছেন) "আহা! আমি যদি উঠিয়া না যাইতাম।"

১৭৩। 'ইম্‌রান ইব্‌ন হুসাইন (রাঃ) এর অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, [আদিতে একমাত্র] আল্লাহ ছিলেন এবং তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তারপর পানির উপর তাঁহার সিংহাসন স্থাপিত হইল। তার-পর যিকরের আঁধারে (লাহ-হু-মাহফূযে) প্রত্যেক জিনিসের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলেন এবং আসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিলেন। ['ইম্‌রান (রাঃ) বলিয়াছেন] এই (পর্যন্ত বর্ণনার) সময় একজন লোক হাঁক দিয়া বলিল, "হে ইব্‌ন হুসায়ন, আপনার উষ্ট্রী পলায়ন করিয়াছে।" তখন আমি চলিয়া গেলাম। দেখিলাম উষ্ট্রীটির ও আমার মধ্যে মরিচীকাময় প্রান্তরের ব্যবধান হইয়াছে। আল্লাহর কসম, আমার ইচ্ছা হইতেছিল যে, আমি উষ্ট্রীটিকে একেবারেই পরিত্যাগ করিতাম!

১৭৪। আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আদম-সন্তান আমাকে গালি দেয়, আমাকে গালি দেওয়া তাহার উচিত নহে। সে আমাকে অবিশ্বাস করে। ইহাও তাহার উচিত নহে। 'আল্লাহর সন্তান আছে' তাহার এই উক্তিই (আমার প্রতি) তাহার গালি এবং "আল্লাহ যেভাবে আমাকে প্রথম সৃষ্টি করিয়াছেন সেই ভাবে পুনঃ সৃষ্টি করিবেন না" তাহার এই উক্তিই (আমার ক্ষমতায়) তাহার অবিশ্বাস।

১৭৫। আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, "যখন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি কার্য সমাপ্ত করিলেন তখন তিনি তাঁহার কিতাবে লিখিলেন, "নিশ্চয়ই আমার ক্রোধের চেয়ে আমার করুণা প্রবল।" ঐ লিখাটি 'আরশের উপর তাঁহার নিকট রহিয়াছে।

১৭৬। আবু বাকরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "আল্লাহ তা'আলা যে সময় আকাশ সমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই সময় কাল যেরূপ ছিল এখন বৎসর ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। বৎসরে বার মাস। তন্মধ্যে চারিমাস সম্মানার্হ। (উহাতে যুদ্ধ নিষিদ্ধ)। ঐ চারিমাসের মধ্যে যুল-কা'দা, যুলহাজ্জা ও মুহাররাম মাস তিনটি পর পর রহিয়াছে। বাকী মাসটি একক রজব। উহা জুমাদাল উখ্‌রা ও শা'বানের মধ্যে।

১৭৭। আবু যারর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, [একদা] যখন

সূর্য অস্ত গেল তখন নবী (স:) আমাকে বলিলেন, "তুমি কি জান উহা কোথায় যায়?" আমি বলিলাম, "আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূল সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত।" তিনি বলিলেন, "উহা যাইতে যাইতে 'আরশের নীচে পেঁ ীছিয়া সিজদা করে। অতঃপর সে [পুনরায় উদিত হইবার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট] অনুমতি চায় এবং তাহাকে অনুমতি দেওয়া হয়। অদূর ভবিষ্যতে এমন সময় আসিবে যখন সে সিজদা করিতে চাহিবে কিন্তু তাহার প্রার্থনা মনযূর হইবে না ; এবং [যথারীতি উদিত হইবার জন্য] অনুমতি চাহিবে, কিন্তু অনুমতি দেওয়া হইবে না। তাহাকে বলা হইবে, "যেখান হইতে আসিয়াছ সেইখানেই ফিরিয়া যাও।" ফলে উহা পশ্চিম দিক হইতেই উদিত হইবে। ইহাই আল্লাহ তা'আলার এই বাণীতে বলা হইয়াছে, الشمس تجری لمستقرلها ذالک تقدیر العزیز العلیم তরজমা :—এবং সূর্য তাহার নির্ধারিত পথে চলে। উহাই সর্বশক্তিমান মহাজ্ঞানী আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিধান।"

১৭৮। আবূ হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী (স:) বলিয়াছেন, "কিয়ামতের দিনে চন্দ্র ও সূর্যকে জ্যোতিশূন্য করা হইবে।"

১৭৯। 'আয়েশা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, "যখন নবী (স:) আকাশে মেঘ দেখিতেন তখন তিনি [বিপদাশঙ্কায় অস্থির ভাবে] পায়চারি করিতেন ও ঘরে প্রবেশ করিতেন। তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইত। তারপর যখন বৃষ্টি হইত তখন তাঁহার ঐ অবস্থা অপসারিত হইত।" বর্ণনাকারী বলিয়াছেন, "আমি তাঁহাকে তাঁহার ঐ অবস্থার কথা জানাইলে তিনি বলিলেন, "আমি জানি না হয়ত উহা সেই প্রকারের মেঘ হইতে পারে যে মেঘ দেখিয়া কোন জাতি বলিয়াছিল, فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم الایة তরজমা :—অনন্তর তাহারা যখন একখণ্ড মেঘকে তাহাদের উপত্যকাভিমুখে আসিতে দেখিল [তখন তাহারা বলিয়াছিল, এই যে একখণ্ড মেঘ, ইহা আমাদের জন্য পানি বর্ষন করিবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রতিবাদে বলিয়াছিলেন] না, তাহা নহে। বরং তোমরা শীঘ্র যাহা আকাঙখা করিয়াছিলে ইহা তাহাই—ইহা এমন একটি ঝটিকা যাহাতে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।"

১৮০। "আবদুল্লাহ (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, সত্যবাদী এবং সত্যবাদী বলিয়া প্রমাণিত রাসূলুল্লাহ (স:) আমাদিগকে বলিয়াছেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের প্রত্যেকের সৃজন উপকরণ মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন যাবত একত্রিত থাকে। তারপর ঐ পরিমাণ সময়ে উহা জমাট রক্তে পরিণত হয়। তারপর ঐ পরিমাণ সময়ে উহা মাংস পিণ্ডে পরিণত হয়। তৎপর আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করেন। তাঁহাকে চারিটি বিষয়ে আদেশ করা হয় এবং তাঁহাকে বলা হয়, "উহার 'আমল, উহার রিয্‌ক, উহার আয়ু এবং সে ভাগ্যবান কিংবা হতভাগ্য (অর্থাৎ সে সৎ কি অসৎ—বেহেশ্‌তী কি দোযখী) তাহা লিখ।" তারপর উহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হয়। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে কেহ এমন 'আমল করিতে থাকে যে তাহার ও বেহেশ্‌তের মধ্যে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে এমন

সময় তাহার ঐ লিখন তাহার উপর প্রবল হইয়া উঠে। ফলে সে দোযখীর 'আমল করিতে থাকে। আবার কেহ এমন 'আমল করিতে থাকে যে, তাহার ও দোযখের মধ্যে মাত্র একহাত ব্যবধান থাকে। এমন সময় তাহার ঐ লিখন প্রবল হইয়া উঠে। ফলে সে বেহেশ্‌তের 'আমল করিতে থাকে।"

১৮১। আবু হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী (স:) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তিনি ফেরেশ্‌তা জিবরীল (আ:) কে আহ্বান করিয়া বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসেন। অতএব তুমিও তাহাকে ভালবাস।" তখন জিবরীল (আ:) আসমানবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসেন, অতএব আপনারাও তাহাকে ভালবাসুন।" তখন আসমানবাসীগণ তাহাকে ভালবাসেন। তৎপর দুন্‌য়াতে (মুসলিমদের মধ্যে) তাহার জনপ্রিয় হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

১৮২। নবী (স:) এর সহধর্মিনী 'আয়েশা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স:) কে বলিতে শুনিয়াছেন, "ফিরিশ্‌তাগণ দুন্‌য়ার আসমানে নামিয়া আসিয়া উর্ধাকাশে যে সমস্ত বিষয়ের হুকুম হইয়া গিয়াছে তাহা আলোচনা করেন। সেই সময় দুষ্ট জিন্নগণ উহা চুরি করিয়া শুনিতে চেষ্টা করে এবং কিছু কিছু শোনেও। অতঃপর তাহারা উহা গোপনে গণকদিগকে জানাইয়া দেয়। পরে গণকেরা উহার সহিত শত শত মিথ্যা যোগ করিয়া প্রচার করে।

১৮৩। আবু হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, যখন জুম'আর দিন আসে তখন মস্‌জিদের দরজাগুলির প্রত্যেকটিতে ফিরিশ্‌তাগণ মুতা'ইন হন। তাঁহারা সর্বপ্রথম কে আসিল, তারপর কে আসিল ইত্যাদি ক্রমানুসারে আগন্তুকদের নাম লিখিয়া লন। তারপর যখন ইমাম মিম্বরে বসেন তখন তাঁহারা দফতর গুটাইয়া লন এবং খুৎবা শুনিতে প্রবৃত্ত হন।

১৮৪। বারা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (স:) হাস্‌সান (রা:) কে বলিয়াছিলেন, তুমি মুশরিকদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা কর, জিবরীল তোমার সঙ্গে আছেন।

১৮৫। 'আয়েশা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা নবী (স:) তাঁহাকে বলিলেন, "হে 'আয়েশা জিবরীল তোমাকে সালাম বলিতেছেন।" তখন 'আয়েশা (রা:) বলিলেন, "তাঁহার উপরও শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তাঁহার বরকত হউক।" অনন্তর নবী (স:) কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি এমন কিছু দেখেন যাহা আমি দেখি না।"

১৮৬। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা নবী (স:) জিবরীলকে বলিলেন, "আপনি আমার নিকট যতবার আসেন তদপেক্ষা অধিকবার যদি আসিতেন!" বর্ণনাকারী বলেন, "তখন এই আয়াত নাযিল হইল, ومانتنزل الا بامر ربک له مابين ايدينا وما خلفنا الا ية তরজমা :—আমি আপনার রব্বের আদেশ ব্যতীত অবতীর্ণ হই না। আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু রহিয়াছে তাহা তাঁহারই।

১৮৭। ইব্‌ন 'আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, জিবরীল আমার নিকট 'আরবের একটি মাত্র আঞ্চলিক ভাষায় কোরআন পাঠ করেন। অনন্তর আমি বৃদ্ধি করিতে আবেদন করিতে থাকিলাম। অবশেষে উহা সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় পৌঁছিল।

১৮৮। ইয়া'লা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে মিম্বরের উপর ونادوا يا مال (তাহারা হে মালেক[৫২] বলিয়া ডাকিবে) পড়িতে শুনিয়াছি।"

১৮৯। নবী (সঃ) এর সহধর্মিনী 'আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি একদা নবী (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কোনও দিন কি আপনার পক্ষে উহুদের দিন অপেক্ষা অধিক কষ্টকর হইয়াছিল?" নবী (সঃ) বলিলেন, "তোমার কওম হইতে যে কষ্ট পাইয়াছি তাহাতো পাইয়াছিই। তবে আকাবার দিনে তাহাদের পক্ষ হইতে আমি যে কষ্ট পাইয়াছি তাহাই সর্বাপেক্ষা কঠিন ছিল। ঐ সময় আমি 'আব্দ কুলালের পুত্র ইব্‌ন 'আব্দ ইয়ালীলের নিকট আমার জীবন ব্রত পেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু সে আমার আহ্বানে সাড়া দিল না। তখন আমি বিষন্ন হৃদয়ে ফিরিয়া চলিলাম। অনন্তর 'কারনস-সা'আলিব' নামক স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি চেতনাশূন্য ছিলাম। তারপর যখন চৈতন্য লাভ করিলাম তখন মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, এক খণ্ড মেঘ আমার উপর ছায়া করিয়া আছে। তখন লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে উহার মধ্যে জিবরীল রহিয়াছেন। তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই আপনার কওম আপনাকে যাহা বলিয়াছে এবং তাহারা আপনাকে যে জওয়াব দিয়াছে তাহা আল্লাহ তা'আলা শুনিয়াছেন এবং আপনি কাফেরদের সম্পর্কে যাহা করিতে ইচ্ছা করেন তাহা করিবার জন্য হুকুম দেওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা পাহাড়ের ফেরেশ্‌তাকে পাঠাইয়াছেন। তখন পাহাড়ের ফেরেশ্‌তা আমাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মদ! তারপর ঐ কথা বলিবার পর বলিলেন, আপনি কি চান? আপনি যদি ইচ্ছা করেন যে, আমি তাহাদিগকে আখশাবান পাহাড়দ্বয় চাপা দিয়া ধ্বংস করি তবে বলুন। নবী (সঃ) বলিলেন, বরং আমি কামনা করি যে, আল্লাহ তাহাদের বংশ হইতে এমন লোক পয়দা করেন যাহারা এক আল্লাহর 'ইবাদত করিবে এবং তাঁহার সহিত কোন কিছুর শরীক করিবে না।

১৯০। মহামহিমান্বিত মহান আল্লাহর বাণী واوحى الى عبده ما اوحى (তাঁহার দাসের নিকট যাহা প্রত্যাদেশ দিবার ছিল তাহা প্রত্যাদেশ দিলেন) সম্বন্ধে ইব্‌ন মাস'উদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে নবী (সঃ) জীবরীলকে ছয়শত ডানাবিশিষ্ট দেখিয়াছিলেন।

৫২। আয়াতটি বর্তমানে কুরআন মজীদে يَامَالِكُ রহিয়াছে। উহা কুরাইশদের গোত্রীয় উপভাষায় লিখিত। সাহাবী বলেন নবী করিম (সঃ) এখানে يامال ও পড়িতেন। আরবের এক আঞ্চলিক ভাষায় সম্বোধন পদে শেষ অক্ষর উচ্চারিত হয় না।

১৯১। আল্লাহ তা'আলার কালাম لقد راى من ايات ربه الكبرى (তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার রবের মহান নিদর্শন দেখিয়াছিলেন) সম্বন্ধে ইব্‌ন মাস'উদ (রাঃ) বলেন, "নবী (সঃ) এমন একটি সবুজ আসন দেখিয়াছিলেন যাহা আকাশ প্রান্ত আচ্ছাদিত করিয়াছিল।"

১৯২। 'আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি বলে যে, মুহাম্মদ (সঃ) নিজ প্রভুকে (আল্লাহকে) দেখিয়াছেন সে খুব বড় (গোনাহের) কথা বলিয়াছে। বরং তিনি জিবরীলকে তাঁহার নিজরূপ ও আকৃতিতে আকাশ প্রান্ত আচ্ছাদিত করিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন।

১৯৩। আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যখন কোন পুরুষ তাহার স্ত্রীকে তাহার শয্যায় আহ্বান করে এবং স্ত্রী অস্বীকার করে ফলে সে রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রিযাপন করে তবে প্রাতঃকাল পর্যন্ত ফেরেশ্‌তাগণ ঐ স্ত্রীকে অভিশাপ দিতে থাকে।

১৯৪। ইব্‌ন 'আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যে রাতে আমাকে মি'রাজে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল সেই রাত্রে আমি মুসা (আঃ)কে দেখিয়াছিলাম। তিনি সানুয়া গোত্রের লোকদের ন্যায় পিঙ্গল বর্ণ, দীর্ঘকায় ও কুঞ্চিত কেশ বিশিষ্ট ছিলেন। আর আমি 'ঈসা (আঃ)কে দেখিয়াছিলাম নাতিদীর্ঘ পুরুষ মধ্যমাকৃতি শ্বেত ও লোহিত বর্ণের মাঝামাঝি রং ও ঋজু কেশ বিশিষ্ট। আর জাহান্নামের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মালিককে এবং দাজ্জালকেও দেখিয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত আরও বহু নিদর্শন আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখাইয়াছেন। অতএব তোমরা তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিও না।

১৯৫। 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, যখন তোমাদের কাহারও মৃত্যু হয় তখন তাহাকে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাহার আবাসস্থল দেখান হয়। যদি সে বেহেশ্‌তবাসী হইয়া থাকে তবে বেহেশ্‌ত বাসীর (স্থান) আর যদি সে দোযখবাসী হয় তবে দোযখবাসীর (স্থান)।

১৯৬। 'ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "আমি বেহেশ্‌তের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলাম। তাহাতে দেখিলাম যে, উহার অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্রের মধ্য হইতে। তারপর আমি দোযখের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলাম। তখন দেখিলাম যে, উহার অধিকাংশ অধিবাসী স্ত্রীলোকদের মধ্য হইতে।

১৯৭। আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, একদা যখন আমরা নবী (সঃ) এর নিকট ছিলাম তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যখন একা নিদ্রিত ছিলাম তখন নিজকে বেহেশ্‌তের মধ্যে দেখিলাম। তখন হঠাৎ দেখি, একজন স্ত্রীলোক একটি প্রাসাদের পার্শ্বে উযু করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহা কাহার প্রাসাদ?" তাহারা বলিল, "উমার ইব্‌নুল খাত্তাবের।" অনন্তর 'উমারের আত্মসম্মান বোধের কথা

স্মরণ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। ইহা শুনিয়া 'উমার কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন, "হে রাসূলুল্লাহ আপনার নিকট আমার কি আত্মসম্মান বোধ থাকিতে পারে?"

১৯৮। আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, "সর্ব প্রথম যে দলটি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে তাহাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় হইবে। তাহারা সেখানে না থুথু ফেলিবে, না নাসিকা হইতে কফ নিক্ষেপ করিবে। তাহারা পেশাব পায়খানাও করিবে না। সেখানে তাহাদের বাসন-পত্র হইবে স্বর্ণ নির্মিত। তাহাদের চিরুনী হইবে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত। তাহাদের ঘর্ম হইবে মৃগনাভিবৎ সুগন্ধি। তাহাদের প্রত্যেকের দুইজন করিয়া স্ত্রী হইবে। ঐ স্ত্রীদের সৌন্দর্য এমন হইবে যে, মাংসপেশীর ভিতর দিয়া তাহাদের পায়ের নলার মজ্জা দেখা যাইবে। তাহাদের মধ্যে কোন মতভেদ বা হিংসা বিদ্বেষ থাকিবে না। তাহাদের হৃদয়গুলি একটি মাত্র মানুষের হৃদয়ের ন্যায় হইবে। তাহারা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা কীর্তন করিতে থাকিবে।

১৯৯। আবু হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, "প্রথম দলের পরবর্তী জান্নাতীগণ উজ্জ্বল্যে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় হইবে। তাহাদের অন্তঃকরণগুলি একটি মাত্র লোকের অন্তঃকরণের ন্যায় হইবে। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন মতবিরোধ ও হিংসা বিদ্বেষ থাকিবে না। তাহাদের প্রত্যেকের দুইজন করিয়া স্ত্রী থাকিবে. ঐ স্ত্রীদের সৌন্দর্য এইরূপ হইবে যে, তাহাদের মাংসপেশী ভেদ করিয়া তাহাদের পায়ের নলার মজ্জা দৃষ্টিগোচর হইবে। তাহারা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করিতে থাকিবে। তাহারা পীড়িত হইবে না। অথবা নাসা হইতে কফও ঝরিবে না।" অতঃপর অবশিষ্ট হাদিসটি বর্ণনা করিলেন।

২০০। সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "নিশ্চয় আমার উম্মৎ হইতে সত্তর হাজার অথবা সাতলাখ বেহেশ্‌তে এমনভাবে প্রবেশ করিবে যে, তাহাদের শেষজন প্রবেশ না করা পর্যন্ত তাহাদের প্রথমজন প্রবেশ করিবে না। তাহাদের মুখমণ্ডল পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় (উজ্জ্বল) হইবে।"

২০১। আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, একদা নবী (সঃ)কে কিংখাপের একটি জুব্বা উপঢৌকন দেওয়া হইয়াছিল। সেই সময় তিনি রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করিতে নিষেধ করিতেন। লোক অবাক হইয়া উহা দেখিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "যাঁহার হাতে মুহাম্মদ (সঃ)এর প্রাণ তাঁহার কসম, জান্নাতে সা'দ ইব্ন মা'আযের রুমালগুলি 'নিশ্চয়ই ইহা অপেক্ষাও উত্তম।"

২০২। আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, জান্নাতে এত বড় একটি বৃক্ষ[৫৩] আছে যে, তাহার ছায়ায় কোন অশ্বারোহী একশত বৎসর চলিয়াও উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না।[৫৪]

৫৩। বৃক্ষটির নাম طوبى তুব)।

৫৪। ইহার অর্থ এই যে, পৃথিবীতে একজন অশ্বারোহী এক শত বৎসরে যতটা পথ অতিক্রম করিতে পারে বৃক্ষটির বিস্তৃতি তদপেক্ষাও অধিক।

২০৩। আবু হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত অপর রেওয়ায়েতে এই রূপই আছে। তারপর তিনি বলিয়াছেন, "তোমরা ইচ্ছা করিলে পড়িতে পার وظل ممدود তরজমা—এবং বিস্তীর্ণ ছায়া।"

২০৪। আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "(বেহেশ্‌তবাসীদের মর্যাদার তারতম্য বশতঃ একদল) বেহেশ্‌তবাসী তাহাদের উর্ধস্থ কামরার অধিবাসীকে এইরূপ দেখিতে পাইবে যেমন তাহারা পূর্ব বা পশ্চিম আকাশ প্রান্তে অবশিষ্ট উজ্জল তারকাটি দেখিয়া থাকে।" সাহাবীগণ বলিলেন, "হে রাসূলুল্লাহ উহা ত নবীদের স্থান। তাঁহারা ব্যতীত আর কেহ ত সেখানে পৌঁছিবে না!" নবী (সঃ) বলিলেন, "হাঁ, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার কসম, তাঁহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং রাসূলগণকে সত্য জানিয়াছে।"

২০৫। 'আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, জ্বর দোযখের তাপের অংশ। অতএব উহাকে পানি দ্বারা শীতল কর।

২০৬। আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, "তোমাদের এই অগ্নির উত্তাপ দোযখের আগুনের উত্তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র।" কোন সাহাবী বলিলেন, "হে রাসূলুল্লাহ "নিশ্চয়ই (শাস্তির জন্য) ইহাই যথেষ্ট ছিল।" তিনি বলিলেন, "উহার তাপ উনসত্তর গুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। উহার প্রত্যেক ভাগই ইহার সমান।"

২০৭। উসামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, কিয়ামত দিবসে এক ব্যক্তিকে আনিয়া দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। তখন তাহার নাড়ীভুঁড়ি আগুনের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িবে। তখন সেই ব্যক্তি (উহার চতুর্দিকে) গাধা যেমন যাঁতার চতুর্দিকে ঘোরে সেইরূপ ঘুরিতে থাকিবে। তখন দোযখীগণ তাহার নিকট একত্রিত হইয়া বলিবে, "ওহে অমুক, তোমার একি অবস্থা। তুমি কি আমাদিগকে সৎকাজ করিতে আদেশ ও অন্যায় কাজ করিতে নিষেধ করিতে না?" সে বলিবে, "হাঁ, আমি তোমাদিগকে সৎকাজ করিতে আদেশ করিতাম কিন্তু নিজে তাহা করিতাম না। আর অমি তোমাদিগকে অন্যায় কাজ করিতে নিষেধ করিতাম কিন্তু নিজেই তাহা করিতাম।"

২০৮। 'আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা নবী (সঃ) কে যাদু করা হইয়াছিল। তাহার ফলে তিনি যে কাজ করিতেন না সেই কাজ সম্বন্ধেও তাঁহার ধারণা হইত যে তিনি উহা করিয়াছেন। অবশেষে একদিন তিনি বারবার দু'আ করিতে থাকিলেন। অতঃপর তিনি ['আয়েশা (রাঃ) কে] বলিলেন, "তুমি কি জান যে, যাহাতে আমার রোগমুক্তি তাহা আল্লাহ আমাকে জানাইলেন?" (আমি নিদ্রিত ছিলাম। এমন সময়) আমার নিকট দুইজন লোক (ছদ্মবেশী ফেরেশ্‌তা) আসিলেন। তাঁহাদের একজন আমার শিয়রে ও অপরজন আমার পদপ্রান্তে বসিলেন। তারপর একজন অপর-

জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই লোকটির রোগ কি?" অপর ব্যক্তি বলিলেন, ইনি যাদুগ্রস্ত। প্রশ্নকারী, "কে তাঁহাকে যাদু করিয়াছে?" উত্তরদাতা, "লবীদ ইব্‌নুল আ'সাম"। প্রশ্নকারী, "কোন্ বস্তুর মাধ্যমে?" উত্তরদাতা, "চিরুণী, তুলা ও পুরুষ খেজুর ফুলের শুষ্ক মুচির মধ্যে।" প্রশ্নকারী, "উহা কোথায় আছে।" উত্তরদাতা "যার্‌ওয়ান নামক কূপে।" অনন্তর নবী সঃ ঐ কূপের দিকে যাত্রা করিলেন। তারপর ফিরিয়া আসিয়া 'আয়িশাকে বলিলেন, "উহার (পার্শ্বস্থ) খেজুর গাছগুলি শয়তানের মস্তকের ন্যায় (ভয়াবহ)।" আয়িশা রাঃ বলিয়াছেন, "তখন আমি বলিলাম, আপনি কি উহা বাহির করিয়াছেন?" তিনি বলিলেন, "না, আল্লাহ্ ত আমাকে রোগমুক্ত করিয়াছেন। আর আমি আশঙ্কা করিলাম যে, ইহা প্রকাশে লোকের মধ্যে অমঙ্গল ছড়াইয়া পড়িবে।" তারপর কূপটি মাটি দিয়া ভরাট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

২০৯। আবু হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "তোমাদের কাহারও নিকট শয়তান যায় এবং জিজ্ঞাসা করে, "কে ইহা সৃষ্টি করিয়াছে?" "কে ইহা সৃষ্টি করিয়াছে?" এইরূপ বলিতে বলিতে অবশেষে সে বলিয়া বসে, "কে তোমার প্রভুকে সৃষ্টি করিয়াছে?" যখন সে ততদূর গিয়া পৌঁছে তখন আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় প্রার্থনা করিবে এবং (এরূপ চিন্তা হইতে) ক্ষান্ত হইবে।

২১০। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন একদা রাসূলুল্লাহ সঃ-কে পূর্ব দিকে ইশারা করিতে দেখিলাম, তখন তিনি বলিলেন, "দেখ! নিশ্চয়ই অশান্তি এখানে, নিশ্চয়ই অশান্তি এখানে, যেখান হইতে শয়তানের শৃঙ্গ উদিত হয়।

২১১। জাবির রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "যখন রাত্রির আবছা অন্ধকার হইতে থাকে তখন তোমাদের শিশুদিগকে সামলাইয়া রাখ কারণ ঐ সময় শয়তানেরা চতুর্দিকে ছড়াইতে শুরু করে। তারপর যখন রাত্রির কিছু অংশ অতিবাহিত হয় তখন তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। শয়নকালে তোমার ঘরের দরজা বন্ধ কর ও আল্লাহ্‌র নাম লও। তোমার প্রদীপ নিবাইয়া দাও ও আল্লাহ্‌র নাম লও। তোমার মশকের মুখ বাঁধ ও আল্লাহ্‌র নাম লও। তোমার (খাদ্যের) পাত্র আবৃত কর ও আল্লাহ্‌র নাম লও। (ঢাকিবার জন্য কিছু না পাইলে) উহার উপর কিছু আড়া-আড়িভাবে রাখিয়া দাও।

২১২। সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ রাঃ বলিয়াছেন, একদা আমি নবী সঃ-এর সহিত বসিয়াছিলাম। ঐ সময়ে দুই জন লোক গালাগালি করিতেছিল। তাহাদের একজনের মুখমণ্ডল (ক্রোধে) লাল হইয়া উঠিল ও তাহার গলার শিরাগুলি স্ফীত হইল। তখন নবী সঃ বলিলেন, "আমি এমন একটি কথা জানি যাহা সে বলিলে তাহার রাগ পড়িয়া যাইত। সে যদি اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(তরজমা:—আমি আল্লাহর নিকট শয়তান হইতে আশ্রয় চাহিতেছি,) বলে, তবে তাহার রাগ দূর হইবে।" লোকে তখন তাহাকে বলিল, "নিশ্চয়ই নবী সঃ বলিলেন, "তুমি শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় লও।" তাহাতে সে বলিল, "আমাকে কি ভূতে ধরিয়াছে?" ৫৫

২১৩। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "হাই তোলা শয়তানের কাজবিশেষ। অতএব যখন তোমাদের কাহারও হাই উঠিবার উপক্রম হয় উহা যথাসম্ভব রোধ করাই তাহার উচিত। কেননা তোমাদের কেহ যখন "হা" বলিয়া সশব্দে হাই তোলে তখন শয়তান হাসে।

২১৪। আবূ কাতাদা রাঃ বলিয়াছেন, নবী সঃ বলিয়াছেন, "সুস্বপ্ন আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আর কুস্বপ্ন শয়তানের তরফ হইতে হয়। অতএব তোমাদের কেহ যদি এমন কুস্বপ্ন দেখে যাহাতে তাহার ভয় হয় তবে সে যেন বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করিয়া অনিষ্ট হইতে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে। ৫৬

২১৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ ঘুম হইতে জাগিয়া উযূ করে তখন সে যেন তিনবার (নাকে পানি দিয়া) নাক ঝাড়ে, কেননা তাহার নাসারন্ধ্রে শয়তান রাত্রিযাপন করে।

২১৬। ইব্‌ন 'উমর রাঃ বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সঃ-কে মিম্বরের উপর খুৎবা দিবার সময় বলিতে শুনিয়াছি, "তোমরা সাপ মারিয়া ফেলিবে, বিশেষ করিয়া পিঠে দুইটি সাদা ডোরাযুক্ত সাপ ও লাঙ্গুলহীন সাপ মারিয়া ফেলিবে। কেননা ইহাদের উপর দৃষ্টি পড়িলে চোখের জ্যোতি ম্লান হয় এবং গর্ভবতীর গর্ভ নষ্ট হয়।" 'আবদুল্লাহ বলেন, আমি একদা একটি সাপকে মারিবার জন্য তাড়া করি। তখন আবূ লুবাবাহ আমাকে ডাক দিয়া বলিলেন, "উহাকে মারিও না।" আমি বলিলাম, "নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সঃ সাপ মারিতে আদেশ করিয়াছেন।" আবূ লুবাবাহ বলিলেন, "উহার পর তিনি গৃহবাসী সাপগুলিকে হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহা গৃহবাসী।"

২১৭। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, 'কুফরীর মূল পূর্ব দেশে অবস্থিত। আত্মশ্লাঘা ও অহঙ্কার ঘোড়ার মালিক ও উটের মালিকদের মধ্যে, কর্কশ ভাষা গ্রাম্য কৃষকদের মধ্যে এবং শান্তি ছাগলের মালিকদের মধ্যে পাওয়া যায়।

২১৮। 'উক্‌বা ইব্‌ন 'আমর আবূ মাস'উদ রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা বলিয়াছেন, (তাবুকে অবস্থান কালে) নবী সঃ তাঁহার হাত দিয়া য়ামানের

৫৫। লোকটি মুনাফিক অথবা অসভ্য গ্রামবাসী ছিল। নববী।

৫৬। কোন দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ঘুম ভাঙ্গা মাত্র বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করিয়া বলিতে হয়

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَسَيِّئَاتِ الْأَحْلَامِ

দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "ঈমান য়ামান দেশীয়;—এইখানে জানিয়া রাখ যে, নির্মমতা ও হৃদয়ের কঠোরতা কৃষকদের মধ্যে উটের লেজের গোড়ায় ঐস্থানে রহিয়াছে যেস্থানে শয়তানের দুইটি শৃঙ্গের উদ্ভব হয়, অর্থাৎ রাবী'আ ও মুযার গোত্রদ্বয়ের মধ্যে [যে সকল কৃষকের যথেষ্ট সংখ্যক উট আছে, তাহারা নির্মম ও তাহাদের অন্তর কঠোর]।" [৫৭]

২১৯। আবূ হুরাইরা রা: হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী স: বলিয়াছেন, "তোমরা যখন মোরগের ডাক শোন তখন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাঁহার অতিরিক্ত অনুগ্রহ প্রার্থনা কর; কেননা উহা ফেরেশ্তাকে দেখে এবং সেই কারণে ডাক দেয়। আর যখন তোমরা গাধার ডাক শোন তখন শয়তানের অনিষ্টকারিতা হইতে আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করিও। কেননা উহা শয়তানকে দেখে (এবং চীৎকার করে)।

২২০। আবূ হুরাইরা রা: হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী স: বলিয়াছেন, "ইসরাঈলীদের একটি সম্প্রদায় নিখোঁজ হইয়াছিল। তাহাদের কী হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। আমার মনে হয় ঐ সম্প্রদায়টি ইঁদুর। (কারণ) উহার সামনে উটের দুধ রাখিলে সে তাহা পান করে না। কিন্তু তাহার সামনে ছাগলের দুধ রাখা হইলে সে তাহা পান করে।" বর্ণনাকারী বলিয়াছেন, আমি কা'বের নিকট এই হাদীস বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, "আপনি কি ইহা নবী স:-কে বলিতে শুনিয়াছেন?" আমি বলিলাম, "হাঁ"। অতঃপর তিনি বারংবার আমাকে এই কথা বলিলে আমি বলিলাম, "তবে কি আমি তাওরাত পড়িয়া থাকি।" [৫৮]

২২১। আবূ হুরাইরা রা: হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী স: বলিয়াছেন, "তোমাদের কাহারও পানীয় দ্রব্যে যদি মাছি পড়ে তবে সে যেন, উহাকে (ঐ পানীয়ে) ডুবাইয়া দিয়া তারপর তুলিয়া ফেলিয়া দেয়। কেননা উহার ডানা দুইটির একটিতে রোগ (বিষ) ও অপরটিতে রোগ-মুক্তি (ঔষধ) রহিয়াছে।

২২২। আবূ হুরাইরা রা: হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ স: বলিয়াছেন, "একজন নষ্টচরিত্রা স্ত্রীলোককে ক্ষমা করা হয়। (ক্ষমার কারণ এই) সে পথ চলিতে চলিতে একটি কূপের নিকট একটি কুকুরকে হাঁপাইতে দেখিয়াছিল। কুকুরটি তখন পিপাসায় মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। তখন স্ত্রীলোকটি তাহার মোজা খুলিয়া তাহার ওড়নার এক প্রান্তে বাঁধিল। তারপর কুকুরটির জন্য পানি উঠাইল। ফলে উহারই জন্য তাহাকে ক্ষমা করা হইল।

৫৭। উক্তিটি তৎকালীন। ইহা সর্বযুগের জন্য নহে।

৫৮। আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ বর্ণিত সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে জানা যায় যে, নবী করিম স: বলিয়াছেন, আল্লাহ্ কোনও সম্প্রদায়কে পার্থিব আযাব দিয়া থাকিলে সেই সম্প্রদায়ের বংশ বাকী রাখেন না। কাজেই আবূ হুরাইরার এই হাদীসটি পূর্বের ঐ সময়ের হইবে যখন নবী স:-কে দণ্ডিত সম্প্রদায়ের পরিণাম সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'লার তরফ হইতে কিছু জানান হয় নাই। তারপর নবী স:-এর এই উক্তি "আমার মনে হয়" ইহাই সমর্থন করে যে, তখনও আল্লাহ্ তাঁহাকে এ সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ইলম দেন নাই।

২২৩। আবূ হুরাইরা রা: হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী সঃ বলিয়াছেন, আল্লাহ আদমকে ষাট হাত লম্বা সৃষ্টি করেন। তারপর তাঁহাকে বলেন, "যাও ঐ ফেরেশ্তাদিগকে সালাম বল এবং তাহারা তোমাকে কি ভাবে প্রত্যভিবাদন করে তাহা শোন। উহাই তোমার ও তোমার বংশধরগণের অভিবাদন হইবে।" তখন তিনি বলিলেন, "আস্সালামু আলাইকুম।" ইহার উত্তরে ফেরেশ্তাগণ বলিলেন, "আস্সালামু আলাইকা ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ।" (নবী সঃ বলেন), তাঁহারা আদমের সালামের সহিত "ওয়ারাহ্মাতুল্লাহ" বাড়াইলেন। যে কেহ বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে সে আদমের আকৃতিতেই প্রবেশ করিবে। অনন্তর, আদম আ:-এর পর হইতে এ পর্যন্ত মানুষের আকার ক্রমশ: খর্ব হইয়া আসিতেছে।

২২৪। আনাস রা: হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সঃ-এর মদীনা আগমনের খবর 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালামের নিকট পৌঁছিলে তিনি নবী সঃ-এর নিকট গিয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে এমন তিনটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিব যাহা নবী ছাড়া অপর কেহ জানে না।" (অনন্তর) তিনি বলিলেন, "কিয়ামতের সর্বপ্রথম চিহ্ন কী? বেহেশ্তবাসী কোন্ খাদ্য সর্বপ্রথম খাইবে? কিসের দরুন সন্তান আকৃতিতে তাহার পিতার অনুরূপ হয় এবং কিসের দরুন সে তাহার মাতুলদের মত হয়?" তখন রাসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, "জিব্রীল এই বিষয়গুলি এখনই আমাকে বলিয়া দিলেন।" তখন 'আব্দুল্লাহ বলিলেন, "ফেরেশতাদের মধ্যে তিনিই য়াহুদীদের শত্রু।" অত:পর রাসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, "কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত হইল আগুন। উহা লোকদিগকে পূর্ব হইতে পশ্চিমে লইয়া গিয়া সমবেত করিবে। বেহেশ্তবাসী প্রথম যে খাদ্য আহার করিবে তাহা হইল মাছের কলিজার অতিরিক্ত টুকরাটি। আর সন্তানের সাদৃশ্যের কথা এই যে, যখন পুরুষ স্ত্রীর সহিত মিলিত হয়, তখন যদি পুরুষের বীর্য প্রথমে স্খলিত হয় তাহা হইলে সন্তানে পিতার সাদৃশ্য হয়। আর যদি স্ত্রীর বীর্য প্রথমে স্খলিত হয় তাহা হইলে সন্তানে মাতুলের সাদৃশ্য হয়।" তখন 'আব্দুল্লাহ বলিলেন, "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূল"। তারপর তিনি বলিলেন, "হে রাসূলুল্লাহ, নিশ্চয়ই য়াহুদীগণ একটি অত্যন্ত অপবাদ-রটনা-পটু জাতি। আপনি (আমার সম্বন্ধে) তাহাদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই যদি তাহারা আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয় জানিতে পারে তবে তাহারা আপনার নিকট আমার সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ দিবে।" তারপর য়াহুদীরা আসিল ও 'আব্দুল্লাহ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সঃ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালাম লোকটি কেমন?" তাহারা বলিল, "তিনি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তি ও সর্বাপেক্ষা জ্ঞানীর পুত্র। এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি ও সর্বাপেক্ষা উত্তম লোকের পুত্র।" তখন রাসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, "'আব্দুল্লাহ যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে তোমাদের বক্তব্য কি?" তাহারা বলিল, "আল্লাহ তাহাকে উহা হইতে

রক্ষা করুন। তখন 'আবদুল্লাহ তাহাদের নিকট বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহ ইলাহ্ নাই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ সঃ আল্লাহ্র রাসূল।" তখন তাহারা বলিতে লাগিল, "(এ ব্যক্তি) আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বদলোক ও সর্বাপেক্ষা বদলোকের পুত্র।" অতঃপর তাহারা তাঁহার সম্বন্ধে মন্দ বলিতে লাগিল।

২২৫। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, যদি ইস্রাঈলীগণ (আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করতঃ গোশ্ত সঞ্চয়ী) না হইত তবে গোশ্ত পচনশীল হইত না। আর হাওওয়া যদি (স্বামীর অমঙ্গল সাধনকারিণী) না হইতেন তাহা হইলে কোন স্ত্রীলোকই স্বামীর অমঙ্গল সাধন করিত না।

২২৬। আনাস রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি নবী সঃ-এর বরাত দিয়া বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ন্যূনতম দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত দোযখীকে বলিবেন, "তুমি যদি দুনিয়ার সব কিছুর মালিক হও তবে কি তুমি (এই শাস্তি হইতে নিষ্কৃতির জন্য) তৎসমুদয় উৎসর্গ করিতে?" সে বলিবে, "হাঁ।" তখন আল্লাহ্ বলিবেন, "যখন তুমি আদমের ঔরসে ছিলে তখন আমি তোমার নিকট এতদপেক্ষা নগণ্য বস্তু চাহিয়াছিলাম। তাহা এই যে, আমার সহিত শির্ক করিবে না। কিন্তু তুমি শির্কই করিয়াছিলে।"

২২৭। 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস্'উদ রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "কোনও মানুষ অন্যায়ভাবে নিহত হইলে তাহার হত্যাজনিত পাপের কিছু অংশ আদমের প্রথম পুত্রের (কাবিলের) উপর নিশ্চয়ই বর্তে, কেননা সেই সর্ব প্রথম হত্যা প্রথা প্রচলিত করিয়াছিল।[৫৯]

২২৮। যাইনাব বিন্ত জাহ্শ রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, একদা নবী সঃ সন্ত্রস্তভাবে এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নিকট আগমন করেন, "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। আরবদের দুর্ভাগ্য—অমঙ্গল ঘনাইয়া আসিল।" তারপর নবী সঃ তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তৎসংলগ্ন তর্জনী অঙ্গুলী যোগে বৃত্ত গঠন করিয়া দেখাইয়া বলিলেন, "আজ য়া'জূজ ও মা'জূজের প্রাচীরের এতটুকু খুলিয়া গেল।" যাইনাব বিন্ত জাহ্শ বলিয়াছেন, অনন্তর আমি বলিলাম, "হে রাসূলুল্লাহ, আমাদের মধ্যে সৎ লোক বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হইব?" তিনি বলিলেন, "হাঁ, যখন পাপাচারের মাত্রা বর্ধিত হইবে।"

২২৯। আবূ স্যা'ঈদ আল-খুদরী রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী সঃ বলিয়াছেন, বরকতদানকারী মহান আল্লাহ্ (কিয়ামত দিবসে) বলিবেন, "হে আদম!" আদম আঃ বলিবেন, "সর্বান্তঃকরণে হাযির ; পরম আপ্যায়ন, সর্বমঙ্গল আপনারই হস্তে।"

৫৯। ইহার অর্থ এই নয় যে, হত্যাকারীর কোন পাপই হইবে না বরং উহার অর্থ এই যে, হত্যাকারীর পাপ ত হইবেই, অধিকন্তু সেই পরিমাণ পাপ হত্যাকাণ্ডের ন্যায় একটি কুপ্রথা প্রবর্তনকারী কাবিলেরও হইবে। ইহা তাহার কর্মেরই প্রতিফল মাত্র।

তারপর আল্লাহ্ বলিবেন, "জাহান্নামের দলটিকে পৃথক করিয়া দাও।" তখন আদম আঃ বলিবেন, "জাহান্নামের দলটির স্বরূপ কি?" আল্লাহ্ বলিবেন, "প্রতি সহস্রে নয়শত নিরানব্বই জন।" এই কথায় (আতঙ্কে) শিশুর চুল সাদা হইয়া যাইবে এবং গর্ভবতীর গর্ভপাত হইয়া যাইবে এবং তুমি লোকদিগকে মাতালের ন্যায় দেখিবে অথচ তাহারা মাতাল নহে, কিন্তু আল্লাহ্‌র কঠোর আযাবের আশঙ্কায় বুদ্ধিভ্রংশ হইবে। সাহাবীগণ বলিলেন, "হে রাসূলুল্লাহ, আমাদের মধ্যে কে সেই একজন হইবে?" তিনি বলিলেন "তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর যে, তোমাদের মধ্য হইতে একজন (জান্নাতে যাইবে) আর য়া'জূজ মা'জূজ হইতে এক সহস্র জন (জাহান্নামে যাইবে)। অতঃপর নবী সঃ বলিলেন, "আমার প্রাণ যাঁহার হাতে তাঁহার কসম, আমি আশা করি যে, তোমরা বেহেশ্‌তবাসীদের এক চতুর্থাংশ হইবে।" ইহাতে আমরা (আনন্দে) "আল্লাহু আকবার" বলিয়া উঠিলাম। তারপর তিনি বলিলেন, "আমি আশা করি, তোমরা বেহেশ্‌ত-বাসীদের এক তৃতীয়াংশ হইবে।" ইহাতে আমরা আবার "আল্লাহু-আকবার" বলিয়া উঠিলাম," আবার তিনি বলিলেন, "আমি আশা করি, তোমরা বেহেশ্‌তবাসীদের অর্ধেক হইবে।" তখন আমরা আবার "আল্লাহু-আকবার বলিয়া উঠিলাম।" অবশেষে তিনি বলিলেন, "(কিয়ামতের ময়দানে) তোমরা অন্য লোকদের তুলনায় সাদা গরুর গায়ে একটি কাল চুলের ন্যায় অথবা কাল গরুর গায়ে একটি সাদা চুলের ন্যায় হইবে।"

২৩০। ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "(কিয়ামতে) তোমাদিগকে নগ্নপদ, উলঙ্গ, ও বে-খাৎনা অবস্থায় উথিত করা হইবে।" অতঃপর তিনি তিলাওয়াৎ করিলেন, كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين "(প্রথমে যে আকৃতিতে আমি সৃষ্টি করিয়াছি তাহাকে সেইভাবেই আমি পুনর্গঠিত করিব। ইহাই আমার প্রতিশ্রুতি। আমি ইহা নিশ্চয়ই করিব)"। তারপর বলিলেন, কিয়ামতে সর্বপ্রথম যাঁহাকে বস্ত্র পরিধান করান হইবে তিনি হইবেন ইব্‌রাহীম আঃ। বিচার দিবসে আমার সঙ্গীদের একদল লোককে বামদিকে (জাহান্নামের দিকে) লইয়া যাওয়া হইবে। তখন আমি বলিব, "এরা ত আমার সঙ্গী, এরা আমার সঙ্গী।" তখন বলা হইবে, "আপনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসার পর হইতে তাহারা প্রতিনিয়ত পশ্চাদ্বর্তন করিয়া (কুফরীর দিকে) চলিয়াছিল। নেক বান্দা 'ঈসা (আঃ) যাহা বলিয়াছিলেন তখন আমিও তাহাই বলিব। (আয়াত)---وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الى قوله الحكيم "আমি যতদিন তাহাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন তাহাদের সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম" হইতে "মহাজ্ঞানী" পর্যন্ত।

২৩১। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিবস ইব্‌রাহীম আঃ তাঁহার পিতা আযরকে দেখিবেন যে, তাহার মুখমণ্ডল ধূম ও ধূলিতে আচ্ছন্ন। তখন ইব্‌রাহীম আঃ তাহাকে বলিবেন, "আমি কি আপনাকে বলি নাই যে, আমার কথা অমান্য করিবেন না।" তখন তাঁহার পিতা বলিবে, "আজ আমি তোমার

কথা অমান্য করিব না।" তখন ইব্‌রাহীম আ: বলিবেন, "হে আমার রব্ব, আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, যে সময় লোকদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে সেই সময় আপনি আমাকে লজ্জিত করিবেন না। আর সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য পিতার পুত্র হওয়া অপেক্ষা অধিকতর লজ্জাজনক কি হইতে পারে?" তখন মহা-সম্মানিত ও মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলিবেন, "আমি কাফেরদের জন্য বেহেশ্‌ত হারাম করিয়াছি।" অতঃপর বলা হইবে, "হে ইব্‌রাহীম, (দেখ) তোমার দুই পায়ের নীচে কি?" তখন তিনি (নীচের দিকে) দৃষ্টিপাত করিলে হঠাৎ দেখিতে পাইবেন যে. (রক্ত,মল-মূত্রাদি দ্বারা) আপ্লুত একটি হায়েনা[৬০]। অতঃপর উহার পা ধরিয়া দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে।

২৩২। আবু হুরাইরা রা: হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, (একদা নবী সঃ-কে) বলা হইল,"হে রাসূলুল্লাহ, কোন্ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা সম্মানিত?" তিনি বলিলেন, "যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা ধর্মভীরু।" তাঁহারা বলিলেন, "আমরা আপনাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না।" নবী স: বলিলেন, "তবে শুন, সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি য়ূসুফ আ:। তিনি নিজে আল্লাহ্‌র নবী; আল্লাহ্‌র নবীর (য়া'কূবের) পুত্র; আল্লাহ্‌র নবীর (ইসহাকের) পৌত্র এবং আল্লাহ্‌র খলীলের (ইব্‌রাহীমের) প্রপৌত্র।" তাঁহারা বলিলেন, "আমরা আপনাকে এ কথাও জিজ্ঞাসা করিতেছি না।" তখন নবী স: বলিলেন, "তবে কি তোমরা 'আরবদের খনিগুলির (লোক সকলের) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছ? তবে শুন, তাহাদের মধ্যে যাহারা অজ্ঞতার (ইসলাম পূর্ব) যুগে শ্রেষ্ঠ ছিল তাহারা যদি ইসলামী জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করে তবে তাহারা ইসলামের যুগেও শ্রেষ্ঠ হইবে।"

২৩৩। সামুরা রা: বলেন, রাসূলুল্লাহ স: বলিয়াছেন, গত রাত্রিতে স্বপ্নে আমার নিকট দুইজন আগন্তুক আসিয়াছিলেন। অনন্তর (তাঁহারা আমাকে লইয়া চলিলেন এবং) আমরা একজন লম্বা লোকের নিকট গিয়া পৌঁছিলাম। লোকটি এত লম্বা ছিল যে, তাহার মাথা আমি প্রায় দেখিতেই পাইতেছিলাম না। লোকটি ছিলেন ইব্‌রাহীম আ:।[৬১]

২৩৪। ইব্‌ন 'আব্বাস রা: বলেন, রাসূলুল্লাহ স: বলিয়াছেন, "ইব্‌রাহীম আ:-এর কথা। (তিনি দেখিতে কিরূপ ছিলেন তাহা যদি তোমরা জানিতে চাও) তবে তোমরা তোমাদের এই সঙ্গীর দিকে (অর্থাৎ আমার দিকে) তাকাইয়া দেখ। আর মূসা আ:-এর কথা। আমি যেন এখনও তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিতেছি যে,

৬০। হযরত ইব্‌রাহীম আ:-এর পিতাকে রক্ত, মলমূত্রাদি দ্বারা আপ্লুত একটি হায়েনায় পরিণত করা হইবে।

৬১। রাসূলুল্লাহ স: স্বপ্নে যে দুই জন আগন্তুককে দেখিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে এক জন ছিলেন জিবরাঈল আ: এবং অপর জন ছিলেন মীকাঈল আ:। তারপর পয়গম্বরদের সকল স্বপ্নই সত্য হইয়া থাকে বলিয়া এই বিবরণ নিঃসন্দেহে সত্য ও বাস্তব।

আঁটসাঁট পেশী-বিশিষ্ট গোধুম বর্ণের এক ব্যক্তি খেজুর-শাখার বাকলের লাগাম-আঁটা একটি লাল উটের উপর চড়িয়া উপত্যকায় অবতরণ করিতেছেন।"[৬২]

২৩৫। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, ইব্‌রাহীম আঃ আশি বৎসর বয়ক্রমকালে বাইস দ্বারা নিজের খাত্‌না নিজেই করিয়াছিলেন।

২৩৬। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "ইব্‌রাহীম আঃ তিনটি মিথ্যা কথা বলা ছাড়া আর কোন মিথ্যা কথা বলেন নাই। ঐ তিনটির মধ্যে দুইটি ছিল প্রবল-প্রতাপ মহান আল্লাহ্‌র সত্তা সম্পর্কে। ঐ দুইটির একটি হইতেছে তাঁহার উক্তি "আমি পীড়িত"; এবং অপরটি হইতেছে তাঁহার উক্তি "বরং উহা তাহাদের এই বড় জনই করিয়াছে।" আরও (তৃতীয় মিথ্যাটির বিবরণ দিতে গিয়া) রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "ইব্‌রাহীম ও সারা পথ চলিতে চলিতে এক সময়ে দুর্দান্তদের মধ্যে হইতে এক দুর্দান্তের রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ঐ দুর্দান্তকে সংবাদ দেওয়া হইল যে, এখানে এক জন লোক আসিয়াছে। তাহার সঙ্গে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী একজন স্ত্রীলোক রহিয়াছে। তখন ঐ দুর্দান্ত (রাজা) ইব্‌রাহীমকে ডাকিয়া পাঠাইল এবং (ইব্‌রাহীম উপস্থিত হইলে) তাঁহাকে সারা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল, "(তোমার সঙ্গে) ঐ স্ত্রীলোকটি কে?" তিনি বলিলেন, "আমার বোন।" তারপর ইব্‌রাহীম সারার নিকট গেলেন। তারপর বর্ণনাকারী বাকী হাদীস বর্ণনা করেন। (উহা প্রথম খণ্ডে ক্রয় বিক্রয় অধ্যায়ে ১০৩৪নং হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে।

২৩৭। উম্ম শারীক রাঃ-এর এই মর্মের হাদীস—'নবী সঃ তাহাকে গিরগিটি মারিতে আদেশ করিয়াছিলেন' পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।[৬৩] এখানে অতিরিক্ত রহিয়াছে—ইব্‌রাহীম আঃ-কে জ্বালাইয়া মারিবার উদ্দেশ্যে প্রজ্বলিত আগুনে সে ফুঁ দিতেছিল।

২৩৮। ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ বলেন, ইসমা'ঈলের মাতার পদচিহ্ন যাহাতে মুছিয়া যায় এবং তাহার ফলে সারার পক্ষে ইসমা'ঈলের মাতার অনুসরণ যাহাতে ব্যর্থ হয় এই উদ্দেশ্যে ইসমা'ঈলের মাতা সর্বপ্রথম কোমরবন্দ ব্যবহার করেন। তাহা হইতেই স্ত্রীলোকদের মধ্যে কোমরবন্দ ব্যবহার প্রচলিত হয়।

তারপর ইসমা'ঈলের মাতা ইসমা'ঈলকে স্তন্য দান করিতে থাকা কালে ইব্‌রাহীম আঃ ইসমা'ঈলকে ও তাহার মাতাকে লইয়া বাহির হইলেন। এবং চলিতে চলিতে অবশেষে (তৎকালে নিশ্চিহ্ন) বাইতুল্লার ভিটার নিকটে (বর্তমান) মস্‌জিদুল্‌-হারামের উচ্চতম স্থানের দিকে এবং (তৎকালে অস্তিত্বশূন্য) যমযম কূপের স্থানের উপরের

৬২। এই দৃশ্য তিনি মি'রাজের রাত্রিতে দেখিয়াছিলেন অথবা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। উভয় অবস্থাতেই এই বিবরণ নিঃসন্দেহে সত্য ও বাস্তব।

৬৩। উম্ম শারীকের এই মর্মের হাদীস মূল বুখারীতে রহিয়াছে। কিন্তু তজরীদ সঙ্কলক উহা তাঁহার সঙ্কলনে সন্নিবিষ্ট করেন নাই। মূল বুখারীতে ঐ হাদীসটির স্থান তজরীদ ২য় খণ্ডের ২২০ নং ও ২২১ নং হাদীসদ্বয়ের মধ্যে হইত।

দিকে অবস্থিত একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের নিকটে পৌঁছিলেন। সেকালে মক্কাতে কোন লোকজনও ছিল না এবং পানীরও কোন ব্যবস্থা ছিল না।

অনন্তর, ইব্‌রাহীম আঃ ইসমা'ঈলকে ও ইসমা'ঈলের মাকে সেখানে রাখিলেন এবং তাঁহাদের নিকটে এক থলি খুরমা ও এক মশক পানি রাখিলেন। তারপর তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন ইসমা'ঈলের মাতা তাঁহার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলেন এবং বলিতে থাকিলেন, "কোন মানুষজনও নাই এবং কোন কিছু পাওয়াও যায় না এমনতর এই মাঠে আমাদিগকে ফেলিয়া রাখিয়া আপনি কোথায় যাইতেছেন?" তিনি এই কথা কয়েকবার বলিলেন। কিন্তু ইব্‌রাহীম তাঁহার দিকে ফিরিয়াও তাকাইলেন না। অবশেষে ইসমা'ঈলের মাতা ইব্‌রাহীমকে বলিলেন, "আল্লাহ্ কি আপনাকে ইহা করিতে আদেশ করিয়াছেন?" তিনি বলিলেন, "হাঁ।" তাহাতে ইসমা'ঈলের মাতা বলিলেন, "তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে ধ্বংস করিবেন না।" এই বলিয়া তিনি ফিরিয়া চলিলেন এবং ইব্‌রাহীম চলিয়া গেলেন।

অতঃপর ইব্‌রাহীম যখন 'সানীয়া' নামক স্থানটিতে পৌঁছিলেন তখন তাঁহারা আর তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছিলেন না। ঐ সময়ে তিনি বাইতুল্লার দিকে তাঁহার মুখ ফিরাইলেন। তারপর দুই হাত তুলিয়া এই বাক্যগুলি বলিয়া দু'আ করিলেন—

"হে আমাদের রব্ব, আমি আমার সন্তানকে তোমার সম্মানিত গৃহের নিকটে এক শস্যক্ষেত্রশূন্য মাঠে বসাইলাম। হে আমাদের রব্ব, তাহাদিগকে এমন করিও যেন তাহারা যথারীতি নামায সম্পাদন করে; লোকের অন্তরে যেন তাহাদের প্রতি টান থাকে এবং বিভিন্ন ফল তাহাদের আহার্য করিও—সম্ভবতঃ তাহারা কৃতজ্ঞ থাকিবে।"

আর এ দিকে ইসমা'ঈলের মা ইসমা'ঈলকে স্তন্য দান করিতে থাকিলেন এবং ঐ (মশকের) পানি পান করিয়া চলিলেন। অবশেষে মশকের মধ্যে যে পানি ছিল তাহা যখন শেষ হইয়া গেল তখন ইসমা'ঈলের মাতাও পিপাসার্ত হইলেন এবং ইসমা'ঈলও পিপাসার্ত হইলেন। (পানির অভাবে মাতার স্তন্যও শুকাইয়া গেল।) তখন মাতা দেখিলেন যে, পিপাসায় শিশু ছটফট করিতেছে। শিশুর ঐ কষ্ট চোখে দেখা অসহ্য হওয়ায় মাতা (পানির সন্ধানে) বাহির হইলেন এবং 'সাফা' পাহাড়টিকে পৃথিবীর মধ্যে নিকটতম পাহাড় দেখিতে পাইয়া তিনি তাহার উপরে উঠিলেন। তারপর উপত্যকার দিকে মুখ করিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, কোন মানুষ দেখা যায় কি-না। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর তিনি সাফা পাহাড় হইতে নামিয়া যখন নিম্ন ভূমিতে আসিলেন তখন তিনি (দৌড়াইতে গিয়া যাহাতে কাপড়ে বাঁধিয়া পড়িয়া না যান সেই কারণে) তাঁহার জামা উঁচু করিয়া লইলেন এবং বিপদগ্রস্ত লোকের ন্যায় দৌড়িতে দৌড়িতে নিম্নভূমি অতিক্রম করিয়া 'মারওয়া' পাহাড়ের নিকট

পৌঁছিলেন। তারপর পাহাড়টির উপর উঠিয়া দেখিতে লাগিলেন, কোন মানুষ দেখা যায় কি-না। কিন্তু তিনি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সাত বার তিনি এইরূপ করিলেন।

ইব্‌ন 'আব্বাস বলেন, নবী সঃ বলিয়াছেন, "এই কারণেই (হজ্জে এবং 'উমরাতে) লোককে এই দুই পাহাড়ের মধ্যে দৌড়াইতে হয়।"

অনন্তর ইসমা'ঈলের মাতা যখন (সপ্তম বারে) মারওয়া পাহাড়ের নিকটবর্তী হইলেন, তখন তিনি একটি শব্দ শুনিতে পাইয়া নিজেকেই বলিলেন, "চুপ, চুপ্"। তারপর তিনি কান লাগাইয়া শুনিলে আবার ঐ শব্দ শুনিতে পাইলেন। তখন তিনি (ঐ শব্দকারীকে উদ্দেশ করিয়া) বলিলেন, "আপনি তো (আপনার আগমনবার্তা) শুনাইলেন। এখন আপনার নিকট যদি বিপদ মুক্তির কোন উপায় থাকে তবে তাহা করুন।" হঠাৎ তিনি দেখিলেন, যমযম কূপের স্থানে ফিরিশ্‌তা দণ্ডায়মান। অনন্তর ঐ ফিরিশ্‌তা তাঁহার গোড়ালী (অথবা পাখা দ্বারা) মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে অবশেষে পানি বাহির হইল। তখন ইসমা'ঈলের মাতা 'এইরূপে এইরূপে' ঐ পানি ঘেরিয়া চৌবাচ্চার মত করিতে লাগিলেন এবং অঞ্জলি ভরিয়া পানি লইয়া মশকে রাখিতে লাগিলেন। আর তাঁহার অঞ্জলি ভরিয়া পানি লইবার পরে পানি আবার উছলিয়া উঠিতেছিল।

নবী সঃ বলেন, ইসমা'ঈলের মাতার প্রতি আল্লাহ রহম করুন! তিনি যদি যমযমের পানি না ঘেরিয়া ছাড়িয়া দিতেন এবং ঐ পানি অঞ্জলি ভরিয়া না উঠাইতেন তাহা হইলে উহা প্রবাহমান উৎসে পরিণত হইত।

নবী সঃ বলেন, তারপর ইসমা'ঈলের মাতা ঐ পানি পান করিলেন এবং ইসমা'ঈলকে স্তন্য দান করিলেন। আর ঐ ফিরিশ্‌তা ইসমা'ঈলের মাতাকে বলিলেন, ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা করিও না। কারণ, এইখানে আল্লাহ্‌র গৃহটিকে এই বালক ও তাহার পিতা নির্মাণ করিবে। আর ইহা নিশ্চিত যে আল্লাহ্ আপন লোককে ধ্বংস করেন না।"

বাইতুল্লার স্থানটি ঐ সময়ে বাস্তুভিটার ন্যায় এক খণ্ড উচ্চ ভূমির আকারে বর্তমান ছিল। পানি-প্রবাহ আসিলে উহা ঐ ভূমিখণ্ডের দুই ধার দিয়া বহিয়া যাইত। (এবং বাইতুল্লার ভিটাটি অক্ষত অবস্থায় থাকিত।)

তারপর ইসমা'ঈলের মাতা ঐ ভাবেই (যমযমের পানি পান করিতে এবং ইসমা'ঈলকে স্তন্য দান করিতে) থাকিলেন। (এবং যমযমের পানি ইসমা'ঈলের মাতার খাদ্য ও পানীয় উভয় প্রয়োজনই মিটাইতে লাগিল।) অনন্তর (য়ামানস্থ) জুর্‌হুম গোত্রের এক দল লোক ইসমা'ঈল ও তাঁহার মাতার নিকট গিয়া পৌঁছিল। (ঘটনাটি এইরূপ---)জুর্‌হুম গোত্রের ঐ দলটি (মক্কার নিকটস্থ) কদা' স্থানটির পথ ধরিয়া আসিতে আসিতে মক্কার নিম্নতম অঞ্চলে অবতরণ করিল। অনন্তর, তাহারা

অদূরে একটি পাখীকে চক্কর দিতে দেখিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, "ইহা নিশ্চিত যে, এই পাখীটি কোন পানির উপরেই চক্কর দিতেছে। এই ময়দান তো আমাদের বেশ ভালভাবেই জানা আছে। এখানে তো কোন পানি নাই।" অনন্তর তাহারা (ব্যাপারটির সন্ধান লইবার জন্য) একজন অথবা দুই জন লোককে পাঠাইল। তাহারা গিয়া পানি দেখিতে পাইল। তারপর তাহারা ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের লোকদিগকে পানির কথা জানাইল। তখন তাহারা সকলে ঐ দিকে অগ্রসর হইল।

নবী সঃ বলেন, তাহারা সেখানে পৌঁছিয়া, ইসমা'ঈলের মাতাকে পানির নিকটে দেখিয়া তাঁহাকে বলিল, "আপনার নিকটে (এই যায়গাগুলিতে) থাকিবার জন্য আপনি কি আমাদিগকে অনুমতি দিতেছেন?" তিনি বলিলেন, "হাঁ। কিন্তু এই পানিতে আপনাদের কোন অধিকার থাকিবে না।" তাহারা বলিল, "আচ্ছা, তাহাই হইবে।"

নবী সঃ বলেন, "ইসমা'ঈলের মাতা মনুষ্য-সংসর্গ কামনা করিতে থাকাকালে, জুরহুম দলটি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল।" ৬৪

অনন্তর তাহারা সেখানে অবতরণ করিল এবং তাহাদের পরিবারদিগকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইল। অতঃপর তাহাদের পরিবারগুলি (আসিয়া) তাহাদের সহিত থাকিতে লাগিল। এই ভাবে সেখানে জুরহুমদের কয়েক ঘর বসতি স্থাপিত হইল।

তারপর বালক ইসমা'ঈল (জুরহুমী বালকদের মধ্যে থাকিয়া) যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তিনি জুরহুমীদের নিকট হইতে আরবী ভাষা শিক্ষা করিলেন।৬৫ তিনি যখন যুবক হইলেন তখন তিনি (নিজ ব্যবহারে) জুরহুমীদিগকে প্রীত ও অনুরক্ত করিয়া তুলিলেন। ফলে তাঁহার জ্ঞান-বুদ্ধি যখন পরিপক্ক হইল তখন তাহারা তাহাদের একজন স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার বিবাহ করাইয়া দিল। ইহার পরে ইসমা'ঈলের মাতা ইন্তিকাল করেন।

ইসমা'ঈল বিবাহ করিবার পরে, ইব্‌রাহীম নিজ পরিত্যক্তদের তত্ত্ব-তল্লাশ লইবার জন্য (ইসমা'ঈলের বাড়ী) আসিলেন।৬৬ তিনি ইসমা'ঈলকে উপস্থিত না পাইয়া

৬৪। নবী সঃ-এর বাণীটির দ্বিতীয় অর্থ এই—ইসমা'ঈলের মাতা (নির্জন-বাসে অস্থির হইয়া) মনুষ্য-সংসর্গের জন্য উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছিলেন বলিয়া এই অনুমতি দান তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

৬৫। মুস্‌তাদ্‌রাক হাদীস গ্রন্থে একটি হাদীসে বলা হইয়াছে যে, ইসমা'ঈল আঃ সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় কথা বলেন। উহার তাৎপর্য এই যে, ইব্‌রাহীমের বংশে তিনি সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় কথা বলেন। অথবা তিনিই সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলেন। কেননা তাঁহার পূর্বে যাহারা আরবী ভাষায় কথা বলিত তাহাদের ভাষায় অপর ভাষার বহু কিছু মিশ্রিত থাকিত।

৬৬। আবু জহমের হাদীস হইতে জানা যায় যে, হাজিরা ও ইসমা'ঈলকে মক্কায় ছাড়িয়া যাইবার পরে ইব্‌রাহীম আঃ প্রত্যেক মাসে এক দিন তাহাদিগকে দেখিতে আসিতেন। তিনি সকালে বিদ্যুৎ-যানে আরোহণ করিয়া মক্কা আসিতেন এবং দুপুরের পূর্বেই সিরিয়া ফিরিয়া যাইতেন। এই যাতায়াতের মধ্যে কোন এক সময়ে ইসমা'ঈল আঃ-কে যবহ করার ঘটনাটি ঘটে।

তাঁহার স্ত্রীকে তাঁহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে সে বলিল, 'আমাদের জন্য (খাদ্যের) সন্ধানে তিনি বাহির হইয়া গিয়াছেন।" তারপর ইব্রাহীম তাহাকে তাহাদের জীবিকা ও তাহাদের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "আমাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আমরা অভাব অনটনে ও কষ্টের মধ্যে রহিয়াছি।" অনন্তর সে ইব্রাহীমের নিকট আরও অভিযোগ জানাইল। তখন ইব্রাহীম বলিলেন, "তোমার স্বামী যখন আসিবে তখন তুমি তাহাকে আমার সালাম জানাইবে এবং তাহাকে বলিবে সে যেন তাহার দরজার কাঠ বদলাইয়া ফেলে।"

অনন্তর ইসমা'ঈল যখন আসিলেন তখন তিনি যেন কিছু (চিহ্ন) দেখিতে পাইলেন। তাই তিনি (তাঁহার স্ত্রীকে) বলিলেন, "তোমাদের নিকট কি কেহ আসিয়াছিল?" সে বলিল, "হাঁ, এই ধরনের এই ধরনের এক বৃদ্ধ আসিয়া আমাদিগকে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমি আপনার কথা তাহাকে বলিলাম। তারপর সে আমাকে আমাদের জীবন যাপনের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহাকে জানাইলাম যে. আমরা দু:খ-কষ্টে আছি।" ইসমা'ঈল বলিলেন, "তিনি কি তোমাকে কোন নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন?" সে বলিল, "হাঁ; সে আমাকে আদেশ করিল যে, আমি যেন আপনাকে তাহার সালাম জানাই এবং সে আপনাকে এই কথা বলিতে আমাকে বলিল—তোমার দরজার কাঠ বদলাইয়া ফেল।" ইসমা'ঈল বলিলেন, "উনি আমার পিতা। তোমাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন। তুমি তোমার পরিজনদের নিকট চলিয়া যাও।" এই বলিয়া তিনি তাহাকে তালাক দিলেন এবং জুরহুম গোত্রের অপর একজন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিলেন।

তারপর আল্লাহ্র মরযীমত কিছুকাল অতিবাহিত হইলে ইব্রাহীম আবার তাহাদের নিকট আসিলেন এবং ইসমা'ঈলকে উপস্থিত না পাইয়া তাহার স্ত্রীর নিকট গিয়া তাহাকে ইসমা'ঈলের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে সে বলিল, "আমাদের জন্য খাদ্যের সন্ধানে তিনি বাহির হইয়া গিয়াছেন।" তিনি বলিলেন, "তোমরা কেমন আছ?" তারপর তিনি তাহাকে তাহাদের জীবিকা ও তাহাদের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "আমরা মঙ্গলে ও প্রাচুর্যের মধ্যে রহিয়াছি।" এই বলিয়া সে আল্লাহ্র প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর তিনি বলিলেন, "তোমাদের খাদ্য কী?" সে বলিল, "গোশ্ত।" তিনি বলিলেন, "তোমাদের পানীয় কী?" সে বলিল, "পানি।" তিনি বলিলেন, "হে আল্লাহ্, তাহাদের জন্য গোশ্তে ও পানিতে বরকত দিন।"

নবী সঃ বলেন, "সেই সময়ে তাহাদের কোন শস্য ছিল না। তাহাদের যদি শস্য থাকিত তাহা হইলে তিনি তাহাদের জন্য শস্যে বরকতের দু'আ করিতেন।" নবী সঃ আরও বলেন, "মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও কেহ যদি কেবলমাত্র গোশ্ত ও পানি আহার করিতে থাকে তাহা হইলে উহা তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হয় না। (কিন্তু মক্কায় তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না।)"

তারপর ইসমা'ঈলের স্ত্রীকে ইব্‌রাহীম বলিলেন,, "তোমার স্বামী যখন আসিবে তখন তুমি তাহাকে আমার সালাম জানাইবে এবং তাহার দরজার কাঠটি বজায় রাখিতে বলিবে।" অনন্তর ইসমা'ঈল যখন বাড়ী আসিলেন তখন তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "তোমাদের নিকট কি কেহ আসিয়াছিল?" সে বলিল, "হাঁ, আমাদের নিকট একজন সুদর্শন বৃদ্ধলোক আসিয়াছিলেন।" এই বলিয়া সে ঐ লোকটির প্রশংসা করিতে লাগিল। তারপর সে বলিল, "তিনি আমাকে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাঁহাকে আপনার কথা বলিলাম। তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের জীবন যাপন কেমন হয়। তাহাতে আমি বলিলাম, আমরা খুব ভাল আছি।" তখন ইসমা'ঈল বলিলেন, "তিনি কি তোমাকে কিছু নির্দেশ দিয়াছেন?" সে বলিল, "হাঁ; তিনি আপনাকে সালাম জানাইয়াছেন এবং আপনার দরজার কাঠটি বজায় রাখিতে আদেশ করিয়াছেন।" ইসমা'ঈল বলিলেন, "উনি আমার পিতা। আর দরজার কাঠটি হইতেছ তুমি। তোমাকে স্ত্রীরূপে রাখিবার জন্য তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন।"

তারপর আল্লাহ্‌র মরযীমত কিছুকাল অতিবাহিত হইল। অতঃপর যমযমের অদূরে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের নীচে ইসমা'ঈল তীরের একটি দণ্ড কাটিতে থাকাকালে ইব্‌রাহীম আসিলেন। ইসমা'ঈল তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার দিকে আগাইয়া গেলেন এবং পিতা-পুত্রের মিলনের সময় পিতা পুত্রের সহিত এবং পুত্র পিতার সহিত যেরূপ সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করিয়া থাকে তাঁহারাও সেইরূপ আচরণ করিলেন। তারপর ইব্‌রাহীম বলিলেন, "ইসমা'ঈল, আল্লাহ্‌ আমাকে একটি কাজ করিবার জন্য নিশ্চিত আদেশ করিয়াছেন।" ইসমা'ঈল বলিলেন, "আপনার রব্ব আপনাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহা করিয়া ফেলুন।" ইব্‌রাহীম বলিলেন, "আর তুমি আমাকে সাহায্য করিবে।" তিনি বলিলেন, "আর আমি আপনাকে সাহায্য করিব।" ইব্‌রাহীম বলিলেন, "এইখানে একটি গৃহ নির্মাণ করিবার জন্য আল্লাহ্‌ আমাকে নিশ্চিত আদেশ করিয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি চতুষ্পার্শ্বস্থ উচ্চ ভিটার দিকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইলেন।

রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, তখন তাঁহারা দুই জনে কা'বা গৃহের ভিত্তি-প্রাচীর উঠাইতে লাগিলেন---ইসমা'ঈল পাথর আনিতে লাগিলেন এবং ইব্‌রাহীম গাঁথিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রাচীর যখন উঁচু হইল [এবং মাটিতে দাঁড়াইয়া প্রাচীর গাঁথা অসম্ভব হইয়া উঠিল] তখন ইসমা'ঈল এই পাথরটি (অর্থাৎ মকাম-ইব্‌রাহীমের পাথরটি) আনিয়া ইব্‌রাহীমের দাঁড়াইবার জন্য রাখিলেন। অনন্তর ইব্‌রাহীম উহার উপর দাঁড়াইয়া প্রাচীর নির্মাণ করিতে এবং ইসমা'ঈল তাঁহাকে পাথর দিতে থাকিলেন। ঐ সময়ে তাঁহারা উভয়ে বলিতেছিলেন, "হে আমাদের রব্ব, আমাদের পক্ষ হইতে ইহা কবুল করুন। ইহা নিশ্চিত যে, আপনিই চরম শ্রবণকারী, পরম জ্ঞানী।"

২৩৯। আবূ যর্র রা: বলেন, আমি বলিলাম, "আল্লাহর রাসূল, কোন্ মসজিদটি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম স্থাপিত হয়?" তিনি বলিলেন, "(মক্কাস্থ) আল্-মস্‌জিদুল-হারাম।" আমি বলিলাম, "তারপর কোন্‌টি?" তিনি বলিলেন, "(বাইতুল-মকদিসস্থ) আল্-মস্‌জিদুল আক্‌সা।" আমি বলিলাম, "এই দুইয়ের নির্মাণ কালের ব্যবধান কত?" তিনি বলিলেন, "চল্লিশ বৎসর।[৬৭] তারপর যেখানেই নামাযের সময় হয় সেইখানেই তুমি নামায পড়িও, কেননা সময় মত নামায পড়ার মধ্যেই ফযীলত রহিয়াছে।"

২৪০। আবূ হুমাইদ সা'ইদী রা: হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা সাহাবীগণ বলিলেন, "আল্লাহর রাসূল, আমরা কী ভাবে আপনার জন্য শুভ প্রার্থনা করিব?" তখন রাসূলুল্লাহ স: বলিলেন, তোমরা বলিও—

"হে আল্লাহ্, তুমি মুহম্মদের, তাঁহার বিবিদের ও তাঁহার বংশধরের প্রশংসা ঐ ভাবে প্রচার কর যে ভাবে তুমি ইব্‌রাহীমের প্রশংসা প্রচার করিয়াছ এবং তুমি মুহম্মদকে, তাঁহার বিবিদিগকে ও তাঁহার বংশধরকে ঐ ভাবে মঙ্গলে বৃদ্ধি (বরকত) দান কর যে ভাবে তুমি ইব্‌রাহীমকে মঙ্গলে বৃদ্ধি দান করিয়াছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত মর্যাদাবান।"

২৪১। ইব্‌ন 'আব্বাস রা: বলেন, "প্রত্যেক শয়তান ও বিষাক্ত কীট হইতে এবং বিপদ আনয়নকারী প্রত্যেক দৃষ্টি হইতে তোমাদের রক্ষার জন্য আমি আল্লাহ্‌র মহান বাণীগুলির শরণ লইতেছি"—এই কথা বলিয়া নবী স: হাসান ও হুসাইনকে ঝাড়ফুঁক করিতেন এবং তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেন, "তোমাদের ঊর্ধ্বতন পিতা (ইব্‌রাহীম) ইহা পড়িয়া ইসমা'ঈলকে ও ইসহাককে ঝাড়ফুঁক করিতেন।

২৪২। আবূ হুরাইরা রা: হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ স: বলিয়াছেন, এক সময়ে ইব্‌রাহীম বলেন, "হে আমার রব্ব, আপনি মৃতকে কী ভাবে জীবিত করিবেন, তাহা আমাকে দেখান।" আল্লাহ্ বলেন, "তুমি কি বিশ্বাস কর না?" ইব্‌রাহীম বলেন, "নিশ্চয় বিশ্বাস করি। তবে আমার অন্তরের শান্তির জন্য (আমার এই বাসনা)।"

যে সময়ে ইব্‌রাহীম এই কথাগুলি বলেন সেই সময়ে 'মৃতকে আল্লাহ্ তা'আলার পুনর্জীবিত করিবার ক্ষমতা' সম্পর্কে ইব্‌রাহীমের সন্দিহান থাকার চেয়ে আমাদের (মুমিনদের) সন্দিহান হওয়াই অধিকতর সম্ভব। (কিন্তু এ সম্পর্কে আমরা মুমিনরাই যখন সন্দিহান নই তখন ইব্‌রাহীমের সন্দিহান থাকা সুদূর পরাহত।)

আল্লাহ্ লূতের প্রতি দয়া করুন! তিনি (লোকের জ্বালাতনে অতিষ্ঠ হইয়া)

৬৭। হযরত আদম আ: পৃথিবীতে আসিয়া সর্বপ্রথম যে মসজিদে নির্মাণ করেন তাহা হইতেছে মক্কার কা'বা গৃহ। তারপর ইহার চল্লিশ বৎসর পরে আদম আ: অথবা তাঁহার পুত্রগণ বাইতুল-মকদিসের মসজিদটি নির্মাণ করেন। অতঃপর নূহ আ:-এর যমানায় বন্যায় উভয় মসজিদই পড়িয়া যায়। পরে হযরত ইবরাহীম আ: কা'বা গৃহটি এবং হযরত সুলাইমান আ: বাইতুল-মক্‌দিসের মসজিদটি পুনর্নির্মাণ করেন।

শক্তিশালী কোন সহায়ের আশ্রয় কামনা করিয়াছিলেন। (প্রত্যেক নবী ধ্রুব জানেন যে, তাঁহার সহায় আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী সহায় আর কেহই হইতে পারে না। কাজেই লুত আ:-এর মুখ হইতে এই ধরনের নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক উক্তি বাহির হওয়া শোভা পায় না বলিয়া নবী স: তাঁহার উদ্দেশে আল্লাহ্ তা'আলার দয়ার প্রার্থনা জানান।)

(তারপর য়ূসুফ আ:-এর সবর ও ধৈর্যের প্রশংসা করিয়া নবী স: বলেন,) আর য়ূসুফ যতকাল জেলে ছিলেন ততকাল আমি যদি জেলে থাকিতাম তাহা হইলে আমি (য়ূসুফের মত আহ্বানকারীকে ফিরাইয়া দিতাম না। বরং কালবিলম্ব না করিয়া) আহ্বানকারীর ডাক কবুল করিতাম।

২৪৩। সালামা ইব্ন আক্ও' রা: বলেন, আস্লাম গোত্রের কয়েক জন লোক তীর নিক্ষেপে প্রতিযোগিতা করিতে থাকাকালে নবী স: তাহাদের নিকট দিয়া যান এবং বলেন, "হে ইসমা'ঈলের বংশধর, তোমরা তীর নিক্ষেপ কর। কেননা, তোমাদের পিতা (ইসমা'ঈল) তীরন্দায ছিলেন। আর আমি অমুকের পুত্রদের পক্ষে থাকিলাম।" ইহা শুনিয়া প্রতিযোগিতাকারী দল দুইটির একটি দল তীর নিক্ষেপে বিরত হইল। তখন রাসূলুল্লাহ স: বলিলেন, "তোমাদের কী হইল? তোমরা তীর নিক্ষেপ করিতেছ না কেন?" তাহারা বলিল, "আল্লাহ্র রাসূল, আপনি উহাদের পক্ষে থাকিলে আমরা কি আর তীর নিক্ষেপ করিতে পারি?" তখন নবী স: বলিলেন, "তোমরা তীর নিক্ষেপ কর। আমরা তোমাদের সকলের সঙ্গেই রহিলাম।"

২৪৪। ইব্ন 'উমর রা: হইতে বর্ণিত আছে, তাবূক অভিযানে রাসূলুল্লাহ স: যখন 'হিজর'[৬৮] নামক স্থানে অবতরণ করেন তখন তিনি সাহাবীদিগকে হুকুম করেন যে, তাহারা যেন সেখানকার কূয়ার পানি পানও না করে এবং পানি উঠাইয়াও না রাখে। তাহাতে সাহাবীগণ বলেন, "আমরা এখানকার কূয়ার পানি দিয়া আটা ছানিয়া ফেলিয়াছি এবং পানি উঠাইয়াও রাখিয়াছি।" অনন্তর নবী স: তাহাদিগকে ছানা আটা ফেলিয়া দিতে এবং ঐ পানি বহাইয়া দিতে আদেশ করেন।

২৪৫। ইব্ন 'উমর রা: হইতে বর্ণিত আছে, নবী স: বলিয়াছেন, "সম্মানিতের সম্মানিত পুত্র, ঐ পুত্রের সম্মানিত পুত্র, আবার এই পুত্রের সম্মানিত পুত্র হইতেছেন ইবরাহীমের পুত্র ইসহাক, ইসহাকের পুত্র য়া'কূব, য়া'কূবের পুত্র য়ূসুফ আলাইহিমুস্ সলাতু অস্-সালাম।"

২৪৬। আবূ হুরাইরা রা: হইতে বর্ণিত আছে, নবী স: বলিয়াছেন, ('খযির' শব্দের অর্থ তৃণ-শ্যামল বা শ্যামল শস্যক্ষেত্র এবং 'খযির' আ:-এর নাম ছিল 'বালূয়া') "খযিরকে খযির এই জন্য বলা হইত যে, তিনি তৃণ-বিহীন শুভ্র শুষ্ক কোন ভূমির উপর কিছুক্ষণ বসিয়া উঠিলেই ঐ ভূমিখণ্ডে শ্যামল তৃণ-গুল্মাদি দুলিতে থাকিত।"

৬৮। হিজায ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম 'হিজর'। এই 'হিজর' প্রান্তরেই ধ্বংস-প্রাপ্ত সমূদ জাতির বাড়ী ঘর ছিল।

২৪৭। জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ রাঃ বলেন, এক সময়ে আমরা রাসূলুল্লাহ সঃ-এর সঙ্গে থাকিয়া বঁইচি জাতীয় বন্য ফল পাড়িতেছিলাম। সেই সময়ে রাসূলুল্লাহ সঃ আমাদিগকে বলিলেন, "কাল ফলগুলি পাড়িও; কেননা উহা অধিকতর সুস্বাদু।" সাহাবীগণ বলিল, "আপনি কি কখনও ছাগ-মেষ চরাইতেন?" (কারণ ছাগ-মেষ চরাইতে মাঠে জঙ্গলে না গেলে বন্য ফলগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান হয় না।) তাহাতে রাসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, "ছাগ-মেষ না চরাইয়া কেহই নবী হয় নাই।"

২৪৮। আবূ মূসা রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "পুরুষ লোকদের মধ্যে অনেকেই পুরুষ-সুলভ সর্বগুণে বিভূষিত কামিল হইয়াছে, কিন্তু স্ত্রীলোকদের মধ্যে স্ত্রী-সুলভ সর্বগুণে গুণান্বিতা হইয়াছে কেবল ফির'আউনের স্ত্রী আসীয়া ও 'ইমরানের কন্যা মর্‌য়ম। আর যাবতীয় খাদ্যের উপরে 'সারীদ'[৬৯] খাদ্যের মর্যাদা যেরূপ যাবতীয় স্ত্রীলোকের উপরে 'আয়িশার মর্যাদাও তদ্রূপ। (অর্থাৎ আয়িশা সর্ব-শ্রেষ্ঠা মহিলাদের অন্যতম।)

২৪৯। ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, 'আমি মাত্তার পুত্র য়ূনুস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ'---এই কথা বলা আল্লাহ্‌র কোনও বান্দার পক্ষে সঙ্গত নয়।[৭০] মাত্তা হইতেছে য়ূনুসের পিতার নাম।

২৫০। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, দাউদের পক্ষে যাবূর পাঠ এত সহজ ও সাবলীল করা হইয়াছিল যে, তিনি (নিজের ও সহচরদের জন্য) তাঁহার বাহনগুলির উপর জিন বাঁধিতে হুকুম করিতেন। তারপর তিনি যাবূর পড়িতে আরম্ভ করিতেন এবং তাঁহার বাহনগুলির উপরে জিন বাঁধা শেষ হইবার পূর্বেই তিনি সম্পূর্ণ যাবূর পড়িয়া লইতেন। আর তিনি নিজ হাতে কাজ করিয়া ঐ পরিশ্রম-লব্ধ মাল দ্বারাই জীবন যাপন করিতেন।

২৫১। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সঃ-কে এই কথা বলিতে শুনিয়াছেন, "আমার ও মনুষ্য জাতির উপমা এমন একজন লোকের সহিত হইতে পারে যে লোকটি আগুন প্রজ্বলিত করে। ফলে, বিভিন্ন প্রকারের পতঙ্গ উহাতে পড়িতে থাকে।"

রাসূলুল্লাহ সঃ আরও বলেন যে, দুই জন স্ত্রীলোকের সহিত তাহাদের নিজ নিজ পুত্র ছিল। অনন্তর নেকড়ে বাঘ আসিয়া তাহাদের একজনের পুত্রকে লইয়া চলিয়া যায়। তখন একজন স্ত্রীলোক অপর স্ত্রীলোকটিকে বলিল, "তোমার পুত্রকে নেকড়ে

৬৯। এ দেশে চাউল ও গোশ্‌ত একত্রে যেমন 'বিরয়ানী' পাক করা হয়, আরবে সেইরূপ রুটি টুকরা টুকরা করিয়া ঐ টুকরাগুলিকে গোশ্‌তের সহিত একত্র পাক করা হয়। ঐ রুটি-গোশ্‌ত একত্র পাক করা খাদ্যকে সারীদ বলা হয়। সারীদ সুস্বাদু, রুচিকর, সহজপাচ্য ও তৃপ্তিকর হয় বলিয়া উহা আরবে সর্বাধিক সমাদৃত হয়।

৭০। মুসলিমগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, হযরত মুহম্মদ সঃ তামাম পয়গম্বরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাজেই আলিমগণ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সঃ সৌজন্য প্রকাশার্থে এইরূপ উক্তি করেন?

লইয়া গিয়াছে।" আর অপর স্ত্রীলোকটি বলিল, "(আমার পুত্রকে নেকড়ে লইয়া যায় নাই।) তোমার পুত্রকে নেকড়ে লইয়া গিয়াছে।" অবশেষে তাহারা উভয়ে দাউদের নিকট মোকদ্দমা পেশ করিলে তিনি বয়সে-বড় স্ত্রীলোকটিকে বাকী পুত্রটি দিবার ফয়সলা করিলেন। অনন্তর স্ত্রীলোক দুইটি বাহির হইয়া সুলাইমানের নিকট গেল এবং তাঁহাকে বিচার ফয়সলার কথা জানাইল। তখন (প্রকৃত ব্যাপার উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে) সুলাইমান তাঁহার লোকদেরে বলিলেন, "তোমরা ছোরা আন। আমি ছেলেটিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ইহাদের প্রত্যেককে এক খণ্ড করিয়া দিব।" ইহা শুনিয়া বয়সে-ছোট স্ত্রীলোকটি (আত্ম সংবরণ করিতে না পারিয়া) বলিয়া উঠিল, "আল্লাহ্‌ আপনার প্রতি দয়া করুন। আপনি উহা করিবেন না। (ছেলেটি আমার নয়।) ছেলেটি উহারই।" অনন্তর সুলাইমান বয়সে-ছোট স্ত্রীলোকটিকে ঐ ছেলে দিবার ফয়সলা দিলেন।

২৫২। 'আলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি, "ইম্‌রান-তনয়া মর্‌য়ম (নিজ যুগের) স্ত্রীলোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং খাদীজা (তাহার যুগের) স্ত্রীলোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

২৫৩। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি, "যে সকল স্ত্রীলোক উটে চড়িয়া থাকে তাহাদের মধ্যে (অর্থাৎ আরবের অধিবাসিনীদের মধ্যে) কুরাইশ বংশীয়া স্ত্রীলোকগণ সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ তাহারা শিশুদের প্রতি সর্বাধিক স্নেহশীলা এবং স্বামীর ধন-সম্পদের সর্বোত্তম তত্ত্বাবধানকারিণী।"

২৫৪। 'উবাদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোনই মা'বূদ নাই—তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই; এবং মুহম্মদ নিশ্চয় আল্লার বান্দা ও তাঁহার রাসূল; আর 'ঈসা আল্লার বান্দা, আল্লার রাসূল, আল্লার এমন একটি বাণীর পরিণাম যে বাণীটি আল্লাহ্‌ মর্‌য়মের প্রতি নাযিল করিয়াছিলেন ও আল্লার তরফ হইতে সরাসরি আগত একটি রূহ; আরও যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, জান্নাত ও জাহান্নাম যথার্থ বাস্তব, সেই ব্যক্তির আমল যেমনই হউক না কেন আল্লাহ্‌ তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিবেন।"

২৫৫। আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "নবজাত শিশুদের মধ্যে মাত্র তিন জনই[৭১] কথা বলিয়াছে। (এক) 'ঈসা। (দুই) বানু ইসরাঈলের

৭১। এই হাদীসে বর্ণিত এই তিন জন ছাড়া আরও কয়েক জন নবজাত শিশুর কথা বলার উল্লেখ হাদীসে পাওয়া যায় বলিয়া আলিমগণ বলেন যে, এই হাদীসে বর্ণিত শিশুগুলি বানু ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ বানু ইসরাঈল হইতে এই তিন জন দুগ্ধপোষ্য শিশু কথা বলিয়াছিল। আর অপর যে সকল শিশুর কথা বলার উল্লেখ পাওয়া যায় তাহারা বানু ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাহারা হইতেছে—(এক) ফির্‌'আওন-তনয়ার সেবিকার শিশু পুত্র। (দুই) অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত স্ত্রীলোকদের মধ্য হইতে একজন স্ত্রীলোকের শিশু পুত্র। (তিন) বিদায় হজ্জে জনৈক য়ামামাবাসীর এক দিনের শিশুকে নবী (সঃ) জিজ্ঞাসা করেন, "আমি কে?" তাহাতে সে বলিয়াছিল, "আপনি আল্লার রাসূল।"

মধ্যে জুরাইজ নামে এক জন লোক ছিল। সে একদা নামায পড়িতে থাকাকালে তাহার মাতা তাহার নিকট গিয়া তাহাকে ডাক দিলে সে মনে মনে বলিল, "তাঁহার জওয়াব দিব অথবা নামায পড়িতেই থাকিব।" (এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সে তাহার মাতার ডাকে সাড়া দিল না।) অনন্তর সে নামায পড়িতেই থাকিল। তখন তাহার মাতা এই বদ দু'আ করিল, "হে আল্লাহ্, উহাকে ব্যভিচারিণীর মুখ না দেখাইয়া মরণ দিও না।"

তারপর জুরাইজ নিজ গির্জায় থাকাকালে একজন স্ত্রীলোক তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বদ কাজ করিতে আহ্বান জানাইলে সে অস্বীকার করিল। তখন ঐ স্ত্রীলোকটি একজন মেষপালকের নিকট গিয়া তাহার সহিত বদ কাজ করিল। অনন্তর সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলে সে বলিল, পুত্রটি জুরাইজের ঔরসে জন্ম। তখন লোকে জুরাইজের নিকট গিয়া তাহার গির্জা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তাহাকে গির্জা হইতে টানিয়া বাহির করিল এবং তাহাকে গালি-মন্দ দিল।

অনন্তর জুরাইজ উযু করিয়া নামায পড়িল। তারপর শিশুটির নিকট গিয়া বলিল, "হে বালক, তোমার পিতা কে?" শিশুটি বলিল, "অমুক মেষপালক।" তখন লোকে জুরাইজকে বলিল, "আপনার গির্জাটিকে আমরা সোনা দিয়া নির্মাণ করিয়া দিব।" সে বলিল, "না; মাটি দিয়াই উহা নির্মাণ কর।'

(তিন) বানু ইসরাঈল বংশের এক জন স্ত্রীলোক তাহার পুত্রকে স্তন্য-দান করিতে থাকাকালে তাহার নিকট দিয়া একজন সুদর্শন সুসজ্জ আরোহী লোককে যাইতে দেখিয়া স্ত্রীলোকটি বলিল, "হে আল্লাহ্; আমার এই ছেলেটিকে ইহার মত করিও।" তখন ছেলেটি স্তন ছাড়িয়া দিয়া ঐ লোকটির দিকে মুখ করিয়া বলিল, "হে আল্লাহ্, আমাকে উহার মত করিও না।" তারপর শিশুটি স্তন মুখে লইয়া চুষিতে লাগিল। আবু হুরাইরা বলেন, (এই কথা বলিয়া নবী (সঃ) নিজ আঙ্গুল চুষিয়া দেখান এবং) আমি নবী (সঃ)-র আঙ্গুল চোষার দৃশ্য এখনও যেন দেখিতেছি। তারপর ঐ স্ত্রীলোকটি এক-জন দাসীর নিকট দিয়া যাইবার কালে (দেখিল যে, ঐ দাসীটিকে প্রহার করা হইতেছে। তখন ঐ স্ত্রীলোকটি) বলিল, "হে আল্লাহ্, আমার এই পুত্রটিকে ইহার মত করিও না।" শিশুটি তখন স্তন ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "হে আল্লাহ্, আমাকে ইহার মত করিও।" তখন স্ত্রীলোকটি তাহার শিশুপুত্রকে বলিল, "কেন এমন বলিলে?" সে বলিল, "ঐ আরোহী লোকটি একজন দুর্দান্ত (কাফির); আর এই দাসীটিকে লোকে বলে, "তুমি চুরি করিয়াছ; তুমি ব্যভিচার করিয়াছ" অথচ সে ইহার কিছুই করে নাই।

২৫৬। ইব্‌ন 'উমর[১২] (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, "ঈসা, মূসা ও ইবরাহীমকে আমি দেখিলাম। 'ঈসা গোলাপী শুভ্রকায় নিরেট মাংসপেশীবিশিষ্ট ও

১২। মুহাদ্দিসগণ বলেন, এই হাদীসটি প্রকৃতপক্ষে 'ইব্‌ন-'আব্বাস' (রাঃ) র হাদীস। ইমাম বুখারী অথবা তাঁহার পরবর্তী কাহারও ভুলে 'ইব্‌ন 'আব্বাস' স্থলে 'ইব্‌ন 'উমর' লিখা হইয়াছে।

প্রশস্ত বক্ষ লোক ছিল। আর মূসা পীত বর্ণ, দীর্ঘকায় ও সরল চুল বিশিষ্ট লোক ছিল—'যুত্' জাতির লোকদের মত।"

২৫৭। ইব্‌ন 'উমর (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) একদা বলিলেন, অদ্য রাত্রিতে আমি স্বপ্নে নিজেকে কা'বা গৃহের নিকট দেখিলাম। তারপর, পীত বর্ণের লোকদের মধ্যে যতদূর সুন্দর লোক হইতে পারে সেইরূপ সুন্দর, পীতবর্ণ এক জন লোককে আমি দেখিলাম। তাহার মাথার চুল তাহার দুই কাঁধের মাঝখান পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। চুলগুলি সটান ছিল। তাহার মাথা হইতে ফোটা ফোটা পানি ঝরিতেছিল এবং সে দুই পার্শ্বে দুইজন লোকের কাঁধে হাত রাখিয়া কা'বা গৃহের তওয়াফ করিতেছিল। উপস্থিত লোকদের আমি বলিলাম, "ইনি কে?" তাহারা বলিল, "মর্‌য়মের পুত্র মসীহ।" তারপর তাঁহার পশ্চাতে আর একজন লোককে দেখিলাম। তাহার মাথার চুল অত্যন্ত কোঁকড়ান ও তাহার ডান চোখ অন্ধ ছিল। আমি যাহাদিগকে দেখিয়াছি তাহাদের মধ্যে 'ইব্‌ন-কতন'—এর সহিত ঐ লোকটির বিশেষ সাদৃশ্য ছিল। লোকটি একজন লোকের দুই কাঁধে দুই হাত রাখিয়া কা'বা গৃহের তওয়াফ করিতেছিল। আমি বলিলাম, "এই ব্যক্তি কে?" তাহারা বলিল, "মসীহ দাজ্জাল (কানা দাজ্জাল)।"

২৫৮। ইব্‌ন 'উমর (রাঃ)-র অপর এক রিওয়ায়াতে আছে, তিনি বলেন, "আল্লার কসম, নবী (সঃ) 'ঈসা সম্বন্ধে 'গোলাপী শুভ্রকায়'[৭৩] বলেন নাই; বরং তিনি বলিয়াছিলেন আমি নিদ্রিত থাকাকালে স্বপ্নে কা'বা গৃহের তওয়াফ করিতেছিলাম, এমন সময়ে হঠাৎ পীতকায় সটান চুলবিশিষ্ট একজন লোককে দেখিলাম। সে দুই জন লোকের মাঝখানে বাহিত হইতেছিল। (অর্থাৎ দুই জন লোকের উপর ভর করিয়া চলিতেছিল।) তাহার মাথা হইতে ফোটা ফোটা পানি ঝরিতেছিল। আমি বলিলাম, "এই ব্যক্তি কে?" উপস্থিত লোকেরা বলিল, "মর্‌য়মের পুত্র।" তারপর হঠাৎ লোহিতবর্ণ মোটা-সোটা, কোঁকড়ান চুল বিশিষ্ট, দক্ষিণ চক্ষু অন্ধ আর এক জন লোককে দেখিলাম তাহার অন্ধ চক্ষুটির তারা একটি আঙ্গুরের মত ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল। আমি বলিলাম, "এই ব্যক্তি কে?" তাহারা বলিল, "এই ব্যক্তি দাজ্জাল।" তাহার সহিত 'ইব্‌ন-কতন'-এর বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে।"

২৫৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি, "মনুষ্য জাতির মধ্যে আমিই ইব্‌ন-মর্‌য়মের নিকটতম। আর পয়গম্বরগণ পরস্পর পরস্পরের বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ন্যায়। (অর্থাৎ তাঁহাদের প্রবর্তিত ধর্মের মূল নীতি

৭৩। ২৫৬নং হাদীসটি প্রকৃত পক্ষে 'ইব্‌ন-আব্বাস' (রাঃ)-র হাদীস। ঐ হাদীসে ঈসা (আঃ)-কে গোলাপী শুভ্রকায় বলা হইয়াছে। অথচ এই হাদীসে ইব্‌ন 'উমর (রাঃ) তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। মুহাদ্দিসগণ বলেন, উভয় হাদীসই সহীহ। নবী (সঃ) সম্ভবতঃ এক সময়ে গোলাপী শুভ্র ও অন্য সময় পীতকায় বলিয়াছিলেন। তারপর মুহাদ্দিসগণ বলেন, 'ঈসা (আঃ) মূলতঃ গোলাপী শুভ্রকায় ছিলেন এবং কায়িক কষ্ট ও পরিশ্রমের কারণে পীতকায় হইয়াছিলেন।

একই—পার্থক্য কেবল কর্ম-পদ্ধতিতে।) আমার ও ইব্‌ন মর্‌য়মের মাঝে কোন নবী হয় নাই।"

২৬০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, "মনুষ্য জাতির মধ্যে আমিই দুনিয়াতে এবং আখিরাতে মর্‌য়ম-তনয় 'ঈসার সর্বাধিক নিকটবর্তী। আর পয়গম্বরগণ পরস্পর পরস্পরের বৈমাত্রেয় ভাই—তাহাদের মাতা বিভিন্ন; কিন্তু তাহাদের মূল ধর্ম এক।"

২৬১। আবূ হুরাইরা (রাঃ)হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, মর্‌য়ম-তনয় 'ঈসা একদা একজন লোককে চুরি করিতে দেখিয়া তাহাকে বলিলেন, "তুমি কি চুরি করিলে?" সে বলিল, "যে আল্লাহ্ ছাড়া কোনই মাবূদ নাই তাঁহার কসম, আমি চুরি করি নাই।" তখন 'ঈসা বলিলেন, "আমি আল্লার প্রতি ঈমান রাখিলাম এবং আমার চোখকে অবিশ্বাস করিলাম।"

২৬২। 'উমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি, "ইব্‌ন মর্‌য়মের গুণ বর্ণনায় নাসারা জাতি যেরূপ অতিশয়োক্তি করিয়াছে, আমার গুণ বর্ণনায় তোমরা সেইরূপ অতিশয়োক্তি করিও না। ইহা নিশ্চিত যে, আমি আল্লার বান্দা। কাজেই তোমরা আমার সম্বন্ধে বলিও—আল্লার বান্দা ও তাঁহার রাসূল।"

২৬৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, "যখন ইব্‌ন মর্‌য়ম তোমাদের মধ্যে অবতরণ করিবেন এবং তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের ইমাম হইবে তখন তোমাদের অবস্থা কিরূপ হইবে!" (অর্থাৎ ভালই হইবে।)

২৬৪। হুযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি, "দাজ্জাল যখন বাহির হইবে তখন তাহার সহিত পানি ও আগুন থাকিবে। লোকে আগুন বলিয়া যাহা দেখিবে তাহা প্রকৃতপক্ষে ঠাণ্ডা পানি থাকিবে এবং লোকে পানি বলিয়া যাহা দেখিবে তাহা প্রকৃতপক্ষে এমন আগুন থাকিবে যাহা জ্বালাইয়া ফেলিবে। অতএব তোমাদের কেহ যদি তাহার সাক্ষাৎ পায় তবে সে আগুন রূপে যাহা দেখিবে তাহাতেই যেন পতিত হয়; কারণ উহা প্রকৃতপক্ষে মিষ্ট, ঠাণ্ডা হইবে।"

২৬৫। হুযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি, (পূর্বকালে কোন একজন লোকের মরণকাল যখন উপস্থিত হইল এবং সে জীবিত থাকা সম্পর্কে হতাশ হইয়া পড়িল, তখন সে তাহার আপনজনদের নসীহত করিল, "আমি যখন মরিব তখন তোমরা আমাকে জ্বালাইবার জন্য প্রচুর কাঠ সংগ্রহ করিও এবং উহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়া আমাকে জ্বালাইয়া ফেলিও। অনন্তর আগুন যখন আমার মাংসকে জ্বালাইয়া শেষ করিয়া আমার হাড়ে পৌঁছিয়া হাড়কেও জ্বালাইয়া ফেলিবে তখন তোমরা আমার দেহাবশেষ লইয়া তাহা পিষিয়া লইও। তারপর তোমরা প্রবল ঝড়ের দিনের অপেক্ষা করিতে থাকিও এবং ঐ দিনে সমুদ্র-তীরে গিয়া উহা ঝড়ে উড়াইয়া দিও।"

অতঃপর (লোকটির মৃত্যু হইলে) তাহারা ঐরূপ করিল। অনন্তর আল্লাহ্ তাহার দেহাবশেষ একত্রিত করিয়া তাহাকে বলিলেন, "কেন তুমি উহা করিয়াছিলে?" সে বলিল, "আপনার ভয়ে"। অতঃপর আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। (আল্লাহ্ তা'আলার ভয় অন্তরে থাকার দরুন ঐ লোকটি নাজাত পাইল।)

২৬৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) একদা বলিলেন, "বানূ ইসরাঈলের শাসনকার্য তাহাদের নবীগণই পরিচালনা করিতেন। যখনই কোন নবীর অফাত হইত তখনই তাঁহার স্থলে অন্য নবী শাসনভার গ্রহণ করিতেন। আর ইহা নিশ্চিত যে, আমার পরে কোন নবী হইবে না। বরং শীঘ্রই আমার খলীফাগণ (স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ) হইবে—এবং তাহারা সংখ্যায় অনেক হইবে।" সাহাবীগণ বলিলেন, "(একাধিক খলীফা হইলে) ঐ সময়ে আপনি আমাদিগকে কী করিতে আদেশ করেন?" তিনি বলিলেন, "প্রথম খলীফার, তারপর আবার প্রথম খলীফার আনুগত্য পালন করিও। তাহাদিগকে তাহাদের প্রাপ্য হক প্রদান করিও। আর ইহাও নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের প্রজাদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন।"

২৬৭। আবূ সা'ঈদ খুদ্রী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) একদা বলিলেন, "তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থাসমূহের অনুসরণ তোমরা বিঘতে-বিঘতে ও হাতে-হাতে করিতে থাকিবে। (অর্থাৎ তোমরা পদে-পদে তাহাদের অনুসরণ করিয়া চলিবে। তাহাদের পন্থা হইতে এক আধ হাতও তোমরা সরিয়া চলিবে না।) এমন কি তাহারা যদি গোসাপের গর্তে প্রবেশ করিয়া থাকে তাহা হইলে তোমরাও গোসাপের গর্তে প্রবেশ করিবে।" আমরা বলিলাম, "আল্লার রাসূল য়াহূদ ও খ্রীষ্টান জাতির পন্থা-সমূহের?" নবী (সঃ) বলিলেন, "(তাহাদের নয় তো) আর কাহাদের?"

২৬৮। আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "আমার নিকট হইতে একটি আয়াত শুনিয়া থাকিলে অথবা একটি ইঙ্গিত পাইয়া থাকিলে তাহাই অপরকে পৌঁছাইয়া দাও। আর বানূ ইসরাঈল সম্পর্কিত ঘটনা বর্ণনা কর—তাহাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার নামে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা কিছু বলে সে জাহান্নামের আগুনে নিজ বাসস্থান গ্রহণ করুক।"

২৬৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "য়াহূদ ও নাসারা জাতি তাহাদের সাদা চুল ও সাদা দাড়ী রঙ্গায় না। অতএব তোমরা তাহার বিপরীত কর (এবং কাল রং ছাড়া অপর যে কোন রঙ্গে উহা রঙ্গাও)।

২৭০। যয়নব ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, "তোমা-দের পূর্বে যারা ছিল তাহাদের মধ্যে একজন লোকের (হাতে) একটি জখম ছিল। অনন্তর সে যন্ত্রণায় অধীর হইয়া একটি ছুরি লইল এবং উহা দ্বারা তাহার হাতটি গভীর ভাবে কাটিল। তারপর রক্ত বাহির হওয়া বন্ধ না হওয়ায় অবশেষে সে মারা গেল।

তাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিলেন, আমার এ বান্দাটি নিজ জীবন হরণে তাড়াতাড়ি করিল (অর্থাৎ আত্মহত্যা করিল)। কাজেই আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করিয়া দিলাম।"

২৭১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী (সঃ) কে ইহা বলিতে শুনিয়াছেন—প্রবল-পরাক্রম মহান আল্লাহ্‌ বানূ ইসরাঈলের একজন শ্বেত-কুষ্ঠীকে; একজন অন্ধকে ও এক জন টেকো-মাথাকে—এই তিন জনকে পরীক্ষা করিবেন বলিয়া নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তদনুযায়ী আল্লাহ্‌ তাহাদের নিকট একজন ফিরিশ্‌তাকে পাঠাইলেন। অনন্তর ঐ ফিরিশ্‌তা শ্বেতকুষ্ঠীর নিকট আসিয়া বলিল, "আপনার নিকট কোন্ জিনিস সর্বাধিক প্রিয়?" সে বলিল, "সুন্দর বর্ণ ও সুন্দর ত্বক। লোকে বাস্তবিকই আমাকে ঘৃণা করে।"

নবী (সঃ) বলেন, অনন্তর ঐ ফিরিশ্‌তা লোকটির শরীরে হাত বুলাইলে শ্বেতকুষ্ঠ সারিয়া গেল এবং তাহাকে সুন্দর বর্ণ ও সুন্দর ত্বক দেওয়া হইল। তারপর ফিরিশ্‌তাটি বলিল, "আপনার নিকট কোন্ মাল সর্বাধিক প্রিয়?" সে বলিল, "উট।" অনন্তর তাহাকে দশমাসের গাভীন একটি উট্‌নী দেওয়া হইল। তারপর ফিরিশ্‌তাটি বলিলেন, "তোমাকে ইহাতে বরকত দেওয়া হউক।"

তারপর ঐ ফিরিশ্‌তা টেকো-মাথার নিকটে আসিয়া বলিল, "কোন্ বস্তু আপনার সর্বাধিক প্রিয়?" সে বলিল, "সুন্দর চুল। আর এই টাক যেন চলিয়া যায়। লোকে বাস্তবিকই আমাকে ঘৃণা করে।"

নবী (সঃ) বলেন, অনন্তর ঐ ফিরিশ্‌তা তাহার মাথায় হাত বুলাইলে টাক দূর হইয়া গেল এবং তাহাকে সুন্দর চুল দেওয়া হইল। ফিরিশ্‌তা আবার বলিল, "কোন্ সম্পদ আপনার সর্বাধিক প্রিয়?" সে বলিল, "গরু।" তখন ফিরিশ্‌তা তাহাকে একটি গাভীন গাভী দিয়া বলিল, "তোমাকে ইহাতে বরকত দেওয়া হউক।"

তারপর ঐ ফিরিশ্‌তা অন্ধটির নিকটে আসিয়া বলিল, "কোন্ বস্তু আপনার সর্বাধিক প্রিয়?" সে বলিল, "আল্লাহ্‌ আমাকে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিন যেন আমি লোকদের দেখিতে পাই।"

নবী (সঃ) বলেন, তখন ফিরিশ্‌তা তাহার চোখে হাত বুলাইলে আল্লাহ্‌ তাহাকে তাহার দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিলেন। ফিরিশ্‌তা আবার বলিল, "কোন্ সম্পদ আপনার সর্বাধিক প্রিয়?" সে বলিল, "ছাগল।" তখন ফিরিশ্‌তা তাহাকে বাচ্চাওয়ালী একটি ছাগী দিলেন।

তারপর উট্‌নী, গাভীও বাচ্চা দিতে লাগিল এবং ছাগীও বাচ্চা দিতে লাগিল। ফলে প্রথম জনের এক মাঠ-ভরা উট, দ্বিতীয় জনের এক মাঠ-ভরা গরু ও তৃতীয় জনের এক মাঠ-ভরা ছাগল হইল।

তারপর ঐ ফিরিশ্‌তাই নিজ পূর্ব আকৃতিতে ও রূপে (পূর্বের) শ্বেতকুষ্ঠীর নিকটে আসিয়া বলিল, "অসহায় সম্বলহীন লোক আমি। আমার এই সফরে সকল উপায়

ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। এখন আল্লাহ্ ছাড়া এবং তাঁহার পরে আপনি ছাড়া আমার কোন গতি নাই। কাজেই যিনি আপনাকে এই সুন্দর কান্তি, এই সুন্দর ত্বক ও এই মাল দিয়াছেন তাঁহার নামে আমি আপনার নিকটে একটি উট ভিক্ষা চাহিতেছি যাহাতে আমি ঐ উটের সাহায্যে আমার এই সফরে গন্তব্যস্থানে পৌছিতে পারি।" তাহাতে ঐ লোকটি বলিল, "(এই মালে) বহু লোকের বহু হক পাওনা রহিয়াছে। (কাজেই আমি তোমাকে কোন উট দিতে পারিতেছি না।)" তখন ফিরিশ্তাটি তাহাকে বলিল, 'আমার মনে হয় আমি যেন আপনাকে চিনি। আচ্ছা, আপনি কি দরিদ্র শ্বেতকুষ্ঠী ছিলেন না এবং লোকে কি আপনাকে ঘৃণা করিত না এবং উহার পরে আল্লাহ যাহা দিবার দিয়াছেন।' লোকটি বলিল, "(আমি কোন দিনই দরিদ্র ছিলাম না।) আমি এইসব সম্পদ আমার বিত্তশালী পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছি।" তখন ফিরিশ্তাটি বলিল, "তুমি যদি মিথ্যাবাদী হও তবে আল্লাহ্ তোমাকে তোমার পূর্বের অবস্থায় পরিণত করুন।"

তারপর ঐ ফিরিশ্তা নিজের পূর্বের আকৃতিতে ও পূর্বের রূপে (পূর্বের) টেকো-মাথার নিকট আসিয়া প্রথম ব্যক্তিকে যাহা বলিয়াছিল তাহারই অনুরূপ কথা ইহাকে বলিল এবং প্রথম লোকটি উত্তরে যাহা বলিয়াছিল তাহারই অনুরূপ কথা এই লোকটিও বলিল। তখন ফিরিশ্তা বলিল, "তুমি যদি মিথ্যাবাদী হও তাহা হইলে আল্লাহ্ তোমাকে তোমার পূর্বের অবস্থায় পরিণত করুন।"

তারপর ঐ ফিরিশ্তা নিজ পূর্ব আকৃতিতে (পূর্বের) অন্ধটির নিকট আসিয়া বলিল, "সহায় সম্বলহীন এক মিস্কীন, মুসাফির আমি। আমার এ সফরে আমার সকল উপায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। এখন আল্লাহ্ ছাড়া এবং তাহার পরে আপনি ছাড়া আমার আর কোন গতি নাই। কাজেই যে আল্লাহ্ আপনাকে দৃষ্টিশক্তি পুনরায় দান করিয়াছেন তাঁহার নামে আমি আপনার নিকট একটি ছাগী ভিক্ষা চাহিতেছি, যাহাতে আমি আমার সফরে ঐ ছাগী সম্বল করিয়া গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারি।" লোকটি বলিল, "বাস্তবিকই আমি অন্ধ ছিলাম। অনন্তর আল্লাহ্ আমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দেন। আমি দরিদ্র ছিলাম। অনন্তর আল্লাহ্ আমাকে ধনবান করেন। কাজেই আপনার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই গ্রহণ করুন। আল্লার কসম; আপনি আজ আল্লার ওয়াস্তে যাহাই লইবেন তাহাতে আমি আপনাকে কোন বাধা দিব না।" তখন ফিরিশ্তাটি বলিল, "আপনার মাল আপনিই রাখুন। (আমার কোন মালের প্রয়োজন নাই।) বস্তুতঃ আপনাদিগকে পরীক্ষা করা হইল এবং তাহার ফলে আল্লাহ্ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং আপনার সঙ্গীদ্বয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন।"

২৭২। আবু সা'ঈদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, বানু ইস্রাঈলেরএকজন লোক নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করে। তারপর (গুনাহ মাফ হওয়ার উপায়) জিজ্ঞাসা করিবার জন্য সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়ে। অনন্তর একজন

তাপসের নিকট গিয়া সে তাপসকে বলিল, "এই পাপের কি কোন প্রায়শ্চিত্ত আছে?" তাপস বলিল, "না" তখন লোকটি তাপসকে হত্যা করিল। তারপর লোকটি এ সম্বন্ধে বিধান জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে একজন লোক তাহাকে বলিল, "অমুক শহরে যাও।" অনন্তর সে ঐ শহরের দিকে যাইতে থাকাকালে পথিমধ্যে তাহার মৃত্যু হয় এবং সে সেখানে এমনভাবে শুইয়া পড়ে যে, তাহার বক্ষটুকু মাত্র অর্ধেক পথ হইতে আগাইয়া থাকে। তখন তাহার রূহ লইবার জন্য রহমতের ফিরিশতার মধ্যে ও আযাবের ফিরিশতার মধ্যে বিরোধ বাধে। (রহমতের ফিরিশতা বলে যে, লোকটি যেহেতু গুনাহ মাফের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিল কাজেই তাহার গুনাহ মাফ হইয়াছে এবং সে জান্নাতে যাইবার হকদার। আর আযাবের ফিরিশ্‌তা বলে, লোকটি যেহেতু অভীষ্ট স্থানে পৌঁছে নাই কাজেই তাহার গুনাহ মাফ হয় নাই এবং সে জাহান্নামে যাইবার যোগ্য।) তখন আল্লাহ্‌ গন্তব্য শহরটিকে ঐ লোকটির নিকটবর্তী হইতে এবং লোকটির বাসস্থানের শহরটিকে দূরবর্তী হইতে হুকুম করিলেন। তারপর ফিরিশ্‌তাদের ঐ পথ মাপিবার জন্য নির্দেশ দিলেন। অনন্তর গন্তব্য শহরটির দিক এক বিঘত কম পাওয়া গেলে লোকটির গুনাহ্‌ মাফ করিয়া দেওয়া হইল।

২৭৩। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, একজন লোক অপর একজন লোকের নিকট হইতে তাহার একটি ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করিল। অতঃপর যে লোকটি সম্পত্তি খরিদ করিল সে ঐ সম্পত্তির মধ্যে এক ঘড়া সোনা পাইল। তখন যে লোকটি সম্পত্তি খরিদ করিয়াছিল সে বিক্রেতাকে বলিল, "তোমার সোনা তুমি আমার নিকট হইতে লইয়া যাও। কারণ, আমি তোমার নিকট হইতে জমি খরিদ করিয়াছি—তোমার নিকট হইতে সোনা খরিদ করি নাই।" আর জমিটি যে লোকটির ছিল সে বলিল, "জমিটি এবং ঐ জমির মধ্যে যাহা কিছু ছিল সবই আমি তোমার নিকট বিক্রয় করিয়াছি (কাজেই ঐ সোনা আমি লইতে পারি না)।" অবশেষে তাহারা উভয়ে একজন লোকের নিকট ইহার ফয়সলা চাহিল। অনন্তর যে লোকটিকে তাহারা বিচারক মানিয়াছিল সেই লোকটি (দাউদ আঃ) বলিল, "তোমাদের কোন ছেলে-মেয়ে আছে?" তাহাদের একজন (খরিদ্দার লোকটি) বলিল, "আমার একটি ছেলে আছে।" আর অপর লোকটি বলিল, "আমার একটি মেয়ে আছে।" তখন বিচারক বলিল, "ছেলেটির সহিত মেয়েটির বিবাহ দাও এবং ঐ সোনা হইতে কিছু তাহাদের জন্য খরচ কর এবং কিছু খয়রাত করিয়া দাও।"

২৭৪। উসামা ইব্‌ন যাইদ (রাঃ)-কে একদা জিজ্ঞাসা করা হইল "আপনি প্লেগ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ -র নিকট হইতে কি কথা শুনিয়াছেন?" তাহাতে উসামা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন: "প্লেগ এক প্রকার আযাব। এই আযাব বানু ইসরাঈলের (অথবা তোমাদের পূর্ববর্তীদের) একদল লোকের দিকে পাঠান হইয়াছিল।

অতএব কোন স্থানে প্লেগ হইয়াছে বলিয়া যখন তোমরা শুনিবে তখন তোমরা সেই স্থানে যাইও না। আর তোমরা কোন স্থানে থাকাকালে যদি ঐ স্থানে প্লেগ দেখা দেয় তাহা হইলে তোমরা ঐ স্থান হইতে পলায়ন উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া যাইও না।"

২৭৫। নবী সঃ-র বিবি আয়িশা রাঃ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-কে প্লেগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে জানান, "উহা এক প্রকার আযাব। আল্লাহ্ যাহার প্রতি উহা পাঠাইবার ইচ্ছা করেন তাহার প্রতি উহা পাঠাইয়া থাকেন। আর ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ প্লেগকে মুমিনদের জন্য রহমতস্বরূপ করিয়াছেন। কারণ, কোন শহরে প্লেগ দেখা দিলে যে মুমিন নিজ শহরে অবস্থানকে সওয়াব জ্ঞানে সবরের সহিত ঐ শহরে বাস করিতে থাকে, (সেখান হইতে পলাইয়া না যায়;) এবং বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্ তাহার জন্য যাহা নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা ছাড়া আর কিছুই তাহাকে পৌঁছিবে না, ঐ মুমিন (যে ভাবেই মরুক না কেন, সে) এক জন শহীদের প্রতিদানের সমান প্রতিদান লাভ করিবে।" (আর সে যদি প্লেগে মারা যায় তাহা হইলে সে শহীদের মরতবা পাইবে—মুসলিম।)

২৭৬। ইব্ন মাস'উদ রাঃ বলেন, একদা নবী সঃ বলেন, "এক জন নবীকে তাহার কাওমের লোকে প্রহার করিতে করিতে রক্তাক্ত করিয়া ফেলিলে ঐ নবী নিজ হাত দিয়া তাঁহার মুখমণ্ডলের রক্ত মুছিয়া ফেলিতেছিলেন।" নবী সঃ নিজ মুখমণ্ডল মুছিয়া ঐ দৃশ্যটি দেখাইয়াছিলেন। উহা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসিতেছে।

২৭৭। ইব্ন 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "এক জন লোক উত্তম বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া গর্বভরে চলিতে থাকাকালে তাহাকে মৃত্তিকা-গর্ভে প্রোথিত করা হয়। অনন্তর সে কিয়ামত পর্যন্ত মৃত্তিকাগর্ভে ঢুকিয়া যাইতে থাকিবে (এই লোকটি হইতেছে 'কারুন')।"

কুরাইশ গোত্রের গুণাবলী

[মানাকিবু কুরাইশ]

২৭৮। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "লোকদের বিভিন্ন গোত্রকে তোমরা বিভিন্ন খনির অনুরূপ পাইবে। তাহাদের যে গোত্রগুলি অজ্ঞানতার যুগে শ্রেষ্ঠ ছিল তাহারা যদি ইসলাম সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ হয় তাহা হইলে তাহারা ইসলামী যুগেও শ্রেষ্ঠ হইবে। তারপর শ্রেষ্ঠ মুমিন লোকেরা যতক্ষণ পর্যন্ত শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িত হইয়া না পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাহাদিগকে শাসন ব্যাপারের প্রতি সর্বাধিক ঘৃণা পোষণ করিতে দেখিতে পাইবে।[৭৪] আর লোকদের মধ্যে তোমরা ঐ দ্বি-জিহ্ব লোককে সর্বাধিক বদ পাইবে যে লোক এক দলের সম্মুখে এক মুখ লইয়া উপস্থিত হয় এবং অপর দলের সম্মুখে অন্য মুখ লইয়া উপস্থিত হয় (অর্থাৎ কপট মুনাফিক লোকই সব চেয়ে বদ। তাহারা কাফির মুশরিক অপেক্ষাও বেশী অনিষ্টকারী)"।

২৭৯। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "এই শাসন ব্যাপারে লোকে কুরাইশের অনুগত ও বাধ্য—মুসলিম লোকেরা মুসলিম কুরাইশের অনুগত এবং কাফির লোকেরা কাফির কুরাইশের অনুগত। বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা বিভিন্ন খনির ন্যায়—যে যে গোত্রের লোকেরা অজ্ঞানতার যুগে শ্রেষ্ঠ ছিল তাহারা যদি ইসলাম সম্পর্কে প্রজ্ঞা লাভ করে তাহা হইলে তাহারা ইসলামী যুগেও শ্রেষ্ঠ হইবে। তারপর, শ্রেষ্ঠ মুমিন লোকেরা যতক্ষণ পর্যন্ত এই শাসন ব্যাপারে জড়িত হইয়া না পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাহাদিগকে শাসন ব্যাপারের প্রতি সর্বাধিক ঘৃণা পোষণকারী দেখিতে পাইবে।"

২৮০। মু'আবিয়া রাঃ যখন শুনিতে পাইলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আস হাদীস বর্ণনা করিতেছেন যে, অচিরে কাহ্‌তান বংশ হইতে বাদশা হইবে,

৭৪। ন্যায় বিচার, শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন প্রভৃতি কঠোর কর্তব্য ও গুরুতর দায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এবং পরকালে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে জবাবদিহির ভয়ে শঙ্কিত হইয়া শ্রেষ্ঠ মুমিনেরা কিছুতেই শাসনকার্যের ভার গ্রহণ করিতে উৎসুক হয় না। কিন্তু তাহাদের উপর ঐ দায়িত্ব আসিয়া পড়িলে তাহারা যেহেতু অনিচ্ছা সত্ত্বেও শাসনভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, তাই [নবী সঃ-র হাদীস মতে] আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে শাসনকার্য পরিচালনায় সাহায্য করেন। ফলে সে সুচারুরূপে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে সক্ষম হয়।

তখন মু'আবিয়া রাঃ ক্রুদ্ধ হন। অতঃপর খুতবা দিতে দাঁড়াইয়া তিনি আল্লার যথা-যোগ্য প্রশংসা করেন। তারপর তিনি বলেন, অতঃপর আমার নিকট সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, তোমাদের মধ্য হইতে কোন কোন লোক এমন সব উক্তি করিতেছে যাহা আল্লার কিতাবেও নাই এবং রাসূলুল্লাহ সঃ হইতেও বর্ণিত হয় নাই। তোমাদের মধ্যে তাহারা অজ্ঞ। কাজেই তোমরা তাহাদের হইতে দূরে থাকিও। আরও, তোমরা ঐ সকল অলীক কামনা হইতেও দূরে থাকিও যে অলীক কামনাগুলির পোষণকারীকে ঐ কামনাগুলি বিপথে চালিত করে। আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-কে নিশ্চিতভাবে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি "ইহা নিশ্চিত যে, এই শাসনক্ষমতা কুরাইশের হাতে থাকিবে এবং তাহারা যতকাল দীন ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে ততকাল যে কেহ তাহাদের শত্রুতা করিতে উঠিবে তাহাকেই আল্লাহ্ মুখের ভারে নিক্ষেপ করিবেন (অর্থাৎ সেই পরাজিত হইবে)।" [৭৫]

২৮১। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "কুরাইশ, আনসার, জুহাইনাঃ, মুযাইনাঃ, আস্‌লাম ও গিফার গোত্রগুলির লোকেরা আমার সাহায্যকারী বন্ধু—আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল ছাড়া তাহাদের আর কোন সাহায্যকারী বন্ধু নাই।"

২৮২। ইব্‌ন 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "খিলাফৎ চিরকাল কুরাইশের হাতে থাকিবে। এমন কি দুনয়াতে যদি মাত্র দুই জন লোক বাঁচিয়া থাকে তবুও খিলাফত কুরাইশের হাতেই থাকিবে।" [৭৬]

২৮৩। জুবাইর ইব্‌ন মুত্'ইম রাঃ বলেন, একদা উসমান ইব্‌ন 'আফ্‌ফান ও আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-র সহিত চলিতে চলিতে উসমান বলিলেন, "আল্লার রাসূল আপনি মুত্তালিবের বংশধরকে দান করিলেন আর আমাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন, অথচ আপনার সহিত বংশ সম্পর্কে তাহারা ও আমরা একই পর্যায়ে অবস্থিত।" তাহাতে নবী সঃ বলিলেন, "ইহা নিশ্চিত যে, হাশিমের বংশধর ও মুত্তালিবের বংশধর এক ও অভিন্ন।" [৭৭]

৭৫। মু'আবিয়া রাঃ যে হাদীস বর্ণনা করেন তাহার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, কুরাইশ শাসক যখন দীন ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে ঔদাসীন্য দেখাইবে তখন শাসনক্ষমতা তাহাদের (কুরাইশের) হাত হইতে চলিয়া যাইবে। কাজেই এই হাদীসটি আবদুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির মোটেই বিরোধী নয়। অধিকন্তু কয়েকটি হাদীস পরে আবূ হুরাইরা রাঃ-র বর্ণিত ২৮৯ নং হাদীসটিও আবদুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিকে সমর্থন করে। এমত অবস্থায় আবদুল্লাহ রাঃ সম্পর্কে মু'আবিয়া রাঃ যে মন্তব্য করেন সেই মন্তব্যটি মু'আবিয়া রাঃ-র প্রতিই সমধিক প্রযোজ্য।

৭৬। অর্থাৎ কুরাইশ ছাড়া অপর লোক ইমাম, আমীর ইত্যাদি হইতে পারে কিন্তু খিলাফত পাইতে পারে না। 'খলীফা' উপাধি একমাত্র কুরাইশের জন্য নির্ধারিত।

৭৭। রাসূলুল্লাহ সঃ-র প্রপিতামহ হাশিমের তিন ভাই ছিল—মুত্তালিব, আব্‌দ-শাম্‌স ও নাওফাল। হাশিম মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার শিশু পুত্র আবদুল মুত্তালিবকে মুত্তালিব নিজ পরিবারে রাখিয়া লালন-পালন করেন। তদবধি মুত্তালিবের পুত্র পৌত্রাদি ও হাশিমের পুত্র পৌত্রাদির মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্টতা গড়িয়া উঠে। কিন্তু আব্‌দ-শাম্‌স ও নাওফালের পুত্র পৌত্রাদির সহিত হাশিমের পুত্র পৌত্রাদির ঘনিষ্ঠতা ছিল না। এই কারণে রাসূলুল্লাহ সঃ এই উক্তি করেন। বলা বাহুল্য, হযরত উসমান ছিলেন 'আব্‌দ-শাম্‌স-এর বংশধর।

২৮৪। আবূ যার্র্ রা: হইতে বর্ণিত আছে, তিনি নবী সঃ-কে বলিতে শুনিয়াছেন, "যে কোন ব্যক্তি নিজ পিতা সম্বন্ধে অবগত থাকিয়াও অপর কাহাকেও পিতা বলিয়া দাবী করে সে কুফর করে। আর যে বংশের সহিত যাহার সম্পর্ক নাই সে যদি নিজেকে ঐ বংশের বলিয়া দাবী করে তবে সে যেন জাহান্নামে নিজ বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া লয়।"

২৮৫। ওয়াসিলা ইব্ন আস্কা' রা: বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "নিজ পিতা ছাড়া অপর কাহাকেও পিতা বলিয়া কাহারও দাবী করা, অথবা কেহ যাহা স্বচক্ষে দেখে নাই উহা সে দেখিয়াছে বলিয়া উক্তি করা, অথবা রাসূলুল্লাহ সঃ যাহা বলেন নাই তাহা তাঁহার নামে চালাইয়া দেওয়া সর্বাধিক জঘন্য মিথ্যাগুলির অন্তর্ভুক্ত।"

২৮৬। ইব্ন 'উমর রা: হইতে বর্ণিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ সঃ মিম্বারের উপরে দাঁড়াইয়া বলেন, "গিফার গোত্রকে আল্লাহ্ ক্ষমা করিয়াছেন এবং আস্লাম গোত্রকে আল্লাহ্ নিরাপদ করিয়াছেন। আর 'উসাইয়া: গোত্র আল্লার ও তাঁহার রাসূলের নাফরমানী করিয়াছে।" ('উসাইয়া গোত্র বি'রে মা'উনাতে মুসলিম কারীদেরে হত্যা করিয়াছিল।)

২৮৭। আবূ বাক্রা: রা: হইতে বর্ণিত আছে, একদা আকরা' ইব্ন হাবিস নবী সঃ-কে বলিল, "হাজীদের মাল অপহরণকারী আস্লাম, গিফার, মুযাইনা: ও জুহাইনা: গোত্রগুলি আপনার অনুসারী হইয়াছে। (কিন্তু বানূ তামীম, 'বানূ 'আমির, আসাদ, গাত্ফান প্রভৃতি শরীফ গোত্রগুলি তো আপনার অনুসারী হয় নাই।)" তাহাতে নবী সঃ বলিলেন, "আচ্ছা, বলো তো—আস্লাম, গিফার, মুযাইনা: ও জুহাইনা: গোত্র-গুলির লোকেরা যদি (আল্লার নিকট) বানূ তামীম, বানূ 'আমির, আসাদ ও গাত্ফান গোত্রগুলি লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে তাহা হইলে বানূ তামীম, বানূ 'আমির, আসাদ ও গাত্ফানের লোকেরা বাস্তবিকই কি ক্ষতিগ্রস্ত ও বিফল মনোরথ হইয়াছে?" সে বলিল, "হাঁ"। তখন নবী সঃ বলিলেন, "যাঁহার হাতে আমার জান রহিয়াছে তাঁহার কসম, আস্লাম, গিফার, মুযাইনা:, ও জুহাইনা: গোত্রের লোকেরা বানূ তামীম, বানূ 'আমির, আসাদ ও গাত্ফানের লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।"

২৮৮। আবূ হুরাইরা রা: বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "আস্লাম ও গিফার গোত্রদ্বয়ের লোকেরা এবং মুযাইনা: ও জুহাইনা: গোত্রদ্বয়ের কোন কোন দল আল্লার নিকট (কিয়ামত দিবসে) আসাদ, তামীম, হাওয়াযিন ও গাত্ফান গোত্রগুলির লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।"

২৮৯। আবূ হুরাইরা রা: হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "কাহতান গোত্র হইতে এক জন লোক এমন হইবে যে, সে নিজ লাঠি দ্বারা সমগ্র মানবজাতিকে হাঁকাইতে থাকিবে।। ঐ ঘটনা যে পর্যন্ত না ঘটিবে সে পর্যন্ত কিয়ামত ঘটিবে না।"

২৯০। জাবির রা: বলেন, আমরা নবী সঃ-র সঙ্গে (মুরাইসি') যুদ্ধে গিয়াছিলাম। ঐ যুদ্ধে মুহাজিরদের মধ্য হইতে বহু লোক তাঁহার সঙ্গে সমবেত হইয়াছিল।

ঐ মুহাজিরদের মধ্যে এক জন অত্যন্ত হাস্য-রসিক লোক ছিল। (কৌতুক করিতে গিয়া) সে এক জন আনসারীকে (তাহার পাছায়) আঘাত করিল। তাহাতে ঐ আনসারী অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া উঠিল এবং শেষ পর্যন্ত লোকে হাঁক-ডাক আরম্ভ করিয়া দিল। আনসারী লোকটি ডাক ছাড়িল, "ওহে আনসারীগণ সাহায্য কর।" আর মুহাজির লোকটি ডাক ছাড়িল, "ওহে মুহাজিরগণ সাহায্য কর।" তখন নবী সঃ বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "অজ্ঞানতার যুগের লোকদের মত হাঁক-ডাক কেন?" তারপর তিনি বলিলেন, "ব্যাপারটা কি?" তখন আনসারীকে মুহাজির লোকটির আঘাত করার কথা তাঁহাকে জানান হইল। তখন নবী সঃ বলিলেন, "অজ্ঞানতার যুগের হাঁক-ডাক পরিত্যাগ কর। কেননা উহা জঘন্য হাঁক-ডাক।"

এই ঘটনা প্রসঙ্গে ঐ সময়ে (মুনাফিক সরদার) আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল (নিজ লোকদের সামনে) বলিয়াছিল, "ওরা আমাদের বিরুদ্ধে হাঁক-ডাক করিয়া বসিয়াছে। আল্লার কসম, আমরা মদীনা ফিরিয়া গেলে মদীনার সম্ভ্রান্ত লোকেরা ইতর লোকদিগকে মদীনা হইতে নিশ্চয় বাহির করিয়া ছাড়িবে (অর্থাৎ আমরা ঐ মুহাজিরদিগকে মদীনা হইতে তাড়াইয়া দিব)।"

পরে (ঐ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে) আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাইকে উদ্দেশ্য করিয়া উমর বলিলেন, "আল্লার নবী, আপনি কি উহাকে হত্যা করিবেন না?" তাহাতে নবী সঃ বলিলেন, "লোকে যাহাতে বলিতে না পারে যে, নবী তাঁহার সঙ্গীদিগকে হত্যা করে (সেই জন্য আমি উহাকে হত্যা করিব না)।"

২৯১। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "খুযা'আঃ গোত্রের আদি পিতা হইতেছে, "আমর ইব্‌ন লুহাই ইব্‌ন কাম্'আঃ ইব্‌ন খিন্‌দিফ্।"

২৯২। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, নবী সঃ বলিয়াছেন, "আমি খুযা'আঃ গোত্রের 'আম্‌র্ ইব্‌ন 'আমিরকে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে দেখিলাম। (তাহার নাড়ি-ভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়িয়াছে এবং) সে তাহার নাড়ি-ভুঁড়ি টানিয়া ফিরিতেছে। মূর্তির উদ্দেশ্যে উট্‌নি ছাড়িয়া দিবার প্রথা সেই সর্বপ্রথম জারি করিয়াছিল।"৭৮

৭৮। এই প্রথায় মূর্তির সেবাইতের নিকট উট্‌নী লইয়া গিয়া উহা ছাড়িয়া দেওয়া হইত। অতঃপর ঐ উট্‌নীর উপর আরোহণ করা ও বোঝা বহন করা নিষিদ্ধ জ্ঞান করা হইত। ঐ উট্‌নীকে আরবীতে 'সায়িবাঃ' বলা হইত।

আবূ যারর্ রাঃ-র ইসলাম গ্রহণ

[ইস্‌লামু আবী যার্‌র্ রা:]

২৯৩। ইব্‌ন আব্বাস রাঃ বলেন, আবূ যারর বলেন—আমি গিফার গোত্রের এক জন লোক ছিলাম (এবং গিফার গোত্রের মধ্যে বাস করিতাম)। অতঃপর আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছিল যে, সম্প্রতি মক্কার এক জন লোক দাবী করিতেছে যে, সে নবী। তখন আমি আমার ভাইকে বলিলাম, "তুমি ঐ লোকটির নিকট যাও। তাহার সহিত আলাপ কর এবং তাহার সংবাদ লইয়া আমার নিকট এস।" অনন্তর সে রওয়ানা হইল। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। তারপর সে ফিরিয়া আসিল। তখন আমি তাহাকে বলিলাম, "কী খবর?" সে বলিল, "আল্লার কসম, আমি উহাকে এমন এক জন লোক পাইলাম যিনি সৎ কাজের আদেশ করেন ও মন্দ কাজ করিতে নিষেধ করেন।" আমি তাহাকে বলিলাম, "তোমার এই সংবাদে আমি পরিতৃপ্ত হইতে পারিলাম না।"

তারপর আমি এক থলি খাবার ও একটি লাঠি লইয়া মক্কা অভিমুখে যাত্রা করিলাম (মক্কা পৌঁছিলাম)। অনন্তর আমি যেহেতু ঐ লোকটিকে চিনিতাম না এবং (নির্যাতনের ভয়ে) তাহার কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসাও করিতে পারিতেছিলাম না, কাজেই আমি যমযমের পানি পান করিতে এবং মসজিদুল্-হারামে অবস্থান করিতে থাকিলাম। অতঃপর একদা (সন্ধ্যায়) আলী আমার নিকট দিয়া যাইবার সময়ে বলিলেন, "মনে হইতেছে, লোকটি যেন বিদেশী।" আমি বলিলাম, "হাঁ"। তিনি বলিলেন, "তবে আমার বাড়ী চল।" তখন আমি তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। তিনিও আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন না এবং আমিও তাঁহাকে কিছু জানাইতে-ছিলাম না। (তারপর খাওয়া-দাওয়া করিয়া আলী রাঃ-র বাড়ীতেই রাত্রি কাটাইলাম।) তারপর প্রভাত হইলে ঐ লোকটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার উদ্দেশ্যে আমি আবার মসজিদুল্-হারামে গেলাম। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে কেহই কোন কথাই আমাকে জানাইল না।

তারপর আলী আবার আমার নিকট দিয়া যাইবার সময়ে বলিলেন, "লোকটির পক্ষে নিজ বাসস্থান ঠিক করিবার সময় কি এখনও হয় নাই?" আমি বলিলাম, "না (আমি এখানে বাস করিতে ইচ্ছা করি না)।" তিনি বলিলেন, "আমার সঙ্গে চল।" তারপর তিনি বলিলেন, "তোমার ব্যাপারটি কী? তুমি এই শহরে

কেন আসিয়াছ?" আমি উহাকে বলিলাম "আমার কথাটি যদি গোপন রাখেন তাহা হইলে আমি আপনাকে আমার ব্যাপারটি জানাইতে পারি।" তিনি বলিলেন, "আমি নিশ্চয় গোপন রাখিব।" আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আমাদের নিকট সংবাদ পেঁৗছিল যে, এখানে সম্প্রতি এক জন লোক দাবী করিতেছে যে, সে নবী। অতঃপর তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য আমি আমার ভাইকে পাঠাইলাম। সে ফিরিয়া গিয়া যে সংবাদ দিল তাহাতে আমি পরিতৃপ্ত হইতে পারিলাম না। তাই আমি নিজে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা করিলাম।" তখন আলী বলিলেন, "তুমি ঠিক পথেই চালিত হইয়াছ। এই যে, আমার মুখ তাঁহারই পানে। অতএব তুমি আমার অনুসরণ কর। আমি যেখানে প্রবেশ করিব তুমিও সেইখানে প্রবেশ করিও। আর তোমার অনিষ্ট করিবে বলিয়া আমার আশঙ্কা হয়—এমন কোন ব্যক্তিকে আমি যখন দেখিব তখন আমি আমার জুতা ঠিক করিবার ভান করিয়া রাস্তার পার্শ্বে প্রাচীরের ধারে দাঁড়াইব কিন্তু তুমি চলিতেই থাকিবে।"

তারপর তিনি চলিতে লাগিলেন এবং আমি তাঁহার সহিত চলিলাম। অবশেষে তিনি নবী সঃ-র নিকট প্রবেশ করিলেন এবং আমিও তাঁহার সহিত প্রবেশ করিলাম। অতঃপর আমি নবী সঃ-কে বলিলাম, "আমার সামনে ইসলাম পেশ করুন।" তারপর তিনি আমার সামনে ইসলাম পেশ করিলে আমি তখনই ঐখানেই ইসলাম গ্রহণ করিলাম। তখন নবী সঃ আমাকে বলিলেন, "হে আবূ যার্‌র্, তোমার ইসলাম গ্রহণ ব্যাপারটি এখন গোপন রাখ এবং তোমার দেশে ফিরিয়া যাও। তারপর আমাদের প্রভাব প্রতিপত্তির সংবাদ যখন তুমি পাইবে তখন আসিও।" আমি বলিলাম, "যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার কসম, তওহীদের এই বাণী আমি লোক সমক্ষে উচ্চস্বরে ঘোষণা করিব।"

ইব্‌ন আব্বাস রাঃ বলেন, অতঃপর কা'বা মসজিদে কুরাইশ দল থাকাকালে আবূ যার্‌র্ সেখানে গিয়া বলিল, "ওহে কুরাইশ দল, আমি নিশ্চিতভাবে সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনও মা'বূদ নাই আর আমি ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয় মুহম্মদ আল্লার বান্দা ও আল্লার রাসূল।"

আবূ যার্‌র্ বলেন, অতঃপর কুরাইশের লোকেরা বলিয়া উঠিল, "এই ধর্ম-ত্যাগীটির দিকে ধাবিত হও।" তখন তাহারা উঠিয়া আসিল এবং আমাকে এমনভাবে প্রহার করা হইতে লাগিল যেন আমি মরিয়া যাই। তখন আব্বাস আমার নিকট আসিয়া পেঁৗছিলেন এবং আমার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন (এবং প্রহার বন্ধ হইল)। তারপর আব্বাস কুরাইশদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমাদের সমূহ বিপদ। যে গিফার গোত্রের নিকট দিয়া তোমাদের ব্যবসা-অভিযান ও তোমাদের যাতায়াত সেই গিফার গোত্রের এক জন লোককে তোমরা হত্যা করিতে যাইতেছ।" এই কথা শুনিয়া তাহারা আমার নিকট হইতে সরিয়া পড়িল।

তারপর, পরদিন সকালে আমি কা'বা মসজিদে গিয়া পূর্ব দিনে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা বলিলাম। তখন কুরাইশেরা বলিল, "এই ধর্মত্যাগীটির দিকে ধাবিত হও।" ফলে পূর্ব দিনে আমার সহিত যে আচরণ করা হইয়াছিল সেইরূপ আচরণই আমার সহিত করা হইল। আর এই দিনেও আব্বাস আমার নিকট পৌঁছিয়া আমার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন এবং পূর্ব দিনে যাহা বলিয়াছিলেন তাহারই অনুরূপ কথা বলিলেন।

ইব্‌ন আব্বাস রা: বলেন, ইহাই ছিল আবূ যার্‌র্ রা:-র ইসলাম গ্রহণের প্রথম অবস্থা।

২৯৪। ইব্‌ন আব্বাস রা: বলেন, 'আপনার নিকটবর্তী আত্মীয়দিগকে সতর্ক করুন'—এই আয়াতটি যখন নাযিল হয় তখন নবী স: কুরাইশ গোষ্ঠিগুলিকে নাম ধরিয়া ধরিয়া আহ্বান করেন। তিনি এই বলিয়া ডাক দেন, "ওহে বানূ ফিহর," "ওহে বানূ "আদী" ইত্যাদি।

২৯৫। আয়িশা রা: বলেন, কবিতার মাধ্যমে মুশরিকদের দুর্ণাম প্রচার করিবার জন্য হাস্‌সান নবী স:-র অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন, "আমার বংশ সম্পর্কে কী ভাবে বলিবে?" হাস্‌সান বলিল, "ছানা আটা হইতে চুলকে যে ভাবে টানিয়া লওয়া হয় সেই ভাবে আমি আপনাকে তাহাদের হইতে আলাদা করিয়া লইব।"

২৯৬। জুবাইর ইব্‌ন মুত্‌'ইম রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, 'আমার পাঁচটি নাম রহিয়াছে। আমি মুহম্মদ ও আহমদ। আমি আল্-মাহী (বিলোপকারী) আমার দ্বারা আল্লাহ্ কুফরের বিলোপ সাধন করেন। আমি আল্-হাশির (সমবেতকারী) (কিয়ামত দিবসে) আমার পশ্চাতে মানবজাতিকে সমবেত করা হইবে এবং আমি আল্-'আকিব (নবীদের শেষ আগমনকারী)।"

২৯৭। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ একদা সাহাবীদিগকে বলিলেন, "দেখ, কী আজব ব্যাপার। আল্লাহ্ কুরাইশদের গালি ও তাহাদের অভিসম্পাৎ কী ভাবে আমা হইতে সরাইয়া দিতেছেন। তাহারা মুযাম্‌মাম্‌কে (নিন্দিতকে) গালি দেয় তাহারা মুযাম্‌মাম্‌কে (নিন্দিতকে) অভিসম্পাৎ দেয়; কিন্তু আমি তো মুহম্মদ (প্রশংসিত)। (আমি মুযাম্‌মাম্ নই বলিয়া কুরাইশদের গালি আমার উপর পতিত হয় না।)"

২৯৮। জাবির রা: বলেন, নবী স: বলিয়াছেন, "আমার উপমা ও নবীদের উপমা এইরূপ, এক জন লোক একটি ঘর নির্মাণ করিতে গিয়া একটি ইটের স্থান খালি ছাড়িয়া ঘরটিকে সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিল এবং সুন্দর করিয়া তুলিল। অতঃপর লোক ঐ ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিতে লাগিল, ঐ ইটটির স্থানটি যদি খালি না থাকিত (তাহা হইলে ঘরটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হইত)।"

আবূ হুরাইরা রা:-র রিওয়ায়াতে 'একটি ইটের স্থান' এর সহিত 'এক কোণে' কথাটিও রহিয়াছে। এবং তাঁহার রিওয়ায়াতের শেষে এই কথাটিও রহিয়াছে "আর আমিই সেই ইটটি এবং আমি নবীদের শেষ জন।"

২৯৯। আয়িশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে : ৬৩ বৎসর বয়সে নবী সঃ-র অফাত হইয়াছিল।

৩০০। সায়িব ইব্‌ন য়াযীদ রাঃ চুরানব্বই বৎসর বয়সে সবল ও ঋজু দেহ ছিলেন। ঐ বয়সে তিনি বলেন : আমি একমাত্র রসূলুল্লাহ সঃ-র বরকতে এখনও আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ভোগ করিয়া চলিয়াছি। (আমার বাল্যকালে) আমার খালা আমাকে রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট লইয়া গিয়া বলেন, "আমার রসূল, আমার বোন-পোটি পীড়িত। আপনি তাহার জন্য আল্লার নিকট দু'আ করুন।" তখন নবী সঃ আমার জন্য দু'আ করিলেন।

৩০১। উক্‌বা ইব্‌ন হারিস রাঃ বলেন : একদা আবূ বকর রাঃ আসরের নামায পড়িলেন। তারপর বাহির হইয়া পথ চলিতে লাগিলেন। অনন্তর, হাসানকে অপর বালকদের সহিত খেলা করিতে দেখিয়া তাহাকে নিজ ঘাড়ে তুলিয়া লইলেন এবং বলিলেন, "আমার পিতা কুরবান হউক। নবীর অনুরূপ—আলীর অনুরূপ নয়"। ইহা শুনিয়া আলী হাসিতেছিলেন।

৩০২। আবূ জুহাইফা রাঃ বলেন, "আমি নবী সঃ-কে দেখিয়াছি। আর হাসান ইব্‌ন আলী তাঁহার অনুরূপ ছিলেন।" অতঃপর তাঁহাকে বলা হইল, "আমাদিগকে নবী সঃ-র কিছু বিবরণ বলুন।" তখন আবূ জুহাইফা বলেন, "তিনি গৌরকায় ছিলেন। তাঁহার চুল কিছু কিছু সাদা হইয়াছিল। নবী সঃ আমাদিগকে তেরটি উটনী দিবার জন্য আদেশ করেন এবং আমরা উহা লইবার পূর্বেই তাঁহার অফাত হয় (পরে হযরত আবূ বকর তাহাদিগকে তেরোটি উটনী দিয়াছিলেন)।"

৩০৩। আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুসর রাঃ-কে বলা হইল, "আপনি কি নবী সঃ-কে দেখিয়াছিলেন?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "হাঁ, তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার দাড়ীর উপরি ভাগে কয়েকটি চুল সাদা হইয়াছিল।"

৩০৪। আনাস ইব্‌ন মালিক রাঃ বলেন : নবী সঃ আমাদের লোকদের মধ্যে মধ্যম আকৃতির ছিলেন। তিনি লম্বাও ছিলেন না, বেঁটেও ছিলেন না। তাঁহার শরীরের রং গোলাপী সাদা ছিল—ধপধপে সাদাও ছিল না, তামাটে বর্ণও ছিল না। তাঁহার মাথার চুল অত্যন্ত কুঞ্চিত ছিল না, একেবারে সটানও ছিল না। তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রতি অহ্‌ঈ নাযিল হওয়া আরম্ভ হয়। অতঃপর মক্কায় তাঁহার দশ বৎসর অবস্থান কালে তাঁহার প্রতি অহ্‌ঈ নাযিল হইতে থাকে। তারপর তিনি মদীনায় দশ বৎসর অবস্থান করেন। তাঁহার যখন অফাৎ হয় তখন তাঁহার মাথায় ও দাড়ীতে বিশটি চুল সাদা হয় নাই।

৩০৫। আনাস রাঃ-র অপর একটি রিওয়ায়েতে আছে, তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ সঃ অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন না, বেঁটেও ছিলেন না। তিনি ধপধপে সাদাও ছিলেন না, তামাটে-বর্ণও ছিলেন না। তিনি ঘোর কুঞ্চিত কেশবিশিষ্টও ছিলেন না, সটান

কেশবিশিষ্টও ছিলেন না। তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইলে আল্লাহ তাঁহাকে পয়গম্বরী দান করেন। (বাকী হাদীস পূর্ব হাদীসটির অনুরূপ)।

৩০৬। বারা রাঃ বলেন, "লোকদের মধ্যে রসূলুল্লাহ সঃ-র মুখমণ্ডল সর্বাধিক সুন্দর এবং তাঁহার আচরণ সর্বাধিক মনোরম ছিল। তিনি অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন না, বেঁটেও ছিলেন না।"

৩০৭। আনাস রাঃ-কে একদা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "নবী সঃ কি চুল রঞ্জিত করিয়াছিলেন?" তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "না। তাঁহার কানের পাশে সামান্য কয়েকটা চুল সাদা হইয়াছিল মাত্র। (কাজেই চুল রঞ্জিত করার কোন প্রশ্ন উঠে না)।"

৩০৮। বারা ইবন 'আযিব রাঃ বলেন, "নবী সঃ মধ্যম আকৃতির লম্বা ছিলেন। তাঁহার স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান কতকটা প্রশস্ত ছিল। তাঁহার মাথার চুল তাঁহার দুই কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছিত। আমি তাঁহাকে লাল ডোরাযুক্ত লুঙ্গি ও চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখিয়াছি। তাঁহার চেয়ে অধিক সুন্দর আমি আর কাহাকেও দেখি নাই।"

৩০৯। বারা ইব্ন আযিব রাঃ-র অপর এক রাওয়ায়াতে আছে: তাঁহাকে একদা বলা হইয়াছিল "নবী সঃ-র মুখমণ্ডল কি তরবারীর মত (চক্ষু-ঝলসানো উজ্জ্বল) ছিল?" তিনি বলিলেন, "না বরং চাঁদের মত (স্নিগ্ধ উজ্জ্বল) ছিল।"

৩১০। আবূ জুহাইফা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি নবী সঃ-কে (মক্কার) 'বাত্হাতে' (মাঠের নিম্নভাগে) নামায পড়িতে দেখেন। ঐ সময়ে তাঁহার সম্মুখে একটি ছোট বর্শা গাড়া ছিল। এই হাদীসটি ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। (তজরীদ প্রথম খণ্ড, হাদীস নং ১৪৩)। এই রিওয়ায়াতে ইহা বেশী আছে—আবূ জুহাইফা বলেন, "অতঃপর লোকে নবী সঃ-র হাত ধরিয়া উহা নিজেদের মুখমণ্ডলে বুলাইতে লাগিল্। আমিও তাঁহার হাত লইয়া আমার মুখের উপর রাখিলাম। এবং তাঁহার হাতকে বরফ অপেক্ষা অধিকতর শীতল এবং মৃগনাভি অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধিযুক্ত পাইলাম।"

৩১১। আবূ হুরাইয়া রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "আমি আদম সন্তানদের উত্তম যুগগুলিতে—শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর যুগে প্রেরিত হইতে হইতে অবশেষে যে যুগে আমি জন্ম নিলাম সেই যুগে আমার আবির্ভাব হইল।"১

৩১২। ইব্ন আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে: মুশরিকেরা মাথার চুল দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সিঁথি বাহির করিত; কিন্তু আহলুল কিতাব সিঁথি বাহির না

১। এক মাত্র ইমাম বুখারীই এই হাদিসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাদিসটির তাৎপর্য এই যে, রসূলুল্লাহ সঃ-র পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া হজরত ইসমাঈল আঃ পর্যন্ত সকল পূর্ব-পুরুষই নিজ নিজ যুগে সম্ভ্রান্ত ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বংশ তালিকার তাঁহার পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে কেহই হীন বা ইতর ছিলেন না।

করিয়া চুলগুলি লটকাইয়া রাখিত। আর রসূলুল্লাহ সঃ-র রীতি এই ছিল যে, যে ব্যাপারে তাঁহাকে আল্লার তরফ হইতে বিশেষ কোন আদেশ করা না হইত সেই ব্যাপারে তিনি আহ্লুল-কিতাবের মত আচরণ করিতেন। এই কারণে তিনি প্রথম প্রথম সিঁথি বাহির না করিয়া চুলগুলি পশ্চাদ্দিকে লটকাইয়া রাখিতেন। পরে তিনি চুলগুলি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সিঁথি বাহির করিতে থাকেন।

৩১৩। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর রাঃ বলেন: নবী সঃ প্রকৃতিগতভাবেও অশ্লীল-ভাষী ছিলেন না এবং ইচ্ছাকৃতভাবেও অশ্লীল ভাষী ছিলেন না। বরং নবী সঃ বলিতেন, "তোমাদের মধ্যে যাহারা শিষ্টাচারে উত্তম তাহারাই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

৩১৪। আয়িশা রাঃ বলেন: রসূলুল্লাহ সঃ-কে যখনই দুইটি বিষয়ের মধ্যে একটি গ্রহণ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে তখনই তিনি ঐ দুইটির মধ্যে সহজটি গ্রহণ করিয়াছেন—যদি ঐ সহজটিতে পাপের আশঙ্কা না রহিয়াছে। কিন্তু সহজটিতে যদি পাপের আশঙ্কা থাকিত তা হইলে তিনি উহা হইতে সর্বাধিক দূরবর্তী থাকিতেন।[১] আর নিজের কোন ক্ষতি বা কষ্টের কারণে তিনি প্রতিশোধ লইতেন না। কিন্তু আল্লার মর্যাদাহানি করা হইলে আল্লাকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তিনি উহার জন্য প্রতিশোধ লইতেন।

৩১৫। আনাস রাঃ বলেন: কোন রেশম অথবা কোন গরদকেও আমি নবী সঃ-এর করতল অপেক্ষা অধিকতর নরম পাই নাই এবং নবী সঃ-র শরীরের সুগন্ধ অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধ কোন বস্তু আমি শুঁকি নাই।

৩১৬। আবূ সা'ঈদ খুদরী রাঃ বলেন: নবী সঃ অন্তঃপুরবাসিনী কুমারী অপেক্ষা অধিক লজ্জাশীল ছিলেন (আল্লার সীমা লঙ্ঘন করা না হইলে)।

৩১৭। আবূ সা'ঈদ খুদরী রাঃ-র অপর এক রাওয়ায়াতে আছে, "আর নবী সঃ যখন কোন কিছু অপছন্দ করিতেন তখন উহা তাঁহার মুখমণ্ডল দেখিয়াই বুঝা যাইত।"

৩১৮। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন: নবী সঃ কখনও কোনো খাদ্যের নিন্দা করিতেন না। যে খাদ্য খাইতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত তাহা তিনি খাইতেন, অন্যথায় তাহা পরিত্যাগ করিতেন।

৩১৯। আয়িশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে: নবী সঃ এমনভাবে ধীরে ধীরে স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া কথা বলিতেন যে, কোন গণনাকারী যদি উহার শব্দগুলি গণনা করিতে চাহিত তাহা হইলে সে তাহা গণিতে পারিত।

৩২০। আয়িশা রাঃ বলেন: ইহা নিশ্চিত যে, রসূলুল্লাহ সঃ তোমাদের অনর্গল অবিরামভাবে কথা বলার ন্যায় দ্রুতভাবে কথা বলিতেন না।

১। যথা, দারিদ্র্য ও সচ্ছলতা—এই দুয়ের মধ্যে একটি গ্রহণ করিবার জন্য নবী সঃ-কে অনুমতি দেওয়া হইল। সচ্ছলতায় পাপে পতিত হইবার অধিকতর আশঙ্কা থাকায় নবী সঃ সচ্ছলতা গ্রহণ না করিয়া দরিদ্রতা গ্রহণ করেন।

৩২১। আনাস রাঃ যে রাত্রিতে নবী সঃকে কা'বার মসজিদ হইতে (বায়তুল মকদিস পর্যন্ত) ভ্রমণ করান হইয়াছিল, সেই রাত্রি সম্বন্ধে হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন: নবী সঃ-র প্রতি অহ্‌ঈ নাযিল করা হইবার পূর্বে নবী সঃ কা'বার মসজিদে নিদ্রিত থাকাকালে তাঁহার নিকটে তিনজন লোক (ফিরিশতা) আসিল। (ঐ সময়ে নবী সঃ-র এক পার্শ্বে হামযা ও অপর পার্শ্বে জা'ফর নিদ্রিত ছিলেন।) ঐ আগন্তুক তিনজনের একজন বলিলেন, "ইহাদের মধ্যে কোন্ লোকটি তিনি?" দ্বিতীয় জন বলিলেন, "ইহাদের মধ্যবর্তী লোকটি। এবং তিনিই ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" তখন তৃতীয় জন বলিলেন, "ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোকটিকে লও।" ঐ রাত্রিতে এই পর্যন্তই ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার পরে নবী সঃ ঐ ফিরিশতাদের দীর্ঘ কাল দেখেন নাই।

অবশেষে অপর এক রাত্রিতে নবী সঃ-র চোখ নিদ্রিত অথচ তাঁহার অন্তর দেখিতে থাকা অবস্থায় তাহারা নবী সঃ-র নিকটে আসিল। আর ব্যাপার এই যে, নবী সঃ-র চোখ দুইটি নিদ্রিত হইত কিন্তু তাঁহার অন্তর ঘুমাইত না। সকল নবীরই অবস্থা এইরূপ। সকল নবীরই চোখ নিদ্রিত হইত কিন্তু তাঁহাদের অন্তর ঘুমাইত না। অনন্তর ঐ আগন্তুকদের মধ্য হইতে জিবরীল নবী সঃ-কে লইয়া আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন।

৩২২। আনাস রাঃ বলেন, "নবী সঃ একদা 'যাওরা'[১] নামক স্থানে থাকা-কালে তাঁহার নিকট একটি পাত্র আনা হইল। অনন্তর তিনি ঐ পাত্রের মধ্যে নিজ হাত রাখিলেন। তখন তাঁহার হাতের আঙুলগুলির ফাঁক হইতে পানি উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। ফলে লোকে ঐ পানি দিয়া উযূ করিল।" আনাসকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "আপনারা কতজন ছিলেন?" তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রায় তিনশত।"

৩২৩। আবদুল্লাহ রাঃ বলেন: আমরা বরকতের ব্যাপারগুলিকে অলৌকিক ঘটনা বলিয়া গণ্য করিতাম। কিন্তু তোমরা কেবলমাত্র ভীতিব্যঞ্জক ও শাস্তির ব্যাপার-গুলিকে অলৌকিক ঘটনা বলিয়া গণ্য করিয়া থাক।[২] এক সময়ে আমরা রসূলুল্লাহ্ সঃ-র সহিত কোন এক সফরে থাকাকালে পানির অভাব হইল। তখন তিনি বলিলেন, "একটু বাঁচা পানি সন্ধান কর।" অনন্তর সাহাবীগণ একটি পাত্রে সামান্য পানি লইয়া আসিলে তিনি নিজ হাত ঐ পাত্রটিতে ঢুকাইলেন। তারপর তিনি বলিলেন,

১। মদীনার বাযারের যে প্রান্তটি মসজিদ-নববীর দিকে ছিল সেই প্রান্তটির নাম ছিল 'যাওরা'।

২। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর আমি অলৌকিক ব্যাপারগুলি প্রেরণ করিয়া থাকি ভয় দেখাই-বার জন্য"—সূরা বানী ইসরাঈল, ৫৯। এই আয়াতটিকে ভিত্তি করিয়া কোন কোন তাবি'ঈ কেবল ভীতিব্যঞ্জক ব্যাপারগুলিকে অলৌকিক ঘটনা বলিয়া মনে করিতেন। যথা, তাঁহারা চন্দ্র গ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, ঝড়-তুফান ইত্যাদিকে অলৌকিক ঘটনার পর্যায়ে দাখিল করিতেন। সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্‌ন মসঊদ এখানে বলিতে চান যে, শাস্তির ব্যাপারগুলি তো অলৌকিক ঘটনা বলিয়া স্বীকৃত আছেই। তাহা ছাড়া বরকতের ব্যাপারগুলিও অলৌকিক ঘটনার অন্তর্ভুক্ত।

"বরকতযুক্ত, পবিত্রকারী পানি লইতে ধাবিত হও। এই বরকত আল্লার তরফ হইতে আগত।"

সাহাবী বলেন, "আল্লার কসম, আমি রসূলুল্লাহ সঃ-র আঙুলগুলির ফাঁক হইতে পানি উচ্ছলিত হইতে দেখিলাম। আরও আল্লার কসম, খাদ্য গৃহীত হইবার সময়ে আমরা খাদ্যের তসবীহ পাঠ শুনিতে পাইতাম।"

৩২৪। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে : নবী সঃ বলিয়াছেন, "চুল যে সকল লোকের জুতা হইবে সেই লোকদের বিরুদ্ধে তোমরা যে পর্যন্ত যুদ্ধ না করিবে সে পর্যন্ত কিয়ামত ঘটিবে না।"

এই হাদীসটি ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তজরীদ ২য় খণ্ড, ৮৭ নং হাদীস।) এই রিওয়ায়াতের শেষে অতিরিক্ত রহিয়াছে,—

'তোমাদের কাহারও কাহারও প্রতি এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হইবে যে, তাহার লোকজন ও ধনসম্পদ অপেক্ষা আমার একবার দর্শন লাভই তাহার নিকট অধিকতর প্রিয় হইবে।"

৩২৫। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন : রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "খূয (ইরাক), কিরমান প্রভৃতি অনারব দেশের লাল মুখমণ্ডল, খাঁদা নাক ও ক্ষুদ্র চক্ষু বিশিষ্ট ঐ সকল লোক— যাহাদের মুখমণ্ডল চামড়া দ্বারা আচ্ছাদিত ঢাল সদৃশ হইবে এবং চুল যাহাদের জুতা হইবে তাহাদের সহিত তোমরা যে পর্যন্ত যুদ্ধ না করিবে সে পর্যন্ত কিয়ামত ঘটিবে না।"

৩২৬। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন : রাসূলুল্লাহ সঃ একদা বলেন, "কুরাইশের এই গোষ্ঠিটি (-র যুবকেরা) লোকদের ধ্বংস করিবে।" সাহাবীগণ বলেন, "তখন আমাদিগকে আপনি কী করিতে আদেশ করেন?" তিনি বলেন, "লোকে যদি তাহা-দের সংসর্গ বর্জন করিয়া চলে তবে ভাল হইবে।"

৩২৭। আবূ হুরাইরা রাঃ-র অপর এক রিওয়ায়াতে আছে : তিনি বলেন, 'আমি সত্যবাদীকে ও সত্যবাদী বলিয়া প্রমাণিতকে অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সঃ-কে বলিতে শুনিয়াছি, "আমার (বর্তমান) উম্মতের ধ্বংস কুরাইশের কতিপয় ছোকরার হাতে রহিয়াছে।" আবূ হুরাইরা বলেন, "আমি ইচ্ছা করিলে অমুকের পুত্রগণ,' 'অমুকের পুত্রগণ'—এইভাবে তাহাদের নাম ও তাহাদের পিতার নাম বলিতে পারি।"

৩২৮। হুযাইফা ইব্‌ন য়ামান রাঃ বলেন : লোকে রসূলুল্লাহ সঃ-কে মঙ্গল ও কল্যাণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিত। কিন্তু পাছে আমাকে অমঙ্গলে ধরিয়া বসে এই ভয়ে আমি তাঁহাকে অমঙ্গল ও অকল্যাণের কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। অনন্তর একদা আমি বলিলাম, "আল্লার রসূল, ইহা নিশ্চিত যে, আমরা ইতিপূর্বে অজ্ঞানতা ও অকল্যাণের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলাম। তারপর আল্লাহ আমাদের নিকট এই কল্যাণময় ইসলাম আনয়ন করিলেন। আচ্ছা, এই কল্যাণের পরে কি কোন অকল্যাণ আসিবে?"

তিনি বলিলেন, "হাঁ"। আমি বলিলাম, "ঐ অকল্যাণের পরে কি আবার কল্যাণ আসিবে?" তিনি বলিলেন, "হাঁ। কিন্তু ঐ কল্যাণের মধ্যে কিছু আবিলতা থাকিবে।" আমি বলিলাম, "ঐ কল্যাণের আবিলতার স্বরূপ কী হইবে?" তিনি বলিলেন, "তাহাদের এক দল লোক আমার পথ ছাড়া অন্য পথে লোকদিগকে চালিত করিবে। তাহাদের কোন কোন কাজ শরী'আত-সম্মত হইবে এবং কোন কোন কাজ শরী'আত বিরুদ্ধ হইবে।" আমি বলিলাম, "ঐ কল্যাণের পরে কি আবার অকল্যাণ আসিবে?" তিনি বলিলেন, "হাঁ। জাহান্নামের দরজাগুলির দিকে লইয়া যাইবার জন্য বহু আহ্বানকারী হইবে। যে ব্যক্তি জাহান্নামের দরজার দিকে যাইবার জন্য তাহাদের আহ্বানে সাড়া দিবে তাহাকে তাঁহারা জাহান্নামে লইয়া গিয়া ফেলিবে।" আমি বলিলাম, "আল্লার রসূল, তাহাদের পরিচয় আমাকে বলুন।" তখন তিনি বলিলেন, "তাহারা আমাদেরই কুলের লোক হইবে। (অর্থাৎ তাহারা আরব হইবে এবং নিজেদের মুমিন মুসলিম বলিয়া দাবী করিবে।) এবং তাহারা আমাদেরই আরবী ভাষায় কথা বলিবে।" আমি বলিলাম, "আল্লার রসূল, ঐ অবস্থা যদি আমায় নাগাল পাইয়া বসে তাহা হইলে আপনি আমাকে কী করিতে আদেশ করেন?" তিনি বলিলেন, "মুসলিমদের জামা'আতকে ও তাহাদের ইমামকে ধরিয়া থাকিবে।" আমি বলিলাম, "মুসলিমদের কোন জামা'আত এবং তাহাদের কোন ইমাম যদি না থাকে?" তিনি বলিলেন, "তাহা হইলে তোমাকে যদি গাছের মূল খাইয়াও জীবন ধারণ করিতে হয় তবুও তুমি তাহাদের সকল দল হইতে দূরে থাকিও এবং দেখিও যেন ঐ অবস্থাতেই তোমার মরণ আসে।"

৩২৯। আলী রা: একদা বলেন: আমি যখন তোমাদের সামনে রসূলুল্লাহ সঃ-র কোন হাদীস বর্ণনা করিতে চাই তখন তাঁহার নামে আমার মিথ্যা বলার চেয়ে আকাশ হইতে পতন হইয়া ধ্বংস হওয়াই আমার নিকট অধিকতর প্রিয় থাকে। (অর্থাৎ বিপাকে মৃত্যুও আমি বরণ করিতে রাযী আছি তবুও নবী সঃ-র নামে মিথ্যা বলিতে আমি রাযী নই।) আর আমি যখন তোমাদের সামনে আমার নিজের কথা বলি তখন যুদ্ধ ব্যাপারে আমি সত্য গোপন করিতে পারি। কারণ যুদ্ধই একটি ধোকাবাযী।[১] (অতঃপর তিনি বলেন:) আমি রসূলুল্লাহ সঃ-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি—"আখেরী যামানাতে এমন এক দল অর্বাচীন নব-যুবকের দল উত্থিত হইবে যাহারা মুখে সৃষ্টি-শ্রেষ্ঠের বাণী বলিতে থাকিবে কিন্তু তাহারা প্রকৃত পক্ষে ইসলামের মধ্য দিয়া এমন ভাবে বাহির হইয়া যাইবে যেমনভাবে তীর শিকারের জন্তুর ভিতর দিয়া বাহির হইয়া

১। যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তিভঙ্গ ব্যতীত আর সকল প্রকার ছলচাতুরী করা জায়েয- (তজরীদ, ২য় খণ্ড, ১২৩ নং হাদিস দেখুন।)

যায়।[১] তাহাদের ঈমান তাহাদের কণ্ঠ অতিক্রম করিবে না।[২] তোমরা তাহাদিগকে যেখানেই পাইবে হত্যা করিবে। কেননা, যে ব্যক্তিই তাহাদিগকে হত্যা করিবে সেই ব্যক্তিই তাহাদিগকে হত্যা করার জন্য কিয়ামত দিবসে প্রতিদান পাইবে।"

৩৩০। খাব্বাব ইবন আরাত্ রাঃ বলেন: রসূলুল্লাহ সঃ তাঁহার একটি চাদরকে বালিস করিয়া কা'বা গৃহের ছায়ায় একদা বিশ্রাম করিতে থাকা কালে আমরা তাঁহার নিকটে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে অভিযোগ করিলাম। আমরা তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি আমাদের জন্য (আল্লার নিকট) সাহায্য প্রার্থনা করিবেন না? আপনি আমাদের জন্য আল্লার নিকট দু'আ করিবেন না?" তখন রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, "(তোমাদের এমন আর কি দুর্দশা হইয়াছে?) তোমাদের পূর্বে যাহারা ঈমানদার ছিল তাহাদের কোন লোকের জন্য মাটিতে গর্ত খুঁড়া হইত। তারপর তাহাকে ঐ গর্তের মধ্যে (দণ্ডায়মান অবস্থায়) রাখা হইত। তারপর করাত আনা হইত এবং উহা তাহার মাথার উপর স্থাপন করিয়া তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করা হইত। তবুও ইহা তাহাকে তাহার দীন হইতে ফিরাইতে পারিত না। আবার লোহার চিরুণী দ্বারা কাহারও শরীরের হাড় পর্যন্ত যাবতীয় মাংস ও স্নায়ু আঁচড়াইয়া চাঁচিয়া ফেলা হইত। তবুও উহা তাহাকে তাহার দীন হইতে ফিরাইতে পারিত না। আল্লার কসম, এই দীন ইসলাম অবশ্যই সম্পূর্ণ হইবে। (এবং সর্বত্র নিরাপত্তা বিরাজ করিবে। এমন কি) তখন যে কোন উষ্ট্রারোহী সান্'আ হইতে হাযুরামাওত পর্যন্ত (দীর্ঘ পথ) স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করিবে। সে পরাক্রান্ত, মহান আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারও এবং নিজ মেষপাল সম্পর্কে নেকড়ে ব্যতীত অপর কিছুরই ভয় করিবে না। তোমরা কিন্তু এই ব্যাপারটি সম্পর্কে তাড়াতাড়ি করিতেছ।"

৩৩১। আনাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে : নবী সঃ সাবিত ইব্ন কাইসকে (কয়েক দিন) দেখিতে না পাইয়া তাহার সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে একজন সাহাবী বলিল, "আমি আপনার জন্য তাহার সংবাদ জানিয়া আসিতেছি।" অনন্তর লোকটি তাহার নিকট গিয়া দেখিল যে, সে অবনত মস্তকে, চিন্তিত হৃদয়ে বসিয়া রহিয়াছে।

১। অর্থাৎ শিকারের জন্তুর রক্ত, মাংস, নাড়িভুড়ি প্রভৃতির ভিতর দিয়া তীর বাহির হইয়া গেলেও তাহাতে যেমন রক্ত, মাংস, মল ইত্যাদির কোন চিহ্ন লাগিয়া থাকে না, সেই রূপ তাহারা, যাবতীয় ইসলামী কার্য-কলাপ সম্পাদন করিলেও তাহাদের অন্তরে ও চরিত্রে সামান্য ইসলামী প্রভাবও পরিদৃষ্ট হইবে না।

২। এই বাক্যটির দুই প্রকার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। (এক) তাহাদের ঈমান বাক্য উচ্চারণ তাহাদের মুখ গহ্বরেই সীমাবদ্ধ থাকে। উহা তাহাদের কন্ঠ অতিক্রম করিয়া অন্তরে প্রবেশ করে না। তাহারা মুখে ঈমানের কথা খুব বলিবে কিন্তু তাহাদের অন্তরে ঈমানের লেশ মাত্র থাকিবে না।

(দুই) তাহাদের ঈমান-বাণী তাহাদের কন্ঠ অতিক্রম করিয়া আল্লার দরবারে পৌঁছিবে না।

তখন লোকটি তাহাকে বলিল, "তোমার কী হইয়াছে?" সে বলিল, "অমঙ্গল, অকল্যাণ। সাবিত নবী সঃ-র কণ্ঠস্বরের চেয়ে উচ্চস্বরে তাঁহার সামনে কথা বলে, কাজেই তাহার আমল ও কার্যাবলী নষ্ট ও নিষ্ফল হইয়া পড়িয়াছে এবং সে জাহান্নামের আগুনের উপযুক্ত হইয়াছে।" অতঃপর লোকটি নবী সঃ-র নিকট আসিয়া তাঁহাকে জানাইল যে, সাবিত এই এই কথা বলে। অনন্তর লোকটি এক মহান সুসংবাদ লইয়া সাবিতের নিকট আর এক বার গেল। (সুসংবাদটি এই) নবী সঃ লোকটিকে বলিলেন, "তাহার নিকট যাও এবং তাহাকে বল—'ইহা নিশ্চিত যে, তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত নও। বরং তুমি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।"[১]

৩৩২। বারা ইবন আযিব রাঃ বলেন: (উসাইদ ইব্‌ন হুযাইর নামে) একজন লোক একদা রাত্রিকালে সূরা 'আল্‌-কাহ্‌ফ' পড়িতেছিলেন এবং ঐ বাড়ীতে তাঁহার ঘোড়াটি (বাঁধা) ছিল। অনন্তর ঘোড়াটি লাফাইতে লাগিল। (লোকটি যখন পড়া বন্ধ করিতেন তখন ঘোড়াটিও লাফান বন্ধ করিত এবং তিনি যখন পড়িতে লাগিতেন তখন ঘোড়াটি লাফাইতে লাগিত। ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া) অনন্তর, লোকটি নিরাপত্তার জন্য আল্লার নিকট দু'আ করিলেন। তারপর পড়া বন্ধ করিয়া দেখিলেন যে, এক প্রকার অভিনব কুহেলিকা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। তারপর লোকটি

১। সূরা আল্‌-হুজুরাতের দ্বিতীয় আয়াতে বলা হইয়াছে, "হে মু'মিনগণ, তোমরা তোমাদের স্বরকে নবীর স্বরের উপরে উচ্চ করিও না ----------- যদি কর তাহা হইলে তোমাদের আমল ব্যর্থ ও পণ্ড হইয়া যাইবে।"

আয়াতটিতে নবীর স্বরের উপর স্বর উচ্চ করার তাৎপর্য হইতেছে 'নবীর কথার উপর কথা বলা', বা 'নবীর কথার প্রতিবাদ করা,' বা 'নবীর সহিত বাদানুবাদ করা'। কিন্তু সাবিত ইব্‌ন কাইস রাঃ-র গলার স্বর স্বভাবতই উচ্চ ছিল বলিয়া সে আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করিয়া মনে করিল যে, আয়াতটি যেহেতু তাহার প্রতি প্রযোজ্য কাজেই তাহার যাবতীয় কার্যাবলী পণ্ড হইয়া গিয়াছে এবং সে জাহান্নামী হইয়াছে। এই ভাবিয়া সে নবী সঃ-র দরবারে যাওয়া বন্ধ করিয়া দেয়।

বুখারীর বর্ণিত আনাস রাঃ-র এই হাদিসটি সহীহ মুসলিমে এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে:— "হে মু'মিনগণ তোমরা তোমাদের স্বরকে নবীর স্বরের উপর উচ্চ করিও না'—আয়াতটি যখন নাযিল হইল তখন সাবিত ইব্‌ন কাইস নিজ বাড়ীতে বসিয়া রহিল ও বলিতে লাগিল, 'আমি তো জাহান্নামী' এবং নবী সঃ- নিকট যাওয়া বন্ধ করিয়া দিল। অনন্তর একদা নবী সঃ সা'দ ইব্‌ন মু'আযকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওহে আবু 'আমর, সাবিতের কি হইয়াছে? তাহার কি কোন অসুখ হইয়াছে?' সা'দ বলিল, 'সে তো আমার প্রতিবেশী। আমি তো তাহার কোন অসুখের কথা জানি না।' অনন্তর, সা'দ সাবিতের নিকট গিয়া তাহার সামনে রসূলুল্লা সঃ-র কথা উল্লেখ করিল। তাহাতে সাবিত বলিল, "এই আয়াত নাযিল হইয়াছে। আর আপনারা বেশ জানেন যে, রসূলুল্লা সঃ-র স্বরের উপর আমার স্বর আপনাদের সকলের স্বর অপেক্ষা উচ্চ। কাজেই আমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত।'

অতঃপর সা'দ নবী সঃ-কে সাবিতের ঐ কথা জানাইলে রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, 'বরং সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।"

নবী সঃ-র নিকট ইহার উল্লেখ করিলে নবী সঃ বলিলেন, "ওহে অমুক, তুমি যদি পড়িতে থাকিতে। নিশ্চয় উহাই ছিল সেই 'সাকীনা', সেই শান্তি যাহা কুরআন তিলাওতের দরুন নাযিল হইয়া থাকে।"

৩৩৩। ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে : একদা নবী সঃ একজন বেদুঈনের অসুখ দেখিতে গেলেন। আর নবী সঃ-র রীতি এই ছিল যে, তিনি কোন পীড়িত ব্যক্তিকে যখন দেখিতে যাইতেন তখন বলিতেন, "কোন ক্ষতি নাই। ইন্‌শা আল্লাহ ইহা পাপ হইতে পবিত্রকারী।" সে মতে তিনি ঐ বেদুঈনকে বলিলেন, "কোন ক্ষতি নাই। ইনশা আল্লাহ ইহা পাপ হইতে পবিত্রকারী।" বেদুঈন লোকটি (সংস্কৃতি ও ভদ্রতা জ্ঞানের অভাববশতঃ) বলিয়া ফেলিল, "আপনি বলিতেছেন, পবিত্র-কারী। কস্মিনকালেও নয়। বরং ইহা এমন এক প্রকার জ্বর যাহা একজন অতি-বৃদ্ধের উপরে টগবগ করিয়া ফুটিতেছে এবং ইহা তাহাকে কবর দেখাইয়া দিবে।" তখন নবী সঃ বলিলেন, "তবে তাহাই।"

(ঐ বেদুঈন লোকটি পরের দিন সন্ধ্যার পূর্বেই মারা গিয়াছিল।)

৩৩৪। আনাস রাঃ বলেন : একজন লোক প্রথমে খৃস্টান ছিল। তারপর সে ইসলাম গ্রহণ করিয়া সূরা আল-বাকারা ও সূরা আলে-ইমরান পড়িয়া শেষ করিল এবং নবী সঃ-র (প্রতি যে অহীদ নাযিল হইত তাহা তাঁহার) নির্দেশক্রমে লিখিতে লাগিল। তারপর সে (নবী সঃ-র নিকট হইতে পালাইয়া গিয়া) আবার খৃস্টান হইল, এবং বলিতে লাগিল, "আমি মুহম্মদকে যাহা লিখিয়া দিতাম তাহা ছাড়া আর কিছুই সে জানে না।"

তারপর আল্লাহ ঐ লোকটিকে মৃত্যুমুখে পতিত করিলে খৃস্টানগণ তাহাকে কবরস্থ করিল। কিন্তু পরদিন সকাল বেলায় দেখা গেল যে, ভূগর্ভ তাহাকে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়াছে। তখন খৃস্টানেরা বলিল, "ইহা মুহম্মদের ও তাহার সহচরদের কাজ। আমাদের এই লোকটি যেহেতু তাহাদের নিকট হইতে পলাইয়া আসিয়াছিল সেই কারণে তাহারা ইহার কবর খুঁড়িয়া ইহাকে বাহিরে ফেলিয়া গিয়াছে।" অনন্তর তাহারা তাহার জন্য বেশ গভীর করিয়া আবার কবর খুঁড়িল (এবং দাফন করিল)। পরদিন সকালে আবার দেখা গেল যে, ভূগর্ভ তাহাকে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়াছে। এবারেও খৃস্টানেরা বলিল, "ইহা মুহম্মদের ও তাহার সহচরদের কাজ। আমাদের এই লোকটি যেহেতু তাহাদের নিকট হইতে পলাইয়া আসিয়াছিল, সেই কারণে তাহারা ইহার কবর খুঁড়িয়া ইহাকে বাহিরে ফেলিয়া গিয়াছে। অনন্তর তাহারা উহার জন্য (তৃতীয় বার) কবর খুঁড়িল এবং তাহারা যতদূর পারিল কবরটি গভীর করিল (এবং উহাকে তাহাতে দাফন করিল) । কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল যে, ভূগর্ভ তাহাকে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়াছে। তখন তাহারা বুঝিল যে, ইহা মানুষের কাজ নয়। কাজেই তাহারা তাহাকে ঐভাবেই ফেলিয়া রাখিল।

৩৩৫। জাবির রাঃ বলেন: একদা নবী সঃ বলিলেন, "তোমাদের কি মখমলের গালিচা, কার্পেট ইত্যাদি আছে?" আমি বলিলাম, "আমাদের আবার কোথা থেকে গালিচা, কার্পেট থাকিবে?" তিনি বলিলেন, "দেখো, শীঘ্রই তোমাদের গালিচা, কার্পেট হইবে।"

জাবির বলেন, 'এখন (আমাদের গালিচা, কার্পেট হইয়াছে এবং আমার স্ত্রী উহা বিছাইলে) আমি আমার স্ত্রীকে যদি বলি, "তোমার গালিচা কার্পেট আমা হইতে সরাইয়া রাখ" তবে সে বলে, "কেন? নবী সঃ কি বলেন নাই যে, শীঘ্রই তোমাদের গালিচা কার্পেট হইবে?" অনন্তর আমি উহা বিছানো অবস্থায় থাকিতে দিই।

৩৩৬। সা'দ ইব্‌ন মু'আয রাঃ একদা উমাইয়া ইব্‌ন খালাফকে বলিলেন, "আমি মুহম্মদ সঃ-কে নিশ্চিতভাবে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি তোমার হত্যাকারী হইবেন।" সে বলিল, "আমার?" সা'দ বলিলেন, "হাঁ"। তখন সে বলিল, "আল্লার কসম, মুহম্মদ যখন কথা বলে তখন সে মিথ্যা বলে না।" (হাদীস বর্ণনা করিবার কালে সা'দ বলেন,) "অতঃপর আল্লাহ বদর যুদ্ধে উমাইয়াকে হত্যা করেন।"

তজরীদ সঙ্কলক বলেন, এই হাদীস প্রসঙ্গে একটি ঘটনা রহিয়াছে। তবে হাদীসটির মূল বক্তব্য এই।[১]

১। ঘটনাটি এই—বিখ্যাত আনসারী নেতা সা'দ ইব্‌ন মু'আয রাঃ-র সহিত তাঁহার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুশরিক নেতা উমাইয়ার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। উমাইয়া যখন ব্যবসায় উপলক্ষে সিরীয়ায় যাইত তখন সে পথিমধ্যে মদীনায় সা'দ রাঃ-র বাড়ীতে উঠিত। অনন্তর সা'দ রাঃ মুসলিম হন। তারপর নবী সঃ-র মদীনায় হিজরত করিবার পরে সা'দ রাঃ 'উমরা উদযাপন উদ্দেশ্যে মক্কা গিয়া উমাইয়ার বাড়ীতে উঠিলেন এবং উমাইয়াকে তাঁহার উমরা সম্পাদনের ইচ্ছা অবগত করিলেন। তাহাতে উমাইয়া সা'দ রাঃ-কে বলিল, "অপেক্ষা কর। দুপুর বেলায় যখন পথে লোকজন বিশেষ থাকিবে না, তখন গিয়া কা'বাগৃহের তওয়াফ করা যাইবে।"

তারপর দুপুর বেলায় সা'দ রাঃ যখন কা'বাগৃহের তওয়াফ করিতেছিলেন সেই সময়ে হঠাৎ আবু জাহ্‌ল সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল, "যে লোকটি কা'বা গৃহের তওয়াফ করিতেছে সে কে?" সা'দ রাঃ বলিলেন "আমি সা'দ।" তাহাতে আবু জাহ্‌ল বলিল, "তোমরা মোহাম্মদকে ও তাহার সহচরদিগকে স্থান দিয়াছ আর স্বচ্ছন্দে কা'বাগৃহের তওয়াফ করিতেছ?" সা'দ রাঃ বলিলেন, "হ্যাঁ তাঁহাদের তো স্থান দিয়াছি। তাহাতে কি হইয়াছে?"—এই বলিয়া তাহাদের দুইজনের মধ্যে ঝগড়া হইতে লাগিল। তখন উমাইয়া সা'দকে বলিল, "আবুল হাকামের (অর্থাৎ আবু জাহলের) সঙ্গে বাদানুবাদ করিও না। কারণ তিনি মক্কার সরদার।" তাহাতে সা'দ আবু জাহালকে বলিলেন, "তুমি যদি কা'বাগৃহের তওয়াফ করিতে বাধা দাও তাহা হইলে আল্লার কসম, আমি তোমার সিরীয়ার ব্যবসায়ের পথ রুদ্ধ করিয়া দিব।" উমাইয়া সা'দ রাঃ-কে ঝগড়া করিতে বারংবার নিষেধ করিতে থাকিলে সা'দ রাঃ ক্রুদ্ধ হইয়া উমাইয়াকে বলিলেন, "ছাড় তোমার কথা। আমি মুহম্মদ সঃ-কে নিশ্চিতভাবে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি তোমার হত্যাকারী হইবেন--------।"

তারপর উমাইয়া বাড়ী ফিরিয়া গিয়া তাহার স্ত্রীকে বলিল, "আরে শুনেছ; আমার মদীনার ভাইটি আমাকে কী বলে?" তাহার স্ত্রী বলিল, "কেন? কী বলে সে?" উমাইয়া বলিল "সে বলে যে, সে মুহম্মদকে বলতে শুনেছে যে, সে আমার হত্যাকারী হবে।" তাহাতে তাহার স্ত্রী বলিল, "আল্লার কসম, মুহম্মদ তো মিথ্যা বলে না।"

তারপর মক্কাবাসীগণ যখন বদর যুদ্ধে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল তখন উমাইয়ার স্ত্রী উমাইয়াকে বলিল, "তোমার মদীনার ভাইটি যা বলেছিল তা কি তোমার মনে নাই?" তাহাতে উমাইয়া স্থির করিল যে সে যুদ্ধে যাইবে না। তখন আবু জাহল তাহাকে বলিল, "আপনি মক্কার একজন সম্ভ্রান্ত নেতা। আপনি যদি না যান তা' হলে অনেকেই আপনার সঙ্গে মক্কায় বসে থাকবে। কাজেই আপনি এখন তো চলুন। তারপর দুই এক দিন পরে না হয় ফিরে আসবেন।" তারপর সে বাহির হইল এবং 'ফিরি' 'ফিরি' করিয়া তাহার আর ফিরা হইল না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে বদর যুদ্ধে হত্যা করিয়া ছাড়িলেন।

৩৩৭। উসামা ইব্‌ন যাইদ রা: হইতে বর্ণিত আছে : একদা নবী স:-র নিকটে উম্ম-সালামা রা: উপস্থিত থাকাকালে জিব্‌রীল আ: (সাহাবী দিহয়া রা:-র আকৃতি ধরিয়া?) নবী স:-র নিকট আসিয়া কথা বলিতে লাগিলেন। তারপর তিনি উঠিয়া চলিয়া গেলে নবী স: উম্ম সালামা রা:-কে বলিলেন, "বল তো, এই লোকটি কে ছিল।" তিনি বলিলেন, 'সে দিহ্‌য়া ছিল।"

উম্ম-সালামা রা: বলেন, "আল্লার কসম, আমি নবী স:-কে ইহার পরেই খুতবা দানকালে জিবরাঈলের উল্লেখ করিতে শুনা পর্যন্ত ঐ আগন্তুককে দিহ্‌য়াই ভাবিয়াছিলাম। (তারপর খুত্‌বাতে জিব্‌রাঈলের উল্লেখ শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে জিবরাঈল ছিলেন—দিহ্‌য়া ছিলেন না।)"

৩৩৮। আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর রা: হইতে বর্ণিত আছে: রসূলুল্লাহ স: একদা বলেন, "আমি স্বপ্নে লোকদিগকে একটি মাঠে সমবেত দেখিলাম। অনন্তর আবূ বকর উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই বাল্‌তি পানি টানিয়া তুলিলেন। তাঁহার ঐ বাল্‌তি টানার মধ্যে সামান্য দুর্বলতা ছিল; আর আল্লাহ তাঁহাকে মাফ করেন। তারপর উমর ঐ বাল্‌তিটি ধরিলে উহা বৃহদাকার বাল্‌তিতে পরিণত হইল, এবং সে এমন শক্তির সহিত পানি উঠাইতে লাগিল যে, কোন বাহাদুর লোককে আমি তাহার মত শক্তি সহকারে কাজ করিতে দেখি নাই। ফলে, লোকে তাহাদের উটকে পরিতৃপ্ত করিয়া পানি পান করাইয়া উটশালায় বসাইল।

৩৩৯। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর রা: হইতে বর্ণিত আছে : কতিপয় য়াহুদী লোক রসূলুল্লাহ স:-র নিকট আসিয়া বর্ণনা করিল যে, তাহাদের একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক ব্যভিচার করিয়াছে। (তাহাদের কী শাস্তি দিতে হইবে?) তাহাতে রসূলুল্লাহ স: তাহাদিগকে বলিলেন, "প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা সম্পর্কে তোমরা তাওরাতে

কী পাও ?" তাহারা বলিল, "আমরা তো ব্যভিচারীদিগকে লাঞ্ছিত করিয়া থাকি এবং তাহাদিগকে বেত্রাঘাত করা হয়।" তখন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম বলিলেন, "তোমরা মিথ্যা বলিলে। নিশ্চয় তাওরাতে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার কথা রহিয়াছে। অনন্তর তাহারা তাওরাত আনিয়া উহা খুলিল এবং তাহাদের একজন প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার শ্লোকটি হাত দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া উহার পূর্বের ও পরের শ্লোকগুলি পড়িল। তখন আবদুল্লাহ ইবন সালাম ঐ পাঠককে বলিলেন, "তোমার হাত সরাও দেখি।" অনন্তর সে তাহার হাত সরাইলে দেখা গেল যে, সেখানে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার শ্লোকটি রহিয়াছে। তাহারা বলিল, "হে মুহম্মদ, আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম সত্য বলিয়াছে, ইহাতে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার শ্লোক রহিয়াছে।'

অনন্তর রসূলুল্লাহ সঃ-র নির্দেশক্রমে ঐ ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হইল।

৩৪০। আবদুল্লাহ ইবন মাস্উদ রাঃ বলেন : রসূলুল্লাহ সঃ-র যমানাতে চাঁদ দুই অর্ধে পরিণত হইলে রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছিলেন "তোমরা সাক্ষী থাক।"

৩৪১। 'উরওয়া বারিকী রাঃ হইতে বর্ণিত আছে : একদা নবী সঃ তাহাকে একটি দীনার দিয়া উহা দ্বারা তাঁহার জন্য একটি ছাগল কিনিয়া আনিতে বলিলেন। অনন্তর সে ঐ দীনার দ্বারা দুইটি ছাগল ক্রয় করিল। তারপর ঐ ছাগল দুইটির একটিকে এক দীনার বিক্রয় করিয়া সে নবী সঃ-র নিকট একটি দীনার ও একটি ছাগল লইয়া আসিল। তখন রসূলুল্লাহ সঃ ঐ সাহাবীর ব্যবসায়ে বরকতের জন্য দু'আ করিলেন। ফলে তাহার অবস্থা এমন হইয়াছিল যে, সে মাটি খরিদ করিলেও তাহাতে লাভবান হইত।

নবী সঃ-র আসহাব রাঃ-র মর্যাদা

بسم الله الرحمن الرحيم

فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم

ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم او راه من المسلمين فهو من اصحابه

(নবী সঃ-র পয়গম্বরী লাভের পরে) যে মুসলিম নবী সঃ-র সাহচর্য লাভ করিয়াছেন অথবা তাঁহাকে (জীবিত অবস্থায়) দেখিয়াছেন তিনি তাঁহার আসহাবের অন্তর্ভুক্ত।

৩৪২। জুবাইর ইবন মুৎ'ইম রাঃ বলিয়াছেন: কোন এক মহিলা নবী সঃ-র নিকট আসিলেন। অনন্তর (ঐ মহিলা কোন এক বিষয় নবী সঃ-র সহিত আলোচনা করিলে নবী সঃ তাঁহাকে কোন একটি কাজ করিতে নির্দেশ দিলেন এবং) নবী সঃ তাঁহাকে তাঁহার নিকটে আবার আসিতে বলিলেন। মহিলাটি বলিলেন, "আচ্ছা বলুন আমি আসিয়া যদি আপনাকে না পাই তবে কী করিব?" মহিলাটি নবী সঃ-র ইন্‌তিকালের দিকে ইঙ্গিত করিতেছিলেন। নবী সঃ বলিলেন, "তুমি যদি আমাকে না পাও তবে আবূ বকরের নিকট যাইও।"

৩৪৩। 'আম্মার রাঃ বলিয়াছেন, "আমি রসূলুল্লাহ সঃ-কে এমন অবস্থায় দেখিয়াছি যে, তাঁহার সঙ্গে পাঁচজন ক্রীতদাস, দুইজন মহিলা ও আবূ বকর ছাড়া আর কোন (বয়ঃ-প্রাপ্ত) লোক ছিল না।

৩৪৪। আবূ-দারদা' রাঃ বলিয়াছেন: (একদা) আমি নবী সঃ-র নিকটে উপবিষ্ট থাকাকালে হঠাৎ আবূ বকর তাঁহার লুঙ্গির এক পার্শ্ব এমনভাবে ধরিয়া উপস্থিত হইলেন যে তাঁহার জানু পর্যন্ত দেখা যাইতেছে। তখন নবী সঃ বলিলেন, "তোমাদের এই সঙ্গীটির ব্যাপার এই যে, সে এইমাত্র ঝগড়া করিয়াছে।"

অনন্তর আবূ বকর সালাম করিলেন এবং বলিলেন, "আল্লার রসূল, আমার মধ্যে ও খাত্তাব তনয়ের মধ্যে কিছু (বচসা) হয় এবং আমিই তাঁহাকে প্রথমে অন্যায় কথা বলিয়া ফেলি। পরে, আমি অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা চাই। তিনি আমাকে ক্ষমা করিতে অস্বীকার করিলে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি।" তখন নবী সঃ তিন বার (এই কথা) বলিলেন, "আবূ বকর, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করিবেন।"

ওদিকে 'উমর অনুতপ্ত হইয়া আবূ-বকরের বাড়ী যান এবং জিজ্ঞাসা করেন, "এখানে কি আবূ-বকর আছেন?" লোকে বলে "না, নাই।" অনন্তর 'উমর নবী সঃ-র নিকট গিয়া তাঁহাকে সালাম করেন। তখন ('উমর রাঃ-কে দেখিয়া) নবী সঃ-র মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইতে লাগিল। আবূ বকর ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া হাঁটুর ভারে বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, "রাসূলুল্লাহ, আল্লার কসম, আমিই অধিকতর অন্যায় আচরণকারী

ছিলাম।" তখন নবী সঃ বলিলেন, "ইহা নিশ্চিত (ব্যাপার) যে, আল্লাহ যখন আমাকে আপনাদের জন্য নবী মনোনীত করেন তখন আপনারা সকলে বলিয়াছিলেন,, "আপনি মিথ্যা বলিতেছেন;' কিন্তু আবূ বকর বলিয়াছিলেন, 'আপনি সত্য বলিয়াছেন।' তদুপরি তিনি নিজের জান-মাল দিয়া আমার প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। এমত অবস্থায় তোমরা কি আমার ঐ সঙ্গীকে ত্যাগ করিয়া আমাকেই ত্যাগ করিতে চাও?" নবী সঃ শেষ বাক্যটি দুইবার বলেন। এই ঘটনার পরে আবূ বকর ক্লেশ-প্রাপ্ত হন নাই।

৩৪৫। 'আমর ইবন 'আস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে : নবী সঃ তাঁহাকে (হিজরী সপ্তম সনে) যাতু সালাসিল যুদ্ধে (অভিযানকারী) সৈন্য বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করেন। 'আমর বলেন, আমি নবী সঃ-র নিকট গিয়া বলিয়াছিলাম, "মানব জাতির মধ্যে কোন্ ব্যক্তি আপনার সর্বাধিক প্রিয়?" তিনি বলিয়াছিলেন, "আইশা"। তখন আমি বলিয়াছিলাম, "পুরুষ লোকদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি?" তিনি বলিয়াছিলেন, "আইশার পিতা।" আবার আমি বলিয়াছিলাম, "তারপর কোন ব্যক্তি?" তিনি বলিয়াছিলেন, "তারপর খাত্তাব-পুত্র 'উমর।" অনন্তর (আমি জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে) তিনি আরও কয়েক জন পুরুষ লোকের উল্লেখ করেন। (পাছে আমার নাম সকলের শেষে উল্লেখ করেন—এই আশঙ্কায় আমি তখন চুপ হইলাম।)

৩৪৬। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর রাঃ বলিয়াছেন : (একদা) রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন "যে বক্তি অহঙ্কার ভরে নিজ কাপড় নীচে লটকাইয়া মাটিতে হেঁচড়াইয়া চলে, তাহার দিকে আল্লাহ কিয়ামত দিবসে তাকাইবেন না। ইহাতে আবূ বকর বলিলেন, "আমি যদি বিশেষভাবে লক্ষ্য না রাখি তবে আমার এক পার্শ্বের কাপড় যে নীচে ঝুলিয়া পড়ে।" তখন রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, "আপনি তো উহা অহঙ্কার বশতঃ করেন না। (কাজেই ঐ শাস্তি আপনার প্রতি প্রযোজ্য নয়।)"

৩৪৭। আবূ মূসা 'আশ আরী রাঃ (একদা) উযূ করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। তিনি বলিয়াছেন : আমি মনে মনে বলিলাম, নিশ্চয় আমি রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট গিয়া আজ সারা দিন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই থাকিব। তিনি বলেন যে, তাই তিনি মসজিদে গিয়া নবী সঃ সম্বন্ধে লোকদের জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁরা বলিলেন, "নবী সঃ বাহির হইয়া ঐ দিক পানে গিয়াছেন। অনন্তর আমি বাহির হইয়া নবী সঃ-র সন্ধানে তাঁহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে চলিলাম। অবশেষে দেখিলাম যে, তিনি (একটি বেড়াঘেরা) বাগানের মধ্যে 'আরীস-কূপের নিকট পৌঁছিয়াছেন। (তাঁহার প্রকৃতির প্রয়োজন সারিবার প্রয়োজন হওয়ায় তিনি আমাকে দরজায় পাহারা দিতে আদেশ করিলেন।) তখন আমি বাগানের দরজার নিকট বসিয়া পড়িলাম। দরজাটি খেজুর শাখার তৈয়ারী (ঝাঁপ বিশেষ) ছিল।

তারপর রসূলুল্লাহ সঃ প্রকৃতির প্রয়োজন সমাধা করিয়া উযূ করিলেন। তখন আমি উঠিয়া তাঁহার নিকট গেলাম। গিয়া দেখি, তিনি আরীস-কূপের এক পাড়ে

মাঝখানে বসিয়া উভয় পায়ের নলা উন্মুক্ত করিয়া কূপের মধ্যে উহা ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তারপর ফিরিয়া আসিয়া দরজার নিকটে বসিলাম এবং মনে মনে ভাবিলাম, "আজ আমি অবশ্যই রসূলুল্লাহ সঃ-র দ্বারবান থাকিব।"

তারপর আবূ-বকর আসিয়া দরজায় আঘাত করিলে আমি বলিলাম, "কে?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "আবূ-বকর।" আমি বলিলাম, "অপেক্ষা করুন।" তারপর আমি গিয়া বলিলাম, "আল্লার রসূল, আবূ-বকর অনুমতি চাহিতেছেন।" তিনি বলিলেন, "তাঁহাকে অনুমতি জানাও এবং তাঁহাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।" তদনুযায়ী আমি আবূ বকরের সম্মুখে আসিয়া বলিলাম, "প্রবেশ করুন—আর রসূলুল্লাহ সঃ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতেছেন।" ফলে, আবূ-বকর (বাগানে) প্রবেশ করিয়া রসূলুল্লাহ সঃ-র সহিত তাঁহার ডান পার্শ্বে কূপের পাটের উপর বসিলেন এবং নবী সঃ-র মতই পদদ্বয়ের নলা উন্মুক্ত করিয়া পদদ্বয় কূপের মধ্যে ঝুলাইয়া দিলেন। তারপর আমি ফিরিয়া আসিয়া (দরজার নিকটে) বসিলাম।

আমি (বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময়) আমার ভাইকে এই বলিয়া ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম যে, সে যেন উযূ করিয়া আমার সহিত মিলিত হয়। কাজেই এখন মনে মনে বলিতে লাগিলাম, আল্লাহ যদি (আমার ভাই) অমুকের মঙ্গল ইচ্ছা করিয়া থাকেন তবে আল্লাহ তাহাকে এখানে আনিবেন। এইরূপ চিন্তা করিতেছিলাম এমন সময়ে দেখিলাম যে, একজন লোক দরজা ঝাকাইতেছে। আমি বলিলাম, "কে?" সে বলিল, "খাত্তাব পুত্র 'উমর।" আমি বলিলাম, "অপেক্ষা করুন।" তারপর আমি রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট গিয়া তাঁহাকে সালাম করিলাম এবং বলিলাম, "খাত্তাব-পুত্র 'উমর অনুমতি চাহিতেছেন।" তিনি বলিলেন, "তাঁহাকে অনুমতি জানাও—এবং তাঁহাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।" আমি ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম "প্রবেশ করুন। আর রসূলুল্লাহ সঃ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়াছেন।" ফলে, তিনি প্রবেশ করিয়া রসূলুল্লাহ সঃ-র সহিত তাঁহার বাম পার্শ্বে কূপের পাটের উপরে বসিলেন এবং দুই পা কূপের মধ্যে ঝুলাইয়া দিলেন।

তারপর আমি ফিরিয়া আসিয়া (দরজায়) বসিলাম, এবং (আমার ভাইয়ের আগমন কামনা করিয়া) মনে মনে বলিতে লাগিলাম, আল্লাহ যদি অমুকের মঙ্গল ইচ্ছা করিয়া থাকেন তবে তিনি তাহাকে আনিবেন। অনন্তর আর একজন লোক আসিয়া দরজা ঝাঁকাইতে লাগিল। আমি বলিলাম, "কে?" তিনি বলিলেন, "আফফান-পুত্র 'উসমান।" আমি বলিলাম, "অপেক্ষা করুন।" অনন্তর আমি রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট গিয়া তাঁহাকে ঐ সংবাদ দিলাম। তিনি বলিলেন, "তাঁহাকে অনুমতি জানাও এবং 'তাঁহার উপরে (দুনয়াতে) কঠোর বিপদ আসিবে' এই কথা বলিয়া তাঁহাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।" তখন আমি তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিলাম, "প্রবেশ করুন আর রসূলুল্লাহ সঃ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়া বলিয়াছেন যে, (দুনয়াতে)

আপনার উপর কঠোর বিপদ আসিবে।' তারপর তিনি প্রবেশ করিলেন এবং কূপের ঐ পাড়টি পূর্ণ পাইয়া কূপের অপর পাড়ে নবী সঃ-র মুখামুখি হইয়া বসিলেন।[১]

৩৪৮। আবূ সা'ঈদ খুদরী রাঃ বলেন: নবী সঃ বলিয়াছেন, "আমার সাহাবী-দিগকে গালি দিওনা; কেন না, তোমাদের কেহ যদি উহুদ (পাহাড়) পরিমাণ সোনা দান-খয়রাত করে তবুও সে সাহাবীদের এক-আধ সের খাদ্যশস্য দান-খয়রাতের মর্যাদাও লাভ করিতে পারিবে না।"

৩৪৯। আনাস ইব্‌ন মালিক রাঃ হইতে বর্ণিত আছে: নবী সঃ (একদা) আবূ-বকর, 'উমর ও 'উসমান সহ উহুদের উপরে আরোহণ করিলে উহা কম্পিত হইয়া উঠে। তখন নবী সঃ বলেন, "উহুদ, স্থির থাক; কেননা, ইহা নিশ্চিত যে, তোমার উপরে একজন নবী, এক জন সিদ্দীক ও একজন শহীদ রহিয়াছেন।"

৩৫০। ইব্‌ন আব্বাস রাঃ বলেন: 'খাত্তাব পুত্র 'উমরকে তাঁহার (মৃত্যুর পরে) খাটিয়াতে শায়িত রাখা অবস্থায় আমি লোকদের মাঝে দাঁড়াইয়া তাঁহার জন্য দু'আ করিতেছিলাম—এমন সময়ে আমার পশ্চাৎ হইতে একজন লোক তাঁহার কনুই আমার কাঁধের উপরে রাখিয়া ('উমরকে উদ্দেশ করিয়া) বলিতে লাগিলেন, "আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন। নিঃসন্দেহে আমি এই আশাই করিতেছিলাম যে, আল্লাহ আপনাকে আপনার সঙ্গিদ্বয়ের সঙ্গেই রাখিবেন। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-কে প্রায়ই এইরূপ কথা বলিতে শুনিতাম—'আমি, আবূ বকর ও 'উমর ছিলাম', 'আমি, আবূ-বকর ও 'উমর করিলাম,' 'আমি, আবূ-বকর ও উমর রওয়ানা হইলাম।' তাই

নবী সঃ-র 'মুহম্মদুর-রসূলুল্লাহ' খোদিত একটি আংটি ছিল। তিনি গুরুত্বপূর্ণ পত্রাদির শেষে ঐ আংটি দ্বারা মোহরাঙ্কিত করিতেন। তাঁহার ইন্তিকালের পর হযরত আবুবকর রাঃ ঐ আংটিটি সীল-মোহররূপে ব্যবহার করিতেন। তারপর হযরত আবুবকর রাঃ-র ইনতিকাল হইলে হযরত উমর রাঃ ঐ আংটিটিই সীলমোহররূপে ব্যবহার করিতেন। হযরত 'উমর রাঃ-র পরে হযরত "উসমান রাঃ-ও উহা সীলমোহররূপে ব্যবহার করিতেন এবং মু'আইকীরের নিকটে উহা গচ্ছিত রাখিতেন।

একদা হযরত 'উসমান রাঃ ও মু'আইকীর এই আরীস-কূপের দুই ধারে বসিয়া যখন আংটিটি আদান-প্রদান করিতেছিলেন তখন উহা ফসকাইয়া ঐ কূপের মধ্যে পড়ে। অতঃপর আংটিটি উদ্ধারের জন্য সকল চেষ্টা ও ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়, এবং শেষ পর্যন্ত উহা আর পাওয়া যায় নাই। ঐতিহাসিকগণ বলেন, ঐ আংটি হস্তচ্যুত হইবার পর হইতেই হযরত 'উসমান রাঃ-র শত্রুরা তাঁহার বিরুদ্ধে মাথা-চাড়া দিতে থাকে এবং অবশেষে তাঁহাকে শহীদ করে।

যে আরীস কূপের ধারে বসিয়া নবী সঃ হযরত 'উসমান রাঃ-র বিপদ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন সেই আরীস কূপ হইতেই তাঁহার বিপদের সূচনা হয়।

মুহাদ্দিসগণ বলেন, তাঁহাদের ঐ ভাবে বসার তাৎপর্য তাঁহাদের ইন্তিকালের পরে প্রকাশ হয়। হযরত আবু-বকর রাঃ ও হযরত 'উমর রাঃ নবী সঃ-র দুই ধারে না হইলেও তাঁরই সহিত একত্রে সমাধিস্থ হন; আর হযরত 'উসমান রাঃ তাঁহাদের সামনা-সামনি কিছুদূর বকী কবরস্থানে সমাধিস্থ হন।

আমি নিঃসন্দেহে আশা করিতেছিলাম যে, আল্লাহ আপনাকে তাঁহাদের দুই জনের সঙ্গে রাখিবেন।" (ইবন আব্বাস বলেন,) আমি ফিরিয়া তাকাইলাম। দেখিলাম, তিনি আবু-তালিব পুত্র আলী (রাঃ) ছিলেন।

৩৫১। জাবির (রাঃ) বলেন : নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "আমি (স্বপ্নে) দেখিলাম, আমি যেন জান্নাতে প্রবেশ করিয়াছি। অনন্তর, আমি আবু তাল্‌হার স্ত্রী রুমাইস্‌কে দেখিলাম এবং আমি নিঃশব্দ পদক্ষেপের শব্দ শুনিয়া বলিলাম, 'এই ব্যক্তি কে?' কেহ বলিল, 'বিলাল'। আরও আমি একটি প্রাসাদ ও উহার উঠানে একজন কিশোরীকে দেখিলাম। আমি বলিলাম, 'এই প্রাসাদটি কাহার?' কেহ বলিল, 'উমরের'। অনন্তর আমার ইচ্ছা হইল যে, আমি উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহা দেখি। কিন্তু (হে উমর,) ঐ সময়ে তোমার আত্মাভিমানের কথা স্মরণ করিলাম। (ফলে, আমি ঐ প্রাসাদে প্রবেশ করিলাম না।)" ইহাতে উমর বলিলেন, 'আল্লার রসূল, আমার পিতা-মাতা আপনার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ হউক! আমি কি আপনার প্রতি অভিমান দেখাইতে পারি?'

৩৫২। আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একজন লোক নবী (সঃ)-কে কিয়ামৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, "কিয়ামৎ কখন্ হইবে?" নবী (সঃ) বলিলেন, "উহার জন্য তুমি কি কোন্ সম্বল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছ?" সে বলিল, "ইহা নিশ্চিত যে, আমি আল্লাকে ও তাঁহার রাসুল (সঃ)-কে ভালবাসি—ইহা ছাড়া আর কিছুই আমার নাই।" তখন নবী (সঃ) বলেন, "তুমি যাহাকে ভালবাস তাহারই সহিত তুমি (কিয়ামতে) থাকিবে।"

আনাস (রাঃ) বলেন : "তুমি যাহাকে ভালবাস তাহারই সহিত তুমি থাকিবে"—নবী(সঃ)-এর এই বাণী শুনিয়া আমাদের যে পরিমাণ আনন্দ হইয়াছিল আর কোন কিছুতেই আমরা তদনুরূপ আনন্দিত হই নাই।

আনাস (রাঃ) আরও বলেন : আমি নবী (সঃ)-কে, আবু বকরকে ও 'উমরকে ভালবাসি এবং যদিও আমি তাঁহাদের আমলের মত আমল করিতে পারি নাই, তবুও আশা রাখি যে, তাঁহাদের প্রতি আমার ভালবাসা থাকার কারণে আমি (পরকালে) তাঁহাদের সহিত থাকিতে পাইব।

৩৫৩। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন : নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "তোমাদের পূর্বে ইসরাঈল বংশে এমন কতিপয় লোক ছিল, যাহারা নবী না হওয়া সত্ত্বেও তাহাদিগকে (আল্লার তরফ হইতে) কিছু কিছু বলা হইত। তাহাদের মত কেহ যদি আমার উম্মতের মধ্যে থাকে তবে সে উমরই বটে।"

৩৫৪। আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে : মিশরের অধিবাসীদের মধ্য হইতে একজন লোক তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "আপনি কি ইহা জানেন যে, উসমান উহুদ যুদ্ধ দিবসে (যুদ্ধক্ষেত্র হইতে) পলায়ন করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, "হাঁ।" তারপর লোকটি বলিল, "আপনি কি ইহা জানেন যে, তিনি

১৫—

বদরক্ষেত্র হইতে অনুপস্থিত রহিয়াছিলেন এবং সেখানে উপস্থিতও হন নাই?" তিনি বলিলেন, "হাঁ।"

আবার লোকটি বলিল, "আপনি কি ইহা জানেন যে, 'উসমান বাইআতুর রিয্‌ওয়ান (হুদাইবিয়াতে অনুষ্ঠিত বাই'আত হইতে অনুপস্থিত রহিয়াছিলেন এবং উহাতে যোগদান করেন নাই?" তিনি বলিলেন, "হাঁ।" (ঐ লোকটি হযরত উসমান (রাঃ)-র শত্রুপক্ষের লোক ছিল। কাজেই ইব্‌ন উমরের এই স্বীকৃতি শুনিয়া আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে গিয়া) সে বলিল, "আল্লাহু আক্‌বর।"

তারপর ইব্‌ন উমর বলিলেন, "এস, (ব্যাপারগুলি) তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। উহুদ দিবসে তাঁহার পলায়নের কথা,—সে সম্বন্ধে আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তাঁহার ঐ অপরাধটি আল্লাহ ধরেন নাই--আল্লাহ উহা ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।

"আর, বদর-যুদ্ধ হইতে তাঁহার অনুপস্থিতির কথা,—সে সম্বন্ধে প্রকৃত ব্যাপার এই যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)-র যে কন্যা উসমানের স্ত্রী ছিলেন তিনি পীড়িতা ছিলেন। সেই কারণে নবী (সঃ) (তাঁহাকে রোগিণীর সেবা-শুশ্রূষার জন্য মদীনায় থাকিবার অনুমতি দিয়া) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, '(এই অভিযানে যাইতে পারিতেছ না বলিয়া দুঃখিত হইও না।) এই যুদ্ধে যাহারা যোগদান করিবে তাহাদের যে কোনও একজন লোকের সওয়াবের অনুরূপ সওয়াব তুমি পাইবে; অধিকন্তু তাহার গানীমাতের অংশের অনুরূপ অংশও তুমি পাইবে।'

"আর বাই'আতুর রিয্‌ওয়ান হইতে তাঁহার অনুপস্থিতির কথা,—সে সম্বন্ধে ব্যাপার এই, মক্কা অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট অপর কোন মুসলিম যদি উসমান অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত থাকিত তবে নবী (সঃ) উসমানের স্থলে তাঁহাকেই নিশ্চয়ই পাঠাইতেন (কিন্তু ঐরূপ কোন ব্যক্তিই ছিল না)। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) উসমানকে পাঠাইয়াছিলেন। মক্কা অভিমুখে উসমানের চলিয়া যাইবার পরে বাই'আতুর-রিয্‌ওয়ান অনুষ্ঠিত হয়। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজ ডান হাতের দিকে ইশারা করিয়া বলেন, 'ইহা উসমানের হাত।' অনন্তর তিনি ঐ হাত তাঁহার অপর হাতটির উপর স্থাপন করিয়া বলেন, 'এই বাই'আতটি উসমানের বাই'আত।"

অতঃপর ইব্‌ন উমর লোকটিকে বলিলেন, "এখন তুমি এই বিবরণ সঙ্গে লইয়া যাইতে পার।"

৩৫৫। 'আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে: যাঁতা চাকী চালাইবার কারণে ফাতিমা যে কষ্ট পাইত তাহার অভিযোগ সে (একদা আমার নিকটে) করিল। অনন্তর, (এক সময়ে) নবী (সঃ)-র নিকট যুদ্ধবন্দী আসিয়া পৌঁছিলে ফাতিমা তাঁহার নিকটে গেল, কিন্তু তাঁহাকে উপস্থিত পাইল না। অনন্তর 'আয়েশাকে পাইয়া তাঁহাকেই বলিয়া আসিল। পরে নবী (সঃ) (বাড়ী) আসিলে আয়েশা তাঁহাকে ফাতিমার আগমনের সংবাদ দেন।

অনন্তর নবী (সঃ) আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। ঐ সময়ে আমরা আমাদে বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছিলাম। আমি (তাঁহাকে দেখিয়া) উঠিতে যাইতেছিলাম কিন্তু তিনি "নিজ নিজ স্থানে ও অবস্থায় থাক" বলেন। (ফলে, আমরা শুইয়াই রহিলাম।) অতঃপর তিনি আমাদের দুই জনের মাঝে এমন ভাবে বসিলেন যে, (তাঁহার উভয় পদতল আমার বক্ষস্থল স্পর্শ করিল। ফলে,) আমি আমার বক্ষস্থলে তাঁহার পদতল-দ্বয়ের শীতলতা অনুভব করিলাম। তিনি বলিলেন, "তোমরা আমার কাছে যাহা চাহিয়াছ তাহা অপেক্ষা উত্তম কিছু কি আমি তোমাদের শিক্ষা দিব না? (তবে শুন) তোমরা যখন বিছানায় শুইতে যাইবে তখন চৌত্রিশ বার 'আল্লাহু আক্‌বর, তেত্রিশ বার 'সুবহান আল্লাহ্' এবং তেত্রিশ বার 'আলহামদু লিল্লাহ্' বলিও। ইহা তোমাদের পক্ষে খাদিম পাওয়া হইতে উত্তম।"

৩৫৬। আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রাঃ) বলিয়াছেন: আহ্‌যাব যুদ্ধকালে আমাকে এবং আবু সালামার পুত্র 'উমরকে স্ত্রীলোকদের তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত রাখা হইয়াছিল। সেই সময় আমি (আমার পিতা) যুবাইরকে তাঁহার ঘোড়ায় চড়িয়া বানু কুরাইযা গোত্রের দিকে দুই তিন বার যাতায়াত করিতে দেখিলাম। পরে, আমি যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন বলিলাম, "পিতঃ, আমি আপনাকে যাতায়াত করিতে দেখিয়াছিলাম। (কারণ কী ছিল?)" তিনি বলিলেন, "বৎস, তুমি আমাকে দেখিয়াছিলে?" আমি বলিলাম "হাঁ।" তিনি বলিলেন; "রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছিলেন, 'এমন কে আছে, যে বানু কুরাইযা গোত্রে গিয়া তাহাদের সংবাদ লইয়া আমার নিকটে আসিবে?' আমি সেই জন্যই গিয়াছিলাম। আর আমি যখন ফিরিয়া আসিয়াছিলাম, তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহার পিতা ও মাতা উভয় একত্রে উল্লেখ করিয়া আমার উদ্দেশে বলিলেন, 'আমার পিতা ও আমার মাতা তোমার জন্য কুর্‌বান হউক।"

৩৫৭। তাল্‌হা ইব্‌ন 'উবাইদুল্লাহ (রাঃ) বলিয়াছেন: নবী (সঃ) যে দিবসগুলিতেই যুদ্ধ করেন তাহার কোন এক দিবসে তাঁহার সহিত আমি এবং সা'দ ছাড়া আর কেহ ছিল না। (উহুদ যুদ্ধে ইহা ঘটিয়াছিল।)

৩৫৮। তাল্‌হা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী (সঃ)-কে (উহুদ যুদ্ধে শত্রুর আক্রমণ হইতে) হাত দিয়া রক্ষা করিতে থাকায় তাঁহার হাতে আঘাত লাগিতে থাকে এবং উহার ফলে তাঁহার হাত অবশ হইয়া পড়ে।

৩৫৯। আবু অক্কাস-পুত্র সা'দ (রাঃ) বলিয়াছিলেন: উহুদ-যুদ্ধ দিবসে নবী (সঃ) আমার উদ্দেশে তাঁহার পিতা ও মাতাকে একযোগে উল্লেখ করেন। (অর্থাৎ বলেন, 'তোমার উদ্দেশে আমার পিতামাতা উৎসর্গ হউক।')

৩৬০। মিস্‌ওর ইব্‌ন মাখ্‌রামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আবু জাহ্‌লের কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য আলী প্রস্তাব পাঠান। ফাতিমা ইহা শুনিয়া রসূলুল্লাহ (সঃ)-র নিকট গিয়া বলেন, "আপনার কওমের লোকেরা আপনার সম্বন্ধে এই ধারণা

রাখে যে আপনি আপনার মেয়েদের (স্বার্থহানির) কারণে রাগ করেন না। (অর্থাৎ আপনার মেয়েদের প্রতি আপনার দরদ নাই।) দেখুন, এই আলী তো আবুজাহ্‌ল-তনয়াকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত।"

ইহাতে রসূলুল্লাহ (সঃ) (খুতবা দিতে) দাঁড়াইলেন। অনন্তর তিনি যখন (খুতবার প্রারম্ভে আল্লার হাম্‌দ বর্ণনা প্রসঙ্গে) 'আশ্‌হাদু' (আমি সাক্ষ্য দিতেছি) ইত্যাদি বলিলেন, তখন আমি তাহাকে ইহা বলিতে শুনিলাম, "আম্মা বা'দু, আমি রবী'-তনয় আবুল্ আসের সহিত (আমার এক কন্যার) বিবাহ করাইয়াছিলাম। অনন্তর, সে আমার সহিত যে কথা বলিয়াছিল তাহা সত্যই বলিয়াছিল।

"ইহা নিশ্চিত যে, ফাতিমা আমার (দেহেরই) একটি টুকরা। তাহার কোনও কষ্ট-যাতনায় আমি কষ্ট পাই। আল্লার কসম, আল্লার রসূলের মেয়ে ও আল্লার দুশমনের মেয়ে কোন একজন লোকের স্ত্রীরূপে একত্র বাস করিতে পারে না।"

ইহাতে আলী ঐ বিবাহ প্রস্তাব পরিহার করেন।

৩৬১। মিস্‌ওর (রাঃ) বলিয়াছেন: আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বানু আব্‌দ-শাম্‌স্ গোত্রস্থ তাঁহার এক জামাতার কথা উল্লেখ করিতে শুনিয়াছি। শ্বশুর-জামাতা সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি ঐ জামাতার প্রশংসা করিতে গিয়া উত্তমরূপে তাহার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "সে আমাকে যাহা বলিয়াছিল তাহা সত্য বলিয়াছিল এবং সে আমার সহিত যে অঙ্গীকার করিয়াছিল তাহা সে পূর্ণ করিয়াছিল।"

৩৬২। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রাঃ) বলিয়াছেন: নবী (সঃ) (কোন এক যুদ্ধ অভিযান উদ্দেশ্যে) এক দল সৈন্য নির্বাচিত করিলেন এবং যাইদ-তনয় উসামাকে তাহাদের নেতা মনোনীত করিলেন। অনন্তর, কোন কোন লোক উসামার নেতৃত্ব সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিতে লাগিল। উহা জানিতে পারিয়া নবী (সঃ) খুতবা দিতে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তোমরা যদি তাহার নেতৃত্ব সম্পর্কে প্রতিবাদ কর তবে (তাহা তোমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ) আমি বলিব, ইহার পূর্বে তোমরা তাহার পিতার নেতৃত্ব সম্পর্কেও প্রতিবাদ করিয়াছিলে। আল্লার কসম, সে বাস্তবিকই নেতৃত্বের যোগ্য ছিল এবং আমার সর্বাধিক প্রিয় লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর তাহার পরে এই উসামা আমার সর্বাধিক প্রিয় লোকদের মধ্যে একজন।"

৩৬৩। 'আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন: নবী (সঃ) উপস্থিত থাকাকালে পদচিহ্ন-অভিজ্ঞ এক ব্যক্তি আমার নিকটে আসিল। ঐ সময়ে উসামা ইব্‌ন যাইদ এবং যাইদ ইব্‌ন হারিসা (পদতল খোলা অবস্থায় চাদর মুড়ি দিয়া) শুইয়া রহিয়াছিল। লোকটি (তাহাদের পদতল দেখিয়া) মন্তব্য করিল "এই পদতলগুলির পিতা-পুত্রেরই পদতল।" ইহা শুনিয়া নবী (সঃ) উৎফুল্ল হইলেন। ঐ মন্তব্য তাঁহার মনঃপূত হইয়াছিল। অনন্তর (ঐ মন্তব্যটি আয়েশা শুনিতে পায় নাই মনে করিয়া) নবী (সঃ) উহা আয়েশাকে জানাইলেন।

৩৬৪। আয়েশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে: বানু মাখ্‌যুমের একজন স্ত্রীলোক চুরি করিলে লোকে বলাবলি করিতে লাগিল যে, কোন্‌ ব্যক্তি ঐ স্ত্রীলোকটির পক্ষে নবী (সঃ)-র সহিত কথা বলিবে (এবং তাহার শাস্তি মাফের জন্য সুপারিশ করিবে)। এই ব্যাপার লইয়া নবী (সঃ)-র সহিত কথা বলিতে কেহই সাহস করিল না। অবশেষে উসামা ইব্‌ন যাইদ (এ সম্পর্কে) নবী (সঃ)-র সহিত কথা বলিলে নবী (সঃ) বলেন, "বানু ইসরাঈলের অবস্থা এই ছিল যে, তাহাদের কোন সম্ভ্রান্ত লোক যদি চুরি করিত তবে তাহারা তাহাকে (কোন শাস্তি না দিয়া) ছাড়িয়া দিত। আর তাহাদের কোন দুর্বল লোক যদি চুরি করিত তবে তাহারা তাহাকে শাস্তি দিত। দেখ, চুরি অপরাধে অপরাধিনী যদি ফাতিমাও হইত তবুও আমি তাহার হাত কাটিতাম।"

৩৬৫। উসামা ইব্‌ন যাইদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে: নবী (সঃ) তাহাকে ও হাসানকে সঙ্গে লইয়া বলিতেন, "হে আল্লাহ, তুমি ইহাদের ভালবাসিও; কারণ, ইহা নিশ্চিত যে আমি ইহাদিগকে ভালবাসি।"

৩৬৬। হাফ্‌সা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে: নবী (সঃ) তাহাকে বলেন, তোমার ভাই 'আবদুল্লাহ (ইব্‌ন উমর) নিশ্চয় একজন সৎ লোক।"

৩৬৭। আবু দার্‌দা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে: সিরীয়ার মসজিদে একটি বালক আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিল। বালকটি ইতিপূর্বে এই বলিয়া দু'আ করিয়াছিল, "হে আল্লাহ, তুমি আমার জন্য একজন নেককার সাথী জুটাইয়া দিও।" আবু দার্‌দা বলিলেন, "তোমার পরিচয় কী?" সে বলিল, "একজন কুফাবাসী।" আবু দার্‌দা বলিলেন, "(ইসলাম ও মুসলিম জাতি সম্পর্কিত) গোপনীয় তথ্যাদি যে ব্যক্তিটি ছাড়া আর কেহই জানে না সেই গোপনীয় তথ্য-অভিজ্ঞ ব্যক্তিটি অর্থাৎ হুযাইফা কি তোমাদের মধ্যে নাই?" সে বলিল, "হাঁ, নিশ্চয় আছেন।" তিনি বলিলেন, "আল্লাহ নিজ নবী (সঃ)-র যবানী যে ব্যক্তিটিকে শয়তানের আক্রমণ হইতে নিজ আশ্রয়ে লইয়াছেন সেই ব্যক্তিটি অর্থাৎ 'আম্মার কি তোমাদের মধ্যে নাই?" সে বলিল, "হাঁ, নিশ্চয় আছেন।" তিনি বলিলেন, "নবী (সঃ)-র মিসওয়াক ও তল্পীবাহক (নিত্য সহচর) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্'উদ কি তোমাদের মধ্যে নাই?" সে বলিল, "হাঁ, নিশ্চয় আছেন।" তিনি বলিলেন, "বল তো, আবদুল্লাহ (ইবন মস'উদ) এই আয়াতগুলি কীভাবে পড়িতেন?[১]

والیل اذا یغشی ۝ والنهار اذا تجلی

বালকটি বলিল,

والذکر و الانثی

---

১ বালকটিকে উল্লিখিত প্রশ্নগুলি করিবার কারণ ছিল এই:
ইস্‌লামী ইল্‌ম আহরণের নিয়ম এই যে, শিক্ষার্থী প্রথমে নিজ দেশের আলিমদের নিকটে শিক্ষা সমাপ্ত করিবে। তারপর অতিরিক্ত ইল্‌ম হাসিল করিবার জন্য বিদেশ যাইবে। বালকটি কুফার আলিমদের নিকট হইতে তাঁহাদের ইল্‌ম আয়ত্ত করিয়ার পরে সিরিয়া আসিয়াছে কি না—তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে আবু দার্‌দা তাহাকে এই প্রশ্নগুলি করেন।

আবু দার্‌দা বলিলেন,

"ইহারা (অর্থাৎ অপর সাহাবীগণ) আমার পিছনে এমনভাবে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল যে, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-র নিকট যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা হইতে[১] তাহারা আমাকে অবরোহণ করিবার উপক্রমণ করিয়াছিল।

৩৬৮। আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে: রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন "প্রত্যেক উম্মতেরই একজন অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকে; আর হে আমার উম্মত, আমাদের সেই অতি-বিশ্বস্ত ব্যক্তিটি হইতেছে আবু উবাইদা ইব্‌ন জার্‌রাহ।"

৩৬৯। বরা' (রাঃ) বলিয়াছেন: আমি নবী (সঃ)-কে দেখিয়াছি, তিনি নিজ কাঁধে হাসান ইব্‌ন আলীকে লইয়া বলিতেছিলেন, "হে আল্লাহ, আমি ইহাকে ভালবাসি, তুমিও ইহাকে ভালবাসিও।"

৩৭০। আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন: আলী-তনয় হাসানের আকৃতিতে নবী (সঃ)-র সাদৃশ্য যে পরিমাণে ছিল তাহা অপেক্ষা অধিক সাদৃশ্য আর কাহারও আকৃতিতে ছিল না।

৩৭১। ইব্‌ন উমর (রাঃ)-কে একদা এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল "যে ব্যক্তি (হজ্জ বা উমরার জন্য) ইহ্‌রাম অবস্থায় রহিয়াছে সে মাছি মারিলে তাহার বিধান কি হইবে?" তিনি বলিলেন, "নবী (সঃ) তাঁহার যে দৌহিত্রদ্বয় সম্বন্ধে বলিতেন, 'ইহারা এই দুন্‌য়াতে আমার দুইটি সুগন্ধ পুষ্পবিশেষ', তাহাদেরই একজনকে যে ইরাকবাসীরা হত্যা করিতে পারিয়াছে—সেই ইরাকবাসীরা (আজ কোন্ মুখে) মাছি মারা সম্বন্ধে বিধান চায়।"

৩৭২। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন: (একদা) রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে তাঁহার বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়াছিলেন, "হে আল্লাহ, ইহাকে হিক্‌মৎ বা ধ্রুব জ্ঞান শিক্ষা দাও।"

অপর রিওয়ায়েতে আছে, "হে আল্লাহ, ইহাকে কিতাব (অর্থাৎ কুর্‌আন শিক্ষা দাও।"

৩৭৩। আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীস—'নবী (সঃ) যাইদ, জাফার ও ইব্‌ন রওয়াহার মৃত্যু সংবাদ দেন'—ইতিপূর্বে (জানাযা অধ্যায়ে ৬৩০ নং-এ) উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে তাঁহার বর্ণিত রিওয়ায়াতে এই কথাগুলি বেশী রহিয়াছে: "অনন্তর আল্লার তরবারিগুলির একটি তরবারি উহা অর্থাৎ পতাকাটি উঠাইয়া ধরিলে অবশেষে আল্লাহ (মুসলিমদেরে) তাহাদের শত্রুদের উপর জয়যুক্ত করেন।"

---

১ প্রথমে والذكر والانثى নাযিল হয়। পরে و এবং الذكر র মাঝে خلق 'ما' নাযিল হয় পরবর্তী নাযিলের কথা আবদুল্লাহ ইবুন মস'উদ (রাঃ) ও আবু দারদা (রাঃ) জানিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহারা উভয়েই প্রথম অবতরণটি ধরিয়া থাকেন।
অপর সাহাবীগণ তাঁহাদিগকে তাঁহাদের পাঠ ছাড়িয়া দিয়া وما خلق الذكر والانثى গ্রহণ করিবার জন্য জোর পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। ঐ ব্যাপারের দিকে ইঙ্গিত করিয়া আবু দারদা এই কথা বলেন।

৩৭৪। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আম্‌র (রাঃ) বলিয়াছেন : আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি—"চারিজন হইতে তোমরা কুরআনের পাঠের সন্ধান কর : (১) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মস'উদ—এই নাম দিয়া আরম্ভ করেন ; (২) আবু হুযাইফার মুক্ত গোলাম সালিম ; (৩) উবাই ইব্‌ন কা'ব ও (৪) মু'আয ইবন জাবাল হইতে।"

৩৭৫। আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে : তিনি (তাঁহার বোন) আস্‌মা'এর নিকট হইতে একটি হার ধার লইয়াছিলেন। অনন্তর, উহা কোথাও পড়িয়া যায়। ফলে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁহার সাহাবীদের মধ্য হইতে কয়েকজনকে উহার খোঁজে পাঠান। অনন্তর নমাযের সময় উপস্থিত হইলে ঐ সাহাবীগণ (পানি না পাওয়ায়) বিনা উযুতেই নমায পড়েন। তারপর তাঁহারা যখন নবী (সঃ)-র নিকট ফিরিয়া আসেন তখন ঐ ব্যাপারটি তাঁহার নিকট পেশ করেন। ঐ সময়ে তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। অতঃপর বর্ণনাকারী হাদীসটির ঐ বাকী অংশটি বর্ণনা করেন যাহা তায়াম্মুম অধ্যায়ে (২২২ নং-এ) বর্ণিত হইয়াছে।

৩৭৬। 'আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন : বু'আস যুদ্ধটি এমন একটি যুদ্ধ ছিল যাহা আল্লাহ তাঁহার রসূলের অনুকূলে তাঁহার মদীনায় আগমনের পূর্বেই ঘটাইয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধের ফল এই হইয়াছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-র মদীনা আগমন কালে মদীনাবাসীদের সম্ভ্রান্ত লোকগণ দলে দলে বিভক্ত ছিল এবং তাহাদের নেতাগণ নিহত ও আহত হইয়া পড়িয়াছিল। এইভাবে মদীনাবাসীদের ইসলামে প্রবেশ ব্যাপারে আল্লাহ্ তাঁহার রসূলের জন্য পূর্বেই অনুকূল অবস্থা করিয়াছিলেন।

(অর্থাৎ ঐ অহঙ্কারী নেতাগণ যদি ধ্বংস না হইত তাহা হইলে তাহারা মক্কার অহঙ্কারী নেতাদের মতই ইসলামের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হইয়া উঠিত।)

৩৭৭। আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে : নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "যদি হিজরাৎ (পালনের হুকুম মৃত্যু পর্যন্ত বলবৎ) না হইত তাহা হইলে আমি আনসার দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িতাম।[১]

৩৭৮। বরা' (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে : নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "আনসারের অবস্থা এই যে, প্রত্যেক মুমিনই তাহাদিগকে ভালবাসিবে এবং মুনাফিক মাত্রই তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ রাখিবে। অনন্তর, যে কেহ তাহাদের ভালবাসিবে তাহাকে আল্লাহ্ ভালবাসিবেন এবং যে কেহ তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ রাখিবে তাহার প্রতি আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট থাকিবেন।"

৩৭৯। আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন : (একদা) নবী (সঃ) কতিপয় স্ত্রীলোক ও বালককে কোন বিবাহ অনুষ্ঠান হইতে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সটান সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, অনন্তর তিনি তিনবার বলিলেন "আল্লার কসম, তামাম লোকের মধ্যে তোমরাই আমার নিকটে সর্বাধিক প্রিয়।"

১ এই বক্তব্যের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'লার নিকটে আনসার দলের মর্যাদা অতি উচ্চ, অতি মহান।

৩৮০। আনাস (রাঃ) বর্ণিত অপর এক রিওয়ায়াতে আছেঃ (একদা) একজন আনসারী মহিলা রসূলুল্লাহ (সঃ)-র নিকট আসে—তাহার সঙ্গে তাহার এক শিশুপুত্র ছিল। অনন্তর, রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ মহিলাটির সহিত কথাবার্তা বলিতে বলিতে শেষে দুইবার এই কথা বলেন, 'যাঁহার হাতে আমার জীবন রহিয়াছে তাঁহার কসম, নিশ্চয় তোমরাই আমার নিকটে তামাম লোকের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয়।''

৩৮১। যাইদ ইবন আর্‌কাম (রাঃ) বলেনঃ আনসার দল (একদা) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেন, ''আল্লার রসূল, প্রত্যেক নবীরই অনুসরণকারী দল ছিল এবং ইহা নিশ্চিত যে, আমরা আপনার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি। অতএব, আপনি আল্লার নিকট এই দু'আ করুন যে, আমাদের অনুসরণকারীদিগকে আল্লাহ যেন আমাদের (মনোমত ও আমাদের) দলভুক্ত করিয়া দেন।'' তখন তিনি ঐ দু'আ করেন।

৩৮২। আবু হুমাইদ্ রাঃ) হইতে বর্ণিত যে হাদীসটিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, নবী (সঃ) বলেন, ''নিশ্চয়, আনসারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরিবার......''—ঐ হাদীসটি ইতি-পূর্বে (যকাৎ অধ্যায়ে ৭৪৬ নং-এ একবার) বর্ণিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে আবু হুমাইদ হইতে বর্ণিত হাদীসটিতে ঐ সম্পর্কে অতিরিক্ত এই কথাগুলি উল্লিখিত হইয়াছেঃ অতঃপর আবু হুমাইদ বলেন, সা'দ ইব্‌ন উবাদা বলিলেন, ''আল্লার রসূল, আনসার পরিবারদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে আমাদিগকে সর্বশেষ স্থান দেওয়া হইল।'' তাহাতে নবী (সঃ) বলিলেন, ''তোমরা শ্রেষ্ঠ পরিবারগুলির অন্তর্ভুক্তই যে হইতে পারিয়াছ তাহাই তোমাদের মর্যাদার পক্ষে কি যথেষ্ট নয়?''

৩৮৩। উসাইদ ইবন হুযাইর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একজন আনসারী বলিলেন, ''আল্লার রসূল, আপনি অমুককে যেমন সরকারী কাজে নিযুক্ত করিয়াছেন সেইরূপ আমাকেও কোন সরকারী কাজে নিযুক্ত করুন না কেন।'' তিনি বলিলেন, ''তোমরা শীঘ্রই অন্যায় পক্ষপাতিত্ব দেখিতে পাইবে। অতএব, তোমরা 'হাওয্-কাওসার''-এর নিকটে আমার সহিত মুলাকাত করা পর্যন্ত (অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত) সবর করিতে থাকিবে।''

আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত এক রিওয়ায়েতে শেষ অংশটি এইরূপ রহিয়াছে—

''(অতএব, তোমরা আমার সহিত মুলাকাত করা পর্যন্ত সবর করিতে থাকিবে।) আর আমাদের সাক্ষাৎ-স্থল হাওয্-কাওসার।''

৩৮৪। আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, (একদা) একজন লোক নবী (সঃ)-র নিকট আসিল। (সে বলিল, ''আমি ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর।'') তখন (লোকটির খাবার আনিবার জন্য), নবী (সঃ) নিজ স্ত্রীদের নিকটে লোক পাঠাইলেন। তাঁহারা বলিলেন, ''আমাদের কাছে পানি ছাড়া কিছুই নাই।''

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, ''ইহাকে কে আহারে সঙ্গে লইবে? (কে ইহার মেহমানদারী করিবে?)''

আনসারীদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল, 'আমি।' এই বলিয়া লোকটিকে সঙ্গে লইয়া ঐ আনসারী নিজ বাড়ী গেল। অনন্তর, সে তাহার স্ত্রীকে বলিল, 'রসূলুল্লাহ সঃ-র মেহমানটির খাতির কর।' স্ত্রী বলিল, 'আমার শিশুদের খাবার ছাড়া আমাদের ঘরে আর কিছুই নাই।'

আনসারী বলিল, 'খাদ্য তৈয়ার করিতে থাক এবং প্রদীপ জ্বাল। আর মেহমান যখন নৈশভোজন করিতে যাইবে তখন তোমার শিশুদেরে ঘুম পাড়াইয়া রাখিও।'

অনন্তর সে খাদ্য প্রস্তুত করিতে বসিল প্রদীপ জ্বালাইল এবং শিশুদেরে ঘুম পাড়াইয়া রাখিল।

তারপর, (মেহমানের আহার গ্রহণকালে) সে এমন ভাব দেখাইল যে, সে যেন প্রদীপটি ঠিক করিতে গেল কিন্তু (তাহা না করিয়া) সে প্রদীপ নিবাইয়া ফেলিল।

অনন্তর, তাহারা উভয়ে (অন্ধকারের মধ্যে আহার করিবার মত শব্দ করিতে লাগিল, এবং) মেহমানকে বুঝাইতে লাগিল যে, তাহারা খাইতেছে। এইভাবে, তাহারা দুই জনেই ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত্রি কাটাইল।

তারপর, যখন সকাল হইল তখন ঐ আনসারী লোকটি রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট গেলে রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, 'আজ রাত্রিতে তোমাদের কার্যকলাপে আল্লাহ হাসিয়াছেন (আশ্চর্যান্বিত হইয়াছেন)।

এই প্রসঙ্গে প্রবল-প্রতাপ মহান আল্লাহ (সূরা আল্ হাশ্‌রের এই আয়াত) নাযিল করেন:

'(আনসারীদের অন্যতম গুণ এই যে,) তাহাদের সহিত দারিদ্র্য লাগিয়া থাকিলেও তাহারা নিজেদের প্রয়োজনের উপরে অপর মুসলিমের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়া থাকে। আর (ইহা ধ্রুব সত্য যে,) যে সকল লোক নিজ মনের কার্পণ্য হইতে রক্ষা পায় তাহারাই সফলকাম হয়।'

৩৮৫। আনাস ইব্‌ন মালিক রাঃ বলিয়াছেন: (রসূলুল্লাহ সঃ-র অন্তিম পীড়া কালে) আবুবকর রাঃ ও 'আব্বাস রাঃ (একদা) আনসারীদের মজলিসগুলির মধ্য হইতে কোন এক মজলিসের পাশ দিয়া যান। ঐ মজলিসের লোকেরা তখন কাঁদিতেছিলেন। অনন্তর আবুবকর রাঃ অথবা 'আব্বাস রাঃ তাঁহাদেরে বলেন, 'আপনারা কাঁদিতেছেন কেন?' তাঁহারা বলেন, 'আমাদের সাথে নবী সঃ-র উঠা-বসা ও মজলিসের কথা আমরা বলিতেছিলাম। (তাঁহার সাথে বসা-উঠার নসীব আর হইবে না ভাবিয়া আমাদের কান্না আসিল।)'

অতঃপর আবুবকর রাঃ অথবা 'আব্বাস রাঃ নবী সঃ-র নিকট গিয়া তাঁহাকে ব্যাপারটি জানান। তখন নবী সঃ একটি চাদরের এক প্রান্ত মাথায় বাঁধা অবস্থায় বাহির হইয়া আসিয়া মিম্বরে উঠিলেন। ঐ দিনের পরে তিনি মিম্বরে আর উঠেন নাই।

অনন্তর তিনি আল্লার প্রশংসা ও গুণগান করিলেন। তারপর বলিলেন, 'আনসারীদের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য আমি তোমাদেরে শেষ নির্দেশ দিতেছি। কেননা তাহারাই আমার শক্তির উৎস এবং তাহারাই আমার আমানতের ভাণ্ডার। তাহাদের কর্তব্য (যথা, ইসলাম-প্রতিষ্ঠা, মুহাজিরদেরে সহায়তা করা প্রভৃতি কার্য) তাহারা সম্পাদন করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের যাহা প্রাপ্য (যথা, জান্নাতে প্রবেশ ও বাস) তাহা বাকী রহিয়াছে। অতএব তাহাদের মধ্যে যে কেহ সৎকর্মশীল হইবে তাহার সৎকর্মটি তোমরা কবুল (করিয়া তাহাদেরে পুরস্কৃত) করিও, এবং তাহাদের মধ্যে কেহ অন্যায় আচরণকারী হইলে তাহাকে তোমরা ক্ষমা করিও।'

৩৮৬। ইব্‌ন আব্বাস রাঃ বলিয়াছেন: রসূলুল্লাহ সঃ (তাঁহার অন্তিম পীড়া কালে একদা) চাদরের প্রান্তদ্বয় দুই ঘাড়ে পেঁচাইয়া চাদরটি গায়ে জড়ান অবস্থায় এবং মাথায় একটি তৈল-মলিন পাগড়ী বাঁধা অবস্থায় (ঘর হইতে) বাহির হইয়া আসিয়া মিম্বরের উপরে বসিলেন। অতঃপর তিনি আল্লার প্রশংসা ও গুণগান করিলেন। তারপর, তিনি বলিলেন,

'অতঃপর বলি, হে লোকগণ, মুমিনের সংখ্যা ক্রমশঃ অধিক হইতে থাকিবে এবং আনসারীদের সংখ্যা ক্রমশঃ অল্প হইতে হইতে অবশেষে তাহারা খাদ্যস্থ লবণের ন্যায় দাঁড়াইবে। অতএব, তোমাদের কেহ যদি এমন কোন কর্তৃত্ব-ক্ষমতা লাভ করে যাহার ফলে সে লোকের ক্ষতিও করিতে পারে এবং উপকারও করিতে পারে তবে তাহার কর্তব্য এই হইবে যে, সে আনসার দলের সৎকর্মশীল ব্যক্তির সৎ-কর্ম কবুল (করিয়া তাহাকে পুরস্কৃত) করিবে এবং অন্যায় আচরণকারীর অন্যায় আচরণ ক্ষমা করিবে।'

৩৮৭ জাবির রাঃ বলেন: আমি নবী সঃ-কে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি; 'মুআয-তনয় সা'দ-এর মৃত্যুতে 'আরশ নড়িয়া উঠিয়াছিল।'[১]

৩৮৮। আনাস রাঃ বলেন, (একদা) নবী সঃ উবাইকে বলিলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে এই আদেশ করিয়াছেন যে, আমি তোমাকে (সুরাটি) পড়িয়া শুনাই।'

উবাই বলিলেন, 'তিনি কি আমার নাম ধরিয়া বলিয়াছেন?'

নবী সঃ বলিলেন, 'হাঁ'।

তখন উবাই কাঁদিয়া ফেলিলেন।[২]

৩৮৯। আনাস রাঃ বলেন, নবী সঃ-র যমানায় যে চারি জন লোক কুর্‌আন সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই আনসার দলের লোক ছিলেন।—তাঁহারা ছিলেন

১। হাদীসটির তাৎপর্য এই: সা'দ রাঃ-র আত্মার আগমন উপলক্ষে 'আরশ বা আরশের বাহক ফিরিশতাগণ আনন্দে নড়িয়া উঠিয়াছিল।

২। এই কান্নার দুইটি কারণ হইতে পারে। (এক) আল্লাহ তাঁহার নাম ধরিয়া বলেন'—এই মর্যাদা লাভজনিত আনন্দের আতিশয্য; অথবা,
(দুই) ঐ মর্যাদার হক সঠিকভাবে পালন করা সম্পর্কে অসমর্থতার আশঙ্কা।

উবাই, জাবাল-তনয় মু'আয, আবূ যাইদ ও সাবিত-তনয় যাইদ। অনন্তর, আনাসকে জিজ্ঞাসা করা হয় 'আবূ যাইদ কে ছিলেন'। তাহাতে তিনি বলেন, 'আমার চাচা সম্পর্কের এক ব্যক্তি।'[১]

৩৯০। আনাস রাঃ বলিয়াছেন: যখন উহুদ যুদ্ধ হয় তখন (এক সময়ে) সাহাবীগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া নবী সঃর নিকট হইতে সরিয়া পড়িলে আবূ তাল্‌হা নিজ ঢালটি নবী সঃ-র সম্মুখে ধরিয়া তাঁহাকে (শত্রুর তীর হইতে) আড়াল করিয়া রাখেন।

তারপর, আবূ তাল্‌হা ছিলেন ধনুকের ছিলা প্রবলভাবে আকর্ষণকারী নিপুণ তীরান্দায। তিনি ঐ দিবসে দুই তিনটি ধনুক ভাঙ্গেন। ঐ দিবসে আবূ তাল্‌হার নিকট দিয়া কোন ব্যক্তি তীরে পরিপূর্ণ তুনীর সহ যাইতে থাকিলে নবী সঃ তাহাকে বলিতেন, 'আবূ তাল্‌হার জন্য ঐ তীরগুলি ঢালিয়া দাও।'

আবার ঐ দিবসে এক সময়ে নবী সঃ ঢালের আড়াল হইতে মুখ বাড়াইয়া শত্রুদের দিকে তাকাইলে আবূ তাল্‌হা বলিয়া উঠেন, 'আল্লাহ্‌র নবী, আমার পিতা ও আমার

১। হাদীসটিতে উল্লেখিত 'সংগ্রহ' শব্দটির তাৎপর্য মুখস্থ করা' ধরিয়া ইসলামের শত্রুগণ এই হাদীসটির আশ্রয় লইয়া বলিয়া থাকে যে, নবী সঃ-র যমানায় কুরআন মজীদ যেহেতু মাত্র চারি জন লোকের মুখস্থ ছিল কাজেই কুর্‌আনের মূল অবিকৃত থাকা সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে।

উহার উত্তরে মুসলিম মুহাদ্দিস ও আলিমগণ বলেন:

প্রথমতঃ, হাদীসটি হইতে ইহাই জানা যায়, আনাস রাঃ-র জ্ঞানমতে কুরআন মজীদ আগাগোড়া ঐ চারিজন আনসারীর মুখস্থ ছিল। ঐ চারি জন ছাড়া অপর হাফিযদের ত্রুটিহীন মুখস্থ সম্বন্ধে আনাস রাঃ অবগত নাও থাকিতে পারেন। কাজেই আনাস রাঃ-র এই উক্তি হইতে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কখনই সঙ্গত হইবে না যে, সম্পূর্ণ কুরআন ঐ চারিজন আনসারী ছাড়া অপর কাহারও মুখস্থ ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ, নবী সঃ-র ইন্‌তিকালের মাত্র কয়েক মাস পরে য়ামামার যুদ্ধ হয়। সহীহ হাদীসসমূহ হইতে জানা যায় যে, ঐ যুদ্ধে সত্তর জন হাফিয শহীদ হন। ইহা হইতে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী সঃ-র যামানায় আরও বহু সাহাবী সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করিয়াছিলেন।

তৃতীয়তঃ, হযরত আবূবকর, উমর, উসমান ও আলী যে পর্যায়ের মুমিন ছিলেন এবং তাঁহাদের মেধাশক্তি যেরূপ তীব্র ছিল তাহাতে তাঁহাদের হাফিয-ই-কুরআন হওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহই হইতে পারে না—অথচ এই তালিকায় তাঁহাদের কাহারও নাম নাই।

চতুর্থতঃ, ইহা সর্ববাদীসম্মত সত্য যে, সাহাবীদের তুলনায় বর্তমান কালের মুসলিমের ইসলাম নিঃসন্দেহে দুর্বল। তাহা সত্ত্বেও বর্তমান কালে সাধারণ মেধাসম্পন্ন বহু হাফিয পাওয়া যায়। কাজেই লক্ষ লক্ষ সাহাবীর মধ্যে মাত্র চারি জন আনসারীর হাফিয হওয়া একেবারে অবিশ্বাস্য।

পঞ্চমতঃ, অতি বিচক্ষণ ও গভীর জ্ঞানসম্পন্ন অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য লোকের উল্লেখ কালে মানুষ সাধারণতঃ এই প্রকার ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকে। যথা, কেউ যদি বলে, 'ঢাকায় মাত্র তিন জনই আলিম আছেন' তবে উহার তাৎপর্য এই যে, 'অতি বিচক্ষণ জ্ঞানী আলিম তিনজন আছেন।' উহার তাৎপর্য, কখনই ইহা নহে যে, তিনজন ছাড়া আর কোন আলিমই ঢাকায় নাই। কাজেই হাদীসের তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে কুরআনের বিভিন্ন অনুমোদিত পাঠ ও কুরআন সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য হাফিয মাত্র ঐ চারিজনই ছিলেন।

মাতা আপনার জন্য কুরবান। আপনি মুখ বাড়াইয়া দেখিবেন না। কারণ, তাহাতে শত্রুদের তীরগুলি হইতে কোন তীর আসিয়া আপনাকে লাগিতে পারে। আপনার বক্ষের সম্মুখে আমার বক্ষ থাকুক।

(বর্ণনাকারী সাহাবী আনাস বলেন) ঐ যুদ্ধে আমি আবুবকর তনয়া 'আয়িশাকে এবং (আমার মা) উম্ম-সুলাইমকে দেখি যে, তাঁহারা তাঁহাদের পায়ের কাপড় এত দূর উঁচু করিয়া গুটাইয়া লন যে, তাঁহাদের পায়ের নলায় পরিহিত পা-যেব আমি দেখিতে পাই। তাঁহারা পানির মশক পিঠে লইয়া লাফাইতে লাফাইতে আসিতে থাকেন এবং আহত লোকদের মুখে পানি ঢালিয়া দেন। তারপর, তাঁহারা ফিরিয়া যান, মশক পূর্ণ করেন এবং তারপর ফিরিয়া আসিয়া আহত লোকদের মুখে পানি ঢালিতে থাকেন।

আরও, ঐ যুদ্ধে আবূ তাল্‌হার তরবারী তাঁহার হাত হইতে দুই তিন বার খসিয়া পড়ে।

৩৯১। আবূ 'আককাস—তনয় সা'দ রাঃ বলেন : পৃথিবীর উপরে যে সকল লোক চলাফিরা করে তাহাদের (অর্থাৎ জীবিত লোকদের) মধ্য হইতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম ছাড়া অপর কাহারও উদ্দেশ্যে আমি নবী সঃ-কে এ কথা বলিতে শুনি নাই—'নিশ্চয় সে জান্নাতবাসীদের অন্যতম।' তাঁহারই সম্বন্ধে (সূরা আল্ আহ্‌কাফের এই আয়াতটি) নাযিল হয়। 'কুরআন আল্লাহর নিকট হইতে আগত'—বলিয়া ইসরাঈলীয়দের মধ্য হইতে এক জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল। (ঐ সাক্ষীই আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম।)

৩৯২। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম রাঃ বলেন, নবী সঃ-র যমানায় আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়া উহা তাঁহার নিকটে বর্ণনা করি। আমি স্বপ্নে দেখি, 'আমি যেন একটি বাগানের মধ্যে রহিয়াছি।' এই বলিয়া তিনি ঐ বাগানের বিশালতা ও উহার সবুজ শোভার উল্লেখ করেন। তারপর বলেন, 'বাগানের মধ্যভাগে লোহার একটি স্তম্ভ। স্তম্ভটির নিম্নতম অংশ মাটির ভিতরে এবং উহার ঊর্ধ্বতম অংশ আসমানের মধ্যে। স্তম্ভটির ঊর্ধ্বতম প্রান্তে একটি দড়ি।'

অনন্তর আমাকে বলা হইল, 'এই স্তম্ভে আরোহণ কর।' আমি বলিলাম, 'আমি পারিতেছি না।' ঐ সময়ে একজন খাদেম আমার নিকটে আসিয়া আমার পশ্চাৎ দিকের কাপড় উঁচু করিয়া ধরে। তখন আমি স্তম্ভে আরোহণ করিতে করিতে অবশেষে ঊর্ধ্ব প্রান্তে গিয়া পৌছি এবং দড়িটি ধরিয়া ফেলি। ঐ সময়ে আমাকে বলা হয় 'দৃঢ়-ভাবে ধরিয়া থাক।'

তারপর আমার হাতে দড়ি ধরা অবস্থাতেই আমি জাগিয়া উঠি।

অনন্তর, আমি নবী সঃ-র নিকটে ঐ স্বপ্নটি বর্ণনা করি। তাহাতে তিনি বলেন, 'ঐ বাগানটি হইতেছে ইসলাম ; ঐ স্তম্ভটি হইতেছে ইসলামের স্তম্ভ (ইসলামের মূল বিষয়সমূহ) ; এবং ঐ দড়িটি হইতেছে (ইসলামের) মযবুত দড়ি তথা আল্লাহর প্রতি খাঁটি ঈমান। আর তোমার মৃত্যু পর্যন্ত তুমি ইসলামে দৃঢ় থাকিবে।'

৩৯৩। আয়িশা রাঃ বলেন, যদিও আমি খাদীজাকে দেখি নাই তবুও তাঁহার প্রতি আমার যত ঈর্ষা হইত তত ঈষা আমি নবী সঃ-র অপর কোন স্ত্রীর প্রতি রাখিতাম না। উহার কারণ এই যে, নবী সঃ অধিক পরিমাণে তাঁহার উল্লেখ করিতে থাকিতেন; এবং প্রায়ই যখন-তখন তিনি ছাগল যবহ করিয়া তাহার অঙ্গগুলিকে কাটিতেন এবং (উহা যথেষ্ট পরিমাণে) খাদীজার বান্ধবীদের নিকট (হাদিয়া) পাঠাইতেন। আমি নবী সঃ-কে প্রায়ই বলিতাম, 'দুনিয়াতে খাদীজা ছাড়া যেন আর কোন স্ত্রীলোকই ছিল না।' তাহাতে তিনি বলিতেন, 'হাঁ, সে যা ছিল। সে যা' ছিল। আর তাহা হইতেই আমার সন্তান-সন্ততি।'

৩৯৪। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন: (একদা) জিব্‌রাঈল রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট আসিয়া বলিলেন, আল্লাহর রসূল, এই যে খাদীজা তরকারীর (খাদ্যের, পানীয় দ্রব্যের) একটি পাত্র লইয়া আসিতেছেন। তিনি আপনার নিকটে আসিলে আপনি তাঁহাকে তাঁহার রব্বের তরফ হইতে এবং আমার তরফ হইতে সালাম জানাইবেন এবং তাঁহাকে এই সুসংবাদ দিবেন যে, তাঁহার জন্য জান্নাতে মুক্তাখচিত একটি গৃহ রহিয়াছে। যেখানে কোন গোলমালও নাই, কোন কষ্টক্লেশও নাই।

৩৯৫। আয়িশা রাঃ বলেন, খাদীজার বোন হালা বিন্‌ত খুআইলিদ (একদা) নবী সঃ-র সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুমতি চান। (দুই বোনের গলার স্বর ও অনুমতি চাহিবার ধারা এক রকমই ছিল।) তাহাতে নবী সঃ খাদীজার অনুমতি চাহিবার কথা মনে করিয়া চকিত হইয়া উঠেন। অনন্তর, (প্রকৃতিস্থ হইয়া) তিনি বলিলেন, 'আল্লাহ আল্লাহ! এ তো হালা!'

আয়িশা বলেন, 'ইহাতে আমার ঈর্ষা জাগিল। আমি বলিলাম, কুরাইশ বুড়ীদের মধ্য হইতে এমন এক লাল-মাড়ী (ফোকলা-দাঁতী) বুড়ি, যে কত কাল আগে শেষ হইয়া গিয়াছে—তাহার আবার কী উল্লেখ করেন। আল্লাহ তো তাহার স্থলে আপনাকে তাহাব চেয়ে উত্তম উত্তম স্ত্রী দিয়াছেন।'

(ইহার উত্তরে নবী সঃ কী বলেন তাহার উল্লেখ বুখারীতে নাই। তবে হাদীস-সঙ্কলক আহমদ ও তাবরানী এই প্রসঙ্গে রিওয়ায়াত করেন যে, আয়িশা রাঃ বলেন, 'ইহাতে নবী সঃ ক্রুদ্ধ হন। অবশেষে আমি বলি, যিনি আপনাকে সত্য দান করিয়া পয়গম্বর মনোনীত করিয়াছেন তাঁহার কসম, ভবিষ্যতে আমি তাঁহার সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য ছাড়া অন্য কোনরূপ মন্তব্য করিব না।'

৩৯৬। আয়িশা রাঃ বলেন: উৎবা-তনয়া হিন্দ্‌ আসিয়া বলিল, 'আল্লাহর রসূল এক সময়ে আমার অবস্থা এইরূপ ছিল যে, পৃথিবীর বুকে এমন কোন পরিবার ছিল না যাহাকে লাঞ্ছিত হইতে দেখা আপনার পরিবারকে লাঞ্ছিত হইতে দেখিবার তুলনায় আমার নিকটে অধিকতর প্রিয় ছিল। আর, আজ আমার এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, পৃথিবীর বুকে এমন কোন পরিবার নাই যাহাকে সম্মানিত হইতে দেখা আপনার পরিবারকে সম্মানিত হইতে দেখার তুলনায় আমার নিকটে অধিকতর প্রিয়।

আরও, যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার কসম,-----'

হাদীসটির পরবর্তী অংশ ইতিপূর্বে (প্রথম খণ্ড ১০৩২ নং হাদীসে) বর্ণিত হইয়াছে।

৩৯৭। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর রা: হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী স:-র প্রতি অহী নাযিল হইবার পূর্বে (এক সময়ে কয়েক জন কুরাইশসহ নবী স:-র সফরকালে মক্কার পশ্চিমে অবস্থিত) 'বাল্‌দাহ' নামক স্থানে যাইদ ইবন আমর ইবন নুফাইলের সহিত নবী স:-র সাক্ষাৎ হয়। অনন্তর (কুরাইশ দলের পক্ষ হইতে) নবী স:-র সম্মুখে দস্তরখানে খাদ্য রাখা হয়। (ঐ খাদ্য গ্রহণে যাইদকে অনুরোধ করা হইলে) যাইদ উহা খাইতে অস্বীকার করে। অত:পর যাইদ বলে, 'তোমাদের মূর্তির নামে তোমরা যাহা যবহ কর তাহার কিছুও খাইবার পাত্র আমি নই। যাহা যবহকালে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় কেবল মাত্র তাহাই আমি খাই।'

যাইদ ইবন আমর কুরাইশদের যবহ করা খাদ্যের নিন্দা করিত এবং কুরাইশদের উক্ত আচরণের প্রতিবাদ কল্পে এবং ঐ আচরণের জঘন্যতার গুরুত্ব প্রকাশার্থ বলিত, 'ছাগলকে পয়দা করেন আল্লাহ; ছাগলের জন্য তিনিই আসমান হইতে পানী নামান; উহার জন্য তিনিই মাটিতে ঘাস লতা-পাতা জন্মান। এ সবের পরে তোমরা উহাকে আল্লাহ ছাড়া অপর কাহারও নামে যবহ কর। (কী আক্কেল তোমাদের!)'

৩৯৮। ইবন উমর রা: হইতে বর্ণিত আছে, নবী স: বলিয়াছেন, 'খবরদার কাহাকেও যদি কসম করিতেই হয় সে যেন আল্লাহ্ ছাড়া অপর কাহারও নামে কসম না করে।'

কুরাইশগণ নিজ বাপ-দাদাদের নামে কসম করিত। তাই (তাহার প্রতিবাদে) নবী স: বলেন, 'তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের নামে কসম করিও না।'

৩৯৯। আবূ হুরাইরা রা: বলেন: নবী স: বলিয়াছেন, "কবিকুল যাহা কিছু বলিয়াছে তন্মধ্যে সর্বাধিক সত্য বচন হইতেছে কবি লাবীদের এই বচনটি—'হুশ্‌য়ার! আল্লাহ ছাড়া প্রত্যেকটি বস্তুই অসার।' আর (কবি) আবুস্-সাল্‌ত্-তনয় উমাইয়া প্রায় মুসলিমই হইয়াছিল।"

১। নবী সঃ-র পয়গম্বরী লাভ

(তিনি) মুহম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন 'আব্‌দু মানাফ ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররাহ্‌ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুওই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহ্‌র্‌ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আন্‌-নায্‌র ইব্‌ন কিনানাহ্‌ ইব্‌ন খুযাইমাহ্‌ ইব্‌ন মুদরিকাহ্‌ ইব্‌ন ইলুয়াস ইব্‌ন মুযার ইবন নিযার ইব্‌ন মা'আদ্‌দ্‌ ইব্‌ন 'আদ্‌নান।

৪০০। ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ বলেন, নবী সঃ-র বয়স চল্লিশ বৎসর হইলে তাঁহার প্রতি অহী নাযিল করা হয়। অনন্তর, তিনি মক্কায় তের বৎসর অবস্থান করেন। তারপর তিনি হিজরৎ করিতে আদিষ্ট হইলে তিনি মদীনাতে হিজরৎ করেন। অনন্তর সেখানে দশ বৎসর অবস্থান করেন। তারপর তাঁহার অফাত হয়।

৪০১। ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আস্‌ রাঃ-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, মুশরিক-গণ নবী সঃ-র সহিত যে সকল অন্যায় আচরণ করিয়াছিল তন্মধ্যে কোন্‌ আচরণটি সর্বাধিক কঠোর ছিল, তখন তিনি বলেন, '(একদা) নবী সঃ কা'বার (পশ্চিম পার্শ্বস্থ হিজ্‌র অংশটিতে নামায পড়িতেছিলেন এমন সময় 'উকবাহ্‌ ইবন আবু মু'আইত্‌ আগাইয়া আসিল। অনন্তর, সে নবী সঃ-র কাপড় নবী সঃ-র ঘাড়ে পেঁচাইয়া তাঁহাকে গুরুতর-রূপে শ্বাসরুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন আবুবকর আগাইয়া আসিলেন এবং ঐ লোকটির কাঁধ ধরিয়া তাহাকে নবী সঃ হইতে সরাইয়া ফেলিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "'আমার রব্ব আল্লাহ' এই কথা বলিবার কারণেই কি তোমরা একজন লোককে হত্যা করিবে?"

৪০২। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মস্‌'উদ রাঃ-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, জিনগণ যে রাত্রিতে অভিনিবেশ সহকারে কুরআন শুনিতেছিল সেই সময়ে তাহাদের (উপস্থিতির) সংবাদ নবী সঃ-কে কে দিয়াছিল? তখন তিনি বলেন, 'একটি বৃক্ষ (নবী সঃ-কে) তাহাদের উপস্থিতির কথা জানাইয়াছিল।'

৪০৩। আবু হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, (একদা) তিনি নবী সঃ-র উযূর জন্য এবং তাঁহার প্রকৃতির প্রয়োজনের জন্য পানিপূর্ণ একটি পাত্র বহন করিয়া চলিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে (তজরীদ প্রথম খণ্ড ১২৩ নং হাদীসে) ইহা বর্ণিত হইয়াছে। এখানকার এই রিওয়াতটিতে নবী সঃ-র এই বাণীটি বেশী রহিয়াছে—'ইহা নিশ্চিত যে, নসীবীন[১] নামক স্থানের জিনদের একটি প্রতিনিধি দল আমার নিকট আসিয়াছিল। তাহারা অতি উত্তম জিন। অনন্তর, তাহারা আমার নিকটে (তাহা-দের জন্য স্থায়ী কোন) খাদ্য-ব্যবস্থার প্রার্থনা জানাইল। তাহাতে আমি আল্লাহর নিকটে এই দু'আ করিলাম যে, কোন হাড় অথবা গোবর[২] তাহাদের হস্তগত হইলে তাহারা যেন উহাতে তাহাদের খাদ্য পাইতে পারে।'

১। এই স্থানটি সিরিয়া ও 'ইরাকের মধ্যবর্তী আল্‌ জাযিরার একটি শহর।

২। তিরমিযী, আবু দাউদ প্রভৃতি হাদীস-গ্রন্থ এবং মুহাদ্দিসদের ব্যাখ্যা হইতে জিনদের খাদ্যাদি সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহা সংক্ষেপে এই—

৪০৪। খালিদ-তনয়া উম্ম খালিদ রাঃ বলেন: একটি ছোট বালিকা অবস্থায় আমি আবিসিনীয়া হইতে (মদীনা) আসি। তখন রসূলুল্লাহ সঃ আমাকে একটি চাদর গায়ে দিবার জন্য দান করেন। ঐ চাদরের স্থানে স্থানে নক্সা ছিল। রসূলুল্লাহ সঃ নক্সাগুলির উপরে হাত ফিরাইতে ফিরাইতে বলিতেছিলেন, 'সুন্দর। সুন্দর।'

৪০৫। 'আবদুল মুত্তালিব-তনয় 'আব্বাস রাঃ একদা নবী সঃ-কে বলেন, 'আপনি আপনার চাচার (আবূ তালিব) কী উপকার করিতে পারিয়াছেন? ইহা নিশ্চিত যে, তিনি আপনাকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেন এবং (আপনাকে কেহ যাতনা দিলে তিনি) আপনার পক্ষ গ্রহণ করিয়া (তাহার প্রতি) রোষ প্রকাশ করিতেন।' নবী সঃ বলেন, 'তাঁহার পদদ্বয় গিঁট পর্যন্ত আগুনে ডুবিয়া রহিয়াছে। আর আমি বিহনে তিনি (জাহান্নামের) আগুনের নিম্নতম স্তরে থাকিতেন।'

৪০৬। আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী রাঃ হইতে বর্ণিত আছে: রসূলুল্লাহ সঃ-র সামনে তাঁহার (আবূ তালিব) চাচার উল্লেখ করা হইলে তিনি নবী সঃ-কে ইহা বলিতে শুনেন—

'কিয়ামত দিবসে আমার সুপারিশক্রমে হয় তো তাঁহার উপকার হইবে এবং তাহার ফলে তাঁহাকে এত অল্প পরিমাণ আগুনে রাখা হইবে যে, আগুন তাঁহার পায়ের গিঁট পর্যন্ত পৌঁছিবে কিন্তু তাহাতেই তাঁহার মস্তিষ্ক টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকিবে।'

যে সকল হালাল জানোয়ার আল্লার নামে যবূহ করা হয় তাহাদের হাড়গুলি মুমিন জিনের হস্তগত হইলে, ঐ জানোয়ারটি জীবনে যখন সর্বাধিক হৃষ্টপুষ্ট ছিল তখন ঐ হাড়গুলিতে যে পরিমাণ মাংস, চর্বি ইত্যাদি ছিল, সেই পরিমাণ মাংস চর্বি প্রভৃতি আল্লাহ তা'আলা ঐ হাড়গুলিতে পয়দা করেন এবং উহা মুমিন জিনদের খাদ্য হইয়া থাকে।

আর যে সকল হালাল জানোয়ার আল্লাহ ছাড়া অপর কাহারও নামে যবহ করা হয় তাহাদের হাড়গুলি অমুমিন জিনের হস্তগত হইলে ঐ হাড়গুলি অনুরূপভাবে মাংস-চর্বিযুক্ত হইয়া উঠে এবং উহা অমুমিন জিনদের খাদ্য হইয়া থাকে।

গোবর জিনদের স্পর্শে তাহাদের গৃহপালিত পশুর খাদ্যে রূপান্তরিত হয়।

কয়লা জিনদের জ্বালানিতে পরিণত হয়।

হাড়, গোবর ও কয়লা জিনদের কাজের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে বলিয়া ঐ তিনটি বস্তুকে পেশাব-পায়খানা হইতে পবিত্র রাখিবার হুকুম করা হইয়াছে। এই কারণে ঐগুলি দ্বারা ইস্তিন্‌জা করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে।

১০। রাত্রি ভ্রমণ ও উর্ধ্বলোকে গমন সংক্রান্ত হাদীস

৪০৭। জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ রা: হইতে বর্ণিত আছে: তিনি রসূলুল্লাহ স:-কে এই কথা বলিতে শুনিয়াছেন:

'কুরাইশগণ যখন (মি'রাজ ব্যাপারে) আমাকে অবিশ্বাস করে তখন আমি (কা'বার) 'হিজর' অংশে দাঁড়াইয়া থাকি, আর আল্লাহ আমার সামনে বইতুল্ মকদিস্ মসজিদটি উদ্ভাসিত করেন। ফলে আমি উহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া উহার চিহ্নগুলি কুরাইশ-দেরে জানাইতে থাকি।

৪০৮। মালিক ইবন স'অস'অহ্ রা: হইতে বর্ণিত: যে রাত্রিতে নবী স:-কে ভ্রমণ করান হইয়াছিল সেই রাত্রির বর্ণনা প্রসঙ্গে নবী স: লোকদেরে বলেন: [১]

(একদা) আমি যখন (কা'বার) 'হাতীম' অংশে চিৎ হইয়া শুইয়া ছিলাম তখন একজন আগন্তুক আমার নিকটে আসিল।

(বর্ণনাশৃঙ্খলে কাতাদা নামক জনৈক রাবী হাতীমের স্থলে কখন কখন 'হিজর' বলিতেন।),

(তারপর নবী স: বলেন,) অনন্তর ঐ আগন্তুক আমার এই স্থান হইতে এই স্থান পর্যন্ত চিরিলেন।

(কাতাদা বলেন, 'আমি আনাস রা:-কে কখন কখন 'কাদ্দা' বা 'চিরিলেন' শব্দ এবং কখন কখন 'শাক্কা' বা 'ফাড়িলেন' শব্দ ব্যবহার করিতে শুনিয়াছি। তারপর ঐ স্থানের ব্যাখ্যা করিয়া আনাস রা: বলেন, 'কণ্ঠাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান হইতে নাভি পর্যন্ত।')

(নবী স: বলেন,) অনন্তর তিনি আমার হৃৎপিণ্ডটি বাহির করিলেন। তারপর, ঈমানে পরিপূর্ণ সোনার একটি গামলা আনা হইল। অনন্তর আমার হৃৎপিণ্ড ধোওয়া হইলে উহার মধ্যে ঈমান ঢালিয়া পূর্ণ করা হইল। তারপর উহা তাহার পূর্বস্থানে রাখা হইল।

ইহার পরে, আকারে অশ্বতর অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও গর্দভ অপেক্ষা বৃহৎ একটি শুভ্র বাহন আমার নিকটে আনা হইল। উহাই 'বুরাক'। উহার দৃষ্টি যেখানে পৌছিত সেখানে সে পা রাখিত।' (অর্থাৎ তাহার পথ অতিক্রমের গতিবেগ দৃষ্টিশক্তির গতি-বেগের সমান ছিল।) অনন্তর আমাকে উহার উপরে আরূঢ় করান হইল।

তারপর জিবরাঈল আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিতে চলিতে নিকটতম আসমানে পৌছিলেন এবং দরজা খুলিতে বলিলেন। বলা হইল, 'এ কে?' জিবরাঈল বলিলেন 'জিবরাঈল।' বলা হইল, 'আর আপনার সঙ্গে কে?' তিনি বলিলেন, 'মুহম্মদ'।

১। তজরীদ প্রথম খণ্ড ২২৭ নং হাদীসে মি'রাজের এক দফা দীর্ঘ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

আবার বলা হইল, 'তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য কি লোক পাঠান হইয়াছিল?' তিনি বলিলেন 'হাঁ'। তখন বলা হইল, 'তাঁহার প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁহার আগমন কত উত্তম।' এই বলিয়া দ্বাররক্ষী দ্বার খুলিয়া দিলেন।

অনন্তর, ভিতরে পৌঁছিয়া দেখি সেখানে আদম আঃ। তখন জিবরাঈল আমাকে বলিলেন, 'ইনি আপনার (আদি) পিতা আদম—তাঁহাকে সালাম করুন'। অনন্তর আমি তাঁহাকে সালাম করিলে তিনি প্রতি-সালাম করিয়া বলিলেন, 'নেক্‌কার পুত্র ও নেক্‌কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।'

অতঃপর জিবরাঈল আমাকে লইয়া ঊর্ধ্বে উঠিতে উঠিতে দ্বিতীয় আসমানে পৌঁছিয়া দরজা খুলিতে বলিলেন। বলা হইল, 'এ কে?' তিনি বলিলেন, 'জিবরাঈল'। বলা হইল, 'আর আপনার সঙ্গে কে?' তিনি বলিলেন, 'মুহম্মদ'। বলা হইল, 'তাঁহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে?' তিনি বলিলেন, 'হাঁ'। বলা হইল, 'তাঁহার প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁহার আগমন কত উত্তম।' এই বলিয়া দ্বাররক্ষী দ্বার খুলিয়া দিলেন।

অনন্তর ভিতরে গিয়া দেখি সেখানে রহিয়াছেন য়াহ্‌য়া ও 'ঈসা আঃ। তাঁহারা দুই জন পরস্পর খালাতো ভাই।'[১] জিবরাঈল বলিলেন, 'এই যে য়াহ্‌য়া ও 'ঈসা—আপনি তাহাদিগকে সালাম করুন'। অনন্তর, আমি সালাম করিলে তাঁহারা উভয়ে প্রতি-সালাম করিবার পরে বলিলেন, 'নেক্‌কার ভ্রাতা ও নেক্‌কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।'

অতঃপর জিবরাঈল আমাকে লইয়া তৃতীয় আসমানে উঠিয়া দরজা খুলিতে বলিলেন। বলা হইল, 'এ কে?' তিনি বলিলেন, 'জিবরাঈল'। বলা হইল, 'আর আপনার সঙ্গে কে?' তিনি বলিলেন, 'মুহম্মদ'। বলা হইল, 'তাঁহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে?' তিনি বলিলেন, 'হাঁ'। বলা হইল, 'তাঁহার প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁহার আগমন কত উত্তম।' অনন্তর দরজা খোলা হইল।

ভিতরে পৌঁছিয়া দেখি সেখানে য়ূসুফ আঃ রহিয়াছেন। জিবরাঈল বলিলেন, 'ইনি য়ূসুফ—তাঁহাকে সালাম করুন'। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি প্রতি-সালাম করিবার পরে বলিলেন, 'নেক্‌কার ভাই ও নেক্‌কার নবীর উদ্দেশে সাদর সম্ভাষণ।'

তারপর, আমাকে সঙ্গে লইয়া জিবরাঈল ঊর্ধ্বে উঠিতে উঠিতে চতুর্থ আসমানে পৌঁছিলেন। অনন্তর, তিনি দরজা খুলিতে বলিলে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'এ কে?' তিনি বলিলেন, 'জিবরাঈল'। বলা হইল, 'আর আপনার সঙ্গে কে?' তিনি

১। তাঁহারা দুই জন পরস্পর খালাতো ভাই নন। বরং ঈসা আঃ-র মাতা এবং য়াহ্‌য়া আঃ পরস্পর খালাতো ভাই-বোন ছিলেন।
তারপর, পিতা বলিতে যেমন সচরাচর পিতামাতাকেও বুঝায় সেইরূপ মাতা-মাতামহীকেও বুঝাইয়া থাকে। এই প্রয়োগ মতে ঈসা আঃ-র মাতামহীকে তাঁহার মাতা বলিয়া এই রূপ উক্তি করা হইয়াছে।

বলিলেন, 'মুহম্মদ'। বলা হইল, 'তাঁহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে?' তিনি বলিলেন, হাঁ'। বলা হইল, 'তাঁহার প্রতি স্যাদর সম্ভাষণ। তাঁহার আগমন কত উত্তম।' অনন্তর দরজা খোলা হইল।

ভিতরে পৌঁছিয়া দেখি ইদ্‌রীস আঃ রহিয়াছেন। জিবরাঈল বলিলেন, 'ইনি ইদ্‌রীস—ইঁহাকে সালাম করুন'। আমি তাঁহাকে সালাম করিলে তিনি প্রতি-সালাম করিলেন। তারপর বলিলেন, 'নেক্‌কার ভ্রাতা ও নেক্‌কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।'

তারপর, আমাকে সঙ্গে লইয়া জিবরাঈল উর্ধ্বে উঠিতে উঠিতে পঞ্চম আসমানে পৌছিলেন। তিনি দরজা খুলিতে চাহিলে বলা হইল, 'এ কে?' তিনি বলিলেন, 'জিবরাঈল'। বলা হইল, 'আর আপনার সঙ্গে কে?' তিনি বলিলেন, 'মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম'। বলা হইল, 'তাঁহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে?' তিনি বলিলেন, 'হাঁ'। বলা হইল, 'তাঁহার প্রতি সাদর সম্ভাষণ।' তাঁহার আগমন কত উত্তম।'

তারপর যখন ভিতরে পৌঁছিলাম তখন দেখি হারূন আ: রহিয়াছেন। জিবরাঈল বলিলেন, 'ইনি হারূন—ইঁহাকে সালাম করুন'। আমি তাঁহাকে সালাম করিলে তিনি প্রতি-সালাম করিলেন। তারপর বলিলেন, 'নেক্‌কার ভাই ও নেক্‌কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।'

তারপর, জিবরাঈল আমাকে সঙ্গে লইয়া উর্ধ্বে উঠিতে উঠিতে ষষ্ঠ আসমানে পৌছিলেন। তিনি দরজা খুলিতে বলিলে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'এ কে?' তিনি বলিলেন, 'জিবরাঈল'। বলা হইল, 'আপনার সঙ্গে কে?' তিনি বলিলেন, 'মুহম্মদ'। বলা হইল, 'তাঁহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে?' তিনি বলিলেন, 'হাঁ'। দ্বাররক্ষী বলিলেন, 'তাঁহার প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁহার আগমন কত উত্তম।'

তারপর যখন ভিতরে পৌঁছিলাম তখন দেখি মূসা আঃ রহিয়াছেন। জিবরাঈল বলিলেন. 'ইনি মূসা আঃ; ইঁহাকে সালাম করুন।' অনন্তর আমি তাঁহাকে সালাম করিলে তিনি প্রতি-সালাম করিলেন। তারপর, তিনি বলিলেন, 'নেক্‌কার ভাই ও নেক্‌কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।'

অনন্তর আমি যখন তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া চলিলাম তখন তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'আপনার ক্রন্দনের কারণটি কী?' তিনি বলিলেন, "আমি এই কারণে কাঁদিতেছি যে. আমার পরে এমন একজন কিশোরকে পয়গম্বরী দেওয়া হইল যে, আমার উম্মত হইতে যত লোক জান্নাতে প্রবেশ করিবে তদপেক্ষা অধিক লোক তাহার উম্মত হইতে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।[১]

১। ক্রন্দনের কারণ ছিল আত্ম-ত্রুটিজনিত অনুতাপ। হিংসা উহার কারণ ছিল না—এবং কারণ হইতেও পারে না। কেননা, হিংসার ফলে ক্রন্দন আসে না। তাহাতে আসে ক্রোধ আর অনুতাপের ফলেই ক্রন্দন আসিয়া থাকে।—অনুবাদক।

তারপর, জিবরাঈল আমাকে লইয়া সপ্তম আসমানে উঠিলেন। অনন্তর জিবরাঈল দরজা খুলিতে বলিলে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'এ কে?' তিনি বলিলেন, 'জিবরাঈল'। বলা হইল, 'আর আপনার সঙ্গে কে?' তিনি বলিলেন, 'মুহম্মদ'। বলা হইল, 'তাঁহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে?' তিনি বলিলেন, 'হাঁ'। দ্বাররক্ষী বলিলেন, 'তাঁহার প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁহার আগমন কত উত্তম।'

অনন্তর আমি যখন ভিতরে পৌঁছিলাম তখন দেখি ইব্‌রাহীম আঃ রহিয়াছেন। জিবরাঈল বলিলেন, 'ইনি আপনার পিতা ইব্‌রাহীম,—ইঁহাকে সালাম করুন। অনন্তর আমি তাঁহাকে সালাম করিলে তিনি জওয়াবে সালাম বলিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, 'নেক্ পুত্র ও নেক্ নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।'

তারপর আমাকে উর্ধ্বে 'সিদ্‌রাতুল্-মুন্‌তাহা[১] পর্যন্ত উঠান হইল। দেখিলাম, সিদ্‌রা বৃক্ষের ফল 'হাজার' অঞ্চলের মটকির ন্যায় বৃহৎ এবং উহার পাতা হাতীর কানের ন্যায়। জিবরাঈল বলিলেন, 'ইহাই সিদ্‌রাতুল্-মুন্‌তাহা।' আরও দেখিলাম, চারিটি নদী (সিদরার মূল হইতে নির্গত হইয়াছে); তন্মধ্যে দুইটি নদী অপ্রকাশ্য এবং দুইটি নদী প্রকাশ্য রহিয়াছে। আমি বলিলাম, 'জিবরাঈল, ইহার তাৎপর্য কী?' তিনি বলিলেন, 'অপ্রকাশ্য দুইটির তাৎপর্য এই যে, উহা জান্নাতে প্রবাহিত দুইটি নদী। আর প্রকাশ্য দুইটির তাৎপর্য নীল ও ফুরাত (ইউফ্রেটিস)।'

তারপর আমার সম্মুখে 'আল্-বাইতুল্ মা'মূর' ঘরটি তুলিয়া ধরা হইল। দেখিলাম ঐ ঘরটিতে প্রত্যহ সত্তর হাযার ফিরিশতা প্রবেশ করে (এবং বাহির হইয়া যায়। আর যাহারা এক বার বাহির হইয়া যায় তাহারা দ্বিতীয় বার ফিরিয়া আসে না)।

তারপর আমার নিকটে এক পাত্র মদ, এক পাত্র দুধ ও এক পাত্র মধু আনা হইল। তন্মধ্যে আমি দুধ গ্রহণ করিলাম (এবং উহা পান করিলাম)। তখন জিব্‌রাঈল বলিলেন, 'আপনি এবং আপনার উম্মৎ (ইসলাম-রূপী) প্রকৃতি ধর্মের উপরেই যে রহিয়াছেন—ইহা তাহারই নিদর্শন।'[২]

তারপর, আমার উপরে নামায ফরয করা হইল প্রত্যহ পঞ্চাশ নামায। অনন্তর আমি ফিরিলাম এবং মূসা আঃ-র সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় তিনি বলিলেন, 'আপনাকে কী করিতে আদেশ করা হইল?' আমি বলিলাম, 'প্রত্যহ পঞ্চাশ নামাযের জন্য

১। 'সিদরাহ্' শব্দের অর্থ 'কুল বৃক্ষ' এবং 'মুন্‌তাহা' শব্দের অর্থ শেষসীমা। দুন্‌য়া হইতে যাহা কিছু উর্ধ্বলোকে নীত হয় তাহা ঐখানে পৌঁছিয়া ক্ষান্ত হয়। অনন্তর, উহার অপর পারে যাঁহারা আছেন তাঁহারা উহা ঐ স্থান হইতে গ্রহণ করিয়া লইয়া যান। এই কারণে ঐ স্থানকে 'মুন্‌তাহা' বলা হয়। তারপর, ঐ শেষসীমার চিহ্নস্বরূপ ঐ স্থানে 'সিদ্‌রাহ্' বৃক্ষ থাকায় ঐ সীমান্তকে 'সিদ্‌রাতুল্ মুন্‌তাহা' বলা হয়।

২। মূল বুখারী হাদীসগ্রন্থের 'পানীয়,' অধ্যায়ের প্রথমেই আবু হুরাইরা রাঃ-র বর্ণনী যে হাদীস সঙ্কলিত হইয়াছে তাহাতে ইহা অতিরিক্ত রহিয়াছে—'আর আপনি যদি মদ গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে আপনার উম্মৎ গুমরাহ হইত।' অর্থাৎ উহা উম্মতের গুমরাহীর প্রতীকরূপে কাজ করিত।

আমাকে আদেশ করা হইল।' তিনি বলিলেন, 'ইহা নিশ্চিত যে, আপনার উম্মৎ প্রত্যহ পঞ্চাশ নামায পালনে সক্ষম হইবে না। আল্লার কসম, আপনার পূর্বে আমি (ইসরাঈলীয়) লোকদেরে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এবং ইসরাঈলীয়দের হিদায়াতের জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম ও কষ্ট বরণ করিয়া দেখিয়াছি। (ঐ অভিজ্ঞতা হইতে আমি আপনাকে বলিতেছি।) অতএব, আপনি আপনার রব্বের নিকট ফিরিয়া যান এবং আপনার উম্মতের পক্ষে হ্রাস করিবার জন্য তাঁহার নিকটে প্রার্থনা জানান।'

অনন্তর, আমি ফিরিয়া গেলাম। (এবং ঐ ভাবে প্রার্থনা করায়) আল্লাহ আমা হইতে দশটি মাফ করিলেন। তারপর, মূসার নিকটে ফিরিয়া আসিলে তিনি পূর্বের অনুরূপ কথা বলিলেন। ফলে, আমি ফিরিয়া গেলে আল্লাহ আমা হইতে আর দশটি ছাড়িয়া দিলেন। আবার আমি মূসার নিকটে ফিরিয়া আসিলে তিনি অনুরূপ কথাই বলিলেন। ফলে, আমি ফিরিয়া গেলে আল্লাহ আমা হইতে আরও দশটি ছাড়িয়া দিলেন। তারপর আমি মূসার নিকটে ফিরিয়া গেলে তিনি অবার ঐ কথাই বলিলেন। ফলে আমি ফিরিয়া গেলে আল্লাহ আমার অন্য আরও দশটি কম করিলেন। ফলে আমাকে প্রত্যহ দশ নামাযের হুকুম করা হইল। আবার মূসার নিকট ফিরিয়া আসিলে তিনি আবার অনরূপ কথা বলিলেন। ফলে, আমি ফিরিয়া গেলে আমাকে প্রত্যহ পাঁচ নামাযের আদেশ করা হয়। আবার আমি মূসার নিকটে ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিলেন, 'আপনাকে কী করিতে আদেশ হইল?' আমি বলিলাম, 'আমাকে প্রত্যহ পাঁচ নামাযের আদেশ করা হইল।' মূসা বলিলেন, 'ইহা নিশ্চিত যে, আপনার উম্মত দৈনিক পাঁচ নামায পালনে সক্ষম হইবে না।' আর ইহা নিশ্চিত যে, আপনার পূর্বে আমি (ইসরাঈলীয়) লোকদের বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এবং ইস-রাঈলীয়দের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করিয়া দেখিয়াছি। কাজেই, (আমি বলি) আপনি আপনার রব্বের নিকট ফিরিয়া গিয়া আপনার উম্মতের পক্ষে উহা আরও হ্রাস করিবার জন্য তাঁহার নিকটে প্রার্থনা জানান।' আমি বলিলাম, 'আমি আমার রব্বের নিকটে (কর্তব্য হ্রাসের জন্য) প্রার্থনা করিতে করিতে অবশেষে আর চাহিতে লজ্জা অনুভব করিতেছি। এখন আমি ঐ কর্তব্যে রাযী হইতেছি ও আত্ম-সমর্পণ করিতেছি।' নবী সঃ বলেন, ''অনন্তর, আমি যখন মূসাকে অতিক্রম করিয়া আসিলাম তখন কোন আহ্বানকারী আমাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'আমার ফরয করা হুকুমটি আমি জারী করিয়া দিলাম এবং আমার বান্দাদের জন্য আদেশটি লঘু করিয়া দিলাম।'

[ইস্‌রা' বা রাত্রি-ভ্রমণ সম্পর্কে আনাস[১] রাঃ-র যবানী বর্ণিত হাদীসটি নামায অধ্যায়ের প্রথমে (তজরীদ প্রথম খণ্ড, ২২৭ নং হাদীসে) রহিয়াছে। এই হাদীস

১। হাদীসটি আনাস রাঃ আবূ যার্র রাঃ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। কাজেই হাদীসটির মূল রাবী আনাস রাঃ নন—উহার মূল রাবী আবূ যার্র রাঃ।

দুইটির একটির মধ্যে কোন কোন কথা এমন রহিয়াছে যাহা অপর হাদীসটিতে নাই।]

৪০৯। ইব্‌ন 'আব্বাস রা: আল্লাহ তা'আলার বাণী—'আর আমি আপনাকে যে দৃশ্যগুলি দেখাইয়াছি সেইগুলিকে আমি লোকদের জন্য পরীক্ষারই বিষয়ে পরিণত করিয়াছি' —সম্বন্ধে বলেন, 'ঐ দৃশ্যগুলি চাক্ষুষ দৃশ্য ছিল। যে রাত্রিতে রসূলুল্লাহ সঃ-কে বইতুল মকদিস পর্যন্ত ভ্রমণ করান হইয়াছিল সেই রাত্রিতে তাঁহাকে ঐ দৃশ্যগুলি চর্মচক্ষু দ্বারা দেখান হইয়াছিল।

আরও আল্লাহর বাণী—'কুরআনে উল্লিখিত, আল্লার রহমত হইতে বঞ্চিত বৃক্ষটি' —সম্বন্ধে বলেন, 'উহা যাক্‌কূম বৃক্ষ'।

৪১০। 'আয়িশা রা: বলিয়াছেন, 'আমার বয়স যখন ছয় বৎসর তখন নবী সঃ আমাকে বিবাহ করেন। অনন্তর, আমরা মদীনা আসিয়া বানূ হারিস ইব্‌ন খাজরায্‌ গোত্রের মধ্যে নামিলাম। তারপর, আমি জ্বরে আক্রান্ত হইলে আমার (মাথার) চুল ছিন্নভিন্ন হইয়া উঠিয়া গেল। তারপর, আমার চুল বাহির হইয়া উহা যখন কানের নিম্নদেশ পর্যন্ত পৌছিল তখন এক দিন আমি আমার সঙ্গিনীগণসহ দোলনা খেলা খেলিতে থাকা কালে আমার মাতা উম্মরুমান আমার নিকটে আসিয়া আমাকে উচচ স্বরে ডাকিলেন। তখন আমি তাঁহার নিকটে আসিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে লইয়া কী করিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন তাহা আমি বুঝি নাই।

তারপর, তিনি আমার হাত ধরিয়া চলিতে চলিতে অবশেষে যখন ঘরের দরজার নিকটে দাঁড় করাইলেন, তখনও আমি হাঁপাইতেছিলাম। অনন্তর, আমার শ্বাস-প্রশ্বাস কিয়ৎ পরিমাণে ধীরস্থির হইলে তিনি সামান্য পরিমাণ পানি লইয়া আমার মুখে ও মাথায় লাগাইলেন। তারপর, আমাকে ঘরটির মধ্যে ঢুকাইয়া দিলেন। দেখি, ঘরের মধ্যে কতিপয় আনসার মহিলা রহিয়াছেন। তাঁহারা (আমাকে উদ্দেশ করিয়া) বলিলেন, 'আগমন কল্যাণময় ও বরকতপূর্ণ হউক এবং ভবিষ্যৎ শুভ হউক।'

অনন্তর, আমার মা আমাকে তাঁহাদের নিকট সোপর্দ করিলেন। তখন তাঁহারা আমাকে পরিপাটি করিলেন। তারপর, পূর্বাহ্নে রসূলুল্লাহ সঃ-র আগমনই আমাকে চকিত করিয়া তুলিয়াছিল। অনন্তর, তাঁহারা আমাকে তাঁহার নিকট সোপর্দ করিলেন। ঐ সময়ে আমার বয়স নয় বৎসর ছিল।

৪১১। 'আয়িশা রা: হইতে বর্ণিত আছে: রসূলুল্লাহ সঃ তাঁহাকে বলেন, 'আমায় দুই বার স্বপ্নে তোমাকে দেখান হইয়াছে। আমি দেখি যে, তুমি এক খণ্ড রেশমী বস্ত্রে—(তোমার মাথা ও মুখ আচ্ছাদিত)। আমাকে বলা হইল, 'ইনি আপনার স্ত্রী'। অনন্তর, আমি (স্বপ্নদৃষ্ট) আকৃতিটির মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া দেখি যে, উহা তুমিই। তখন আমি মনে মনে বলি, 'ইহা যদি আল্লাহর তরফ হইতে হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনি ইহা কার্যকর করিবেনই।'

১১। নবী সঃ এবং তাঁহার সাহাবীদের মদীনায় হিজরত

৪১২। নবী সঃ-র পত্নী 'আয়িশা রাঃ বলেন :

আমি আমার পিতামাতাকে দীন ইসলাম মতে ধর্মাচরণ করা ব্যতীত অপর কোন ধর্মমতে আচরণ করিতে কখনও দেখি নাই ; এবং আমাদের এমন কোন দিন যায় নাই যে দিনে দিবসের দুই প্রান্তে—প্রাতে ও সন্ধ্যায় রসূলুল্লাহ সঃ আমাদের নিকটে না আসিয়াছেন।

অনন্তর, মুসলিমগণ যখন বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িল তখন একদা আবূবকর দেশ ত্যাগীরূপে আবিসিনীয়া রাজ্য অভিমুখে বাহির হইলেন। অবশেষে তিনি যখন 'বর্‌কুল্-গিমাদ'[১] নামক স্থানে পৌঁছিলেন তখন ইবনুদ্-দগীনাহ্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আর তিনি কারাহ্ গোত্রের সরদার ছিলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন, 'আবূবকর, আপনি কোথায় যাইতে চান?' আবূবকর বলিলেন, 'আমার জাতি আমাকে বাহির করিয়া দিয়াছে। কাজেই আমি ইচ্ছা করি যে, আমি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইব এবং আমার রব্বের ইবাদত করিতে থাকিব।' ইহাতে ইব্‌নুদ্-দাগিনাহ বলিলেন, 'আপনার মত লোক (স্বেচ্ছায়ও দেশ হইতে) বাহির হইয়া যাইতে পারে না এবং আপনার মত লোককে বহিষ্কৃত করাও চলে না। (অর্থাৎ আপনার মত লোকের পক্ষে নিজ ইচ্ছায় দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়াও অন্যায় এবং তাহাকে দেশ হইতে বাহির করাও অন্যায়)। কেননা, ইহা নিশ্চিত যে, আপনি নিঃস্বকে উপার্জনক্ষম করেন; আত্মীয়তা-বন্ধনকে সংযুক্ত রাখেন; অপরের দণ্ড নিজে বহন করেন; অতিথি-মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং দৈব-দুর্বিপাকে সাহায্য করিয়া থাকেন। কাজেই আমি আপনার জন্য আশ্রয়দানকারী হইলাম। এখন ফিরিয়া যান এবং নিজ দেশে আপনার রব্বের ইবাদত করুন।'

ফলে, আবূ বকর ফিরিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে ইব্‌নুদ্-দাগিনাও চলিলেন।

(মক্কা পৌঁছিয়া) ইব্‌নুদ্-দাগিনাহ্ কোন এক সন্ধ্যায় সম্ভ্রান্ত কুরাইশদের সহিত (কা'বাগৃহের) তওয়াফ করিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন, 'আবূ বকরের মত লোকের পক্ষে বাহির হইয়া চলিয়া যাওয়াও শোভনীয় নয়,এবং তাঁহার মত লোককে বহিষ্কৃত করাও চলে না। যে লোকটি নিঃস্বকে উপার্জনক্ষম করে, আত্মীয়তা-বন্ধনকে সংযুক্ত রাখে, অপরের দণ্ড নিজে বহন করে, অতিথি-মেহমানের মেহমানদারী করে এবং দৈব-দুর্বিপাকে সাহায্য করিয়া থাকে তাহাকেই কি আপনারা বাহির করিয়া দিতেছেন?' ফলে, (আবূবকরকে) ইব্‌নুদ্-দাগিনার আশ্রয় দান কুরাইশ প্রত্যাখ্যান করিল না।

১। মক্কা হইতে য়ামানের দিকে প্রায় আশি মাইল দূরে 'বর্‌কুল্' গিমাদ' জনপদটি অবস্থিত। তখনকার দিনে উহা মক্কা হইতে পাঁচ দিনের পথ ছিল।

তাহারা ইবনুদ্-দাগিনাকে বলিল, 'আপনি আবূ বকরকে আদেশ করুন, তিনি যেন নিজ বাড়ীতে তাঁহার রব্বের ইবাদত করেন, সেখানেই যেন নামায পড়েন এবং তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয় তাহা বাড়ীতেই পড়েন। এই ব্যাপারে তিনি যেন আমাদেরে মনঃকষ্ট না দেন এবং এই সব তিনি যেন প্রকাশ্যে না করেন। কেননা, আমরা আশঙ্কা করি যে, তিনি (প্রকাশ্যে ঐ সব করিয়া) আমাদের স্ত্রী-পুত্রদের ধর্মব্যাপারে গণ্ডগোল বাধাইয়া দিবেন।' ইবনুদ্-দাগিনাহ্ ইহা আবূ বকরকে বলিলেন।

অনন্তর, আবূ বকর ঐ অবস্থাতেই নিজ ঘরে নিজ রব্বের ইবাদত করিতে থাকেন, প্রকাশ্যভাবে নামায পড়েন না এবং নিজ বাড়ী ছাড়া অন্য কোন খানে কুরআন পড়েন না। তারপর, আবূ বকরের অন্তরে সঙ্গত বিবেচিত হওয়ায় তিনি নিজ বাড়ীর প্রাঙ্গণে নামাযের একটি ঘর নির্মাণ করিলেন। তিনি উহাতে নামায পড়িতে লাগিলেন এবং কুরআন তিলওয়াত করিতে থাকিলেন। ফলে মুশরিকদের স্ত্রী ও পুত্রগণ তাঁহার নিকটে ভিড় করিতে লাগিল। তাহারা আবূ বকরের অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য বোধ করিত এবং তাঁহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিত। ইহার কারণ এই যে, আবূ বকর অতিশয় রোদনশীল লোক ছিলেন। তিনি যখন কুরআন পাঠ করিতেন তখন নিজ চোখ দুইটিকে আয়ত্তে রাখিতে পারিতেন না। অর্থাৎ দুই চোখ দিয়া আপনা-আপনি অশ্রু প্রবাহিত হইত। ইহা মুশরিক কুরাইশ-প্রধানদিগকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল।

অনন্তর, তাহারা ইবনুদ্-দাগিনাকে ডাকিয়া পাঠাইলে তিনি তাহাদের নিকট আসিলেন। তখন তাহারা বলিল, 'অবূ বকরকে আপনার আশ্রয় দানের কারণে আমরা তাঁহাকে এই শর্তে নিরাপত্তা দিয়াছিলাম যে, তিনি নিজ বাড়ীতে তাঁহার রব্বের ইবাদত করিবেন। কিন্তু তিনি উহা লঙ্ঘন করিয়া নিজ বাড়ীর প্রাঙ্গণে ইবাদতের একটি ঘর নির্মাণ করিয়াছেন এবং উহাতে নামায ও কুরআন পাঠ প্রকাশ্যভাবে করিতেছেন। ইহাতে আমরা নিশ্চিতভাবে আশঙ্কা করি যে, তিনি আমাদের স্ত্রীদের ও পুত্রদের ধর্ম-মতে গণ্ডগোল বাধাইয়া দিবেন। অতএব, আপনি তাঁহাকে ইহা করিতে নিষেধ করুন। ফলে, তিনি যদি নিজ বাড়ীতে নিজ রব্বের ইবাদত করিয়া ক্ষান্ত হইতে চান তবে তিনি তাহাই করিবেন। আর তিনি যদি এই সব কাজ প্রকাশ্যভাবে না করিতে অস্বীকার করেন তবে আপনি তাঁহাকে বলুন, তিনি যেন আপনার যিম্মাদারী ফিরাইয় দেন। কেননা, এক দিকে আমরা যেমন আপনার যিম্মাদারী ব্যাপারে বিশ্বাসভঙ্গ করা অপছন্দ করি, অপর দিকে আবূ বকরের প্রকাশ্যভাবে ধর্মানুষ্ঠানকে স্বীকার করিবার পাত্রও আমরা নই।'

'আয়িশা বলেন, 'অনন্তর ইবনুদ্-দাগিনাহ্ আবূ বকরের নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'আমি যে শর্তে আপনার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিলাম তাহা আপনি বেশ জানেন। অতএব আপনি ঐ শর্তে ক্ষান্ত থাকুন অথবা আমার দায়িত্বভার আমাকে প্রত্যর্পণ করুন। কারণ, কোনও ব্যক্তির সহিত আমি নিরাপত্তা চুক্তি করিবার পরে আমার ঐ চুক্তি

সম্পর্কে বিশ্বাসভঙ্গ করা হইয়াছে—এই কথা আরবজাতি শুনিতে পায়—ইহা আমি পছন্দ করি না। তখন আবু বকর বলিলেন, 'আপনার আশ্রয়দানের প্রতিশ্রুতি আমি আপনাকে ফেরৎ দিতেছি এবং পরাক্রান্ত মহান আল্লাহ্‌র আশ্রয় দানের প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্ট হইতেছি।'

যখন এই সব ঘটিতেছিল সেই সময়ে নবী সঃ মক্কায় ছিলেন। তিনি (সেই সময়ে একদা) মুসলিমদেরে বলিলেন, 'তোমাদের হিজরতের দেশটি প্রস্তর-কঙ্করময় দুই প্রান্তরের অন্তর্বর্তী স্থানে খেজুর গাছের অঞ্চলের সূরতে আমাকে স্বপ্নে দেখান হইয়াছে।' ফলে, যাহারা হিজরত করিবার ছিল তাহারা মদীনার দিকে হিজরত করিল এবং যাহারা আবিসিনীয়া রাজ্যে হিজরত করিয়াছিল তাহাদের অধিকাংশই মদীনায় ফিরিয়া গেল। আবুবকর মদীনার দিকে হিজরত করিবার জন্য সফরের প্রস্তুতি করিয়া ফেলিলেন। তখন রসূলুল্লাহ সঃ তাঁহাকে বলিলেন, 'অপেক্ষা করুন। কেননা, আমি নিশ্চিতভাবে আশা করি যে, আমাকে হিজরতের জন্য অনুমতি দেওয়া হইবে। তাহাতে আবু বকর বলিলেন, 'আমার পিতা এবং আমার মাতা আপনার জন্য কুরবান; আপনি উহা আশা করেন?' তিনি বলিলেন, 'হাঁ'। ফলে, রসূলুল্লাহ সঃ-র কারণে এবং তাঁহার সঙ্গী হইবার উদ্দেশ্যে আবু বকর নিজেকে সংবরণ করিলেন এবং তাঁহার নিকটে যে দুইটি উষ্ট্র ছিল তাহাদিগকে চারি মাস ধরিয়া বাবলা গাছের পাতা খাওয়াইতে থাকিলেন।

'আয়িশা রাঃ বলেন, তারপর একদা ঠিক দ্বিপ্রহরে আমরা যখন আবু বকরের গৃহে বসিয়াছিলাম তখন কোন একজন লোক আবু বকরকে বলিল, 'এই তো মাথা-মুখ আবৃত অবস্থায় রসূলুল্লাহ সঃ';—(দিবাভাগের) এমন সময়ে আসিলেন যে সময়ে তিনি আমাদের নিকট আসিতেন না। তাহাতে আবু বকর বলিলেন, 'আমার পিতা ও আমার মাতা তাঁহার জন্য কুরবান। আল্লাহ্‌র কসম কোন বিশেষ ব্যাপারই তাঁহাকে এমন সময়ে আসিতে বাধ্য করিয়াছে।'

'আয়িশা রাঃ বলেন, অনন্তর তিনি (গৃহে প্রবেশ করিবার) অনুমতি চাহিলে তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া হইল। নবী সঃ (গৃহমধ্যে) প্রবেশ করিয়া আবু বকরকে বলিলেন, 'আপনার নিকটে যাহারা আছে তাহাদেরে বাহিরে যাইতে বলুন।' আবু বকর বলিলেন, 'আল্লাহ্‌র রসূল, আপনার জন্য আমার পিতা কুরবান। তাহারা তো আপনারই আপন জন।' নবী সঃ বলিলেন, 'আমার সম্বন্ধে ইহা নিশ্চিত ব্যাপার যে, আমাকে বাহির হইয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।' তখন আবু বকর বলিলেন, 'আল্লাহ্‌র রসূল, আপনার প্রতি আমার পিতা কুরবান। সঙ্গ (প্রার্থনা করি)।' রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, 'হাঁ'। আবু বকর বলিলেন, 'আল্লাহ্‌র রসূল, আপনার উদ্দেশ্যে আমার পিতা কুরবান। তবে আমার এই উষ্ট্রদ্বয়ের একটি আপনি গ্রহণ করুন।' রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, 'মূল্য-যোগে।'[১]

১। নবী সঃ আট শত দিরহাম মূল্যে উষ্ট্রটি ক্রয় করিয়াছিলেন।

'আয়িশা রাঃ বলেন, অনন্তর, আমরা তাঁহাদের দুই জনের সফর-প্রস্তুতি অত্যন্ত দ্রুত সমাধা করিলাম এবং তাঁহাদের জন্য খাদ্য[১] প্রস্তুত করিয়া উহা চামড়ার একটি থলিয়াতে রাখিলাম। তারপর আবু বকর তনয়া আস্‌মা নিজ কোমরবন্দ হইতে কিছু অংশ কাটিয়া লইয়া উহা দ্বারা ঐ থলিয়ার মুখ বাঁধিলেন—আর এই কারণেই তাঁহার এক নাম 'যাতুন্‌-নিতাকাইন' (—দুইটি কোমরবন্দযুক্ত) হয়।

'আয়িশা রাঃ বলেন, তারপর রসূলুল্লাহ সঃ ও আবু বকর 'সাওর' পাহাড়ের একটি গুহায় গিয়া পৌঁছিলেন। অনন্তর, উহার মধ্যে তাঁহারা তিন রাত্রি লুকাইয়া রহিলেন। রাত্রিকালে আবু বকর-পুত্র 'আবদুল্লাহ তাঁহাদের নিকটে থাকিতেন। তিনি একজন চতুর ও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি তরুণ যুবক ছিলেন। তিনি শেষ রাত্রিতে তাঁহাদের নিকট হইতে চলিয়া মক্কায় রাত্রি-যাপনকারীরূপে কুরাইশদের সহিত সকাল বেলায় উঠিতেন। অনন্তর, তাঁহাদের দুইজনের বিরুদ্ধে যাহা চক্রান্ত করা হইত সে সম্পর্কে তিনি যাহা কিছু শুনিতেন তাহাই স্মরণ রাখিতেন এবং অন্ধকার যখন ঘনীভূত হইত তখন তিনি তাঁহাদিগকে ঐ সংবাদ পৌঁছাইতেন।

আর আবু বকরের গোলাম 'আমির ইব্‌ন ফুহাইরাহ্‌ (দিনের বেলায়) তাঁহাদের জন্য দুগ্ধবতী ছাগল-পাল চরাইত এবং সন্ধ্যাকালে রাত্রির কিয়দংশ অতিক্রান্ত হইলে সে ছাগল লইয়া তাঁহাদের নিকট পৌঁছিত। ফলে, তাঁহারা যথেষ্ট দুগ্ধ মধ্যে রাত্রি যাপন করিতেন। তাঁহাদের দুগ্ধবতী ছাগীগুলির দুধ দোহন করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা পান করিতেন; আবার উহার মধ্যে উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ড ডুবাইয়া গরম করিয়াও পান করিতেন। অনন্তর, শেষ রাত্রির অন্ধকারে 'আমির ঐ ছাগল-পালকে ডাক দিয়া (চরাইতে) লইয়া যাইত। ঐ তিন রাত্রির প্রত্যেক রাত্রিতে সে ঐরূপ করে।

আবার রসূলুল্লাহ সঃ ও আবু বকর 'বানূ-আব্‌দ ইব্‌ন্‌ আদী' গোত্রস্থ 'বানুদ্‌-দীল' বংশের রাস্তাপথ-অভিজ্ঞ জনৈক লোককে পারিশ্রমিকের চুক্তিতে পথ-চালক রূপে গ্রহণ করেন। ঐ লোকটি 'আস ইব্‌ন ওয়ায়িল সাহ্‌মী পরিবারের সহিত বন্ধুতায় আবদ্ধ হইবার পাত্রে[২] হাত ডুবাইয়াছিল। সে কাফির কুরাইশদের ধর্মে ছিল। অনন্তর নবী সঃ ও আবু বকর তাহাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের উষ্ট্র দুইটি তাহাকে সোপর্দ করেন. এবং তাহার নিকটে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন যে, সে তিন রাত্রি পরে তৃতীয় রাত্রির প্রভাতে উষ্ট্র দুইটি সহ 'সাওর' গুহায় পৌঁছিবে।

১। ঐ খাদ্য ছিল রান্না করা ছাগল-গোশ্‌ত।

২। সে কালে আরবদের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, তাহারা যখন পরস্পর কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিত তখন তাহারা রক্তপূর্ণ পাত্রে অথবা কোন তরল সুগন্ধি দ্রব্য পাত্রে অথবা কোন তরল রঙীন দ্রব্যপূর্ণ পাত্রে নিজেদের হাত ডুবাইয়া প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিত। ইহাকে তাহাদের প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তার প্রতীকরূপে গণ্য করা হইত।

অনন্তর, নবী সঃ ও আবূ বকরের সঙ্গে (আবূ বকরের গোলাম) 'আমির ইব্‌ন ফুহাইরাহ্ ও পথচালকটি যাত্রা করিল এবং পথচালক তাঁহাদিগকে উপকূলের পথ ধরিয়া লইয়া চলিল।

সুরাকাহ্ ইব্‌ন (মালিক ইব্‌ন) জু'শুম বলেন: 'কাফির কুরাইশদের দূতগণ আমাদের নিকট আসিয়াছিল এবং রসূলুল্লাহ ও আবূ বকর উভয়ের প্রত্যেককে যে কেহ হত্যা করিবে বা বন্দী করিবে তাহার জন্য তাহারা (এক এক শত উট) প্রতিদান ঘোষণা করিয়াছিল। অনন্তর, একদা আমি আমাদের বানূ মুদলিজ দলের কোনও এক সভায় বসিয়াছিলাম এমন সময়ে ঐ দলেরই একজন লোক আসিয়া আমাদের মধ্যে দাঁড়াইল। আমরা উপবিষ্ট ছিলাম। অনন্তর, ঐ লোকটি বলিল, 'হে সুরাকাহ্, আমি এখনই উপকূলে কয়েকজন লোককে (যাইতে) দেখিলাম। আমি মনে করি যে, তাহারা মুহম্মদ ও তাহার সঙ্গীগণই হইবে'। সুরাকাহ্ বলে, 'আমি বুঝিলাম যে, তাহারা তাঁহারাই হইবেন। কিন্তু আমি (নিজে সম্পূর্ণ প্রতিদান লাভ করিবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা করিয়া) তাহাকে বলিলাম, 'ঐ লোকগুলি তাহারা নয়। বরং তুমি অমুককে ও অমুককে দেখিয়াছ—তাহারা আমাদের চোখের সামনে দিয়াই গিয়াছে।'

তারপর, ঐ মজলিসে আমি কিছুক্ষণ থাকিলাম। অতঃপর (মজলিস হইতে) উঠিয়া গিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম এবং আমার কিশোরী দাসীকে এই আদেশ করিলাম যে, সে আমার ঘোড়াটি বাহির করিয়া টিবীর আড়ালে লইয়া গিয়া আমার জন্য ধরিয়া থাকিবে। অতঃপর আমি আমার বর্শা লইয়া বাড়ীর পশ্চাদ্দিক দিয়া বাহির হইলাম। আমি বর্শাফলকের সুক্ষ্মাগ্র প্রান্তটি মাটির দিকে নামাইয়া রাখিয়া (অগ্রভাগ দ্বারা মাটির উপরে রেখা টানিতে টানিতে) এবং দণ্ডের গোড়া নীচু করিয়া (দণ্ডের অগ্রভাগ) ধরিয়া চলিতে চলিতে আমার ঘোড়ার নিকট গেলাম।

তারপর আমি ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া তাহাকে ছুটাইলে সে আমাকে লইয়া কদম-চালে চলিতে লাগিল। অবশেষে আমি তাঁহাদের নিকটবর্তী হইলে আমাকে লইয়াই আমার ঘোড়া পা পিছলাইয়া পড়িল। ফলে, আমি ঘোড়া হইতে ছিটকাইয়া পড়িলাম।

তারপর, আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমার তুণীরে হাত ঢুকাইলাম এবং উহা হইতে (ভাগ্য নির্ধারণের) তীরগুলি বাহির করিয়া ঐ তীর-যোগে এই মর্মে ভাগ্য পরীক্ষা করিলাম যে, আমি তাহাদের অনিষ্ট করিতে পারিব কি না। অনন্তর আমি যাহা অপছন্দ করিয়াছিলাম (তীরে) তাহাই বাহির হইল। অতঃপর আমি আমার ঘোড়ায় আরোহণ করিলাম এবং তীরগুলির নির্দেশ অগ্রাহ্য করিলাম—ঘোড়া আমাকে লইয়া কদম-চালে চলিতে লাগিল। অবশেষে আমি রসূলুল্লাহ সঃ-র (এত নিকটবর্তী হইলাম যে তাঁহার) কুরআন পাঠ শুনিতে পাইলাম।—তিনি কোন দিকে ফিরিয়া তাকাইতেছিলেন না; কিন্তু আবূ বকর খুব বেশী এদিকে-ওদিকে তাকাইতেছিলেন।—ঐ সময়ে আমার ঘোড়ার দুই হাত

(সম্মুখস্থ পদদ্বয়) হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে ঢুকিয়া পড়িল। ফলে, আমি উহা হইতে ছিট-কাইয়া পড়িলাম।

তারপর আমি ঘোড়াটিকে ধমক দিলে সে উঠিল, কিন্তু সে তাহার হাত দুইটি বাহির করিতে পারিতেছিল না বলিলেই চলে। যাহা হউক, সে যখন সোজা হইয়া দাঁড়াইল তখন হঠাৎ তাহার সম্মুখস্থ পদদ্বয়ের চিহ্ন হইতে ধোঁয়ার ন্যায় এক প্রকার অন্ধকার আসমান পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইতে দেখা গেল। তখন আমি আবার তীরযোগে ভাগ্য-পরীক্ষা করিলাম। এ বারেও আমি যাহা অপছন্দ করিতেছিলাম তাহাই বাহির হইল। ফলে, আমি তাঁহাদের জন্য নিরাপত্তার আহ্বান জানাইলাম। তখন তাঁহারা থামিলেন এবং আমি আমার ঘোড়ায় চড়িয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের নিকট গেলাম।

(ইতিপূর্বে) তাঁহাদের নিকট পৌঁছিতে যে সময়ে আমি বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইয়াছিলাম সেই সময়েই আমার মনে উদয় হইয়াছিল যে, রসূলুল্লাহ্ সঃ-র ব্যাপারটি সত্বর প্রবল হইয়া উঠিবে। কাজেই আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'নিশ্চয় আপনার (কুরাইশ) কওম আপনার (হত্যা অথবা বন্দী করা) ব্যাপারে পণ ঘোষণা করিয়াছে।' (তাহা ছাড়া, কুরাইশের) লোকেরা তাঁহাদের সম্পর্কে যাহা ইচ্ছা রাখিত তাঁহার সংবাদও আমি তাঁহাদিগকে দিলাম। আরও, তাঁহাদের সম্মুখে আমি পাথেয় ও অন্যান্য সামগ্রী পেশ (করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ) করিলাম। কিন্তু তাঁহারা আমার কোন কিছুই (গ্রহণ করিয়া) কম করিলেন না এবং কোন কিছুই চাহিলেন না। তাঁহারা কেবলমাত্র এই কথাই বলিলেন, 'আমাদের ব্যাপার গোপন রাখিও।'

অনন্তর, আমার উদ্দেশে একটি নিরাপত্তা-লিপি লিখিয়া দিবার জন্য আমি রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকটে প্রার্থনা জানাইলে তিনি 'আমির ইব্‌ন ফুহাইরাকে আদেশ করেন। ফলে সে একখণ্ড চামড়ায় (উহা) লিখিয়া দেয়।

তারপর রসূলুল্লাহ সঃ চলিতে থাকেন এবং মুসলিমদের একদল উষ্ট্রারোহী মধ্যে যুবাইরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহারা সিরীয়া হইতে প্রত্যাবর্তনকারী ব্যবসায়ী দল ছিল। অনন্তর যুবাইর রসূলুল্লাহ সঃ-কে এবং আবূ বকরকে পরিবার জন্য সাদা রঙের কাপড় দেয়।

ইতিমধ্যে মদীনাস্থ মুসলিমগণ রসূলুল্লাহ সঃ-র মক্কা হইতে বাহির (হইয়া মদীনা অভিমুখে রওয়ানা) হইবার কথা শুনিয়াছিল। কাজেই তাহারা প্রত্যহ সকাল বেলায় মদীনার বাহিরে প্রস্তর-কঙ্করময় স্থানে গিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকিত এবং অবশেষে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রতাপে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইত। অনন্তর, তাহারা এক দিন দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিবার পরে যখন নিজ নিজ গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল তখন একজন য়াহূদী কোন এক উচ্চ অট্টালিকা হইতে কোনও ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছিল। এমন সময়ে সে রসূলুল্লাহ সঃ-কে এবং তাঁহার সঙ্গীদিগকে শুভ্রবস্ত্র পরিহিত অবস্থায় মরীচিকা ভেদ করিয়া আসিতে স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইল। তখন ঐ য়াহূদী উচ্চতম স্বরে চীৎকার করিয়া এই কথা না বলিয়া থাকিতে পারিল না।

'হে আরব জাতি, তোমরা তোমাদের যে সৌভাগ্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলে ইহাই সেই সৌভাগ্য।'

অনন্তর, মুসলিমগণ ত্রস্ত-ব্যস্তভাবে অস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া (মদীনার বাহিরে) প্রস্তর-কঙ্করময় স্থানটির অপর পারে রসূলুল্লাহ সঃ-র সহিত সাক্ষাৎ করিল। তখন রসূলুল্লাহ সঃ তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ডা'ন ধারের পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে তাহাদের সহ বানূ 'আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রে গিয়া অবতরণ করিলেন। ইহা রবীউল-আওয়াল মাসের সোমবার দিবসে ঘটিয়াছিল।

অতঃপর আবূ বকর লোকদের (সহিত আলাপ করিবার) জন্য দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং রসূলুল্লাহ সঃ মৌন হইয়া বসিয়া রহিলেন। অনন্তর, আনসারীদের মধ্য হইতে যাহারা রসূলুল্লাহ সঃ-কে দেখে নাই তাহারা আসিয়া আবূ বকরকে সালাম করিতে থাকিল। অবশেষে রসূলুল্লাহ সঃ-র উপরে যখন রৌদ্র পৌঁছিল এবং আবূ বকর অগ্রসর হইয়া নিজ চাদর দ্বারা তাঁহার উপর ছায়া করিলেন তখন লোকে রসূলুল্লাহ সঃ-কে চিনিয়া লইল। অতঃপর রসূলুল্লাহ সঃ বানূ 'আমর ইব্‌ন 'আওফ গোত্রে দশ দিন ও আরও কয়েক দিন অবস্থান করেন। অনন্তর, তিনি যে মসজিদটি (সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে. উহা) তাকওয়া-ভিত্তির উপরে স্থাপিত সেই মসজিদটির ভিত্তি স্থাপন করেন এবং উহাতে নামায পড়েন।

তারপর, তিনি নিজ উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করিয়া চলিলেন এবং লোকে তাঁহার সহিত হাঁটিয়া চলিল। অবশেষে তাঁহার উষ্ট্রী মদীনায় রসূলুল্লাহ সঃ-র (মসজিদ নামে যে মসজিদটি বর্তমানে রহিয়াছে সেই) মসজিদের নিকটে বসিয়া পড়িল। ঐ স্থানে সে সময়ে কতিপয় মুসলিম লোক নামায পড়িত এবং ঐ স্থানটি সা'দ ইব্‌ন যুরারার আশ্রয়ে প্রতিপালিত সুহাইল ও সাহ্‌ল নামক দুই জন য়াতীম বালকের খেজুর শুকাইবার খামার ছিল। অনন্তর, রসূলুল্লাহ সঃ-র উষ্ট্রী যখন তাঁহাকে লইয়া বসিয়া পড়িল তখন তিনি বলিলেন, 'ইন্‌শা-আল্লাহ ইহাই (আমার) আবাসস্থল হইবে।'

তারপর রসূলুল্লাহ সঃ বালক দুইটিকে ডাকাইলেন এবং ঐ খামার জমিতে মসজিদ নির্মাণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাহাদের সহিত ঐ খামার জমির দাম করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাহারা বলিল, 'আল্লার রসূল, আমরা বরং আপনার উদ্দেশ্যে উহা দান করিয়া দিতেছি।' কিন্তু, রসূলুল্লাহ সঃ তাহাদের পক্ষ হইতে দানরূপে উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। অবশেষে, তিনি তাহাদের নিকট হইতে উহা ক্রয় করিয়া লইলেন।

তারপর রসূলুল্লাহ সঃ সেখানে মসজিদ নির্মাণ করিলেন। তিনি লোকদের সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা ইট বহন করিতে লাগিলেন। ইট বহনকালে তিনি বলিতেন—

'হে আমাদের রব্ব, এই বোঝা-বহন খয়বরের (খাদ্য-বস্ত্রের) বোঝা-বহন নয়। এই বোঝা-বহন অতীব পুণ্যজনক, অতীব পবিত্র।'

তিনি আরও বলিতেন—

'নিশ্চয় আখিরাতের প্রতিদানই প্রকৃত প্রতিদান। অতএব, (হে আল্লাহ) আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি দয়া করুন।'

৪১৩। আস্‌মা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে : তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইরকে গর্ভে লইয়া হিজরত করেন। তিনি বলেন: 'আমি পূর্ণ গর্ভাবস্থায় (মক্কা হইতে) বাহির হইলাম। অনন্তর, মদীনা আসিবার পথে কুবা' নামক স্থানে অবতরণ করিলাম এবং সেখানেই আবদুল্লাহ ভূমিষ্ঠ হইল। তারপর ,আমি তাহাকে লইয়া রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট গেলাম এবং তাহাকে তাঁহার কোলে রাখিলাম। তারপর রসূলুল্লাহ সঃ খুরমা আনাইয়া উহা চিবাইতে লাগিলেন এবং শিশুর মুখের মধ্যে থুতু দিলেন। ফলে, রসূলুল্লাহ সঃ-র থুতুই সর্বপ্রথমে তাহার পেটে প্রবেশ করিল। তারপর তিনি তাঁহার চিবান খুরমা শিশুর তালুতে ঘষিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি তাহার জন্য দু'আ করিলেন এবং তাহার জন্য বরকত কামনা করিলেন।' মদীনাতে মুহাজিরদের মধ্যে এই শিশুই সর্বপ্রথম জন্মে।

৪১৪। আবূ বকর রাঃ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সঃ-র সহিত গুহায় ছিলাম। অনন্তর, (এক সময়ে) আমি আমার মাথা উপর দিকে উঠাইয়া দেখি কয়েকজন লোকের পদতল। তখন আমি বলিলাম, 'আল্লার রসূল, তাহাদের কেহ যদি তাহার দৃষ্টি নীচের দিকে করে তাহা হইলে সে আমাদেরে দেখিয়া লইবে।' ইহাতে তিনি বলিলেন, 'আবূ বকর, চুপ কর। আমরা এমন দুই জন যাহাদের সঙ্গে তৃতীয় জন আল্লাহ রহিয়াছেন।'

৪১৫। বারা' (আনসারী) রাঃ বলেন, (মক্কাবাসী মুসলিমদের মধ্য হইতে মদীনাতে) আমাদের নিকটে সর্বপ্রথম আসেন মুস্‌'আব ইব্‌ন 'উমাইর ও ইব্‌ন-উম্ম-মকতুম। তাঁহারা দুই জনেই লোকদিগকে কুরআন পড়াইতে থাকেন। তারপর আসেন বিলাল, সা'দ ও 'আম্মার ইব্‌ন য়াসির। তারপর নবী সঃ-র সাহাবীদের মধ্য হইতে যে কুড়ি জন আসেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন 'উমর। তারপর আসিলেন নবী সঃ। রসূলুল্লাহ সঃকে পাইয়া মদীনাবাসীদের যেরূপ আনন্দ হইয়াছিল অপর কোন কিছুতেই আমি তাহাদিগকে ঐরূপ আনন্দিত হইতে দেখি নাই, এমন কি ক্রীতদাসীগণ পর্যন্ত (উল্লাসভরে) বলিতে লাগিল. 'রসূলুল্লাহ সঃ আসিয়াছেন।'

মুফাস্‌সাল[৫] অংশের (যে সূরাগুলি ঐ সময় পর্যন্ত নাযিল হইয়াছিল সেই) সূরাগুলি পড়িতে পড়িতে আমি যখন 'সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল্‌ আ'লা' পড়িয়া শেষ করিয়াছিলাম সেই সময়ে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) মদীনা আসিয়াছিলেন।

৪১৬। 'আলা ইব্‌ন হায়রামী বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন. 'তওয়াফুস্‌-সদর'[৬] এর পরে মুহাজিরদের জন্য (উর্ধ্বপক্ষে) তিন দিন (মক্কায় অবস্থান করিবার অনুমতি আছে)।

৫। কুরআন মজীদের ২৬শ পারার সূরা আল্‌-হুজুরাত' [মতান্তরে সূরা কাফ] হইতে শেষ পর্যন্ত অংশকে 'মুফাস্‌সাল' বলা হয়।

৬। মিনায় হজ্জ ক্রিয়া সমাপনান্তে কা'বা গৃহের যে তওয়াফ করিতে হয় তাহাকে তওয়াফুস্‌-সদর বলা হয়।

৪১৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, 'য়াহূদীদের মধ্য হইতে যদি দশ জন আমার প্রতি ঈমান আনিয়া থাকিত তাহা হইলে সমগ্র য়াহূদী জাতি আমার প্রতি ঈমান আনিত।'[৭]

৭। নবী সঃ-র এই বাণী সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে যে, শত শত য়াহূদী নবী সঃ-র প্রতি ঈমান আনিয়াছে কিন্তু তবুও তো সমগ্র য়াহূদী জাতি তাঁহার প্রতি ঈমান আনে নাই। তবে এই হাদীসের অর্থ কী?

প্রশ্নটির পরিপ্রেক্ষিতে হাদীসটির দুই প্রকার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়।

প্রথম তাৎপর্য—রসূলুল্লাহ সঃ যে সময়ে এই কথা বলেন, সেই সময় পর্যন্ত দশ জন য়াহূদী নবী সঃ-র প্রতি ঈমান আনিয়া থাকিলে সমগ্র য়াহূদী জাতি ঈমান আনিত। কিন্তু ঐ সময় পর্যন্ত যেহেতু দশ জন য়াহূদী ঈমান আনে নাই কাজেই তামাম য়াহূদীর পক্ষে নবী সঃ-র প্রতি ঈমান আনার কোন কথাই উঠে না।

দ্বিতীয় তাৎপর্য—এই হাদীসে নির্দিষ্ট দশ জন য়াহূদী নেতাকে উদ্দেশ করিয়া এই কথা বলা হয়। অর্থাৎ অমুক, অমুক, অমুক দশ জন য়াহূদী নেতা যদি রসূলুল্লাহ সঃ-র প্রতি ঈমান আনিয়া থাকিত তাহা হইলে তাহাদের প্রভাবে এবং তাহাদের অনুকরণে সমগ্র য়াহূদী জাতি ঈমান আনিয়া বসিত। কিন্তু তাহারা যেহেতু ঈমান আনে নাই কাজেই তামাম য়াহূদীর ঈমান আনার কোন কথাই উঠিতে পারে না।

১২। যুদ্ধ-বিগ্রহাদি

[কিতাবুল মাগাযী]

(ক) 'উশাইরা' যুদ্ধ

৪১৮। যাইদ ইব্‌ন আর্‌কম (রাঃ)-কে বলা হইল, '(কাফিরদের বিরুদ্ধে) কতটি যুদ্ধে নবী (সঃ) যোগদান করিয়াছিলেন?' তিনি বলিলেন, 'উনিশটি যুদ্ধে। বলা হইল, 'আপনি নিজে তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া কতটি যুদ্ধ করেন?' তিনি বলিলেন, 'সতেরোটিতে।' আবার বলা হইল, 'ঐগুলির কোন্‌টি সর্বপ্রথম ঘটিয়াছিল?' তিনি বলিলেন, 'উসাইরা' অথবা 'উশাইর' যুদ্ধ।

(খ) বদর-যুদ্ধ

৪১৯। ইব্‌ন মস'উদ (রাঃ) বলেনঃ আমি মিক্‌দাদ ইব্‌ন আস্‌দ-এর এমন একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি, যে ব্যাপারটির অধিকারী যদি আমি হইতে পারিতাম তাহা হইলে আমার নিকটে উল্লেখযোগ্য কাজগুলির তুলনায় উহাই অধিকতর প্রিয় হইত। (ব্যাপারটি এই,) নবী (সঃ) যখন মুশরিকদের বিরুদ্ধে বদ্‌-দু'আ করিতেছিলেন, সেই সময়ে মিক্‌দাদ তাঁহার নিকটে আসিয়া বলেনঃ মূসার কওম মূসাকে যেমন বলিয়াছিল, 'আপনি ও আপনার রব্ব দুই জনে গিয়া যুদ্ধ করুন;' আমরা তেমন কিছু বলিব না। বরং আমরা আপনার দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে থাকিয়া যুদ্ধ করিব।

ইব্‌ন মস্‌'উদ বলেন, তখন আমি দেখিয়াছিলাম যে, নবী (সঃ)-র মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল এবং ঐ উক্তিটি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিল।

৪২০। বরা' (রাঃ) বলেনঃ তালূতের সঙ্গে যাঁহারা নদী অতিক্রম করিয়াছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা যাহা ছিল,—মুহম্মদ (সঃ)-র সাহাবীদের মধ্যে যাঁহারা বদর-যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের সংখ্যাও তাহাই ছিল।—তিন শত দশ জনের জন কয়েক বেশী।

বরা' বলেনঃ আল্লার কসম, মুমিন ভিন্ন অপর কেহই তালূতের সঙ্গে নদী অতিক্রম করেন নাই।

৪২১। আনাস (রাঃ) বলেন, (বদর-যুদ্ধে, এক সময়ে) রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, 'আবু-জহল কী করিল, (তাহার কী অবস্থা হইল)—তাহা দেখিতে কে যাইবে?' তাহাতে ইব্‌ন মস'উদ রওয়ানা হন এবং দেখিতে পান যে, 'আফ্‌রা'-র পুত্রদ্বয় তাহাকে তরবারী দ্বারা আঘাত করায় সে অসাড় হইয়া রহিয়াছে। তখন তিনি বলেন, 'আপিনই তো আবু-জহল!'

আনাস বলেন, তারপর ইব্‌ন মস্‌‘উদ আবূ-জহল-এর দাড়ী ধরিয়া টান মারিলে আবূ-জহল বলে, ‘যে লোককে তোমরা হত্যা করিলে অর্থাৎ যে লোককে তাহার কওম হত্যা করিল সেই লোকটির ঐ ভাবে নিহত হওয়া তাহার পক্ষে কোন লজ্জা-জনক বা নিন্দনীয় ব্যাপার নয়।’

৪২২। আবূ-তল্‌হা (রাঃ) বলেন, বদর-যুদ্ধ দিবসে নবী (সঃ)-র আদেশক্রমে চব্বিশ জন (নিহত) কুরাইশ-নেতাকে বদরের এঁধো কূপগুলির একটি জঘন্য বীভৎস কূপে নিক্ষেপ করা হয়।

তারপর নবী (সঃ)-র একটি রীতি এই ছিল যে, তিনি যখন কোন কওমের উপরে জয়ী হইতেন তখন সেই ময়দানে তিনি তিন দিন অবস্থান করিতেন। বদরে অবস্থানের তৃতীয় দিবসে তিনি নিজ বাহনের জন্য আদেশ করিলে ঐ বাহনের উপর খাটুলি বাঁধা হইতে থাকে।

তারপর নবী (সঃ) (কোন এক দিকে) হাঁটিয়া চলেন। তাঁহার সাহাবিগণ তাঁহার অনুসরণ করেন এবং নিজেরা বলাবলি করেন, ‘আমাদের মনে হয় তিনি তাঁহার কোন প্রয়োজনে চলিয়াছেন।’ অবশেষে তিনি কূপটির ধারে আসিয়া দাঁড়ান। অনন্তর, (ঐ কূপে যাহারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল) তাহাদের নাম ও তাহাদের বাবার নাম ধরিয়া, ‘ওহে অমুকের পুত্র অমুক’, ‘ওহে অমুকের পুত্র অমুক’ বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, ‘তোমরা আল্লার হুকুম ও তাঁহার রসূলের হুকুম মান্য করিলে তাহা কি তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিত না? বস্তুতঃ আমাদের রব্ব আমাদেরে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা আমরা যথার্থ পাইলাম। তোমাদের রব্ব তোমাদের সহিত যে ওয়াদা করিয়াছিলেন তাহা তোমরা যথার্থ পাইলে কি?’

আবূ-তল্‌হা বলেন, তখন ‘উমর বলিলেন, ‘আল্লার রসূল, যে দেহগুলির মধ্যে রূহ নাই তাহাদের সহিত আপনি কী কথা বলেন!’ তাহাতে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, ‘যাঁহার হাতে মুহম্মদের জান তাঁহার কসম, আমি যাহা বলিতেছি তাহা উহারা সেভাবে শুনিতেছে তদপেক্ষা ভালভাবে তোমরা শুনিতে পাইতেছ না।’

৪২৩। রিফা‘আ ইব্‌ন রাফি ‘যুরকী (রাঃ) বদর-যুদ্ধে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের একজন ছিলেন। তিনি বলেন, জিবরীল আঃ একদা নবী (সঃ)-র নিকটে আসিয়া বলেন, ‘বদরীদেরে আপনি আপনাদের মধ্যে কোন্ প্রকার লোক গণ্য করেন?’ নবী (সঃ) বলেন, ‘শ্রেষ্ঠতম মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত’। (অথবা এই ধরনেরই কোন কথা বলেন।)

জিব্‌রীল বলেন, ‘যে সকল ফিরিশতা বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাও ঐরূপ।’

৪২৪। ইব্‌ন 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, বদর-যুদ্ধ দিবসে (এক সময়ে) নবী (সঃ) বলিয়াছিলেন, 'এই যে, ইনি জিব্‌রীল—নিজ ঘোড়ার মাথা ধরিয়া রহিয়াছেন,[১] আর তিনি যুদ্ধের অস্ত্রে সজ্জিত।'

৪২৫। যুবাইর (রাঃ) বলেনঃ বদর-যুদ্ধের দিনে আমি 'উবাইদা ইব্‌ন স'ঈদ ইব্‌ন আল্‌-'আস-এর সম্মুখীন হইয়াছিলাম। সে অস্ত্র-শস্ত্রে পূর্ণরূপে সুসজ্জিত ছিল। চোখ দুইটি ছাড়া তাহার আর কিছুই দেখা যাইতে ছিল না। সে 'আবূ-যাতিল্‌-করিশ্‌' (বা একাই এক শো) কুনিয়াত নামে পরিচিত ছিল। তাই সে (আমাকে লক্ষ্য করিয়া) বলিল, 'আমি আবূ-যাতিল্‌-করিশ।'

অনন্তর আমি বর্শা দ্বারা তাহাকে আক্রমণ করিলাম এবং উহা তাহার চোখে বিদ্ধ করিলাম। ফলে সে মরিল।

যুবাইর (রাঃ) আরও বলেন, (বর্শাটি টানিয়া বাহির করিবার জন্য) আমি তাহার উপরে আমার পা রাখিলাম। তারপর, দুই হাত বিস্তারিত করতঃ উহা টানিয়া বাহির করিতে আমার পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। (দেখিলাম) বর্শা-ফলকের উভয় প্রান্ত বক্র হইয়াছিল।

[যুবাইর-তনয় 'উর্‌বা (রাঃ) বলেন,] অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) উহা যুবাইরের নিকট হইতে লইতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে উহা প্রদান করেন।

তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন ইন্‌তিকাল করেন তখন যুবাইর বর্শাটি লইয়া ফেলেন। অতঃপর আবূ বকর উহা চাহিলে তিনি তাঁহাকে উহা প্রদান করেন।

তারপর যখন আবূবকরের মৃত্যু হয় তখন 'উমর উহা চাহিলে যুবাইর তাঁহাকে উহা প্রদান করেন। তারপর, 'উমরের মৃত্যু হইলে যুবাইর উহা গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁহার নিকট হইতে 'উসমান উহা চাহিলে তিনি তাঁহাকে উহা প্রদান করেন।

অনন্তর 'উসমান যখন নিহত হন তখন উহা 'আলী-পরিবারের নিকটে থাকে।

তারপর, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর উহা চাহিয়া লন এবং তাঁহার নিহত হওয়া পর্যন্ত উহা তাঁহার নিকটে থাকে।

৪২৬। রুবইয়ি' বিন্‌ত মু'আব্বয (রাঃ) বলেন, আমার বাসর রাত্রির পর দিন প্রাতে নবী (সঃ) আমার নিকটে আসেন। ঐ সময়ে ছোট ছোট বালিকারা দুফ্‌ফ্‌ বাজাইয়া আমার পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে যাঁহারা বদর-যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন তাঁহাদের শোক-গাথা গাহিতে গাহিতে একজন বলিয়া উঠিল, 'আর আমাদের মধ্যে এমন এক জন নবী আছেন যিনি জানেন, আগামী কল্য কী ঘটিবে।' তখন নবী (সঃ) বলেন, 'এই রূপ বলিও না; বরং তোমরা যাহা বলিতেছিলে তাহাই বলিতে থাক।'

---

১. অপর এক রিওয়াতে আছে, 'নিজ ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া টানিয়া চলিয়াছেন।'

৪২৭। আবূ তল্‌হা (রাঃ)---যিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-র সহিত বদর-যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন---বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, 'যে ঘরে কুকুর থাকে অথবা (কোন জীবের) ছবি থাকে সেই ঘরে রহমতের ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করেন না।'

৪২৮। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রাঃ) বলেন, খুনইস ইব্‌ন হুযাফা সহ্‌মী নবী (সঃ-র) একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি বদর-যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। মদীনাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার ফলে উমরের কন্যা হফ্‌সা বিধবা হন।

'উমর বলেন, অতঃপর আমি 'উস্‌মান ইব্‌ন 'আফ্‌ফান-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকটে হফ্‌সার কথা উঠাইলাম এবং বলিলাম, 'আপনি যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আমি 'উমর-তনয়া হফ্‌সাকে আপনার সহিত বিবাহ দেই।' 'উসমান বলি-লেন, 'আমার এই ব্যাপার সম্পর্কে আমি চিন্তা করিয়া দেখিব।' ইহাতে আমি কয়েক দিন অপেক্ষা করিলাম। পরে 'উসমান বলিলেন, 'আমি স্থির করিয়াছি যে, বর্তমানে আমি কোন বিবাহ করিব না।'

'উমর বলেন: অতঃপর আমি আবূ বকরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বলিলাম, 'আপনি যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আপনার সহিত 'উমর-তনয়া হফ্‌সার বিবাহ দেই।' ইহাতে আবূ বকর চুপ করিয়া রহিলেন---আমাকে কোনই উত্তর দিলেন না। তখন 'উসমানের তুলনায় তাঁহার প্রতি আমি অধিকতর রুষ্ট হইলাম। অনন্তর আমি কয়েক দিন অপেক্ষা করিলাম। তারপর নবী (সঃ) হফ্‌সাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলে আমি তাঁহার সহিত হফ্‌সার বিবাহ দেই।

অতঃপর আবূ বকর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, 'আপনি যখন হফ্‌সার কথা অমার নিকট পেশ করিয়াছিলেন তখন আমি আপনাকে কোন উত্তর না দেওয়ায় আপনি সম্ভবতঃ আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।' আমি বলিলাম, 'হাঁ।' আবূ বকর বলিলেন, 'রসূলুল্লাহ (সঃ) হফ্‌সার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন বলিয়া আমি জানিতাম। আর রসূলুল্লাহ (সঃ)-র গোপন কথা প্রকাশ করিবার পাত্র আমি নহি। ইহাই আমাকে আপনার কথার উত্তর দিতে বাধা দিয়াছিল। তাহাকে বিবাহ করিবার কথা তিনি যদি পরিত্যাগ করিতেন তাহা হইলে আমি তাহাকে গ্রহণ করিতাম।'

৪২৯। আবূ মস'উদ বদরী (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, 'সূরা বকরার শেষের আয়াত দুইটি যদি কোন ব্যক্তি রাত্রিতে পাঠ করে তাহা হইলে উহা তাহার পক্ষে যথেষ্ট হয়।'[১]

৪৩০। 'আম্‌র্‌, কিন্‌দীর পুত্র, বনূ যুহরা গোত্রের মিত্র এবং যাঁহারা বদর-যুদ্ধে হাযির ছিলেন তাঁহাদেরই অন্যতম মিক্‌দাদ (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম: আচ্ছা, বলুন তো, আমি যদি কোন একজন কাফির পুরুষ

১. মানুষ ও জিনের অনিষ্ট হইতে ঐ তিলাওয়াতকারীর রক্ষা পাওয়া ব্যাপারে উহা যথেষ্ট; অথবা ঐ তিলাওৎকারীর রাত্রিকালীন তিলাওৎ হিসাবে উহা যথেষ্ট।

লোকের সম্মুখীন হইয়া আমরা দুই জনে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই, এবং সে যদি আমার একটি হাতে তরবারীর আঘাত করিয়া উহা কাটিয়া ফেলে এবং উহার পরে সে যদি আমার হাত হইতে বাঁচিবার জন্য একটি গাছের আড়ালে আশ্রয় লইয়া বলে, 'আমি আল্লার উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করিলাম,' তখন হে আল্লার রসূল, তাহার উহা বলিবার পরে আমি কি তাহাকে হত্যা করিতে পারি? উহাতে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছিলেন, 'তুমি তাহাকে হত্যা করিও না।' আমি তখন বলিয়াছিলাম, 'আল্লার রসূল, সে আমার একটি হাত কাটিয়া ফেলিল এবং তারপর আমার হাতটি কাটিয়া ফেলিবার পরে সে উহা বলিল।' তাহাতে রসূলুল্লাহ (সঃ) (আবার) বলিয়াছিলেন, 'তুমি তাহাকে হত্যা করিও না। ঐ অবস্থায় তুমি যদি তাহাকে হত্যা কর তাহা হইলে তাহাকে হত্যা করিবার পূর্বে তুমি যে অবস্থায় ছিলে সে অবস্থায় পৌঁছিবে এবং সে যাহা বলিল তাহা বলিবার পূর্বে সে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থা তোমার হইবে। (অর্থাৎ সে হইবে শহীদ আর তুমি হইবে মুসলিম-হন্তা)।'

৪৩১। মুত্'ইমের পুত্র জুবাইর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বদর-যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে বলেন, 'আজ যদি 'আদী-র পুত্র মুত্'ইম জীবিত থাকিত এবং সে যদি এই পুঁতিগন্ধময়দের সম্পর্কে আমার নিকট সুপারিশ করিত তাহা হইলে তাহার খাতিরে আমি (কোন মুক্তি-পণ না লইয়াই) ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিতাম।'

(গ) 'বানু নাযীর-এর বিবরণ'

[হাদীসে বানীন্নাযীর]

৪৩২। ইব্‌ন 'উমর (রাঃ) বলেন, নযীর ও কুরাইযা গোত্রদ্বয় নবী (সঃ)-র বিপক্ষে (যোগদান করতঃ) যুদ্ধ করে। অনন্তর, নবী (সঃ) নযীর দলকে (মদীনা হইতে) বহিষ্কৃত করেন; কিন্তু কুরাইযা দলকে (মদীনায়) থাকিতে দেন এবং তাহাদের (নিকট হইতে কোন কিছু না লইয়া তাহাদের) প্রতি ইহ্‌সান করেন। অবশেষে কুরাইযা দল [নবী (সঃ)-র বিরুদ্ধে] আবার যুদ্ধ করিলে তাহাদের পুরুষদের মধ্য হইতে যে কয়েক জন লোক পূর্বাহ্নে নবী (সঃ)-র দলে মিলিত হইয়াছিল তাহাদিগকে তিনি নিরাপত্তা দান করিলে তাহারা ইসলাম কবুল করে। তাহারা বাদে কুরাইযা দলের আর সকল (যুদ্ধক্ষম) পুরুষকে হত্যা করিতে রসূলুল্লাহ (সঃ) হুকুম দেন, আর তাহাদের স্ত্রীলোক, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ মুসলিমদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। আরও তিনি মদীনার যাবতীয় য়াহূদীকে—বানূ কাইনুকা', তথা 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম-এর গোত্রের লোকদিগকে, বানূ হারিসা য়াহূদিদিগকে এবং মদীনার প্রত্যেকটি য়াহূদীকে মদীনা হইতে বহিষ্কৃত করেন।

৪৩৩। ইব্‌ন 'উমর (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) 'বানূ নযীর' গোত্রের লোকদের 'বুআইরা' বাগানটির কতকগুলি খেজুর গাছ জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন এবং কতকগুলি গাছ কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। অনন্তর, (সূরা 'আল্‌-হাশর'-এর এই আয়াত) নাযিল হয়---'যে সকল 'লীনা' জাতীয় খেজুর গাছ তোমরা কাটিলে, আর যে খেজুর গাছ-গুলিকে তাহাদের মূলের উপরে তোমরা দণ্ডায়মান ছাড়িলে সবই তোমরা আল্লার অনু-মতিক্রমেই করিলে।'

৪৩৪। 'আয়িশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তাঁহার রসূলকে বিনা যুদ্ধে গানীমাতের যে মাল দিয়াছিলেন তাহার অষ্টমাংস আবূ বকরের নিকটে চাহিবার জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রীগণ 'উসমানকে আবূ বকরের নিকট পাঠাইতে উদ্যত হইলে, আমি তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে থাকি এবং তাহাদিগকে বলি, তোমরা কি আল্লাকে ভয় কর না? নবী (সঃ) যে নিজেকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, 'আমাদের (অর্থাৎ পয়গম্বরদের) ধন-সম্পদের উত্তরাধিকার হয় না। আমরা যাহা ছাড়িয়া যাই তাহা এক প্রকার সদকা। হাঁ, ইহা নিশ্চিত যে, মুহম্মদের বংশধর এই মাল হইতে খাইতে পারিবে। (অর্থাৎ ফল ভোগ করিবে কিন্তু মালিক হইবে না।)'

অনন্তর আমি তাহাদিগকে যে হাদীস বলি সেই হাদীসের দিকে তাহারা পেঁ ৗছে; (এবং ঐ দাবী হইতে ক্ষান্ত হয়)।

(ঘ) আশরাফের পুত্র কা'বের নিহত হওয়া

[হিজরী তৃতীয় সনে]

৪৩৫। জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) (একদা) বলিলেন, 'আশরাফের পুত্র কা'বের (হত্যার) জন্য কে আছ? ইহা নিশ্চিত যে, সে (নিন্দা গাথা দ্বারা এবং কাফিরদের সহিত শত্রুতায় মিলিত হইয়া) আল্লাহ্‌কে এবং তাঁহার রসূলকে যাতনা দিয়াছে।' তাহাতে মস্‌লমার পুত্র মুহম্মদ দাঁড়াইয়া বলিল, 'আল্লার রসূল, আপনি কি চান যে, আমি তাহাকে হত্যা করি?' তিনি বলিলেন, 'হাঁ।' সে বলিল, 'তবে আমাকে এই অনুমতি দিন যে, আমি তাহাকে কোন মনগড়া কথা বলিব।' তিনি বলিলেন, 'হাঁ, বলিও।'

অনন্তর মস্‌লমার পুত্র মুহম্মদ কা'বের নিকট গিয়া বলিল, 'এই লোকটি (অর্থাৎ মুহম্মদ (সঃ) আমাদের নিকট হইতে দান-খয়রাত চাহিয়া চাহিয়া আমাদিগকে ত্যক্ত-বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাই আমি আপনার নিকটে কর্জ চাহিতে আসিয়াছি।' কা'ব বলিল, 'আরও কত হইবে। আল্লার কসম, তাহার ব্যবহারে তোমরা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িবে।' ইব্‌ন মস্‌লমা বলিল, 'আমরা যখন তাহাকে একবার অনুসরণ করিয়া বসিয়াছি তখন অবস্থা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়া দাঁড়ায় তাহা না দেখা পর্যন্ত

আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করা ভাল মনে করি না। এখন আমরা এই চাই যে, আপনি আমাদিগকে দুই, এক অসক[১] (খাদ্য দ্রব্য) ধার দিবেন।' সে বলিল, 'হাঁ, (দিব)। তবে (ঐ দ্রব্যের বিনিময়ে) আমার নিকট কিছু বন্ধক রাখ।' তাহারা (মুহম্মদ ইব্‌ন মস্‌লামা ও তাহার সঙ্গীগণ) বলিল, 'আপনি কোন্ দ্রব্য চান?' সে বলিল, 'তোমাদের স্ত্রীদেরে আমার নিকট বন্ধক রাখ।' তাহারা বলিল, 'আপনি আরবদের মধ্যে সুন্দরতম পুরুষ। এমত অবস্থায় আমরা কেমন করিয়া আপনার নিকটে আমাদের স্ত্রীদেরে বন্ধক রাখি?' সে বলিল, 'তবে, তোমাদেরে পুত্রদেরে আমার নিকট বন্ধক রাখ।' তাহারা বলিল, 'আমরা আমাদের পুত্রদেরে কী করিয়া বন্ধব রাখি? কারণ, পরে আমাদের পুত্রদেরে এই বলিয়া গালি দেওয়া হইবে যে, দুই এক অসক খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে ইহাদেরে বন্ধক রাখা হইয়াছিল। ফলে উহা আমাদের পক্ষে একটি কলঙ্ক হইবে। বরং আমরা, আপনার নিকটে অস্ত্র-শস্ত্র বন্ধক রাখিতে পারি।' অনন্তর, তাহারা পরস্পর এই চুক্তি করিল যে, ইব্‌ন মস্‌লমা এক সময়ে কা'বের নিকট আসিবে। তদনুযায়ী সে কোন এক রাত্রিতে কা'বের দুধ-ভাই আবূ নায়িলাসহ কা'বের নিকট আসিল। অনন্তর কা'ব তাহাদিগকে নিজ সুরক্ষিত অট্টালিকায় আসিতে আহ্বান করিল এবং নীচে নামিয়া তাহাদের নিকট আসিল। ঐ সময়ে তাহার স্ত্রী তাহাকে বলিয়াছিল, 'এমন সময়ে তুমি কোথায় বাহির হইতেছ?' কা'ব বলিয়াছিল, 'তাহারা তো মস্‌লামার পুত্র মুহম্মদ এবং আমার (দুধ) ভাই আবূ নায়িলা ছাড়া অপর কেহ নয়।' তাহাতে তাহার স্ত্রী বলিয়াছিল, 'নিশ্চয় আমি এমন একটি শব্দ শুনিতেছি যাহা হইতে মনে হয়, যেন রক্ত ঝরিতেছে।' তখন কা'ব বলিয়াছিল, 'তাহারা তো আমার ভাই মুহম্মদ ইব্‌ন মসলামা এবং আমার দুধ ভাই আবূ নায়িলা ছাড়া অপর কেহ নয়। তদুপরি ইহাও নিশ্চিত যে, শরীফ লোককে রাত্রিকালেও যদি বর্শা-বাজীর জন্য আহ্বান করা হয় তাহা হইলে সে ঐ আহ্বানে সাড়া দিয়া থাকে।'

রাবী বলেন, এ দিকে মস্‌লামার পুত্র মুহম্মদ তাঁহার সঙ্গে দুই জন লোককে (কাবের গৃহে) ঢুকাইলেন। অপর এক রিওয়াতে আছে, তাঁহার সহিত আবূ 'আব্‌স ইব্‌ন জুবাইর, হারিস ইব্‌ন আওস, ও 'আব্বাদ ইব্‌ন বিশর আসিলেন। ঐ সময়ে মুহম্মদ ইব্‌ন মস্‌লামা তাঁহার ঐ সঙ্গীদেরে বলিয়া রাখিলেন, 'কা'ব যখন আসিবে তখন আমি তাহার মাথার চুল ধরিয়া শুঁকিতে থাকিব। অনন্তর তোমরা যখন দেখিবে যে আমি তাহার মাথা মযবুতভাবে ধরিয়াছি তখন তোমরা তোমাদের অস্ত্র লইয়া তাহাকে আঘাত করিবে।' অপর এক রিওয়াতে আছে, তিনি বলিয়াছিলেন, 'তারপর আমি তোমাদিগকে শুঁকাইব।

---

১. এক 'অসক' আমাদের বর্তমান ওজনে প্রায় ৫।৭ মণ।

অতঃপর কা'ব নিজ চাদরটি এক ঘাড়ের উপরে ও অপর বগলের নীচে দিয়া গায়ে জড়াইয়া তাহাদের নিকট নামিয়া আসিল। ঐ সময়ে তাহার শরীর হইতে সুগন্ধি দ্রব্যের সুবাস বাতাসে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। তখন মস্‌লামার পুত্র মুহম্মদ বলিলেন, 'আজিকার মত এমন উত্তম সুগন্ধি আমি আর কখনও পাই নাই।' কা'ব বলিল, 'আরব রমণীদের সর্বশ্রেষ্ঠ খুশবুদার ও সর্বাঙ্গ সুন্দরী রমণী আজ আমার নিকটে রহিয়াছে।' তখন মুহম্মদ বলিলেন, 'আপনার মাথা শুঁকিতে আপনি কি আমায় অনুমতি দিচ্ছেন?' কা'ব বলিল, 'হাঁ।' তখন মুহম্মদ ইব্‌ন মস্‌লামা উহা শুঁকিলেন এবং তারপর তাঁহার সঙ্গীদেরে শুঁকাইলেন। উহার পরে মুহম্মদ বলিলেন, 'আমাকে কি আবার শুঁকিতে অনুমতি দিবেন?' 'কা'ব বলিল, হাঁ'।

অতঃপর মুহম্মদ ইব্‌ন মস্‌লামা যখন তাহার মাথা শক্ত করিয়া ধরিলেন তখন বলিয়া উঠিলেন, 'লও তোমরা।' তখন তাঁহারা কা'বকে হত্যা করিলেন।

তারপর তাঁহারা নবী (সঃ)-র নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ঐ সংবাদ দিলেন।

(ঙ) আবুল-হাকীকের পুত্র আবদুল্লাহ আবু রাফি'-কে হত্যা করার বিবরণ

৪৩৬। বারা' (রাঃ) বলেন, (আবু রাফি'-কে [১] হত্যা করিবার জন্য) রসূলুল্লাহ (সঃ) 'আতীকের পুত্র আবদুল্লাকে নেতা নিযুক্ত করতঃ তাঁহার অধীনে কতিপয় আনসারীকে আবু রাফি' য়াহূদীর দিকে প্রেরণ করেন। ঐ আবু রাফি' রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মনঃপীড়া দিত এবং তাঁহার বিরুদ্ধে লোকদেরে সহায়তা করিত। সে হিজায প্রদেশে নিজের একটি দুর্গে বাস করিত। অনন্তর, 'আতীক ও তাঁহার সঙ্গিগণ যখন ঐ দুর্গের নিকটে পৌঁছিলেন, তখন সূর্য অস্তমিত হইয়াছিল। এবং লোকে নিজ নিজ গৃহপালিত পশু লইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। 'আবদুল্লাহ নিজ সঙ্গীদের বলিলেন, 'তোমরা নিজ নিজ স্থানে থাক। আমি চলিলাম। আমি বিনয়-নম্রতাসহকারে দ্বার রক্ষীর করুণা উদ্রেকের চেষ্টা করিব। উহার ফলে সম্ভবতঃ আমি ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিব।'

অতঃপর তিনি অগ্রসর হইতে হইতে দুর্গের দরজার নিকটবর্তী হইলেন। তারপর তিনি নিজ বস্ত্র দ্বারা মুখ ঢাকিয়া এমনভাবে বসিলেন যেন তিনি মল-মূত্র ত্যাগ করিতেছেন। দুর্গের লোকেরা দুর্গে প্রবেশ করিলে দ্বার-রক্ষী আবদুল্লাকে (দুর্গস্থ লোক মনে করিয়া) উচ্চৈস্বরে ডাক দিয়া বলিল, 'ওহে আল্লার বান্দা, যদি প্রবেশ করিতে চাও তবে প্রবেশ কর; কেননা আমি দরজা বন্ধ করিতে যাইতেছি।'

(আবদুল্লাহ বলেন,) তখন আমি দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া রহিলাম। অনন্তর, যখন সকল লোক প্রবেশ করিয়া সারিল তখন দ্বার-রক্ষী দরজা বন্ধ করিল। তারপর, সে একটি কীলকে চাবিগুলি লটকাইয়া রাখিল।

---

১. মতান্তরে আবুল হাকীকের পুত্র সাল্লাম।

আবদুল্লাহ বলেন: অতঃপর আমি চাবিগুলির দিকে গিয়া চাবিগুলি লইলাম এবং ফটকটি খুলিয়া রাখিলাম।

এদিকে আবূ রাফি'-র এই অভ্যাস ছিল যে, রাত্রিকালে তাহার নিকটে গল্প-গুজব বলা হইত এবং আবূ রাফি' নিজ প্রকোষ্ঠগুলিতে বাস করিত।

অনন্তর, গল্প-গুজবকারী মুসাহিবেরা যখন তাহার নিকট হইতে চলিয়া গেল তখন আমি তাহার প্রকোষ্ঠের দিকে উঠিতে লাগিলাম। যখনই আমি কোন দরজা খুলিলাম তখনই উহা এই ভাবিয়া ভিতর দিক হইতে অর্গলবদ্ধ করিলাম যে, লোকে যদি আমার সম্বন্ধে টের পায় তবুও আমি যে পর্যন্ত আবূ রাফি'কে হত্যা করিয়া না ফেলি সে পর্যন্ত তারা যেন আমার নাগাল না পায়। এইভাবে আমি আবূ রাফি'র নিকট গিয়া পৌঁছিলাম। দেখিলাম, সে একটি অন্ধকার ঘরে নিজ পরিবারের লোকদের মধ্যে শুইয়া রহিয়াছে। ঘরের নির্দিষ্ট কোন্ স্থানে সে আছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তখন আমি 'আবূ রাফি, বলিয়া ডাক দিতেই সে বলিয়া উঠিল, 'কে?' তখন আমি ভীত কম্পিত অবস্থায় ঐ শব্দের দিকে ধাবিত হইয়া তাহাকে তরবারী দ্বারা একটি আঘাত করিলাম; কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হইল না এবং সে চীৎকার করিতে লাগিল, তখন আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিলাম। তারপর, তাহার দিকে গিয়া বলিলাম, 'আবূ রাফি', এই চীৎকার কেন?' সে বলিল, 'তোমার মা ধ্বংস হউক। একজন লোক এই ঘরের মধ্যে এখনই আমাকে তরবারী দ্বারা আঘাত করিয়া গেল।'

আবদুল্লাহ বলেন: তখন আমি তরবারী দ্বারা তাহাকে এমন একটি আঘাত করিলাম যাহার ফলে আমি তাহাকে রক্তাক্ত করিয়া ফেলিলাম, কিন্তু তবুও তাহাকে হত্যা করিতে পারি নাই। অনন্তর আমি তরবারীর অগ্রভাগ তাহার পেটের মধ্যে এমন ভাবে স্থাপন করিলাম যে, উহা তাহার পিঠে গিয়া পৌঁছিল। তখন আমি বুঝিলাম যে, আমি তাহাকে নিশ্চিতভাবে হত্যা করিয়াছি।

তারপর আমি দরজাগুলি একটি একটি করিয়া খুলিতে খুলিতে অবশেষে একটি সিঁড়িতে গিয়া পৌঁছিলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল বলিয়া আমি (সিঁড়িকে সিঁড়ি না ভাবিয়া) মনে করিলাম যে, আমি মাটিতে পৌঁছিয়াছি। ফলে, একটি পা বাড়াইতেই আমি আছাড় খাইলাম এবং আমার পায়ের নলা ভাঙ্গিয়া গেল। তখন আমি আমার পাগড়ী দ্বারা উহা বাঁধিলাম। তারপর চলিতে চলিতে দরজার নিকটে বসিয়া পড়িলাম এবং মনে মনে বলিলাম, আজিকার এই রাত্রিতে আমি যে পর্যন্ত জানিতে না পাইব যে, আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছি সে পর্যন্ত আমি (এখান হইতে) বাহির হইব না। অনন্তর, মোরগ যখন ডাকিতে লাগিল তখন মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণাকারী প্রাচীরের উপরে দাঁড়াইয়া বলিল, 'হেজাযবাসীদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবূ রাফি'-র মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করিতেছি।' তখন আমি আমার সঙ্গীদের নিকটে গিয়া বলিলাম, 'নিরাপদ স্থান (সন্ধান কর)। আল্লাহ্ আবূ রাফি'-কে হত্যা করিয়াছেন।'

অনন্তর, আমি নবী (স:)-র নিকটে পৌঁছিয়া তাঁহার সম্মুখে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলাম। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, 'তোমার (ভাঙ্গা) পা-টি ছড়াইয়া দাও। তদনুযায়ী আমি আমার পা ছড়াইয়া দিলাম। তখন নবী (স:) উহাতে হাত ফিরাইলেন। তাহাতে ঐ পা এমন হইল যে, উহাতে যেন কখনও কিছুই হয় নাই।

(চ) উহুদ যুদ্ধ

৪৩৭। জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা:) বলেন: উহুদ যুদ্ধের সময়ে এক ব্যক্তি নবী (স:)-কে বলিয়াছিল, 'বলুন তো, আমি যদি (এই যুদ্ধে) নিহত হই, তাহা হইলে আমি কোথায় থাকিব?' তিনি বলিলেন, 'জান্নাতে'।

অনন্তর, সে হস্তস্থিত খুরমা কয়টি ফেলিয়া দিল। তারপর সে যুদ্ধ করিতে করিতে অবশেষে শহীদ হইল।

৪৩৮। আবু আক্কাসের পুত্র সা'দ (রা:) বলেন, উহুদ যুদ্ধকালে আমি এমন দুই জন লোককে রসূলুল্লাহ (স:)-র সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করতঃ অত্যন্ত কঠোরভাবে যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছিলাম, যাঁহাদের পরিধানে শুভ্র বস্ত্র ছিল এবং যাঁহাদিগকে পূর্বেও কখন দেখি নাই এবং পরেও কখন দেখি নাই।

৪৩৯। আবু আক্কাসের পুত্র সা'দ (রা:) বলেন, উহুদ যুদ্ধকালে রসূলুল্লাহ (স:) নিজ তূণীর হইতে আমার জন্য তীর বাহির করিতেছিলেন এবং বলিতে-ছিলেন, 'হে সা'দ তোমার জন্য আমার মা-বাপ কুরবান হউক, তুমি তীর নিক্ষেপ করিতে থাক।'

৪৪০। আনাস (রা:) বলেন, নবী (স:) উহুদ যুদ্ধে মাথায় আঘাত পাইলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'যে কওম তাহাদের নবীর মাথা ফাটাইল তাহারা কেমন করিয়া সফলকাম হইবে।' তাহাতে (সূরা আল 'ইমরানের এই আয়াতটি) নাযিল হয়:

'ব্যাপারটি সম্পর্কে আপনার বলিবার কিছু নাই।'

৪৪১। ইব্ন 'উমর (রা:) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ফজর নমাজের শেষ রাক্-আতে নবী (স:) যখন রুকু হইতে মাথা উঠাইতেন তখন তাঁহাকে 'সমি আল্লাহু লিমন হামিদাহ্—রব্বানা অ-লাকাল হামদ' বলিবার পরে ইহা বলিতে শুনেন—'হে আল্লাহ, অমুককে অমুককে ও অমুককে তোমার রহমত হইতে দূরে রাখ।'

তাহাতে প্রবল প্রতাপ, মহান আল্লাহ, (সূরা আল-'ইমরানের এই আয়াত) নাযিল করেন—

'ব্যাপারটি সম্পর্কে আপনার বলিবার কিছু নাই—হয় আল্লাহ তাহাদের প্রতি রহমত সহকারে ফিরিবেন অথবা তাহারা নিশ্চিত অনাচারী বলিয়া তাহাদেরে তিনি শাস্তি দিবেন।'

(ছ) আবদুল মুত্তালিবের পুত্র হামযা (রাঃ)-র শাহাদাতের বিবরণ

৪৪২। 'উবাইদুল্লা ইব্‌ন 'আদী ইব্‌ন আল্‌-খিয়ার (একদা) অহ্‌শীকে বলিলেন, 'হামযা-হত্যা সম্পর্কে তুমি কি আমাদেরে সংবাদ দিবে না?' সে বলিল, 'হাঁ।' হাম্‌যা বদর-যুদ্ধে তু'আইমা ইব্‌ন 'আদী ইব্‌ন আল্‌-খিয়ারকে হত্যা করিলে আমার প্রভু জুবাইর ইবন মুত্‌'ইম আমাকে বলেন, 'আমার চাচা (তু'আইমা)-র (হত্যার) প্রতি-শোধে তুমি যদি হাম্‌যাকে হত্যা কর তাহা হইলে তুমি আযাদ।'

অহ্‌শী বলিল: অনন্তর, লোক যখন 'আইনাইন যুদ্ধে বাহির হইল—আর 'আই-নাইন হইতেছে উহুদ পাহাড়ের সম্মুখ বরাবর অবস্থিত একটি পাহাড়; উহার ও উহুদের মধ্যে একটি মাঠের ব্যবধান মাত্র---তখন আমিও লোকদের সহিত যুদ্ধে বাহির হইলাম।

তারপর, সকলে যখন যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হইল তখন (কুরাইশ পক্ষ হইতে) সিবা' বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, 'আছে কোন যুদ্ধার্থী?'

অহ্‌শী বলিল: অনন্তর 'আবদুল মুত্তালিবের পুত্র হামযা তাহার পানে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, 'ওরে সিবা', ওরে মেয়েদের খাত্‌নাকারিণী উম্ম-আন্‌মারের বেটা, তুইও কি আল্লাহ এবং তাঁহার রসূল (স:)-র বিরোধিতা করিস?'

অহ্‌শী বলিল: অত:পর হামযা তাহাকে আক্রমণ করিলেন এবং সিবা' গতকল্যের ন্যায় খতম হইয়া গেল।

অহ্‌শী বলিল: আর আমি হামযার উদ্দেশ্যে একটি পাথরের আড়ালে লুকাইয়া-ছিলাম। অনন্তর তিনি যখন আমার নিকটবর্তী হইলেন তখন আমি আমার ছোট বর্শাটি তাঁহার দিকে নিক্ষেপ করত: উহা তাঁহার তলপেটে এমনভাবে বিদ্ধ করিলাম যে, উহা তাঁহার পাছাদ্বয়ের মধ্যভাগ দিয়া ফুটিয়া বাহির হইল। উহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

অনন্তর, লোক যখন ফিরিয়া গেল তখন আমিও তাহাদের সহিত ফিরিয়া গেলাম এবং মক্কায় ইসলামের প্রসার হওয়া পর্যন্ত আমি সেখানে অবস্থান করিলাম।

তারপর, আমি তায়িফ পানে বাহির হইয়া গেলাম।

তারপর, (হিজরী অষ্টম বর্ষে) তায়িফের অধিবাসিগণ রসূলুল্লাহ (স:)-র নিকটে দূত পাঠাইবার কালে আমাকে বলা হইল যে, রসূলুল্লাহ (স:) দূতদের প্রতি উত্তেজিত বা ক্রোধান্বিত হন না। ফলে, আমি তাহাদের সহিত বাহির হইয়া অবশেষে রসূলুল্লাহ (স:)-র নিকটে পৌঁছিলাম। অত:পর নবী (স:) যখন আমাকে দেখিলেন তখন তিনি বলিলেন, 'তুমিই কি অহ্‌শী?' আমি বলিলাম, 'হাঁ।' তিনি বলিলেন, 'তুমি কি হামযাকে হত্যা করিয়াছিলে?' আমি বলিলাম, 'ব্যাপারটি আপনার নিকটে যে ভাবে পৌঁছিয়াছে তাহা ঐরূপই ছিল।' তিনি বলিলেন, 'তুমি কি তোমার মুখমণ্ডল আমা হইতে আড়ালে রাখিবে?'

অহ্শী বলিল: তখন আমি চলিয়া গেলাম।

তারপর রসূলুল্লাহ (স:) যখন ইন্তিকাল করেন এবং চরম মিথ্যাবাদী মুসাইলমা যখন (পয়গম্বরী দাবী করত:) যুদ্ধে বাহির হয় তখন আমি মনে মনে স্থির করিলাম যে, মুসাইলমার পানে আমি অবশ্যই বাহির হইব। আশা করি আমি তাহাকে হত্যা করিব এবং উহা দ্বারা আমি হামযা-হত্যার বদলা পূরণ করিব।

অহ্শী বলিল: অনন্তর, (আবূ বকর রা:-র প্রেরিত) লোকদের সহিত আমিও যুদ্ধে বাহির হইলাম। মুসাইলামার যাহা করিবার ছিল সে তাহা করিয়া চলিল। (একদা) হঠাৎ দেখি—দুর্গ-প্রাকারের একটি ভাঙ্গা স্থানে এমন একটি লোক দণ্ডায়মান যেন সে ধূসর-বর্ণ, আলুলায়িত কেশ একটি উষ্ট্র। অনন্তর, আমি আমার ঐ ছোট বর্শাটি তাহার দিকে নিক্ষেপ করত: উহা তাহার বক্ষে এমনভাবে বিদ্ধ করিলাম যে, উহা তাহার স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যভাগ দিয়া ফুটিয়া বাহির হইল। অত:পর আনসার মধ্য হইতে একজন লোক তাহার উপরে লাফাইয়া পড়িল এবং তাহার মাথার উপরে তরবারী দ্বারা আঘাত করিল।

৪৪৩। আবূ হুরাইরা (রা:) বলেন, (একদা) রসূলুল্লাহ (স:) তাঁহার একটি রবা-'ঈয়া'[১] দাঁতের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছিলেন, যে দলটি তাহাদের নবীর প্রতি এই আচরণ করিয়াছিল তাহাদের প্রতি আল্লার ক্রোধ ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল। রসূলুল্লাহ (স:) আল্লার পথে যাহাকে হত্যা করেন তাহার প্রতিও আল্লার ক্রোধ ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল।

৪৪৪। 'আয়িশা (রা:) বলেন, উহুদ যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (স:)-র প্রতি যখন কঠোর বিপদ পৌঁছে এবং মুশরিকেরা যখন ফিরিয়া যায় তখন রসূলুল্লাহ (স:) আশঙ্কা করেন যে, মুশরিকেরা আবার ফিরিয়া আসিতেও পারে। তাই তিনি ঐ সময়ে বলেন, 'উহাদের পশ্চাতে কে যাইবে?' তাহাতে মুমিনদের মধ্য হইতে সত্তর জন লোক ঐ আহ্বানে সাড়া দেন। ঐ সত্তর জনের মধ্যে আবূ বকর (রা:) এবং যুবাইর (রা:) ছিলেন।

সম্মুখস্থ উপর পাটির দুই দাঁত এবং নীচের পাটির দুই দাঁত—এই চারিটি দাঁতের প্রত্যেকটিকে সনীয়াহ্ বলা হয়।
সনীয়াহ্ দাঁত চারিটির পার্শস্থ চারিটি দাঁতের প্রত্যেকটিকে রবা'ঈয়াহ্ বলা হয়।
রসূলুল্লাহ স:-র চারিটি দাঁত ভঙ্গে নাই—ভাঙ্গিয়াছিল মাত্র একটি দাঁত। আর উহা ছিল নীচের পাটির সনীয়াহ্ দাঁতের ডান পার্শ্বস্থ দাঁতটি। ঐ দাঁতটিও সম্পূর্ণ ভাঙ্গে নাই। উহার উপরিভাগের কিছু অংশ মাত্র ভাঙ্গিয়াছিল।

খন্দকের যুদ্ধ
উহাই আহ্‌যাব (যুদ্ধ)

৪৪৫। জাবির (রা:) বলেন, খন্দক যুদ্ধে আমরা (পরিখা) খনন করিতে করিতে এক খণ্ড অত্যন্ত শক্ত মাটি বাহির হইল। তখন সাহাবীগণ নবী (স:)-র নিকট গিয়া বলিলেন, 'পরিখার মধ্যে এই এক খণ্ড অত্যন্ত শক্ত মাটি বাহির হইয়াছে। (আমরা উহা খুঁড়িতে পারিতেছি না।)' তাহাতে তিনি বলিলেন, 'আমিই (সেখানে) নামিতে যাইতেছি।' তারপর তিনি যাইবার জন্য দাঁড়াইলেন। ঐ সময়ে (অনাহার বশত:) তাঁহার পেটে একটি পাথর বাঁধা ছিল। আর আমরাও তিন দিন যাবৎ কোন খাবার চাখি নাই। অনন্তর নবী (স:) (সেখানে গিয়া) গাঁতি-কোদাল লইয়া ঐ শক্ত মৃত্তিকা খণ্ডে আঘাত করিলে উহা ঝুরঝুর—পতনশীল বালুকা—স্তূপের মত হইয়া পড়িল।

৪৪৬। সুরদের পুত্র সুলাইমান (রা:) বলেন, আহযাব যুদ্ধে (কুরাইশদের বিফল মনোরথ হইয়া চলিয়া যাইবার পরে) নবী (স:) বলিয়াছিলেন, '(ইহার পরে) আমরাই তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে থাকিব—তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে পারিবে না।'

৪৪৭। আবু হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, (আহযাব যুদ্ধের শেষে) রসূলুল্লাহ (স:) বলিতে থাকেন, "আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নাই—তিনিই একমাত্র মা'বূদ। তিনিই নিজ সৈন্যকে গালিব করিলেন, নিজ বান্দাকে অর্থাৎ নবী (স:)-কে সাহায্য করিলেন এবং একাই সম্মিলিত দলগুলিকে পরাস্ত করিলেন। তিনি ছাড়া আর কিছুই স্থায়ী নয়।'

৪৪৮। আবু সা'ঈদ খুদ্‌রী (রা:) বলেন, কুরাইযা গোত্রের লোকেরা মু'আলের পুত্র 'সা'দ-এর ফয়সালা সাপেক্ষে আত্মসমর্পণ করিলে নবী (স:) সা'দকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনন্তর সা'দ একটি গাধায় চড়িয়া আসিলেন। তিনি যখন মসজিদের[১] নিকট পৌঁছিলেন তখন নবী (স:) আনসার দলকে বলিলেন, 'দাঁড়াও—তোমাদের নেতার দিকে আগাইয়া যাও।' তারপর তিনি (সা'দকে) বলিলেন, 'ইহারা আপনার ফয়সালা সাপেক্ষে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।' অনন্তর সা'দ (ফয়সালা দিতে গিয়া) বলিলেন, 'উহাদের যুদ্ধক্ষম ব্যক্তিদের হত্যা করা হউক এবং উহাদের স্ত্রীলোকদেরে ও সন্তান-দেরে গোলাম-বাঁদী করা হউক।' তখন নবী (স:) বলিলেন, 'প্রবল-প্রতাপ, মহান আল্লার হুকুম অনুযায়ী ফয়সালা করিলেন।'

১। উহা মদীনার মসজিদুন্নবী নয়। বানু কুরাইযা অবরোধকালে নবী সঃ ও মুমিনগণ যে স্থানটিতে নামায পড়িতেন সেই স্থানটিই হইতেছে এই মসজিদের তাৎপর্য।

(খ) যাতুর-রিকা'—এর যুদ্ধ

৪৪৯। জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী (স:) তাঁহার সপ্তম অভিযানে যাতুর-রিকা' যুদ্ধে নিজ আসহাবসহ (সর্বপ্রথম) সালাতুল্ খাওফ (ভয়-কালীন নামায) পড়িয়াছিলেন।

৪৫০। আবূ মূসা (রা:) বলেন, কোন এক অভিযানে আমরা নবী (স:)-সহিত এমন অবস্থায় বাহির হইয়াছিলাম যে, আমাদের ছয় ছয় জনের একটি করিয়া উট ছিল এবং আমরা পালাক্রমে ঐ উটে চড়িয়া চলিয়াছিলাম। তাহাতে আমাদের সকলের পায়ের তলা ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল। আমারও উভয় পায়ের তলা ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল এবং আমার (পায়ের) নখগুলি খসিয়া পড়িয়াছিল। ফলে, আমরা আমাদের পায়ে কাপড়ের টুকরা জড়াইতেছিলাম। আর আমরা আমাদের পায়ে কাপড়ের টুকরা জড়াইয়াছিলাম বলিয়া ঐ অভিযানের নাম যাতুর-রিকা' অর্থাৎ কাপড়ের টুকরা-সমূহের অভিযান রাখা হইয়াছিল।

৪৫১। সাহ্‌ল ইব্‌ন আবূ হাস্‌মা যাতুর-রিকা' অভিযানে নবী (স:)-র সহিত উপস্থিত সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন এবং তিনি (ঐ সময়ে রসূলুল্লাহ (স:)-র সহিতও 'সালাতুল্ খাওফ' (ভয়কালীন নামায) পড়িয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, তাঁহাদের একদল নবী (স:)-র পিছনে কাতার বাঁধিয়া নামাযে দাঁড়াইয়াছিল এবং অপর দলটি শত্রুদের দিকে মুখ করিয়া অবস্থান করিতেছিল। অনন্তর নবী (স:) তাঁহার সহিত নামাযে শামিল লোকদের লইয়া এক রাক্'আত পড়িয়া (দ্বিতীয় রাক্'আতে) স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; এবং মুকতাদীগণ নিজেরা (আর এক রাক'আত পড়িয়া) তাহাদের নামায পূর্ণ করিল। তারপর তাহারা চলিয়া গেল এবং শত্রুদের দিকে মুখ করিয়া সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তখন অপর দলটি আসিল এবং নবী (স:)-র নামাযের যাহা বাকী ছিল তাহা (অর্থাৎ দ্বিতীয় রাক'আত) তিনি উহাদের সহিত পড়িলেন। তারপর তিনি স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন এবং মুকতাদীগণ নিজেরা তাহাদের নামায পূর্ণ করিলেন। অত:পর নবী (স:) তাহাদের লইয়া সালাম (বলিয়া নামায শেষ) করিলেন।

৪৫২। জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি (এক সময়ে) রসূলুল্লাহ (স:)-র সহিত কোন অভিযানে নজদের দিকে গিয়াছিলেন। অনন্তর রসূলুল্লাহ (স:) যখন (অভিযান হইতে) ফিরিলেন তখন তিনিও তাঁহার সহিত ফিরিলেন। তারপর বাবলা-শিমুল জাতীয় কণ্টকময় বৃহৎ বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ একটি মাঠের মধ্যে দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্র তাঁহাদিগকে অভিভূত করিল। তখন রসূলুল্লাহ (স:) সেখানে নামিবার হুকুম করিলেন।

বৃক্ষচ্ছায়ার আশ্রয় লইবার জন্য সাহাবীগণ বিভিন্ন বৃক্ষের তলায় ছড়াইয়া পড়ি-লেন এবং রসূলুল্লাহ (স:) একটি বাবলা গাছের নীচে অবতরণ করিয়া নিজ তরবারী

ঐ গাছে ঝুলাইয়া রাখিলেন। জাবির (রা:) বলেন, আমরা কিছুক্ষণ ঘুমাইলাম। তারপর, হঠাৎ শুনি, রসূলুল্লাহ (স:) আমাদিগকে ডাকিতেছেন। আমরা তাঁহার নিকটে গিয়া দেখিলাম, তাঁহার নিকটে একজন বেদুইন উপবিষ্ট। তখন রসূলুল্লাহ (স:) বলিলেন 'আমি ঘুমাইতে থাকাকালে এই লোকটি আমার তরবারী' খাপ হইতে বাহির করিয়া লয়। অনন্তর, আমি জাগিয়া দেখি, তাহার হাতে উলঙ্গ তরবারী। সে তখন আমাকে বলিল: আমার হাত হইতে তোমাকে কে রক্ষা করিবে? আমি বলিলাম: আল্লাহ। দেখ, এই সে উপবিষ্ট তারপর রসূলুল্লাহ (স:) তাহাকে কোন শাস্তি দেন নাই।

(ঞ) বানুল মুস্তালিকের যুদ্ধ

উহাই মুরাইসী' যুদ্ধ

৪৫৩। আবু সা'ঈদ খুদরী (রা:) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স:)-র সহিত বানুল-মুস্তালিক অভিযানে বাহির হইয়াছিলাম। অনন্তর একদল আরব-বন্দী আমাদের হস্তগত হইল। ঐ সময়ে স্ত্রী সংসর্গ হইতে দীর্ঘ অনুপস্থিতি আমাদের পক্ষে কষ্টকর হওয়ায় আমরা স্ত্রী-সংসর্গের বাসনা করিতেছিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে বীর্যপাত করিতে চাহিতেছিলাম। তখন আমরা বলাবলি করিলাম যে, রসূলুল্লাহ (স:) আমাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় আমরা কি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বে বাহিরে বীর্যপাত করিতে পারি? (না, তাহা হইতে পারে না।) কাজেই আমরা তাঁহাকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন, 'তোমাদের 'বাহিরে বীর্যপাত' না করায় তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। কারণ, (সকল বীর্যেই তো আর সন্তান হয় না; এবং) কিয়ামত পর্যন্ত যে কোন প্রাণী সৃষ্টি হইবার আছে তাহা হইবেই হইবে।'

(ট) 'আনমার'-এর অভিযান

৪৫৪। জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ আনসারী রা: বলেন, 'আনমার'-এর অভিযানে আমি নবী (স:)-কে নিজ সওয়ারির উপরে (উপবিষ্ট অবস্থায়) পূর্ব দিকে মুখ করিয়া নফল নামায পড়িতে দেখিয়াছি।

(ঠ) হুদাইবিয়ার যুদ্ধ

হুদাইবিয়াতে উপস্থিত সাহাবীদের মর্যাদা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত—'নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হন যখন তাহারা বৃক্ষটির নীচে (হে নবী) তোমার বই'আত করে।'

৪৫৫। বরা' (রা:) (তাবি'ঈদিগকে) বলেন, তোমরা তো মক্কা বিজয়কে প্রকৃত বিজয় মনে করিয়া থাক। উহা সত্য সত্যই বিজয় ছিল বটে, কিন্তু আমরা হুদাইবিয়ার দিনের বই'আতুর-রিযওয়ানকেই প্রকৃত বিজয় জ্ঞান করি।

হুদাইবিয়াতে নবী (স:)-র সহিত আমরা চৌদ্দ শত লোক ছিলাম। হুদাইবিয়া হইতেছে একটি কূপ। আমরা ঐ কূপের সমস্ত পানি উঠাইয়া লইয়াছিলাম। উহাতে এক ফোটা পানিও বাকী ছাড়ি নাই। নবী (স:)-কে এই খবর পৌছিলে তিনি সেখানে যান এবং ঐ কূপের কিনারায় বসিয়া এক পাত্র পানি আনান। অত:পর তিনি উযূ করেন এবং কূপে কুলী করিয়া দু'আ করেন। তারপর, তিনি বাকী পানি কূপে ঢালিয়া দেন। অনন্তর, আমরা অল্পক্ষণ মাত্র অপেক্ষা করিয়া আমাদের জন্য ও আমাদের বাহনের জন্য আমাদের যত ইচ্ছা পানি তুলিতে থাকি।

৪৫৬। জাবির (রা:) বলেন, হুদাইবিয়ার দিনে রসূলুল্লাহ (স:) আমাদিগকে (লক্ষ্য করিয়া) বলিয়াছিলেন, 'দুনয়াবাসীদের মধ্যে তোমরা সর্বোত্তম।'

অনন্তর জাবির (রা:) বলেন, আমরা এক হাযার চারি শত লোক ছিলাম। (জাবির রা: যখন এই কথা বলেন তখন তিনি দৃষ্টিহারা হইয়াছিলেন বলিয়া বলেন) আজ আমি যদি চোখে দেখিতাম তাহা হইলে তোমাদিগকে বৃক্ষটির স্থান দেখাইয়া দিতাম।

৪৫৭। (হুদাইবিয়াতে) বৃক্ষটির নীচে বই'আতে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম, সুঅইদ্ ইব্ন নু'মান (রা:) বলেন, (খইবর যুদ্ধে) রসূলুল্লাহ (স:)-র সামনে ও তাঁহার সাহাবীদের সামনে ছাতু আনা হইয়াছিল। অত:পর তাঁহারা উহা পানিতে ঘুলিয়া খাইয়াছিলেন।

৪৫৮। 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা:) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি (হুদাইবিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন কালে) কোন এক রাত্রিতে নবী (স:)-র সহিত পথ চলিতে চলিতে নবী (স:)-কে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; কিন্তু রসূলুল্লাহ (স:) কোন উত্তর দেন নাই। অত:পর তিনি নবী (স:)-কে আবার জিজ্ঞাসা করিলে নবী (স): কোন উত্তর দেন নাই। অত:পর তিনি (তৃতীয় বার) নবী (স:)-কে জিজ্ঞাসা করিলে তখনও কোন উত্তর দেন নাই। তখন 'উমর মনে মনে বলিল, 'হে 'উমর, তোমার মা তোমাকে হারাইয়া ফেলুক। (তোমার মরণ হউক) তুমি রসূলুল্লাহ (স:)-কে তিনবার জিজ্ঞাসা করিলে কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না।'

'উমর (রা:) বলেন, অত:পর আমি আমার উট দ্রুতবেগে চালাইয়া মুমিনদের অগ্রবর্তী হইলাম। আমার ভয় হইল যে, আমার বিরুদ্ধে কুরআনে কিছু নাযিল হইবে। অল্পক্ষণ যাইতে না যাইতে শুনিতে পাইলাম, কেহ আমার নাম ধরিয়া উচ্চস্বরে ডাকিতেছে। তখন আমি মনে মনে বলিলাম, আমার ভয় হয় আমার সম্বন্ধে কুরআনে কিছু নাযিল হইয়াছে। আমি রসূলুল্লাহ (স:)-র নিকট গিয়া তাঁহাকে

সালাম করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, 'আজ রাত্রিতে আমার প্রতি এমন একটি সূরা নাযিল হইয়াছে যাহা আমার নিকট দুন্‌য়ার তামাম সম্পদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়।' অতঃপর তিনি পড়িলেন—

'ইহা নিশ্চিত যে, আমি তোমাকে প্রকাশ্য বিজয় দিলাম।'

৪৫৯। মিস্‌ওর ইব্‌ন মখ্‌রমা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুদাইবিয়া বর্ষে নবী (সঃ) দশ শতেরও কয়েক শত বেশী আসহাব সঙ্গে লইয়া রওয়ানা হইলেন। অনন্তর তিনি যখন 'যুল্‌-হুলইফা' পৌঁছিলেন তখন তিনি তাঁহার কুরবানীর জন্তুকে গলহার পরাইলেন, উহাদের পার্শ্বদেশ বর্শা দ্বারা চিহ্নিত করিলেন এবং 'উমরা করিবার জন্য ইহরাম সম্পাদন করিলেন।

অতঃপর তিনি খুয্‌'আ গোত্রের তাঁহার এক গুপ্তচরকে (কোথাও) পাঠাইলেন তারপর নবী সঃ চলিতে চলিতে যখন (হুদাইরিয়ার নিকটস্থ) 'গাদীরুল্‌ আশ্‌তাত্‌' নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন তখন তাঁহার ঐ গুপ্তচর তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, 'কুরাইশ আপনার বিরুদ্ধে বহু দল সমবেত করিয়াছে এবং তাহারা তাহাদের মিত্র গোত্রদিগকেও একত্রিত করিয়াছে। তাহারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে এবং আপনাকে বইতুল্লাহ গমনে বাধা দিবে।' তখন নবী (সঃ) বলিলেন, 'ওহে জনগণ, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। তোমাদের কি এই মত যে, যাহারা আমাদিগকে বইতুল্লাহ (যিয়ারত) হইতে বাধা দিতে সমবেত হইয়াছে তাহাদের পরিবার ও সন্তান-সন্ততিদের দিকে আমি অগ্রসর হই। এবং তারপর মুশরিকগণ যদি আমাদের সম্মুখীন হয় তাহা হইলে ফল এই দাঁড়াইবে যে, মহান আল্লাহ আমাদের গুপ্তচরকে মুশরিকদের হাত হইতে রক্ষা করিলেন অথচ আমরা তাহাদের অবস্থা জানিতে পারিলাম। আর মুশরিকগণ যদি আমাদের সম্মুখীন না হয় তাহা হইলে আমরা ঐ পরিবার ও সন্তান-সন্ততিদিগকে লুণ্ঠিত অবস্থায় ছাড়িয়া দিব।' তাহাতে আবূবকর বলিলেন, 'আল্লার রসূল, আপনি বইতুল্লাহ যিয়ারতের অভিলাষী হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন—কাহাকে হত্যা করিবার অথবা কাহারও সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় বাহির হন নাই। অতএব আপনি বইতুল্লাহ্‌র দিকে চলুন। কেহ যদি আমাদিগকে উহা হইতে বাধা দেয় তাহা হইলে আমরা তাহার সহিত যুদ্ধ করিব।' নবী (সঃ) বলিলেন, 'আল্লার নাম লইয়া চল।'

৪৬০। ইব্‌ন 'উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হুদাইবিয়া দিবসে তাঁহার পিতার একটি ঘোড়া একজন আনসারীর নিকটে ছিল। ঐ ঘোড়া আনিবার জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে ঐ আনসারীর নিকট পাঠান। ঐ সময়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বৃক্ষটির নীচে বই'আত লইতে দেখিতে পান। 'উমর তখন উহা জানিতেন না। অনন্তর আবদুল্লাহ রসূলুল্লাহ (সঃ)-র বই'আত করিলেন। তারপর, ঘোড়া আনিতে গেলেন। তারপর, ঘোড়া লইয়া 'উমরের নিকট গিয়া দেখেন, তিনি

যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইতেছেন। তখন আবদুল্লাহ তাঁহাকে জানাইলেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বৃক্ষটির নীচে বই'আত লইতেছেন। তখন তিনি বাহির হইয়া পুত্রের সহিত চলিলেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-র বই'আত করিলেন। এই ঘটনার দিকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিয়া থাকে যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর তাঁহার পিতার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৪৬১। আবূ আওফার পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) যখন উমরা করেন তখন আমরা তাঁহার সহিত ছিলাম। অনন্তর তিনি তওয়াফ করিলেন। আমরাও তাঁহার সহিত তওয়াফ করিলাম। তিনি নমায পড়িলেন। আমরাও তাঁহার সহিত নমায পড়িলাম। তিনি সাফা ও মার্‌ওয়ার মধ্যে দৌড়িলেন।

মক্কাবাসীদের কেহ যাহাতে তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে আমরা তাঁহাকে মক্কাবাসীদের হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিলাম।

(ড) যূ-করদের যুদ্ধ[১]

৪৬২। সল্‌মা ইব্‌ন আক্‌ব' (রাঃ) বলেন, আমি (নিজ কোন প্রয়োজনে একদা) ফজরের আযান হইবার পূর্বে মদীনা হইতে বাহির হইয়াছিলাম। যূ-করদে রসূলুল্লাহ (সঃ)-র (কুড়িটি) দুগ্ধবতী উট্‌নী চরিতেছিল। অনন্তর, আমার সহিত আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফের গোলামের সাক্ষাৎ হইলে সে বলিল যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)-র উট্‌নীগুলিকে কাহারা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

ইহার পরে তিনি পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন। উহা পূর্বে[২] বর্ণিত হইয়াছে।

এই স্থানে শেষে ইহা অতিরিক্ত রহিয়াছে—

অতঃপর আমরা ফিরিয়া আসিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে তাঁহার উটনীর পশ্চাদ্দিকে বসাইলেন এবং আমরা অবশেষে মদীনায় প্রবেশ করিলাম।

(ঢ) খইবরের যুদ্ধ

৪৬৩। সল্‌মা ইব্‌ন আক্‌ব' (রাঃ) বলেন, আমরা নবী (সঃ)-র সঙ্গে খইবর অভিমুখে যাত্রা করিলাম এবং রাত্রিতে পথ চলিতে লাগিলাম। তখন দলের একজন লোক 'আমিরকে বলিল, 'হে 'আমির, তুমি আমাদেরে তোমার কবিতা শুনাইবে না?'

১। যূ-করদ মদীনা হইতে ১২।১৪ মাইল দূরে অবস্থিত একটি কূপ ছিল।

২। জিহাদ অধ্যায়ে। সেখানে হাদীসটি এই ভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে।

"সল্‌মা (রাঃ) বলেন, আমি 'গাবা' নামক স্থানে যাইবার জন্য একদা বাহির হই। অনন্তর আমি যখন সানীয়াতুল্‌-গাবা পৌঁছি তখন আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের গোলামের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়....।

'আমির ছিল একজন কবি। অতঃপর সে লোকদের কবিতা শুনাইতে লাগিল। সে বলিল—

'আল্লাহ! আল্লাহ! হে নবী, আপনি যদি না হইতেন তাহা হইলে আমরা পথ পাইতাম না; সদকা-খয়রাতও করিতাম না এবং নমাযও পড়িতাম না। আমাদের জীবন আপনার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ হউক। আমরা অতীতে যে অপরাধ করিয়াছি তাহা ক্ষমা করুন। আমাদের প্রতি শান্তি নাযিল হওয়ার জন্য এবং আমরা যদি যুদ্ধের সম্মুখীন হই তাহা হইলে আমাদের চরণ দৃঢ় রাখিবার জন্য দু'আ করুন। আমরা এমন লোক যে, আমাদিগকে যদি অন্যায়ের দিকে আহ্বান করা হয় আমরা উহা প্রত্যাখ্যান করি। আর শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে উচ্চস্বরে ডাক-হাঁক করিতেছে।

তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, 'এই উট-চালকটি কে?' লোকে বলিল, 'আমির ইব্ন আক্ব'।' তিনি বলিলেন, 'আল্লাহ তাহার প্রতি রহম করুন।' তাহাতে দলের কোন একজন বলিয়া উঠিল, 'আল্লার নবী, আমিরের জন্য তো শহীদ হওয়া অবধারিত হইল। তবে আপনি দু'আ করুন সে যেন আরও কিছুকাল জীবিত থাকে এবং আমরা তাহা দ্বারা উপকৃত হই।'[১]

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমরা খইবর পোঁছিয়া তাহাদিগকে অবরোধ করিলাম। (অবরোধ-কাল দীর্ঘ হওয়ায় আমাদের রসদ ফুরাইয়া আসিল।) অনন্তর আমরা তীব্র অনাহার কষ্টে পড়িলাম। তারপর, আল্লাহ মুসলিমদিগকে খইবার জয় করাইয়া দেন।

বিজয় দিবসের সন্ধ্যাকালে মুসলিমগণ পর্যাপ্ত পরিমাণে আগুন জ্বালাইল। তাহাতে নবী সঃ বলিলেন, 'এই সব আগুন কেন জ্বালান হইয়াছে? এই আগুন দিয়া তোমরা কোন্ বস্তু পাক করিতেছ?' তাহারা বলিল, 'গোশ্ত পাক করা হইতেছে।' তিনি বলিলেন, 'কিসের গোশ্ত?' তাহারা বলিল, 'গৃহপালিত গাধার গোশ্ত।' নবী (সঃ) বলিলেন, 'তোমরা উহা ঢালিয়া ফেলিয়া দাও এবং পাত্র-গুলি ভাঙ্গিয়া ফেল।' এক জন বলিল, 'আল্লার রসূল, অথবা উহা ঢালিয়া ফেলিয়া দিয়া পাত্রগুলি ধুইয়া লই।' নবী (সঃ) বলিলেন, 'অথবা তাহাই কর।'

যুদ্ধকালে মুসলিমগণ যখন কাতারবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তখন (আমিরও যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল) 'আমিরের তরবারী ছোট ছিল বলিয়া সে উহা দ্বারা একজন য়াহূদীর পায়ের নলায় আঘাত করিলে তরবারীটি উল্টাইয়া আসিয়া উহার ধারাল দিক 'আমিরের ঠিক হাঁটুতে আসিয়া লাগিল এবং উহাতে সে মারা গেল।

১। নবী (সঃ) যদি কাহারও উদ্দেশ্যে "আল্লাহ রহম করুন," "আল্লাহ ক্ষমা করুন" বলিতেন তাহা হইলে তাহার শহীদ হওয়া অবধারিত ছিল। এই কারণেই উমর রাঃ নবী সঃ-কে ঐ প্রকার অনুরোধ করেন।

অনন্তর, লোকে যখন (যুদ্ধক্ষেত্র হইতে) ফিরিয়া আসিল সেই সময়ের ব্যাপার সম্বন্ধে বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার হাত ধরিয়া আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'তোমার কী হইয়াছে? (তুমি এত বিমর্ষ কেন?)' আমি বলিলাম, 'আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হউক। লোকে বলে যে, 'আমিরের তামাম আমল ব্যর্থ ও পণ্ড হইয়াছে।' নবী বলিলেন, 'যে ব্যক্তি উহা বলে সে মিথ্যা বলে। ইহা নিশ্চিত যে, তাহার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রহিয়াছে।' তারপর নবী (সঃ) তাঁহার দুই আঙ্গুল একত্র করিয়া দেখাইয়া বলিলেন, 'নিশ্চয় সে (একে তো) যাতনা প্রাপ্ত; (তদুপরি) জিহাদকারী বটে। তাহার মত আরববাসী মদীনাতে অল্পই চলাচল করে।'

অপর এক রিওয়ায়াতে আছে, 'মদীনাতে অল্পই প্রতিপালিত হইয়াছে।'

৪৬৪। আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) রাত্রিকালে খইবর পৌঁছেন।

এই হাদীস পূর্বে (নমায অধ্যায়ে) বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনায় অতিরিক্ত যাহা রহিয়াছে তাহা এই:

'নবী সঃ যুদ্ধক্ষম ব্যক্তিদিগকে হত্যা করেন এবং সন্তান-সন্ততিদিগকে বন্দী করেন।'

৪৬৫। আবূ মূসা আশ্‌'আরী (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন খইবর যুদ্ধে যান সেই সময়ে সাহাবীগণ একটি মাঠে পৌঁছিয়া, উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলিতে থাকে। তাহাতে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, 'তোমা-দের নিজেদের প্রতি সদয় হও। (স্বর উচ্চ করিয়া নিজেদের কষ্ট দিও না।) কেননা, তোমরা কোন বধিরকে অথবা কোন অনুপস্থিত জনকে ডাকিতেছ না। ইহা নিশ্চিত যে, তোমরা শ্রবণকারী নিকটবর্তী জনকেই ডাকিতেছ। আর তিনি তোমাদের সঙ্গেই রহিয়াছেন।'

বর্ণনাকারী বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-র বাহন পশুটির পশ্চাতেই ছিলাম। আমি 'লা-হাওলা অলা-কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলিতে লাগিলাম। তাহা শুনিয়া তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'হে আবদুল্লাহ ইব্‌ন কইস।' আমি বলিলাম, 'আল্লার রসূল, খিদমতে হাযির আছি।' তিনি বলিলেন, 'আমি কি তোমায় এমন একটি বাক্য শিক্ষা দিব না যাহা জান্নাতের ধনভাণ্ডারগুলির একটি ভাণ্ডারবিশেষ?' আমি বলিলাম, 'আল্লার রসূল, নিশ্চয় বলুন। আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হউক।' নবী (সঃ) বলিলেন, 'উহা হইতেছে—লা-হাওলা অলা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।'

৪৬৬। সহল ইব্‌ন সা'দ সা'ইদী রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, (খইবরে) রসূলুল্লাহ সঃ এবং মুশরিকগণ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিতে থাকেন। ঐ দিবসে রসূলুল্লাহ (সঃ)-র সাহাবীদের মধ্যে এমন একজন লোক ছিল যে লোকটি মুশরিকদের

দল হইতে সরিয়া পড়া, একাকী যে মুশরিককেই পাইতেছিল তাহারই পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে নিজ তরবারী দ্বারা হত্যা করিয়া চলিয়াছিল। অনন্তর, রসূলুল্লাহ (স:) যখন (ঐ দিবসের মত) যুদ্ধ শেষ করিয়া নিজ সৈন্যদলের দিকে ফিরিয়া গেলেন এবং অপর দলও নিজ সৈন্যদের দিকে ফিরিয়া গেল, তখন রসূলুল্লাহ (স:)-র ঐ সাহাবী সম্বন্ধে লোকে বলাবলি করিতেছিল, 'অমুক লোকটি আজ যাহা করিয়াছে আমাদের আর কেহই সেইরূপ করিতে পারে নাই।' তাহাতে রসূলুল্লাহ (স:) বলিলেন, 'হুশ্‌য়ার সে কিন্তু নিশ্চয় জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত।' তখন লোকদের মধ্য হইতে একজন বলিল, 'আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব।'

বর্ণনাকারী বলেন, অনন্তর সে তাহার সহিত বাহির হইল। তারপর ঐ যোদ্ধা সাহাবী যখন থামিত তখন এই লোকটিও তাহার সহিত থামিত এবং সে যখন দ্রুত চলিত, তখন এই লোকটিও তাহার সহিত দ্রুত চলিত।

বর্ণনাকারী বলেন, অবশেষে, ঐ যোদ্ধা লোকটি ভীষণভাবে আহত হইলে সে তাড়াতাড়ি মরিতে ইচ্ছা করিল। অনন্তর, সে তরবারীর মুঠার দিক মাটিতে এবং উহার ধারাল দিক নিজ বুকে স্থাপিত করিল। তারপর সে তরবারীর উপর সজোরে ভর দিয়া নিজেকে হত্যা করিল। তখন তাহার সঙ্গী লোকটি রসূলুল্লাহ (স:)-র নিকট গিয়া বলিল, 'আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লার রসূল।' নবী (স:) বলিলেন, 'ব্যাপার কী?' লোকটি বলিল, আপনি এখনই এক ব্যক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, 'সে নিশ্চয় জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত।' আপনার ঐ কথাকে লোকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করিলে আমি বলিয়াছিলাম যে, আমি তাহাদের হইয়া উহার তাৎপর্য দেখিব। অনন্তর আমি তাহার সন্ধানে বাহির হইলাম। অতঃপর সে ভীষণভাবে আহত হইল এবং তাড়াতাড়ি মরিতে চাহিল। সেই উদ্দেশ্যে সে তাহার তরবারীর মুষ্টি মাটিতে এবং উহার ধারাল অগ্রভাগ তাহার বক্ষে স্থাপিত করিল। অতঃপর সে উহার উপর সজোরে ভর দিয়া নিজেকে হত্যা করিল। ঐ সময় রসূলুল্লাহ (স:) বলেন, 'কোন কোন লোক জান্নাতবাসীর আমল করে বলিয়া মানুষের সামনে প্রকাশ পায় অথচ সে প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামী। আবার কোন কোন লোক জাহান্নামীর আমল করে বলিয়া লোকের নিকট প্রতিভাত হয়, অথচ সে জান্নাতী।'

৪৬৭। অপর এক বর্ণনায় আছে—তখন নবী (স:) বলিলেন, 'হে বিলাল, উঠ এবং ঘোষণা কর যে, মুমিন ব্যতীত অন্য কেহ জান্নাতে যাইবে না। এবং আল্লাহ (কখন কখন) বদকার লোক দ্বারা দীন ইসলামের সাহায্য করাইয়া থাকেন।'

৪৬৮। সল্‌মা ইব্‌ন আকবর' (রা:) বলেন, খইবর যুদ্ধের দিনে আমি আমার পায়ের নলায় ভীষণভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হই। অনন্তর, আমি নবী (স:)-র নিকট গেলে তিনি উহাতে তিন বার ফুঁ দেন। অতঃপর এখন পর্যন্ত আমি উহাতে আর কোন কষ্ট অনুভব করি নাই।

৪৬৯। আনস রা: বলেন, (মদীনা প্রত্যাবর্তনকালে) নবী স: খইবর ও মদী-নার পথে (এক স্থানে) তিন দিন অবস্থান করেন। ঐ সময়ে সফীয়ার সহিত তাঁহার বাসর মিলন হয়। তাঁহার অলীমা খাইবার জন্য আমি মুসলিমদের দাওয়াত করিয়া-ছিলাম। ঐ অলীমা ভোজে রুটিও ছিল না, গোশ্‌তও ছিল না। উহাতে যে ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা এই—নবী (স:) বিলালকে চামড়ার দস্তরখান আনিতে বলেন। অনন্তর ঐগুলি বিছান হয় এবং উহাতে খেজুর, পনীর ও ঘি রাখা হয়।

ঐ সময়ে মুসলিমগণ বলাবলি করিতে লাগিল যে, ইনি কি একজন উম্মুল্‌-মুমিনীন হইলেন অথবা তাঁহার বাঁদী হইলেন? তখন কেহ কেহ বলিল, নবী (স:) যদি তাঁহার জন্য পর্দার ব্যবস্থা করেন তবে তিনি এক জন উম্মুল্‌-মুমিনীন। আর তিনি যদি পর্দার ব্যবস্থা না করেন তবে তাঁহার বাঁদী। অত:পর নবী (স:) যখন রওয়ানা হইলেন তখন তিনি তাঁহার পশ্চাতে সফীয়ার বসিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং পর্দা করিয়া বসাইলেন।

৪৭০। আলী ইব্‌ন আবু তালিব রা: হইতে বর্ণিত আছে, খইবরের কালে রসূলুল্লাহ (স:) নির্ধারিত সময়ের জন্য বিবাহ করিতে এবং গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খাইতে নিষেধ করেন।

৪৭১। ইব্‌ন উমর (রা:) বলেন, খইবর যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (স:) অশ্বের জন্য (বা অশ্বারোহীর জন্য) দুই দুই ভাগ এবং পদাতিকের জন্য এক এক ভাগ করিয়া বণ্টন করিয়াছিলেন।

৪৭২। আবু মূসা (রা:) বলেন, নবী (স:)-র পয়গম্বরীর খবর (অথবা তাঁহার মদীনা হিজরতের খবর) যখন আমাদের নিকট পেঁাছে তখন আমরা য়মনে ছিলাম। অনন্তর আমরা অর্থাৎ আমি ও আমার দুই ভাইসহ আমার কওমের ৫৩ জন লোক তাঁহার পানে হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। আমি আমার ভাইদের সকলের ছোট ছিলাম। আমার এক ভাইয়ের নাম আবু বুরদা এবং অপর ভাইয়ের নাম আবু রুহম ছিল। আমরা একটি নৌকায় উঠিলাম। আমাদের নৌকাটি আমাদিগকে হাবশায় নজ্জাশীর নিকট লইয়া পেঁাছিল। অত:পর আমরা জা'ফর ইবন আবু তালিবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সহিত অবস্থান করিলাম। অবশেষে আমরা সকলে এক সঙ্গে মদীনা আসিলাম এবং যে সময়ে খইবর জয় হইয়াছিল, সেই সময়ে আমরা নবী (স:)-র সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

মক্কা হইতে হিজরতকারী কোন কোন লোক ঐ সময়ে আমাদেরে অর্থাৎ নৌকায় আগমনকারীদেরে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, 'হিজরত ব্যাপারে আমরা তোমাদের অগ্রবর্তী।'

আসমা বিন্‌ত 'উমইস (হাবশা হইতে) আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তিনি একদা নবী (স:)-র পত্নী হাফসার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। নজাশীর রাজ্যে যাহারা

হিজরত করিয়াছিল তিনি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আস্‌মা হাফসার নিকটে থাকা কালে 'উমর (নিজ কন্যা) হাফসার নিকট যান। 'উমর আসমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'ইনি কে?' হাফসা বলিলেন, 'আস্‌মা বিন্‌ত 'উমইস।' উমর বলিলেন, 'ইনিই কি হাবশায় অবস্থানকারিণী? ইনিই কি সমুদ্রযাত্রিণী?' আসমা বলিলেন, 'হাঁ।' 'উমর বলিলেন, আমরা হিজরত ব্যাপারে তোমাদের অগ্রবর্তী হইয়াছি, কাজেই আমরা তোমাদের তুলনায় রসূলুল্লাহ (সঃ)-র অধিকতর নিকটজন।' তাহাতে আস্‌মা রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, 'কিছুতেই তাহা হইতে পারে না। আল্লার কসম, তোমরা রসূলুল্লাহ সঃ-র সঙ্গে ছিলে। তিনি তোমাদের ক্ষুধার্তদেরে খাওয়াইতেন এবং তোমাদেরে অজ্ঞদেরে উপদেশ দিতেন। আর আমরা হাবশায় অনাত্মীয়, বিদ্বেষীদের দেশে দিলাম। এবং উহা শুধু আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই করিয়াছিলাম। আল্লার কসম, তুমি যাহা বলিলে উহা রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট বর্ণনা করিবার পূর্বে আমি কোন খাদ্যও খাইব না এবং কোন পানীয়ও পান করিব না। অধিকন্তু আমাদিগকে যাতনা দেওয়া হইত ও ভয় দেখান হইত। ইহাও আমি শীঘ্রই নবী (সঃ)-র নিকট বর্ণনা করিব এবং এ সম্পর্কে তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিব। আল্লার কসম, আমি মিথ্যাও বলিব না, সত্যের অপলাপও করিব না এবং কিছু বাড়াইয়াও বলিব না।' অতঃপর নবী (সঃ) (সেখানে) পেঁাছিলে আসমা বলিলেন 'আল্লার নবী, 'উমর এই এই কথা বলিয়াছেন।' নবী (সঃ) বলিলেন, 'তুমি তাহাকে কী উত্তর দিয়াছ?' আস্‌মা বলিলেন, 'আমি তাহাকে এই কথা বলিয়াছি।' নবী (সঃ) বলিলন, 'তোমাদের তুলনায় সে আমার অধিকতর নিকটজন নয়। তাহার এবং তাহার সঙ্গীদের একমাত্র হিজরত হইয়াছে কিন্তু তোমাদের তথা নৌকায় আরোহীদের দুইটি হিজরত হইয়াছে।

৪৭৩। আবূ মূসা রাঃ বলেন, নবী সঃ বলিয়াছেন, আশ'আরী সাহাবীগণ রাত্রিকালে যখন নিজ নিজ বাড়ী যায় তখন তাহাদের কুরআন তিলাওতের আওয়াযে আমি তাহাদিগকে চিনিতে পারি এবং তাহারা কোথায় বাস করে তাহা আমি দিনের বেলায় না দেখিয়া থাকিলেও রাত্রিকালে তাহাদের কুরআন তিলাওতের আওয়াযে আমি তাহাদের বাড়ী-ঘর চিনিতে পারি। তাহাদের মধ্যে এমন বিচক্ষণ জ্ঞানী লোক আছে যে, সে যখন অশ্বারোহী শত্রুর সম্মুখীন হয় তখন সে নিজ লোকদের বলে, 'আমার সঙ্গিগণ তোমাদিগকে তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে বলে।'

(সঙ্গিগণের তাৎপর্য শত্রু সৈন্যও হইতে পারে এবং অনাগত আগমনকারী মুসলিম সৈন্যও হইতে পারে। উভয় অবস্থাতেই বাক্যটির তাৎপর্য এই হয়—'তোমরা যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিও না।'—অনুবাদক)

৪৭৪। আবূ মূসা (রাঃ) বলেন, খইবর বিজয়ের পরে আমরা নবী (সঃ)-র নিকট উপস্থিত হই। অনন্তর, তিনি আমাদেরে খইবরে লব্ধ মালের অংশ দেন। আমরা

ছাড়া আর যাহারা খইবর যুদ্ধে উপস্থিত ছিল না তাহাদের কাহাকেও তিনি অংশ দেন নাই।

৪৭৫। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) ইহরাম অবস্থায় মইমূনাকে বিবাহ করেন এবং ইহরাম শেষ হইবার পরে তাঁহার সহিত বাসর যাপন করেন। আর মইমূনা 'সরিফ' নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।

(ণ) শাম দেশস্থ মূতার যুদ্ধ

৪৭৬। ইব্‌ন 'উমর (রাঃ) বলেন, মূতার যুদ্ধে নবী (সঃ) যইদ ইব্‌ন হারিসকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া বললেন, 'যইদ যদি শহীদ হয় তবে জ'ফর আর জ'ফর যদি শহীদ হয় তবে আবদুল্লাহ ইবন রবাহা (সেনাপতি) হইবে।' ইব্‌ন 'উমর বলেন আমি ঐ যুদ্ধে তাঁহাদের সহিত ছিলাম। যুদ্ধ শেষে আমরা জ'ফর ইব্‌ন আবূ তালিবকে তালাশ করিয়া নিহতদের মধ্যে পাইয়াছিলাম। আমরা তাঁহার শরীরে বর্শা ও তীরের আঘাত নব্বইরও বেশী দেখিয়াছিলাম।

৪৭৭। 'উসামা ইব্‌ন যইদ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদিগকে 'হুরকা' অভিমুখে পাঠাইলে আমরা দুশমন দলকে প্রত্যুষে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলাম।

ঐ যুদ্ধে আমি ও জনৈক আনসারী শত্রুপক্ষের একজন লোকের নাগাল পাইয়াছিলাম। অনন্তর, আমরা যখন তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিলাম তখন সে বলিল, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। তাহাতে আনসারী লোকটি অস্ত্র সংবরণ করিল। কিন্তু আমি তাহাকে বর্শা দ্বারা বিদ্ধ করিতে করিতে অবশেষে তাহাকে হত্যা করিলাম। তারপর আমরা যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন এই সংবাদ নবী (সঃ)-র নিকট পেঁৌছিল। ঐ সময়ে তিনি বলেন, 'হে 'উসামা, সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলিবার পরে কি তুমি তাহাকে হত্যা করিয়াছিলে?' আমি বলিলাম, 'সে তো জান বাঁচাইবার মতলবে উহা বলিয়াছিল।'

অতঃপর নবী (সঃ) তাঁহার ঐ কথা এত বার বলিতে থাকিলেন যে, আমি আকাঙ্খা করিতে লাগিলাম—হায়' আমি যদি ঐ দিনের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করিয়া থাকিতাম তবে ভালই হইত। (তাহা হইলে এই গুরুতর পাপটি করিতাম না।)

৪৭৮। সল্মা ইব্‌ন আকব' (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সঃ)-র সঙ্গে থাকিয়া সাতটি যুদ্ধ করিয়াছি এবং তিনি যে সকল অভিযান প্রেরণ করেন তন্মধ্যে নয়টি অভিযানে বাহির হইয়াছি। একবার আবূবকর আমাদের সেনাপতি ছিলেন এবং অন্য একবার 'উসামা আমাদের সেনাপতি ছিলেন।

(ত) মক্কা বিজয়

রমযান মাসে

৪৭৯। ইব্‌ন 'আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) রমযান মাসে মদীনা হইতে বাহির হন। তাঁহার সঙ্গে দশ হাযার লোক ছিল, ইহা নবী (সঃ)-র মদীনা আগমনের সাড়ে আট বৎসর পরের ঘটনা।

অনন্তর, তিনি ও তাঁহার সঙ্গী মুসলিমগণ মক্কা অভিমুখে চলিলেন। তিনিও রোযা রাখিতেছিলেন এবং মুসলিমগণও রোযা রাখিতেছিলেন। অবশেষে তাঁহারা যখন 'উসফান ও কুদইদ-এর মধ্যবর্তী কাদীদ নামক কূপের নিকট পৌছেন তখন নবী (সঃ)-ও রোযা ভঙ্গ করিলেন এবং মুসলিমগণও রোযা ভঙ্গ করিলেন।

৪৮০। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) রমযান মাসে হুনাইন অভিমুখে বাহির হন। সেই সময়ে লোকে রোযা রাখা ব্যাপারে ভিন্নমত ছিল—তাহাদের কেহ কেহ রোযাদার ছিল এবং কেহ কেহ বেরোযাদার ছিল। অনন্তর নবী (সঃ) যখন তাঁহার সওয়ারীর উপরে ঠিক হইয়া বসিলেন তখন তিনি এক পাত্র দুধ অথবা পানি আনিতে আদেশ করিলেন। অতঃপর তিনি উহা নিজ করতলের উপরে (অথবা সওয়ারীর উপরে) রাখিলেন। তারপর তিনি লোকদের দিকে তাকাইলেন। তখন বেরোযাদারগণ রোযাদারদিগকে বলিল, তোমরা রোযা ভাঙ্গ।

৪৮১। 'উরবা ইব্‌ন যুবইর (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয় বর্ষে রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মক্কা (অভিমুখে) রওয়ানা হইলেন এবং ঐ সংবাদ যখন কুরাইশদের নিকট পেঁ ৗছিল তখন রসূলুল্লাহ সঃ সম্বন্ধে সংবাদ আহরণের উদ্দেশ্যে আবূ সুফ্‌য়ান, হাকীম ইব্‌ন হিযাম ও বুদইল ইব্‌ন অরকা' বাহির হইল। তাহারা হাঁটিয়া অগ্রসর হইতে হইতে অবশেষে 'মর্‌রুয্‌-যহ্‌রান' পেঁ ৗছিল। তখন তাহারা এত প্রচুর আগুন দেখিল যে, মনে হইতেছিল উহা যেন আরফাতের আগুন। আবূ সুফ্‌য়ান বলিল, 'ইহা কাহাদের আগুন? ইহা যেন আরফাতের আগুন।' বুদইল ইবন অরকা বলিল, 'ইহা বনূ আমরের আগুন হইতে পারে।' তাহাতে আবূ সুফয়ান বলিল, 'বনূ 'আমরের লোক ইহার চেয়ে কম।'

ঐ সময়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-র কয়েকজন পাহারাদার তাহাদিগকে দেখিয়া ফেলিল এবং তাহাদিগকে ধরিয়া রসূলুল্লাহ (সঃ)-র নিকট লইয়া গেল। অনন্তর আবূ সুফয়ান ইসলাম গ্রহণ করিল। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ যখন সেখান হইতে রওয়ানা হইলেন তখন তিনি 'আব্বাসকে বলিলেন, যে স্থানটি ঘোড়া চলিবার পক্ষে সঙ্কীর্ণ সেই স্থানটিতে আবূ সুফয়ানকে দাঁড় করাইয়া রাখিও, যাহাতে সে তামাম মুসলিমদেরে দেখিতে পারে। ফলে, 'আব্বাস তাহাকে লইয়া এস্থানে দাঁড়াইল। মুসলিমদের গোত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া এক এক করিয়া নবী (সঃ)-র সঙ্গে আবূ সুফ্‌য়ানের

সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল। অনন্তর কোন একটি দল অতিক্রম করিতে থাকাকালে আবূ সুফ্য়ান বলিল, "হে 'আব্বাস, ইহারা কোন গোত্র?" তিনি বলিলেন, "ইহারা গিফার।" তাহাতে আবূ সুফ্য়ান বলিল, "আমাদের সঙ্গে গিফার গোত্রের কী সম্পর্ক? (তাহাদের সহিত আমাদের তো কোন কলহ নাই।)" অতঃপর জুহইনা গোত্র অতিক্রম করিলে (আবূ সুফ্য়ান ও 'আব্বাসের মধ্যে) অনুরূপ কথাবার্তা হইল। তারপর, সা'দ ইব্ন হুযইম গোত্র অতিক্রম করিতে লাগিলে অনুরূপ কথোপকথন হইল। তারপর, সুলাইম গোত্র অতিক্রম করিতে থাকিলে ঐরূপ কথাবার্তা হইল। অবশেষে এমন একটি সৈন্যদল অগ্রসর হইয়া আসিল যাহার সমান কোন সৈন্যদল আবূ সুফ্য়ান দেখে নাই। তখন সে বলিল, "ইহারা কোন্ গোত্র?" 'আব্বাস বলিলেন, "ইহারা আনসার।" আনসারের নেতা ছিলেন সা'দ ইব্ন 'উবাদা এবং তাঁহার সঙ্গে ছিল (ঐ দলের) পতাকা। অনন্তর, সা'দ ইব্ন 'উবাদা বলিলেন, "হে আবূ সুফ্য়ান, আজ মহাযুদ্ধের দিন। আজ কা'বা আক্রমণ হালাল করা হইবে।" তখন আবূ সুফ্য়ান (ব্যঙ্গ করিয়া) বলিল, "হে 'আব্বাস, ধ্বংসের দিন কতই না উত্তম।" তার পর একটি সৈন্যদল আসিল। উহা সকল সৈন্যদলের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ছিল। উহাতে ছিলেন রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁহার (মুহাজির) সাহাবীগণ। নবী (সঃ)-র পতাকা যুবইর ইব্ন 'আব্বাসের নিকট ছিল।

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন আবূ সুফ্য়ানের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন তখন সে বলিল, "সা'দ ইব্ন 'উবাদা যাহা বলিয়াছে তাহা কি আপনি জানেন না?" নবী (সঃ) বলিলেন, "সে কী বলিয়াছে?" সে বলিল, "সে এই এই কথা বলিয়াছে।" নবী (সঃ) বলিলেন, "সা'দ মিথ্যা বলিয়াছে। বরং ইহা এমন একটি দিন যে দিনে আল্লাহ কা'বাকে সম্মানিত করিবেন এবং ইহা এমন একটি দিন যে দিনে কা'বাকে চাদর পরান হইবে।"

বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহার পতাকাটি 'হাজুন' নামক স্থানে স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর, 'আব্বাস যুবইরকে বলিলেন, "হে আবূ 'আবদুল্লাহ রসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাকে কি এইখানে পতাকা স্থাপন করিতে আদেশ করিয়াছেন?"

বর্ণনাকারী বলেন সেই দিন রসূলুল্লাহ (সঃ) খালিদ ইব্ন অলীদকে আদেশ করেন যে, সে যেন মক্কার উচ্চ প্রান্তস্থ কুদা' নামক স্থান দিয়া মক্কায় প্রবেশ করে এবং নবী (সঃ) নিজে কুদা নামক স্থান দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই দিন খালিদের অশ্বারোহীদের মধ্য হইতে হুবইশ্ ইব্ন আশ্'আর ও কুরয ইব্ন জাবির ফিহ্রী নামক দুই ব্যক্তি শহীদ হইয়াছিল।

৪৮২। 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফল (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয় দিবসে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁহার উষ্ট্রীর উপর উপবিষ্ট দেখিয়াছি। তিনি ঐ [illegible] কতহ তিলাওয়াত করিতেছিলেন এবং কিরাআতে তরজী' করিতেছিলেন। ([illegible] কাঁপাইয়া দোলাইয়া পড়িতেছিলেন।)

তিনি আরও বলেন, আমার চারি পাশে লোকের ভিড় জমিবার আশঙ্কা যদি না থাকিত তাহা হইলে রসূলুল্লাহ (সঃ) যে তরজী' করিয়াছিলেন সেই ভাবে তরজী' সহকারে আমি পড়িয়া শুনাইতাম।

৪৮৩। 'আবদুল্লাহ (এব্‌নে মস'উদ) (রাঃ) বলেন, বিজয় দিবসে নবী (সঃ যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন কা'বা গৃহের চারি পাশে তিন শত ষাটটি মূর্তি ছিল। নবী (সঃ) তাঁহার হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা ঐগুলিকে খোঁচা মারিতে লাগিলেন এবং বলিতে থাকিলেন,' "বাস্তব আগমন করিল এবং অবাস্তব বিলুপ্ত হইল। বাস্তব আসিয়া পৌঁছিল অবাস্তব আর সৃষ্টিও হইবে না এবং পুনরায় ফিরিয়াও আসিবে না।"

৪৮৪। 'আমর ইব্‌ন সল্‌মা (রাঃ) বলেন, আমরা লোকজনের চলাচলের পথপাশে বাস করিতাম। (দূরাগত) আরোহিগণ আমাদের নিকট দিয়া যাইত এবং আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতাম, "অমুক কওমের অবস্থা কী? অমুক কওমের খবর কী? ঐ (যে লোকটি পয়গম্বরী দাবী করে সেই) লোকটির খবর কী?" তাহারা বলিত, "সে বলে যে, আল্লাহ তাহাকে রসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন এবং আল্লাহ তাহার প্রতি এই এই অহ্‌ঈ পাঠাইয়াছেন।"

বর্ণনাকারী 'আমর ইবন সল্‌মা বলেন, আমি ঐ সব কথা এমনভাবে মুখস্থ করিয়া রাখিতাম যে, উহা আমার অন্তরে গাঁথিয়া যাইত।

ওদিকে আরববাসীরা ইসলাম গ্রহণ ব্যাপারে মক্কা বিজয়ের অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা বলিত, মুহম্মদকে ও তাহার কওমকে তাহাদের নিজ অবস্থায় থাকিতে দাও। অনন্তর, সে যদি তাহাদের উপর জয়ী হয় তবে সে নিশ্চয় সত্যবাদী নবী।

অতঃপর মক্কা বিজয় ঘটনাটি যখন ঘটিয়া গেল তখন প্রত্যেক কওমই ইসলাম গ্রহণ করিতে তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল এবং আমার কওমের লোকদের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমার পিতা ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর আমার পিতা যখন দেশে ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনি বলিলেন, "আমি প্রকৃত সত্য নবীর নিকট হইতে তোমাদের নিকট আসিয়াছি।" তারপর তিনি বলিলেন, "তোমরা অমুক সময়ে অমুক নমায, অমুক সময়ে অমুক নমায পড়। যখন নমাযের সময় হইবে তখন তোমাদের কোন একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যাহার সবচেয়ে বেশী কুর্‌আন মুখস্থ আছে সে ইমাম হইবে।"

তখন লোকে লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে, আমি যেহেতু আরোহীদের সহিত মিলিত হইতাম, কাজেই আমার চেয়ে অধিক কুর্‌আন মুখস্থ অপর কাহারও নাই। কাজেই তাহারা নমাযে আমাকে তাহাদের সম্মুখে আগাইয়া দিল। তখন আমার বয়স ছিল ছয় সাত বৎসর। আমি গায়ে একটি চাদর দিয়া নমায পড়াইতাম। আমি যখন সিজদায় যাইতাম তখন চাদরটি পিঠের দিকে খাট হইয়া পড়িত। তাই গোত্রের একজন স্ত্রীলোক বলিল, "তোমরা তোমাদের কারীর (ইমামের) পাছা ঢাকিয়া দাও না কেন?"

তখন লোকে কাপড় কিনিয়া আমার জন্য একটি জামা বানাইয়া দিল। ঐ জামা পাইয়া আমি যত আনন্দিত হইয়াছিলাম আর কিছুতেই আমি অত আনন্দিত হই নাই।

৪৮৫। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আওফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহার হাতে তরবারীর একটি আঘাতের চিহ্ন ছিল। তিনি বলেন, হুনইন্ যুদ্ধে নবী (সঃ)-র সঙ্গে থাকাকালে আমার এই আঘাত লাগিয়াছিল।

(থ) আওতাসের যুদ্ধ

৪৮৬। আবূ মূসা (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) যখন হুনইন যুদ্ধ হইতে অবসর লাভ করেন তখন তিনি আবূ 'আমিরকে একদল সৈন্যের নেতা করিয়া আওতাস অভিমুখে পাঠান। অনন্তর, আবূ 'আমির সেখানে লোকদের নিকট পৌঁছিয়া দুরইদ ইব্‌ন সিম্মার সম্মুখীন হইলেন। দুরইদ নিহত হইল এবং তাহার সঙ্গীদিগকে আল্লাহ্ পরাজয় দিলেন।

আবূ মূসা বলেন, নবী (সঃ) আমাকে আবূ 'আমিরের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। আবূ 'আমিরের হাঁটুতে একটি তীর বিদ্ধ হয়। ঐ তীরটি বনূ জুশম গোত্রের একজন লোক নিক্ষেপ করিয়াছিল। উহা তাঁহার হাঁটুতে গাঁথিয়া গিয়াছিল। আমি আবূ 'আমিরের নিকট গিয়া বলিলাম, "চাচা, আপনাকে কে তীর মারিয়াছে?" তিনি তখন আবূ মূসাকে অর্থাৎ আমাকে ইশারা করিয়া বলিলেন, "ঐ লোকটি আমার হত্যাকারী। সে আমাকে তীর মারিয়াছে।" তখন আমি তাহার দিকে দৌড়িয়া গিয়া তাহার নিকটে পৌঁছিলাম। সে আমাকে দেখিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। তখন আমি তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলাম এবং বলিতে লাগিলাম, "তোমার কি লজ্জা হয় না? তুমি স্থির হইয়া দাঁড়াও না কেন?" তাহাতে সে থামিল। অনন্তর আমার ও তাহার মধ্যে তলোয়ারের দুই চোট হইয়া গেল এবং আমি তাহাকে হত্যা করিলাম।

তারপর, আমি আবূ 'আমিরের নিকট আসিয়া বলিলাম, "আল্লাহ আপনার হত্যা-কারীকে হত্যা করিয়াছেন।" তিনি বলিলেন, "এখন তীরটি টানিয়া বাহির কর।" আমি উহা টানিয়া বাহির করিলে ঐ স্থান হইতে প্রবলবেগে পানি বহিতে লাগিল। তখন আবূ 'আমির আমাকে বলিলেন, "ভাতিজা, নবী (সঃ)-কে আমার সালাম পৌঁছাইও এবং বলিও, তিনি যেন আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।"

অতঃপর আবূ 'আমির তাঁহার স্থলে আমাকে লোকদের সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

অনন্তর আমি ফিরিয়া গিয়া নবী (সঃ)-র নিকট উপস্থিত হইলাম। ঐ সময়ে তিনি তাঁহার ঘরের মধ্যে দড়ির খাটে শুইয়াছিলেন। ঐ খাটের উপরে সামান্য বিছানা ছিল। (অন্য রিওয়ায়াতে আছে যে, কোনই বিছানা ছিল না—অনুবাদক) ফলে, তাঁহার পিঠে ও দুই পাশে খাটের দড়ির দাগ পড়িয়াছিল। আমি নবী (সঃ)-কে

আমাদের সংবাদ ও আবূ 'আমিরের সংবাদ দিলাম এবং তিনি যেন আবূ 'আমিরের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন—আবূ 'আমিরের এই কথাটিও তাঁহাকে জানাইলাম। তখন নবী (সঃ) পানি আনাইয়া উযূ করিলেন। তারপর দুই হাত উঠাইয়া বলিলেন, "হে আল্লাহ্, 'আবূ আমিরকে ক্ষমা কর।"

বর্ণনাকারী বলেন, দু'আর সময়ে নবী (সঃ) হাত এত উঁচু করিয়াছিলেন যে, আমি তাঁহার উভয় বগলের শুভ্রতা দেখিতে পাইয়াছিলাম।

তারপর, নবী (সঃ) বলিলেন, 'হে আল্লাহ কিয়ামত দিবসে তুমি আবূ 'আমিরকে তোমার সৃষ্টির বহু লোকের উর্ধ্বে স্থান দিও।' (বর্ণনাকারী বলেন,) তখন আমি বলিলাম, "আমার জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" তখন নবী (সঃ) বলিলেন, "হে আল্লাহ্, তুমি 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কইসের গুনাহ মাফ কর এবং কিয়ামত দিবসে তাহাকে উত্তম স্থানে দাখিল করিও।"

(দ) তায়িফের যুদ্ধ

৪৮৭। উম্ম সলমা (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) একদা আমার নিকট আসেন। ঐ সময় আমার নিকটে একজন হিজড়া স্ত্রীলোক ছিল। অনন্তর, আমি শুনিতে পাইলাম ঐ হিজড়া 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমাইয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হে আবদুল্লাহ, কী বল। আল্লাহ্ যদি কাল তোমাদেরে তায়িফ জয় করান তাহা হইলে তুমি গাইলানের কন্যাকে লইও। কেননা সে যখন সম্মুখে আসে তখন তাহার পেটে চারিটি ভাঁজ পড়ে এবং সে যখন ফিরিয়া যায় তখন তাহার পিঠে আটটি ভাঁজ পড়ে।" (অর্থাৎ সে বেশ মোটাসোটা। আর আরবদের নিকট মোটাসোটা স্ত্রীলোকই সুন্দরী বলিয়া গণ্য হইত। - অনুবাদক)

তখন নবী (সঃ) বলিলেন, "এই প্রকার লোক যেন তোমাদের নিকট কিছুতেই না আসে।" (অর্থাৎ এই প্রকার লোক পুরুষ হিজড়ার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তাহাদের হইতে পর্দা করিতে হইবে।)

৪৮৮। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন তায়িফ অব রোধ করিয়া তাহাদের কিছুই করিতে পারিলেন না, তখন একদা তিনি বলিলেন, 'আল্লার ইচ্ছাক্রমে আমাদিগকে ফিরিয়াই যাইতে হইবে।" ইহা সাহাবীদের পক্ষে পীড়াদায়ক হইল। তাই তাহারা বলিল, "আমরা ইহা জয় না করিয়াই চলিয়া যাইব?" আর একবার নবী (সঃ) বলিলেন, "আমরা ফিরিয়া যাই।" অতঃপর তিনি বলিলেন, "আচ্ছা কাল ভোরে তোমরা যুদ্ধে লাগিয়া যাও।" অনন্তর, ভোরে যুদ্ধ করিতে করিতে তাহাদের অনেকে আহত হইল। তখন নবী (সঃ) বলিলেন, "আল্লার ইচ্ছা-ক্রমে কাল আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।" এখন ইহা তাহাদের মনঃপুত হইল। ইহাতে নবী (সঃ) হাসিয়া ফেলিলেন।

৪৮৯। সা'দ ও আবু বক্‌রা (রাঃ) বলেন, আমরা নবী (সঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া তাহার পিতা ছাড়া অপর কাহাকেও নিজ পিতা বলিয়া দাবী করে তাহার পক্ষে জান্নাত হারাম।

৪৯০। অপর এক রিওয়ায়াতে আছে, সা'দ ও আবু বক্‌রা এই দুই জনের একজন (অর্থাৎ সা'দ) আল্লার পথে সর্ব প্রথমে তীর নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং অপর জন (অর্থাৎ আবু বক্‌রা) কয়েকজন লোকের সঙ্গে তায়িফ দুর্গের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া নবী (সঃ)-র নিকট আসিয়াছিল।

অপর এক রিওয়ায়াতে আছে, তায়িফের অধিবাসীদের মধ্য হইতে যে তেইশ জন লোক নবী (সঃ)-র নিকট আসে আবু বক্‌রা তাহাদের একজন ছিল।

৪৯১। আবু মূসা (রাঃ বলেন, নবী (সঃ) যে সময়ে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী জি'রানা নামক স্থানে ছিলেন এবং তাঁহার সহিত বিলাল ছিল, সেই সময়ে আমি নবী (সঃ)-র নিকটে ছিলাম। অনন্তর, একজন বেদুঈন নবী (সঃ)-র নিকট আসিয়া বলিল, "আপনি আমার সহিত যে ওয়াদা করিয়াছেন তাহা কি পূর্ণ করিবেন না?" নবী (সঃ) তাহাকে বলিলেন, "শুভ সংবাদ গ্রহণ কর।" সে বলিল, "আপনি তো আমাকে বহু বারই "শুভ সংবাদ গ্রহণ কর" বলিয়াছেন। (উহাতে কী লাভ?)" তখন নবী (সঃ) রাগান্বিতের মত ভাব ধারণ করিয়া আবু মূসা ও বিলালের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "সে শুভ সংবাদ প্রত্যাখ্যান করিল। অতএব তোমরা উহা গ্রহণ কর।" তাহারা বলিল, "আমরা উহা গ্রহণ করিলাম।"

তারপর নবী (সঃ) এক পাত্র পানি আনাইয়া উহার মধ্যে নিজের হস্তদ্বয় ও মুখমণ্ডল ধুইলেন এবং উহার মধ্যে কুলি করিলেন। তারপর তিনি বলিলেন, "উহা হইতে কিছু তোমরা পান কর এবং তোমাদের মুখমণ্ডলে ও বুকে ছিটাইয়া দাও আর শুভ সংবাদ গ্রহণ কর।" তাহারা পাত্রটি লইয়া ঐরূপ করিল। তখন পর্দার আড়াল হইতে উম্মে সলমা বলিলেন, "তোমাদের মায়ের জন্য অর্থাৎ আমার জন্য কিছু রাখিয়া দাও।" তখন তাঁহারা তাঁহার জন্য কিছু রাখিয়া দিল।

৪৯২। আনস্ ইব্‌নে মালিক (রাঃ) বলেন, (একদা) নবী (সঃ) আনসারীদের কয়েক-জনকে একত্রিত করিয়া বলিলেন, "কুরাইশগণ সবেমাত্র জাহিলীয়াত ও দুর্দশা হইতে উদ্ধার পাইয়াছে। কাজেই আমি তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিতে এবং (দান-খয়রাত যোগে তাহাদিগকে বন্ধুভাবাপন্ন করিতে ইচ্ছা করি। অপর লোকে দুনিয়া তথা ধন-দওলত লইয়া ফিরিয়া যাক্ আর তোমরা রসূলুল্লাহ-কে লইয়া নিজ ঘরে ফিরিয়া যাও—ইহা কি তোমরা পছন্দ কর না?" তাহারা বলিল, "হাঁ; আমরা নিশ্চয়ই উহা পছন্দ করি।" নবী (সঃ) তখন বলিলেন, "অপর লোকে যদি প্রান্তর দিয়া চলে এবং আনসার যদি গিরিপথ দিয়া চলে তাহা হইলে আমি নিশ্চয় আনসারীদের গিরিপথ দিয়া চলিব।"

৪৯৩। 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে 'উমর (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) খালিদ ইব্‌নে অলীদকে বনু জুযইমা অভিমুখে পাঠাইলেন। খালিদ তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইল। অনন্তর, তাহারা "ইসলাম গ্রহণ করিলাম" না বলিয়া বলিতে লাগিল "আমরা সাবী হইলাম, আমরা সাবী হইলাম।" (সাবী শব্দের অর্থ মূর্তিপূজা পরিত্যাগকারী।) তাহাতে খালিদ তাহাদের কোন কোন লোককে হত্যা করিল এবং কতকগুলি লোককে বন্দী করিয়া আমাদের প্রত্যেককে একজন করিয়া বন্দী দিল। অবশেষে একদিন এমন হইল যে দিন খালিদ আদেশ করিল যে, আমাদের প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ বন্দীকে হত্যা করি। তখন আমি বলিলাম, "আল্লাঁর কসম, আমি আমার বন্দীকে হত্যা করিব না এবং আমার কোন সঙ্গীও তাহার বন্দীকে হত্যা করিবে না।"

তারপর আমরা নবী (সঃ)-এর নিকট আসিয়া উহা বর্ণনা করিলাম। তখন নবী (সঃ) তাঁহার হাত উঠাইয়া দুইবার বলিলেন, "হে আল্লাহ্‌, খালিদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আমি তোমার নিকট আমার অসন্তোষ জানাইতেছি।

৪৯৪। 'আলী (রাঃ) বলেন, একদা নবী (সঃ) এক দল সৈন্য যুদ্ধ অভিযানে প্রেরণ করেন এবং একজন আনসারীকে তাহাদের নেতা নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে তাহার আদেশ পালন করিতে হুকুম করেন। তারপর (যুদ্ধক্ষেত্রে একদা কোন কারণে) ঐ নেতা রাগান্বিত হইয়া বলিল, "নবী (সঃ) কি তোমাদিগকে আমার আদেশ পালন করিতে হুকুম করেন নাই?" তাহারা বলিল, "হাঁ নিশ্চয় করিয়াছেন।" সে বলিল, "তবে তোমরা জ্বালানী কাঠ জমা কর।" তাহারা উহা জমা করিল। সে বলিল, "আগুন জ্বালাও।" তাহারা আগুন জ্বালাইল। সে বলিল, "তোমরা উহাতে প্রবেশ কর।" তাহারা উহাতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু তাহাদের কেহ কেহ পরস্পর পরস্পরকে ধরিয়া রাখিয়া বলিতে লাগিল, "আমরা জাহান্নামের আগুন হইতে পলায়ন করিয়া নবী (সঃ)-র নিকট আসিয়াছি। (তবে আগুনে জ্বলিতে যাইব কেন?)" তাহারা এই রূপ করিতে করিতে আগুন নিবিয়া গেল। এই খবর নবী (সঃ)-র নিকট পৌছিলে তিনি বলিলেন, "তাহারা যদি উহাতে প্রবেশ করিত তাহা হইলে তাহারা কিয়ামত পর্যন্ত উহা হইতে বাহির হইতে পারিত না। কেবলমাত্র ন্যায় কাজেই নেতার আদেশ পালন করা কর্তব্য।

৪৯৫। আবু মূসা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সঃ) তাহাকে ও মু'আয ইব্‌নে জবলকে য়মন অভিমুখে পাঠাইলেন এবং তাহাদের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন এলাকার ভার দিলেন। সেকালে য়মন দুইটি এলাকায় বিভক্ত ছিল। নবী (সঃ) তাহাদেরকে বলিলেন, "তোমরা (লোকদের প্রতি) সদয় হইবে—কঠোর হইবে না। তাহাদের শুভ সংবাদ দিয়া নিকটবর্তী করিবে—দূরে তাড়াইয়া দিবে না।" অনন্তর তাহাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকায় গেল।

বর্ণনাকারী বলেন, তাহাদের দুই জনের কেহ যখন নিজ এলাকায় পরিভ্রমণ

করিতে করিতে তাহার সঙ্গীর নিকটবর্তী স্থানে গিয়া পৌঁছিত তখন সে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সালাম করিয়া আসিত। একদা মু'আয তাহার এলাকায় ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া তাহার সঙ্গী আবু মূসার নিকটবর্তী হইলে তিনি নিজ খচ্চরের উপরে আরোহী অবস্থায় চলিতে চলিতে আবু মূসার নিকট উপস্থিত হইল এবং দেখিল যে, আবু মূসা বসিয়া রহিয়াছে। তাহার নিকটে বহু লোক সমবেত হইয়াছে এবং তাহার নিকটে এমন একজন লোক রহিয়াছে যাহার হাত দুইটি ঘাড়ের উপরে একত্র করিয়া বাঁধা রহিয়াছে। তখন মু'আয আবু মূসাকে বলিল, "আবদুল্লাহ ইবনে কইস, ব্যাপার কি?" আবু মূসা বলিল, "এই লোকটি ইসলাম গ্রহণের পরে কাফির হইয়াছে।" মু'আয বলিল, "উহাকে যে পর্যন্ত হত্যা করা না হইবে আমি নামিব না।" আবু মূসা বলিল, "তাহাকে সেই জন্যই আনা হইয়াছে। অতএব আপনি নামুন।" মু'আয বলিল, "তাহাকে যে পর্যন্ত হত্যা করা না হইবে আমি নামিব না।" অনন্তর, আবু মূসার আদেশক্রমে তাহাকে হত্যা করা হইল।

তারপর মু'আয নামিয়া বলিল, "তুমি কি নিয়মে কোরআন পাঠ কর?" আবু মূসা বলিল, "আমি অল্প অল্প করিয়া দিবারাত্রে কয়েকবার পড়ি।" অনন্তর আবু মূসা বলিল, "হে মু'আয, তুমি কোন্ নিয়মে পড়?" মু'আয বলিল, "আমি রাত্রের প্রথম ভাগে ঘুমাই। তারপর আবার ঘুমের ভাগ পূর্ণ করিয়া জাগিয়া উঠি এবং আল্লাহ্ আমার তকদীরে যে পরিমাণ বরাদ্দ করিয়াছেন পড়িতে থাকি। আমি আমার জাগরণকে যেমন সওয়াবের কাজ বলিয়া মনে করি, সেইরূপ আমার ঘুমকেও আমি সওয়াবের কাজ বলিয়া মনে করি।"

৪৯৬। আবু মূসা আশ্'আরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) তাঁহাকে য়মন অভিমুখে পাঠান। অনন্তর য়মনে যে সকল পানীয় তৈয়ার করা হইত সে সম্বন্ধে আবু মূসা নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "সেগুলি কি কি?" আবু মূসা বলিল, "সেগুলি হইতেছে মধু হইতে তৈরী মদ ও যব জাতীয় শস্য হইতে তৈরী মদ।" নবী (সঃ) বলিলেন, "নেশা আনয়নকারী প্রত্যেক বস্তুই হারাম।"

৪৯৭। বরা' (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদিগকে খালিদ ইব্‌ন আলীদের সহিত য়মন পাঠান। তারপর তিনি খালিদের স্থলে 'আলীকে এই কথা বলিয়া পাঠান— "তুমি খালিদের সঙ্গীদেরে বলিও যে, তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমার সহিত য়মনে থাকিতে চায় তাহারা যেন সেখানে থাকে। আর যাহারা (মদীনা) আসিতে চায় তাহারা যেন চলিয়া আসে।" বরা' বলেন, "আলীর সহিত যাহারা য়মনে রহিয়াছেন তাহাদের মধ্যে আমি ছিলাম।" তিনি বলেন, "আমি (ঐ সময়ে) বেশ কয়েক উকীয়া গানিমাত লাভ করিয়াছিলাম।"

(চল্লিশ দিরহামে এক উকীয়া হইত।—অনুবাদক)

৪৯৮। বুরাইদা (রাঃ) বলেন, খালিদের নিকট হইতে (বইতুল্ মালের প্রাপ্য

গানিমাতের) পঞ্চমাংশ আনিবার জন্য নবী (সঃ) হযরত 'আলীকে (রাঃ) পাঠান। আমি হযরত 'আলীর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতাম। তাই 'আলী যখন গোসল করিয়া আসিলেন তখন আমি (তাচ্ছিল্যের সহিত) খালিদকে বলিলাম, "ইনাকে দেখুন।"[১] অতঃপর আমরা যখন নবী (সঃ)-র নিকট ফিরিয়া আসিলাম তখন আমি তাঁহাকে ঐ ব্যাপার বলিলাম। তাহাতে নবী (সঃ) বলিলেন, "হে বুরাইদা; তুমি কি সত্যই 'আলীর প্রতি বিদ্বেষ ভাব রাখ?" আমি বলিলাম "হাঁ"। নবী (সঃ) বলিলেন, "তুমি তাহার প্রতি বিদ্বেষ ভাব রাখিও না। পঞ্চমাংশের মধ্যে 'আলীর অংশ উহার চেয়েও বেশী রহিয়াছে।"

৪৯৯। আবূ 'সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, 'আলী য়মন হইতে কিছু সোনা একটি পাকা চামড়ার থলিয়ায় করিয়া রসূলুল্লার (সঃ) র নিকট পাঠান। ঐ সোনা হইতে তখনও মাটি ছাড়ান হয় নাই। নবী (সঃ) উহা চারি জনের মধ্যে বণ্টন করেন। তাহারা হইতেছে 'উয়ইনা ইব্‌নে বদর, আক্‌র ইব্‌নে হাবিস, যইদ আল্‌-খইল এবং চতুর্থ ব্যক্তি 'আল্‌কমা অথবা 'আমির ইব্‌ন তুফাইল। তখন নবী (সঃ)-র সাহাবীদের মধ্য হইতে একজন বলিল, "উহাদের চেয়ে আমরাই এই মালের বেশী হকদার ছিলাম।" এই খবর নবী (সঃ)-র নিকট পৌঁছিলে তিনি বলিলেন, "তোমরা কি আমাকে বিশ্বস্ত মনে কর না? বস্তুতঃ যিনি আসমানে আছেন তাঁহার নিকট আমি বিশ্বস্ত। আসমানের খবর সকালে-সন্ধ্যায় আমার নিকট আসিয়া থাকে।" বর্ণনাকারী বলেন, তখন চক্ষু কোটরাগত, গণ্ডদ্বয়ের হাড় বহিরাগত, উঁচু কপাল ও ঘন দাড়িবিশিষ্ট, মুণ্ডিত-মস্তক এবং উঁচু করিয়া লুঙ্গি পরিহিত একজন লোক দাঁড়াইয়া বলিল, "আল্লার রসূল, আল্লাকে ভয় করুন।" নবী (সঃ) বলিলেন, "তোমার বিনাশ হউক! আল্লাকে ভয় করার ব্যাপারে দুনিয়ার সকল লোকের তুলনায় আমি কি সবচেয়ে বেশী যোগ্য পাত্র নই?" অতঃপর লোকটি নিষ্ক্রান্ত হইলে খালিদ ইব্‌ন অলীদ বলিলেন, "আল্লাহর রসূল, আমি কি তাহার গর্দান মারিব না?" নবী (সঃ) বলিলেন, "না। হয় তো সে নমায পড়ে।" খালিদ বলিলেন, "বহু নমাযী এইরূপ আছে যে, তাহাদের অন্তরে যাহা নাই তাহাই তাহারা মুখে বলিয়া থাকে।" রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, "লোকের অন্তর ছিদ্র করিয়া দেখিতে (অথবা তাহাদের পেট চিরিয়া দেখিতে) আমি আদিষ্ট হই নাই।"

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর যখন ঐ লোকটি পিঠ ফিরাইয়া যাইতেছিল তখন নবী (সঃ) তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "এই ব্যক্তির বংশে এমন কওম বাহির হইবে যাহারা প্রশান্ত মুখে কোরআন পড়িবে, কিন্তু তাহাদের ঐ পাঠ তাহাদের কণ্ঠ অতিক্রম করিবে না।

১। বুরাইদা (রাঃ) মনে করেন যে, হযরত 'আলী (রাঃ) ঐ পঞ্চমাংশ হইতে একজন স্ত্রীলোককে নিজে গ্রহণ করেন। তাই পরের দিন সকালে তিনি যখন গোসল করেন তখন বুরাইদা মনে করেন যে, 'আলী (রাঃ) ঐ স্ত্রীলোকটির সহিত মিলিত হইয়া গানিমাতে খিয়ানত করিয়াছেন। এই কারণে সে খালিদের সামনে ঐ কটাক্ষোক্তি করেন এবং নবী (সঃ) ঐ দিকেই ইঙ্গিত করিয়া বলেন, "পঞ্চমাংশের মধ্যে 'আলীর অংশ উহার চেয়ে বেশী রহিয়াছে।"

তাহারা দীন ইসলামের প্রভাব হইতে এমন বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবে যেমন তীর শিকার ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। (অর্থাৎ তীরে যেমন শিকারের রক্তাদি কিছুরই চিহ্ন থাকে না সেইরূপ তাহাদের অনন্তরে ইসলামের কোন প্রভাব প্রবেশ করিতে পারিবে না।)"

বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় ঐ সময় নবী সঃ বলিয়াছিলেন, "আমি যদি তাহাদিগকে পাই তাহা হইলে তাহাদিগকে সমূদ কওমের ন্যায় হত্যা করিব।"

(গ্ব) যুল্‌-খলসার যুদ্ধ

৫০০। জরীর রাঃ-র যে হাদীসে নবী সঃ'র বাণী "তুমি কি আমাকে যুল্‌-খলসা সম্পর্কে শান্তি দিবে না?" রহিয়াছে, তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।১

এখানকার রিওয়ায়াতে জরীর বলেন, য়মনে খুস'আম ও বজিলা কওমের একটি গৃহের নাম যুল্‌-খলসা ছিল। ঐ গৃহে একটি মূর্তি ছিল এবং ঐ মূর্তিটির পূজা করা হইত। জরীর যখন য়মনে পেঁীছিলেন তখন সেখানে একজন লোক তীরযোগে কাজের ফলাফল নির্ণয় করিত। তাহাকে বলা হইল যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)-র একজন দূত এখানে আছে। সে তোমাকে পাইলে মারিয়া ফেলিবে।

বর্ণনাকারী বলেন, অনন্তর, সে যখন একদা তীরযোগে ফলাফল নির্ণয় করিতে ছিল তখন জরীর তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তুমি উহা ভাঙ্গিয়া ফেল এবং সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নাই। নতুবা আমি তোমাকে হত্যা করিব।" তখন সে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং ঐরূপ সাক্ষ্য দিল।

৫০১। জরীর রাঃ বলেন, আমি য়মনে থাকাকালে যূ-কলা 'ও যূ-'আমর নামক দুই জন য়মনী লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি তখন তাহাদের সহিত রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিতে লাগিলাম। যূ-'আমর আমাকে বলিল, "তুমি তোমার গুরু সম্বন্ধে যখন কিছু বলিলে তখন আমিও কিছু বলি। তিন দিন পূর্বে তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুতে ইন্‌তিকাল করিয়াছেন।"২

অতঃপর তাহারা আমার সহিত (মদীনা অভিমুখে) অগ্রসর হইতে লাগিল। আমরা কিছু পথ অতিক্রম করিলে মদীনার দিক হইতে আগমনকারী এক দল আরোহী আমাদের সম্মুখে পড়িল। আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল যে, রসূলুল্লাহ সঃ-র ইন্‌তিকাল হইয়াছে; আবূ বকরকে খলীফা করা হইয়াছে এবং লোকে সুখে-শান্তিতে আছে। তখন তাহারা দুই জন বলিল, "তোমার বর্তমান সঙ্গীকে (অর্থাৎ আবু বকরকে) জানাইও যে, আমরা তাঁহার নিকট আসিতেছিলাম এবং আল্লাহ চাহে আবার আমরা আসিব।" অতঃপর তাহারা য়মন ফিরিয়া গেল।

১। কিতাবুল জিহাদের মাঝামাঝি স্থলে। সেখানে বলা হইয়াছে যে, যুল্‌-খলসা খুস্'আম গোত্রের একটি পূজার ঘর ছিল। জরীর রাঃ আহমস গোত্রের ১৫০ জন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া সেখানে যান এবং ঐ ঘরটি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া জ্বালাইয়া দেন।—অনুবাদক।

২। বুখারীর ভাষ্যকার ইমাম 'আসকলানী তাঁহার ফতহুল-বারী গ্রন্থে বলেন, যূ-'আমর আহলুল-কিতাব ছিলেন। কাজেই ইহা স্পষ্ট যে, তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থাদির বিবরণ হইতে এই সংবাদ পরিবেশন করেন।

(ন) সমুদ্রের উপকূলের যুদ্ধ

[মুসলিমগণ কুরাইশদের খাদ্য সম্ভার বহনকারী কাফিলার সম্মুখীন হইত। আবূ 'উবাইদা ইব্‌ন জর্‌রাহ তাহাদের সেনাপতি ছিলেন।]

৫০২। জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ সমুদ্র উপকূল অভিমুখে এক দল সৈন্য পাঠাইলেন এবং আবূ 'উবাইদা ইব্‌ন জর্‌রাহকে তাহাদের সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। তাহারা তিন শত জন ছিল।

(বর্ণনাকারী বলেন), আমরা রওয়ানা হইয়া কিছু পথ গেলেই (সরকারী) পাথেয় শেষ হইয়া আসিল। তখন আবূ 'উবাইদা সৈন্যদিগকে তাহাদের নিজ নিজ পাথেয় জমা দিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর উহা জমা করা হইলে তাহাতে দুই থলি খুরমা হইল। অতঃপর তিনি আমাদিগকে (উহা হইতে) অল্প অল্প করিয়া খাবার দিতে লাগিলেন। অবশেষে উহা শেষ হইয়া গেল। (ঐ অল্প অল্প খাবার হইতে কেহ কেহ কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। কাজেই আবার তাহা জমা করা হইল এবং আমরা প্রত্যেকে একটি করিয়া খুরমা পাইলাম। বর্ণনাকারীকে তাহার কোন ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল, "একটি করিয়া খুরমাতে আপনাদের কি হইত?" তাহাতে বর্ণনাকারী বলেন, যখন তামাম খুরমা শেষ হইয়া গেল তখন খাদ্যের অভাব আমাদিগকে বিচলিত করিল। ইতিমধ্যে আমরা বাহ্‌রাইন সমুদ্র উপকূলে পৌঁছিলাম এবং ছোট পাহাড়ের মত একটি প্রকাণ্ড মাছ দেখিতে পাইলাম। আমাদের লোকেরা উহা আঠার দিন পর্যন্ত খাইল।

তারপর আবূ 'উবাইদার নির্দেশক্রমে উহার পাঁজরের দুইটি কাঁটা (নিম্নদিক ফাঁক করিয়া ও উর্ধ্ব দিক মিলিত করিয়া) খাড়া করা হইল। অনন্তর, তাঁহার নির্দেশক্রমে একটি উট্‌নীর উপর খাটুলি স্থাপিত হইল। তারপর ঐ উট্‌নীকে ঐ কাঁটা দুইটির নীচ দিয়া অতিক্রম করান হইল। কিন্তু উহা কাঁটাতে গিয়া ঠেকিল না।

৫০৩। জাবীর রাঃ হইতে আর একটি রিওয়ায়াত রহিয়াছে। তাহাতে তিনি বলেন, অনন্তর সমুদ্র আমাদের জন্য একটি জীব উপকূলে নিক্ষেপ করিল। উহাকে 'আমবর' বলা হয়। উহা আমরা অর্ধ মাস কাল ধরিয়া খাইয়াছিলাম এবং উহার চর্বি আমরা শরীরে মালিশ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমাদের শরীর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া গিয়াছিল।

অপর এক বর্ণনায় আছে, "অনন্তর আবূ 'উবাইদা বলিলেন, "তোমরা খাও।" বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমরা যখন মদীনা আসিলাম তখন আমরা নবী সঃ-কে উহা জানাইলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন, "আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিয্‌ক বাহির করিয়া দিয়াছিলেন তাহা তোমরা খাও এবং তোমাদের সঙ্গে থাকিলে আমাদিগকেও খাওয়াও।" তখন তাহাদের একজন তাঁহাকে এক টুকরা দিলে তিনি তাহা খাইয়াছিলেন।

বনু তমীমের প্রতিনিধি দল

৫০৪। 'আবদুল্লাহ ইব্ন যুবইর রাঃ বলেন, বনূ তমীমের একদল আরোহী নবী সঃ-র নিকট উপস্থিত হইলে আবুবকর বলিলেন, "কা'কা' ইব্ন ম'বদ ইব্ন যুরারাকে তাহাদের নেতা নিযুক্ত করুন।" তাহাতে উমর বলিলেন, "বরং আক্‌র ইব্‌ন হাবিসকে নেতা করুন।" আবূ বকর বলিলেন, "তুমি কেবল আমার খিলাফ করিতেই চাও।" উমর বলিলেন, "তোমার বিরুদ্ধাচরণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়।" এই লইয়া তাঁহারা এমনভাবে বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের স্বর উচচ হইয়া উঠিল। ঐ সম্পর্কে (সুরা আল্-হুজুরাতের এই আয়াত) নাযিল হয়—

"ওহে মুমিনগণ, আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলের কোন কথা বলিবার আগে আগেই কোন কথা বলিও না. . . . .।"

বনু হনীফার প্রতিনিধি দল
এবং
সুমামা ইব্‌ন উসালের বিবরণ

৫০৫। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, নবী সঃ নজ্‌দ অভিমুখে একদল অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। অনন্তর তাহারা বনূ হনীফা গোত্রের সুমামা ইব্‌ন উসাল নামক এক ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিল। তারপর লোকে তাহাকে মসজিদের একটি খুঁটির সহিত বাঁধিয়া রাখিল। নবী সঃ তাহার নিকটে গিয়া বলিলেন, "সুমামা, আমার সম্বন্ধে তোমার কিরূপ ধারণা হয়?" সে বলিল, "হে মুহম্মদ, আমার ধারণা ভাল। আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন তবে হত্যার যোগ্য এক জনকেই হত্যা করিবেন। আর আপনি যদি আমার প্রতি ইহসান করেন তাহা হইলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকেই ইহসান করিবেন। আর আপনি যদি মালের আকাঙ্ক্ষা করেন তবে যত ইচ্ছা হয় চান।" অতঃপর তাহাকে এ ভাবেই রাখা হইল।

পরের দিন নবী সঃ তাহাকে বলিলেন, "সুমামা, আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা কী?" সে বলিল, "আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই। আপনি যদি ইহসান করেন তবে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকেই ইহসান করিবেন।" তখন নবী সঃ তাহাকে ঐ অবস্থায় রাখিয়া চলিয়া গেলেন।

অতঃপর তৃতীয় দিন হইলে নবী সঃ বলিলেন, "সুমামা, আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা কী?" সে বলিল "আমি আপনাকে যাহা বলিয়াছি, তাহাই।" তখন নবী সঃ বলিলেন, "সুমামাকে ছাড়িয়া দাও।" অনন্তর (তাহাকে বন্ধনমুক্ত করা হইলে) সে মসজিদের নিকটস্থ যে স্থানে পানি জমা হইয়াছিল সেখানে গিয়া গোসল করিল। তারপর, মসজিদে প্রবেশ করিয়া বলিল, "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নাই এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহম্মদ নিশ্চয় আল্লার রসূল। হে মুহম্মদ,

আল্লার কসম, দুনিয়ার বুকে কোন মুখই আমার নিকটে আপনার মুখ অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণ্য ছিল না। কিন্তু এখন আপনার মুখমণ্ডল আমার নিকট সকল মুখমণ্ডল অপেক্ষা প্রিয়তম হইয়াছে। আল্লার কসম, কোন ধর্মই আমার নিকটে আপনার ধর্ম অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণ্য ছিল না। কিন্তু এখন আপনার ধর্ম আমার নিকটে সকল ধর্ম অপেক্ষা প্রিয়তর হইয়াছে। আল্লার কসম, কোন দেশই আমার নিকটে আপনার দেশ অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণ্য ছিল না। কিন্তু এখন আপনার দেশই আমার নিকটে সকল দেশ অপেক্ষা প্রিয়তর হইয়াছে। আমি যখন কা'বাগৃহের যিয়ারতের ইচ্ছা করিয়াছিলাম সেই সময়ে আপনার অশ্বারোহী সৈন্যদল আমাকে গ্রেপ্তার করে। এখন এ সম্বন্ধে আপনি কী বলেন?"

রসূলুল্লাহ সঃ (তাহাকে তাহার পূর্বকৃত সকল পাপ মাফ হওয়ার) শুভ সংবাদ দিলেন এবং তাহাকে কা'বাগৃহ যিয়ারতের আদেশ করিলেন।

অনন্তর সে যখন মক্কা গেল তখন তাহাকে কেহ বলিল, "তুমি ধর্ম ত্যাগ করিয়াছ।" সে বলিল, "না। আল্লার কসম, আমি বরং আল্লার রসূল মুহম্মদের সঙ্গে সঙ্গে আল্লার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। আল্লার কসম, নবী সঃ যে পর্যন্ত অনুমতি না দিবেন সে পর্যন্ত গমের একটি দানাও য়মামা হইতে তোমাদের নিকটে আসিবে না।"

৫০৬। ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ-র যমানায় (একদা) মুসইলিমা কায্‌যাব (মদীনা) আসিয়া বলিতে লাগিল, "মুহম্মদ যদি তাঁহার পরে আমাকে কার্যভার দেন (অর্থাৎ খলীফা বানান) তাহা হইলে আমি তাঁহার অনুসরণকারী হইব।" সে নিজ কওমের বহু লোকসহ মদীনা আসিয়াছিল।

অনন্তর রসূলুল্লাহ সঃ তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সঙ্গে সাবিত ইব্‌ন কইস ইব্‌ন শম্মাস ছিল এবং তাঁহার হাতে খেজুর গাছের এক খণ্ড ডাল ছিল। অবশেষে তিনি মুসইলিমার সঙ্গীদের মধ্যে মুসইলিমার সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর তিনি বলিলেন, "তুমি যদি আমার নিকট এই শাখা-খণ্ডটিও চাও তবে তাহাও আমি তোমাকে দিব না এবং তোমার সম্বন্ধে আল্লার যে আদেশ হইয়াছে তাহা তুমি কখনও এড়াইতে পারিবে না। তুমি যদি (আমা হইতে) মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাও তবে আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করিবেন। আর আমি তোমাকে ঐ ব্যক্তিই দেখিতেছি যাহার সম্বন্ধে যাহা জানিবার ছিল তাহা আমাকে স্বপ্নযোগে দেখান হইয়াছে। এই সাবিত থাকিল। সে আমার তরফ হইতে তোমাকে জওয়াব দিবে।" অতঃপর নবী সঃ তার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

ইব্‌ন আব্বাস রাঃ বলেন, অনন্তর আমি রসূলুল্লাহ সঃ-র বাণী—'আমি তোমাকে ঐ ব্যক্তিই দেখিতেছি যাহার সম্বন্ধে যাহা জানিবার ছিল তাহা আমাকে স্বপ্নযোগে দেখান হইয়াছে'—সম্বন্ধে আবূ হুরাইরাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "(একদা) আমি যখন ঘুমন্ত ছিলাম তখন স্বপ্নে দেখিলাম,

আমার হাতের মধ্যে সোনার দুই গাছা কাঁকন। ঐ কাঁকন দুইটির অবস্থা আমাকে চিন্তিত করিয়া তুলিল। তখন স্বপ্নেই আমার প্রতি অহঈ বাণী হইল, ঐ দুইটিতে ফুঁ দাও। ফলে, আমি উহাতে ফুঁ দিলে দুইটিই উড়িয়া গেল। তখন আমি উহার তাৎপর্য এই বুঝিলাম যে, আমার পরে দুই জন ঘোর মিথ্যাবাদী ভণ্ড নবী হইবে। তাহাদের এক জন "আনসী এবং অপর জন মুসইলিমা"।

৫০৭। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "আমি ঘুমন্ত থাকাকালে আমার সম্মুখে দুনয়ার বহু সম্পদ আনা হইল। তারপর আমার করতলে সোনার দুইটি কাঁকন রাখা হইলে উহা আমার পক্ষে কষ্টকর বোধ হইল। তখন আল্লাহ আমাকে অহঈযোগে জানাইলেন, ঐ দুইটিতে ফুঁ দাও। ফলে, আমি ঐ দুইটিতে ফুঁ দিলে দুইটিই উড়িয়া গেল। আমি উহার তাৎপর্য বুঝিলাম—ঐ দুই জন ঘোর মিথ্যাবাদী যাহারা বর্তমানে মওজুদ রহিয়াছে। একজন সন্'আর অধিবাসী এবং অপরজন য়মামার অধিবাসী।"

নজরানবাসীদের বিবরণ

৫০৮। হুযইফা রাঃ বলেন, 'আকিব ও সইয়িদ নামক নজরানের দুই জন নেতা রসূলুল্লাহ সঃ-র সহিত মুলা'আনা [১] করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট আসিল। অনন্তর, (রসূলুল্লাহ সঃ-কে দেখিবার পরে) তাহাদের একজন অপর জনকে বলিল, "ইহা করিও না। কেননা, আল্লার কসম, তিনি যদি বাস্তবিকই নবী হন এবং আমরা তাঁহার সহিত মুলা'আনা করি তাহা হইলে আমরাও নিষ্কৃতি পাইব না এবং আমাদের পরে আমাদের সন্তানেরাও নিষ্কৃতি পাইবে না।" তারপর তাহারা নবী সঃ-কে বলিল, "আপনি আমাদের নিকট যাহা চান আমরা আপনাকে তাহাই দিব। আপনি আমাদের সঙ্গে এক জন বিশ্বস্ত লোক পাঠান। বিশ্বস্ত লোক ছাড়া অপর কাহাকেও আমাদের সঙ্গে পাঠাইবেন না।" নবী সঃ বলিলেন, "আমি তোমাদের সঙ্গে একজন চরম ও খাঁটি বিশ্বস্ত লোককে পাঠাইব।" তখন রসূলুল্লাহ সঃ-র সাহাবীগণ ঐ বিশ্বস্ত লোককে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া রহিল। অনন্তর, নবী সঃ বলিলেন, "হে আবূ 'উবাইদা ইব্‌ন জর্‌রাহ্, উঠিয়া দাঁড়াও।" অনন্তর তিনি যখন দাঁড়াইলেন তখন রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন "এই ব্যক্তি এই উম্মতের 'আমীন' বা বিশ্বস্ত লোক।"

আনস রাঃ হইতে অপর এক বর্ণনায় আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "প্রত্যেক উম্মতেরই এক জন 'আমীন' বা বিশ্বস্ত লোক হইয়া থাকে, আর এই উম্মতের আমীন হইতেছে আবূ 'উবাইদা ইব্‌ন জর্‌রাহ।"

১। দুই জন প্রতিদ্বন্দ্বী যদি এই শর্তে একমত হয় যে, তাহাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ স্ত্রী-পুত্রাদি সঙ্গে লইয়া উভয়ে একযোগে আল্লার দরবারে এই প্রার্থনা জানাইবে যে, তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অন্যায় পথে রহিয়াছে তাহার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার লা'নাত হউক এবং তাহারা কার্যতঃ উহা করে তবে তাহাদের ঐ কার্যকে 'মুলা'আনা' বা 'মুবাহলা' বলা হয়।

আশ'আরীদের ও য়মনবাসীদের আগমন

৫০৯। আবূ মূসা রাঃ বলেন, আমরা আশ্'আরীদের এক দল লোক নবী সঃ-র নিকট আসিলাম। অনন্তর (তবূক যুদ্ধে যাইবার উদ্দেশ্যে) আমরা তাঁহার নিকটে বাহন চাহিলাম। তিনি বাহন দিতে অস্বীকার করিলেন। অতঃপর আমরা আবার তাঁহার নিকটে বাহন চাহিলে তিনি কসম করিয়া বলিলেন যে, তিনি আমাদেরে বাহন দিবেন না। তারপর, কিছু সময় যাইতে না যাইতেই নবী সঃ-র নিকট যুদ্ধে লব্ধ এক পাল উট আনা হইলে তিনি আমাদিগকে পাঁচটি উট দিতে আদেশ করিলেন।

অনন্তর আমরা যখন উটগুলি লইলাম তখন আমরা বলাবলি করিলাম যে, আমরা নবী সঃ-র কসমের কথা বিস্মরণের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া ইহার পরে আমরা কিছুতেই পরিত্রাণ পাইব না। এই কারণে আমি রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট গিয়া বলিলাম, "আল্লার রসূল, আপনি কসম করিয়াছিলেন যে, আপনি আমাদিগকে বাহন দিবেন না; অথচ আমাদিগকে এই যে বাহন দিলেন?" নবী সঃ বলিলেন, "হাঁ; ঠিকই করিয়াছি। ব্যাপার এই যে, আমি কোন ব্যাপারে যখন কসম করি এবং পরে উহার বিপরীত ব্যাপারটিকে মঙ্গলজনক দেখি তখন যাহা উত্তম তাহাই আমি করিয়া থাকি।"

অপর এক বর্ণনায় আছে, নবী সঃ বলেন, "আমি ঐ কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা দিয়া ইহা হালাল করিয়া লইয়াছি।"

৫১০। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ (একদা) বলেন, "তোমাদের কাছে য়মনবাসীরা আসিয়াছে। তাহাদের অন্তর অত্যন্ত দয়ার্দ্র এবং হৃদয় অত্যন্ত কোমল। য়মনবাসীদের মধ্যে ইমান রহিয়াছে এবং খাঁটি জ্ঞানও য়মনবাসীদের মধ্যে রহিয়াছে। উটের মালিকদের মধ্যে রহিয়াছে অহঙ্কার ও আভিজাত্যের গর্ব আর ছাগলের মালিকদের মধ্যে রহিয়াছে শান্তি ও ভদ্রতা।"

বিদায় হজ্জ

৫১১। কা'বা গৃহের মধ্যে নবী সঃ-র নমায পড়া সম্পর্কে ইব্ন উমরের হাদীস পূর্বে (প্রথম খণ্ডের নমায অধ্যায়ে) বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনায় ইহা অতিরিক্ত রহিয়াছে—"নবী সঃ যেখানে নমায পড়িয়াছিলেন তাহার নিকটে এক খণ্ড লাল বর্ণের পাথর ছিল।"[১]

৫১২। যইদ ইব্ন আরকম রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সঃ উনিশটি যুদ্ধ অভিযানে গিয়াছিলেন এবং হিজরতের পরে তিনি এক বার মাত্র হজ্জ করিয়াছিলেন। উহা হইতেছে বিদায় হজ্জ। উহার পরে তিনি আর কোন হজ্জ করেন নাই।

১। ঘটনাটি বিদায় হজ্জের নহে। ইহা মক্কা বিজয়ের সময়ে ঘটিয়াছিল। কাজেই এই হাদিসটি এখানে না হইয়া মক্কা বিজয় অধ্যায়ে থাকাই সঙ্গত ছিল।

৫১৩। আবু বকরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, (বিদায় হজ্জে কুরবানী দিবসে) নবী সঃ বলেন, "আল্লাহ যে সময়ে আসমান ও যমীন পয়দা করেন সেই সময়ে যমানার (মাসগুলির ক্রমিক) অবস্থা যেরূপ ছিল এখন ঘুরিয়া ফিরিয়া যমানার (মাসগুলির ক্রমিক) অবস্থা ঐ অবস্থাতে পরিণত হইয়াছে।[১] বারো মাসে বৎসর। ঐ বারো মাসের মধ্যে চারি মাস সম্মানার্হ। (অর্থাৎ ঐ চারি মাসে যুদ্ধ করা হারাম।) ঐ চারি মাসের মধ্যে তিনটি মাস এক সঙ্গে রহিয়াছে। সেগুলি হইতেছে যুল্-কা'দা, যুল-হিজ্জা ও মুহররম মাস। আর বাকী মাসটি হইতেছে মুযর গোত্রের রজব মাস। উহা জুমাদস্-সানী ও শা'বান মাস দুইটির মধ্যবর্তী মাস।"

অতঃপর নবী সঃ বলিলেন, "ইহা কোন্ মাস?" আমরা বলিলাম, "আল্লাহ ও তাঁহার রসূল ভাল জানেন।" অনন্তর তিনি এমনভাবে চুপ হইয়া রহিলেন যে, আমরা মনে করিলাম, হয়ত তিনি ইহাকে অন্য কোন নাম দিবেন। অনন্তর তিনি বলিলেন, "ইহা কি যুল্-হিজ্জা মাস নয়?" আমরা বলিলাম, "হাঁ।"

অত.পর তিনি বলিলেন "ইহা কোন্ নগর? আমরা বলিলাম, "আল্লাহ ও তাঁহার রসূল ভাল জানেন।" অনন্তর তিনি এমন ভাবে চুপ হইয়া রহিলেন যে, আমরা মনে করিলাম হয়তো তিনি ইহাকে অন্য কোন নামে অভিহিত করিবেন। তিনি বলিলেন, "ইহা কি আল্-বলদা (The city) নয়?" আমরা বলিলাম, "হাঁ।"

অতঃপর তিনি বলিলেন, "ইহা কোন্ দিন?" আমরা বলিলাম, "আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল ভাল জানেন।" অনন্তর তিনি এমন ভাবে চুপ হইয়া রহিলেন যে, আমরা মনে করিলাম, হয়তো তিনি ইহার অন্য কোন নাম দিবেন। তিনি বলিলেন "ইহা কি কুরবানীর দিন নয়?" আমরা বলিলাম "হাঁ।"

তারপর নবী সঃ বলিলেন, "তোমাদের এই নগরে তোমাদের এই মাসে তোমাদের এই দিনটি যেমন সম্মানার্হ—তোমাদের জান, তোমাদের মাল ও তোমাদের মান-ইয্যত তোমাদের পক্ষে সেইরূপ সম্মানার্হ। তোমরা শীঘ্রই তোমাদের রব্বের সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং তিনি তোমাদিগকে তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন। সাবধান! আমার পরে তোমরা পথভ্রষ্ট হইয়া একে অপরকে হত্যা করিও না। সাবধান! এখানে উপস্থিত ব্যক্তি যেন আমার এই কথাগুলি এখানে অনুপস্থিত

১। যুদ্ধবাজ আরবের পক্ষে উপর্যুপরি তিন মাস বিনা যুদ্ধে কাটান মাঝে মাঝে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিত। তখন তাহারা কোন সম্মানার্হ যুদ্ধবিরতির মাসকে অপর কোন মাসের নাম দিয়া ঐ মাসে যুদ্ধ করা হলাল করিয়া লইত। এইভাবে মাসগুলির নাম এমনভাবে ওলট-পালট হইয়া গিয়াছিল যে, কোন্ মাসটি প্রকৃত পক্ষে কোন মাস তাহা কোন মানুষের পক্ষে নিশ্চিতভাবে বলিবার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু রোযা, হজ্জ ও যুদ্ধবিরতির জন্য নির্দিষ্ট মাসগুলি নিশ্চিতভাবে জানা অপরিহার্য ছিল। তাই নবী সঃ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে জানাইয়া দিলেন যে, বিদায় হজ্জের যুল্-হিজ্জা মাসটি আসল যুল্-হিজ্জা মাস এবং পরবর্তী মাসগুলি তাহাদের আসল ক্রমিক অবস্থায় আসিতে থাকিবে।—অনুবাদক।

ব্যক্তিকে পৌঁছাইয়া দেয়। কেননা, ইহা সম্ভব যে, যাহারা ইহা শুনিল তাহাদের কোন কোন ব্যক্তির তুলনায় যাহাদিগকে ইহা পৌঁছান হইবে তাহাদের কেহ কেহ ইহা অধিকতর উত্তমরূপে রক্ষাকারী হইবে।"

অতঃপর নবী সঃ দুই বার বলিলেন, "সাবধান! আমি কি তোমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিলাম?"

৫১৪। ইবন উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, বিদায় হজ্জে নবী সঃ মস্তক মুণ্ডন করেন এবং সাহাবীদের মধ্যে বহুলোকে মস্তক মুণ্ডন করেন এবং কেহ কেহ চুল ছাঁটেন।

তবুকের যুদ্ধ
ইহাই অভাব-অনটন কালের যুদ্ধ

৫১৫। আবূ মূসা রাঃ বলেন, আমার সঙ্গিগণ যখন অভাব অনটনগ্রস্ত সৈন্য-দলে তথা তবুক অভিযানে নবী সঃ-র সহিত যোগদান করিল তখন রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট তাহাদের জন্য বাহন চাহিতে তাহারা আমাকে তাঁহার নিকট পাঠাইল। অনন্তর আমি গিয়া বলিলাম, "আল্লার নবী, আমার বন্ধুগণ আমাকে আপনার নিকট এই জন্য পাঠাইয়াছে যে, আপনি তাহাদিগকে বাহন দিবেন।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "আল্লার কসম, আমি তোমাদিগকে কোন বাহন দিব না।" বস্তুতঃ আমি যে সময়ে তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম সে সময়ে তিনি রাগের অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। নবী সঃ বাহন দিতে অস্বীকার করায় এবং রসূলুল্লাহ সঃ আমার প্রতি রাগান্বিত হইয়াছেন আশঙ্কা করিয়া আমি বিষণ্ণ অবস্থায় ফিরিয়া আসি-লাম। অনন্তর, নবী সঃ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বন্ধুদিগকে জানাইলাম।

তারপর অল্পক্ষণ যাইতে না যাইতেই শুনিতে পাইলাম, বিলাল "হে আবদুল্লাহ ইবন কইস" বলিয়া ডাক দিতেছে। আমি তাহার ডাকে সাড়া দিলে সে বলিল, "রসূলুল্লাহ সঃ তোমাকে ডাকিতেছেন। তুমি তাঁহার ডাকে হাযির হও।"

অনন্তর আমি তাঁহার নিকট গেলে, যে ছয়টি উট তিনি তখনই সা'দ-এর নিকট হইতে খরিদ করিয়াছিলেন সেই উট ছয়টির দিকে ইঙ্গিত করিয়া তিনি বলিলেন, "এই জোড়া, এই জোড়া আর এই জোড়া লও এবং ঐগুলি লইয়া তোমার সঙ্গীদের নিকট গিয়া বল, "আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল তোমাদের আরোহণের জন্য তোমাদিগকে এই-গুলি দিলেন। অতএব তোমরা ঐগুলির উপর আরোহণ কর।" ফলে, আমি ঐগুলি লইয়া তাহাদের নিকট গেলাম এবং বলিলাম, "তোমাদের আরোহণের জন্য নবী সঃ তোমাদিগকে এইগুলি দিলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ সঃ-র (বাহন দিতে অস্বীকৃতির) কথাটি যাহারা শুনিয়াছিল তাহাদের নিকট তোমাদের কেহ যতক্ষণ না যাইবে আমি তাহাদিগকে কিছুতেই যাইতে দিব না। যাহাতে তোমরা মনে না কর যে,

আমি তোমাদিগকে এমন কিছু বলিয়াছিলাম যাহা রসূলুল্লাহ সঃ বলেন নাই।" তাহারা বলিল, "আল্লার কসম, তুমি আমাদের নিকট সত্যবাদী বলিয়া স্বীকৃত। তবুও তুমি যাহা পছন্দ কর তাহা আমরা অবশ্যই করিব।" তখন আবূ মূসা তাহাদের কয়েক জনকে লইয়া চলিল এবং যাহারা রসূলুল্লাহ সঃ-র বাহন দিতে অস্বীকৃতির কথা এবং তাহার পরে বাহন দিবার কথা শুনিয়াছিল তাহাদের নকট পৌঁছিল। অনন্তর, আবূ মূসা তাহাদিগকে যাহা বলিয়াছিল তাহারাও অনুরূপ বর্ণনা দিল।

৫১৬। আবূ অক্কাসের পুত্র সা'দ রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সঃ যখন তবূক অভিযানে বাহির হন তখন তিনি 'আলীকে তাঁহার প্রতিনিধি রূপে মদীনায় রাখিয়া যান। 'আলী বলেন, "আপনি কি আমাকে স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদের মধ্যে রাখিয়া যাইতেছেন?" তাহাতে নবী সঃ বলেন, "মূসার তুলনায় হারূনের যে স্থান আমার তুলনায় তোমার সেই স্থান হওয়াতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও।[১] তবে, তফাৎ এই যে, আমার পরে কোন নবী নাই।"

কা'ব ইব্‌ন মালিক রাঃ-র বিবরণ
এবং
আল্লাহ তা'আলার বাণী "আর যে তিনজনকে পশ্চাতে ছাড়া হইয়াছিল"-র বিবরণ

৫১৭। কা'ব ইব্‌ন মালিক রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ যে সকল যুদ্ধ অভিযানে গিয়াছিলেন তন্মধ্যে তবূক যুদ্ধ ছাড়া অপর কোন যুদ্ধেই আমি মদীনায় বসিয়া থাকি নাই। হাঁ, বদর যুদ্ধকালে আমি মদীনায় ছিলাম। কিন্তু বদর যুদ্ধে যাঁহারা যোগদান করে নাই তাঁহাদের কাহাকেও নবী সঃ তিরস্কার করেন নাই। কেননা, ঐ সময়ে রসূলুল্লাহ সঃ কুরাইশের খাদ্য-সম্ভারবাহী কাফিলার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিলেন; কিন্তু আল্লাহ মুসলিমদের ধারণাতীতভাবে তাহাদিগকে তাহাদের শত্রু সৈন্যের সম্মুখীন করেন। 'আকাবার রাত্রিতে[২] আমরা যখন দৃঢ়ভাবে ইসলাম গ্রহণ করি তখন ঐ দলে রসূলুল্লাহ সঃ-র সঙ্গে আমি ছিলাম। 'আকাবা রাত্রিতে উপস্থিতির তুলনায় বদর যুদ্ধে উপস্থিতি যদিও লোকের নিকট অধিকতর উল্লেখযোগ্য ছিল তবুও 'আকাবা রাত্রিতে উপস্থিতির পরিবর্তে বদর যুদ্ধে উপস্থিতি আমার নিকট অধিকতর প্রিয় ছিল না।

(তবূক যুদ্ধ সম্পর্কে) আমার ব্যাপারটি ছিল এইরূপ:

১। মূসা আঃ যখন তওরাৎ আনিতে যান তখন হারূন আঃ-কে নিজ প্রতিনিধিরূপে রাখিয়া গিয়াছিলেন। এখানে ঐ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

২। পয়গম্বরীর দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বর্ষে হজ্জের মওসুমে মীনার উপকণ্ঠে মদীনাবাসীগণ যে দুই বার রসূলুল্লাহ সঃ-র সহিত মিলিত হন তাহার প্রথমটিকে প্রথম 'আকাবা এবং দ্বিতীয়টিকে দ্বিতীয় 'আকাবা বলা হয়।

আমি যে সময়ে ঐ (তবূক) যুদ্ধে যোগদান না করিয়া মদীনায় অবস্থান করি সেই সময়ে আমি যত শক্তিশালী ও ধনবান ছিলাম সেইরূপ আর কখনও পূর্বে হই নাই। আল্লার কসম, তাহার পূর্বে আমার নিকটে কখনও দুইটি বাহন এক সঙ্গে জুটে নাই— ঐ যুদ্ধ অভিযানকালে আমার দুইটি উট ছিল।

তারপর, রসূলুল্লাহ স: যখন কোন যুদ্ধ অভিযানে যাইতে ইচ্ছা করিতেন তখন তিনি অন্যান্য প্রসঙ্গ তুলিয়া অভিযানের স্থান গোপন রাখিতেন। কিন্তু এই অভিযানের সময় রসূলুল্লাহ স: যেহেতু ভীষণ গ্রীষ্মকালে যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং সম্মুখে যেহেতু দীর্ঘ সফর, বিশাল প্রান্তর ও বহু শত্রু সৈন্য ছিল, কাজেই রসূলুল্লাহ স: মুসলিমদেরে তাহাদের ব্যাপারটি স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছিলেন। যাহাতে তাহারা ঐ যুদ্ধের জন্য যথাসাধ্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি করিতে পারে এবং তিনি কোন্ দিকে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহাও তিনি তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধে রসূলুল্লাহ স:-র সঙ্গে বহু মুসলিম ছিল। তাহাদের নাম কোন খাতা-বহিতে লিপিবদ্ধ ছিল না। কাজেই যে কেহ অনুপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করিত সে মনে করিত যে, তাহার সম্বন্ধে আল্লার অহ্‌ঈ নাযিল না হইলে তাহার অনুপস্থিতি গোপন থাকিয়া যাইবে।

তারপর, যে সময়ে ফল ও ছায়া উপাদেয় ছিল সেই সময়ে রসূলুল্লাহ স: এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমগণ ঐ অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন।

আমি মুসলিমদের সঙ্গে অভিযানের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি করিবার জন্য সকাল বেলায় বাহির হইতাম, কিন্তু কিছুই না করিয়া ফিরিয়া আসিতাম এবং মনে মনে বলিতাম, "আমি প্রস্তুত হইতে পারিব।" আমার অবস্থা এই ভাবেই চলিতে থাকিল। অবশেষে, লোকে প্রস্তুতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা-চরিত্র করিতে লাগিল। আর আমি প্রস্তুতি সম্পর্কে কোন কিছুই করিলাম না। এমন সময়ে এক দিন মুসলিমগণ রসূলুল্লাহ স.-র সহিত একত্রিত (হইয়া যাত্রা) করিল।

অনন্তর, তাহাদের চলিয়া যাইবার পরে আমি যুদ্ধের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে সকালে বাহির হইতাম এবং কোন কিছু না করিয়াই ফিরিয়া আসিতাম। তারপর, আবার সকালে বাহির হইতাম এবং কোন কিছু না করিয়াই ফিরিয়া আসিতাম। এ দিকে আমার অবস্থা এই আর ওদিকে মুসলিমগণ দ্রুত চলিতে থাকিলেন। অবশেষে অভিযান আমার হাতছাড়া হইয়া গেল। আমি রওয়ানা হইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। হায়! আমি যদি উহা করিতাম! কিন্তু উহা আমার তকদীরে ছিল না।

তারপর, রসূলুল্লাহ স: চলিয়া যাইবার পরে আমি যখন লোক-সমাজে বাহির হইতাম এবং তাহাদের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করিতাম তখন যাহা আমাকে দু:খে অভিভূত করিত তাহা এই ছিল যে, মুনাফিক বলিয়া পরিচিত লোকগণ অথবা যে দুর্বলদেরে আল্লাহ যুদ্ধ হইতে রেহাই দিয়াছেন তাহারা ছাড়া আর কাহাকেও আমি মদীনাতে দেখিতে পাইতাম না।

তবূক পৌঁছিবার পূর্বে রসূলুল্লাহ সঃ আমার কথা স্মরণ করেন নাই। তবূকে তিনি (একদা) লোকদের মধ্যে উপবিষ্ট অবস্থায় বলিলেন, "কা'ব কী করিল ?" তাহাতে বনূ সলমার এক জন লোক বলিল, "আল্লার রসূল, তাহার লুঙ্গী-চাদর ও নিজ কাঁধের দিকে দৃষ্টিপাত তাহাকে আটক করিয়া রাখিল (অর্থাৎ তাহার সচ্ছল অবস্থাই তাহার যুদ্ধ অভিযানে প্রতিবন্ধক হইয়াছে।)" তাহাতে মু'আয ইব্‌ন জবল বলিল, "তুমি অত্যন্ত খারাপ কথা বলিলে। আল্লার রসূল, আল্লার কসম, আমরা তাহার সম্বন্ধে ভাল ছাড়া কিছুই জানি না।" অনন্তর রসূলুল্লাহ সঃ চুপ করিয়া রহিলেন।

কা'ব ইব্‌ন মালিক বলেন, আমি যখন সংবাদ পাইলাম যে, নবী সঃ ফিরিয়া আসিতেছেন তখন আমাকে দুর্ভাবনায় পাইয়া বসিল। ফলে, আমি মিথ্যা ওযরের কথা ভাবিতে লাগিলাম এবং মনে মনে বলিতে থাকিলাম, কোন্ উপায়ে আমি আগামী কল্য তাঁহার ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ পাইব এবং এই ব্যাপারে আমি আমার পরিবার-পরিজনের প্রত্যেক বুদ্ধিমানের সাহায্য গ্রহণ করিলাম। অতঃপর যখন খবর হইল যে, নবী সঃ মদীনার সন্নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন তখন অমূলক ওযরের কথা আমার মন হইতে তিরোহিত হইল এবং আমি ধ্রুব বুঝিলাম যে, যে-কোন ওযরে মিথ্যা থাকিবে তাহা দ্বারা আমি কখনই তাঁহার ক্রোধ হইতে নিষ্কৃতি পাইব না কাজেই আমি সত্য কথা বলিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম।

অবশেষে রসূলুল্লাহ সঃ আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার অভ্যাস এই ছিল যে, তিনি যখন সফর হইতে আসিতেন তখন তিনি প্রথমে মসজিদে নামিতেন এবং দুই রাক্'আত নমায পড়িতেন। তারপর, লোকদেরে সামনে লইয়া বসিতেন। এবারেও তিনি যখন এরূপ করিলেন তখন যুদ্ধে না গিয়া পশ্চাতে অবস্থানকারী লোকেরা তাঁহার নিকট আসিয়া নিজ নিজ ওযর আপত্তির কথা বলিতে লাগিল এবং সে সম্পর্কে কসম করিতে লাগিল। তাহাদের সংখ্যা আশী জনের কিছু বেশী ছিল। রসূলুল্লাহ সঃ তাহাদের প্রকাশ্য বিবরণ (সত্য বলিয়া) মানিয়া লইলেন; তাহাদের বই'আত গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের জন্য আল্লার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আর তাহাদের অন্তরের অবস্থা আল্লাহ তা'আলায় সোপর্দ করিলেন।

অতঃপর আমি যখন তাঁহাকে সালাম করিলাম তখন তিনি ক্রোধান্বিত ব্যক্তির হাসির ন্যায় হাসিলেন। তারপর বলিলেন, "এসো।" আমি গিয়া তাঁহার সামনে বসিলাম। অনন্তর তিনি আমাকে বলিলেন, "তুমি কেন যুদ্ধ হইতে পশ্চাতে রহিয়াছিলে? তুমি কি তোমার বাহন খরিদ কর নাই?" আমি বলিলাম, "হাঁ, আল্লার রসূল। আল্লার কসম, আমি বাহন খরিদ করিয়াছিলাম। আল্লার কসম, আপনি ছাড়া কোন দুনয়াদার লোকের সামনে আমি যদি বসিতাম তাহা হইলে কোন মিথ্যা ওযর পেশ করিয়া আমি তাহার অসন্তোষ হইতে মুক্ত হইতাম। কারণ, আমাকে তর্ক করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আল্লার কসম, আমি ইহা জানি যে, আজ

আমি যদি এমন কোন মিথ্যা বলি যাহাতে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন তাহা হইলে আল্লাহ শীঘ্রই আপনাকে আমার প্রতি নিশ্চয় অসন্তুষ্ট করিয়া ছাড়িবেন। আর আমি যদি আপনাকে সত্য ব্যাপার বলি এবং তাহাতে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন তাহা হইলে আমি আল্লার ক্ষমার নিশ্চিত আশা রাখি। আল্লার কসম, আমার কোনই ওযর ছিল না। যে সময়ে আমি আপনার সঙ্গে না গিয়া আপনার পশ্চাতে মদীনায় রহিয়াছিলাম সেই সময়ে আমি যত শক্তিশালী ও ধনবান ছিলাম সেইরূপ আর কখনও ছিলাম না।" তখন রসূলুল্লাহ স: বলিলেন, "এই লোকটি নিশ্চয় সত্য বলিল।" (তারপর আমাকে বলিলেন,) "যাও এবং আল্লাহ তোমার ব্যাপারে কী ফয়সালা দেন তাহার অপেক্ষায় থাক।" তখন আমি উঠিয়া আসিলাম।

তারপর, বনূ সলমা গোত্রের কয়েক জন লোক তাড়াতাড়ি উঠিয়া আমার অনুসরণ করিল। তাহারা আমাকে বলিতে লাগিল, "তুমি ইতিপূর্বে কোন গুনাহ করিয়াছ বলিয়া আমরা জানি না। যুদ্ধে না গিয়া পশ্চাতে অবস্থানকারী অপর লোকেরা যে ভাবে ওযর আপত্তি পেশ করিল তুমি কেন রসূলুল্লাহ স:-র সামনে সেইরূপ কোন ওযর-আপত্তি পেশ করিতে পারিলে না? তোমার জন্য রসূলুল্লাহ স:-র ক্ষমা প্রার্থনাই তো তোমার গুনাহ মাফের জন্য যথেষ্ট হইত।" আল্লার কসম, তাহারা আমাকে এমন ভাবে তিরস্কার করিতে লাগিল যে, আমার ইচ্ছা হইল—আমি ফিরিয়া গিয়া নিজ পূর্ব উক্তি সম্পর্কে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলি। অনন্তর আমি তাহাদিগকে বলিলাম, "আমার সাথে সাথে আর কেহ কি এই অবস্থায় পড়িয়াছে?" তাহারা বলিল, "হাঁ, তুমি যাহা বলিয়াছ সেইরূপ কথা আরও দুই জন লোক বলিয়াছে। ফলে, তোমাকে যাহা বলা হইয়াছে তাহাদিগকেও তাহাই বলা হইয়াছে।" আমি বলিলাম, "সেই দুই জন কে কে?" তাহারা বলিল, "মুরারা ইব্‌ন রবী' 'আমরী ও হিলাল ইব্‌ন উমাইয়া ওয়াকিফী।" তাহারা আমার সামনে এমন দুই জন লোকের নাম উল্লেখ করিল যাহারা বদর যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল এবং অনুসরণযোগ্য আদর্শ লোক ছিল। কাজেই তাহারা যখন এমন দুই জনের নাম উল্লেখ করিল তখন আমি (তাহাদের ছাড়িয়া নিজ বাড়ী) চলিয়া গেলাম।

তারপর যাহারা যুদ্ধে না গিয়া মদীনায় বসিয়া রহিয়াছিল তাহাদের মধ্য হইতে আমাদের তিন জনের সহিত কথাবার্তা বলিতে রসূলুল্লাহ স: মুসলিমদিগকে নিষেধ করেন। কাজেই লোকে আমাদের হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে লাগিল এবং আমাদের সহিত তাহাদের আচরণ বদলাইয়া গেল। ফলে, সারা দুনয়া আমার পক্ষে অজানা, অপরিচিত হইয়া উঠিল। বস্তুত: দুনয়াকে যেমন জানিতাম তাহা আর তাহা রহিল না। এই ভাবে আমরা পঞ্চাশ দিন কাটাইয়াছিলাম।

আমার সঙ্গী দু'জন নিজ নিজ বাড়ীতে বসিয়া কাঁদিতে থাকিল; কিন্তু তাহাদের তুলনায় আমি অধিকতর যুবক ও অধিকতর সাহসী ছিলাম বলিয়া আমি বাহিরে যাই-

তাম, মুসলিমদের সহিত নমাযে হাযির হইতাম এবং বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। কিন্তু আমার সহিত কেহই কথা বলিত না। নমাযের পরে রসূলুল্লাহ সঃ যখন নিজ আসনে বসিয়া থাকিতেন তখন আমি তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে সালাম করিতাম এবং মনে মনে বলিতাম, তিনি আমার সালামের উত্তর দিতে তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় নাড়িলেন কি না? তারপর তাঁহার নিকটে আমি নমাযে দাঁড়াইতাম এবং আড় চোখে তাঁহার দিকে তাকাই-তাম। দেখিতাম যে, আমি যখন নমাযে রত হইতাম তখন তিনি আমার দিকে চাই-তেন এবং আমি যখন তাঁহার দিকে ফিরিয়া দেখিতাম তখন তিনি আমা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতেন।

অনন্তর আমার প্রতি লোকের বিরাগ অবস্থায় যখন অনেক দিন কাটিয়া গেল তখন আমি একদা আবূ কাতাদার বাগানের প্রাচীরে আরোহণ করিলাম। (এবং প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া আবূ কাতাদার নিকট গেলাম)। আবূ কাতাদা আমার চাচাত ভাই এবং আমার অতি প্রিয় লোক ছিল। আমি তাহাকে সালাম করিলাম, কিন্তু আল্লার কসম, সে আমার সালামের জওয়াব দিল না। তখন আমি বলিলাম, "হে আবূ কাতাদা, তোমাকে আল্লার কসম দিয়া বলিতেছি—তুমি তো জান যে, আমি আল্লাকে ও তাঁহার রসূলকে ভাল-বাসি।" তাহাতে সে চুপ থাকিল। অতঃপর আমি তাহাকে আল্লার কসম দিয়া আবার ঐ কথা বলিলাম। কিন্তু সে চুপ থাকিল। তারপর আমি তাহাকে (তৃতীয় বার) আল্লার কসম দিয়া ঐ কথা বলিলাম। তখন সে বলিল, "আল্লাহ ও তাঁহার রসূল ভাল জানেন।" উহাতে আমার দুই চক্ষু প্রবাহিত হইল। আমি তখন ফিরিলাম এবং প্রাচীরে আরোহণ করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

কা'ব বলেন, অতঃপর একদা আমি যখন মদীনার বাজারের মধ্যে চলিতেছিলাম তখন যাহারা খাদ্য আনিয়া মদীনায় বিক্রয় করিতেছিল তাহাদের মধ্য হইতে শাম দেশীয় একজন নবতী লোক বলিতেছিল, "কেহ কি আমাকে কা'ব ইব্ন মালিকের সন্ধান দিবে?" তখন লোকে ইশারা করিয়া আমাকে দেখাইয়া দিলে সে আমার নিকটে আসিয়া আমাকে গস্সান রাজার একখানা পত্র দিল। উহাতে লিখা ছিল, "আম্মা বা'দ; আমি জানিতে পারিলাম যে, তোমার সাহিব (মহম্মদ সঃ) তোমার সহিত অশোভন ও অসঙ্গত আচরণ করিয়াছে। আল্লাহ তোমাকে অসম্মানের ও ধ্বংসের দেশে থাকিতে নির্দেশ দেন নাই। অতএব তুমি আমাদের সহিত মিলিত হও। আমরা তোমার প্রতি সহানুভূতিশীল থাকিব।" আমি যখন উহা পড়িয়া শেষ করিলাম তখন মনে মনে বলিলাম, ইহাও আল্লার একটি আযমাইশ। তারপর আমি উহা উনানে দিয়া জ্বালাইয়া ফেলিলাম।

পঞ্চাশ দিনের চল্লিশ দিন যখন এইভাবে কাটিয়া গেল তখন রসূলুল্লাহ সঃ-র এক জন দূত আমার নিকটে আসিয়া বলিল, "রসূলুল্লাহ সঃ তোমাকে তোমার স্ত্রী হইতে পৃথক থাকিতে আদেশ দিয়াছেন।" আমি বলিলাম, "আমি তাহাকে তালাক দিব?

কী করিব।" সে বলিল, "না; তালাক দিও না। বরং তাহা হইতে পৃথক থাক। তাহার নিকটে যাইও না।" আমার সাথী দুই জনকেও রসূলুল্লাহ সঃ ঐরূপ বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বলিলাম, "তুমি তোমার নিকট-আত্মীয় লোকদের কাছে যাও এবং আল্লাহ যে পর্যন্ত এই ব্যাপারের মীমাংসা না করেন সে পর্যন্ত তুমি তাহাদের কাছে থাক।"

কা'ব বলেন, অনন্তর হিলাল ইব্‌ন উমাইয়ার স্ত্রী রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট গিয়া বলিল, "আল্লার রসূল, হিলাল ইব্‌ন উমাইয়া মরণাপন্ন বৃদ্ধ লোক। তাহার কোন খিদমতগার চাকর নাই। এমতাবস্থায় আমি যদি তাহার খিদমত করি তবে আপনি কি তাহা অপছন্দ করেন?" নবী সঃ বলিলেন, "না, কিন্তু সে যেন তোমার নিকটবর্তী না হয়।" তখন সে বলিল, "আল্লার কসম, কোন কিছুরই প্রতি তাঁহার কোন আগ্রহ নাই। আল্লার কসম, যে দিন হইতে তাঁহার এই ব্যাপারটি ঘটিয়াছে সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত তিনি বরাবর কাঁদিয়া চলিয়াছেন।" আমার কোন কোন আত্মীয় আমাকে বলিল, "হিলাল ইব্‌ন উমাইয়ার খিদমত করিবার জন্য তাহার স্ত্রীকে রসূলুল্লাহ সঃ যেরূপ অনুমতি দিয়াছেন তুমিও যদি তোমার স্ত্রী সম্পর্কে ঐরূপ অনুমতি চাহিয়া লইতে।" আমি বলিলাম, "আল্লার কসম, আমার স্ত্রী সম্পর্কে আমি রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট অনুমতি চাহিব না। তারপর আমি এক জন যুবক পুরুষ। এ অবস্থায় আমি যদি আমার স্ত্রী সম্পর্কে অনুমতি চাহি তাহা হইলে তিনি কী বলিবেন তাহা তো আমি জানি না।" ইহার পরে আমি আরও দশ দিন কাটাইলাম এবং রসূলুল্লাহ সঃ যে দিন হইতে লোকদেরে আমাদের সহিত কথাবার্তা বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন সেই দিন হইতে পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হইল।

অনন্তর, পঞ্চাশ দিবসে আমি ফজর নমায পড়িয়া আমার কোন একটি ঘরের ছাদের উপরে ছিলাম এবং আমাদের যেরূপ অবস্থার কথা আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করিয়াছেন আমার অবস্থা সেই রূপই ছিল—অর্থাৎ জীবনধারণ আমার পক্ষে দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল এবং পৃথিবী এত প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও উহা আমার পক্ষে সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল। এমন সময়ে আমি একজন 'চীৎকারকারী'র স্বর শুনিতে পাইলাম। সে সল' পাহাড়ের উপরে উঠিয়া অতি উচ্চ স্বরে বলিল, "হে কা'ব ইব্‌ন মালিক, তোমার জন্য সুসংবাদ।" তখন আমি সিজদায় লুটাইয়া পড়িলাম এবং বুঝিতে পারিলাম যে বিপন্মুক্তি হইয়াছে।

ব্যাপার এই যে, ঐ দিন রসূলুল্লাহ সঃ যখন ফজরের নমায পড়িলেন তখন তিনি লোকদেরে জানাইলেন যে, আল্লাহ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন তখন কিছু সংখ্যক লোক আমাকে সুসংবাদ দিতে বাহির হইল এবং সুসংবাদ বহনকারী অপর লোকেরা আমার সঙ্গীদ্বয়ের দিকে গেল। একজন লোক ঘোড়া দৌড়াইয়া আমার দিকে আসিতে লাগিল এবং আস্‌লেম গোত্রের এক জন লোক দ্রুত দৌড়িয়া পাহাড়ের

উপর উঠিল। (এবং সে উচচ স্বরে যে সুসংবাদ জানাইয়াছিল তাহাই আমি শুনিয়াছিলাম।) ফলে, ঐ স্বর ঘোড়া অপেক্ষা অধিকতর শীঘ্র পৌঁছিল।

অনন্তর যে ব্যক্তির সুসংবাদ দানের স্বর আমি শুনিয়াছিলাম, সে যখন আমার নিকট আসিল তখন তাহার সুসংবাদ দানের কারণে আমি আমার লুঙ্গি চাদর খুলিয়া তাহাকে পরিতে দিলাম। আল্লার কসম, সে দিন আমার নিকট ঐ কাপড় দুইখানা ছাড়া আর কোন কাপড় ছিল না। কাজেই আমি (লুঙ্গি চাদর) দুইখানা কাপড় ধার লইয়া তাহা পরিয়া রসূলুল্লাহ সঃ-র দিকে চলিলাম। পথিমধ্যে লোকে দলে দলে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং তওবা কবূলের কারণে তাহারা আমাকে এই বলিয়া মুবারকবাদ দিতে লাগিল, "তোমার প্রতি আল্লার সন্তোষ তোমার পক্ষে শুভ হউক।"

কা'ব বলেন, অবশেষে আমি মসজিদ প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, রসূলুল্লাহ সঃ বসিয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহার চারি পাশে লোক রহিয়াছে। অনন্তর তল্হা ইব্ন উবাইদুল্লাহ উঠিয়া দ্রুতপদে আমার নিকট আসিলেন, আমার সহিত মুসাফহা করিলেন এবং আমাকে মুবারকবাদ জানাইলেন। আল্লার কসম, তল্হা ইব্ন 'উবাইদুল্লাহ ছাড়া মুহাজিরদের আর এক জন লোকও আমার দিকে উঠিয়া আসেন নাই। তল্হার এই গুণের কথা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না।

কা'ব বলেন, অনন্তর আমি যখন রসূলুল্লাহ সঃ-কে সালাম করি সেই সময়ে তাঁহার মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছিল। তিনি বলিলেন, "তোমার মা যে দিন তোমাকে প্রসব করিয়াছিল সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত যত দিন অতীত হইয়াছে তাহার মধ্যে আজিকার এই দিনটি তোমার পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন—এই সুসংবাদ শ্রবণ কর।" আমি বলিলাম, "আল্লার রসূল, এই সুসংবাদ কি আপনার পক্ষ হইতে অথবা আল্লার নিকট হইতে?" তিনি বলিলেন, "না; বরং আল্লার নিকট হইতে।" রসূলুল্লাহ সঃ-র অবস্থা এই রূপ ছিল যে, তিনি যখন আনন্দিত হইতেন তখন তাঁহার মুখমণ্ডল এমন উজ্জ্বল হইত যে, মনে হইত উহা যেন এক খণ্ড চাঁদ এবং আমরা তাঁহার মুখমণ্ডল দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিতাম।

অনন্তর, আমি যখন রসূলুল্লাহ সঃ-র সামনে গিয়া বসিলাম, তখন আমি বলিলাম, "আল্লার রসূল, আল্লার উদ্দেশ্যে ও আল্লার রসূলের উদ্দেশ্যে আমার সমস্ত মাল দান করিয়া উহা হইতে মুক্ত হওয়াকে আমি আমার তওবার অংশ বিশেষ মনে করি।" রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, "তোমার নিজের জন্য কিছু মাল রাখ। ইহাই তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক।" আমি বলিলাম, "তাহা হইলে আমার খাইবরের অংশটি আমি নিজের জন্য রাখিতেছি।" অতঃপর আমি বলিলাম, "আল্লার রসূল, সত্য কথা বলার দরুনই আল্লাহ আমাকে নাজাত দিয়াছেন। কাজেই আমার তওবার ইহাও একটি অংশ হওয়া উচিত যে, আমি যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, সত্য ছাড়া কোন কথাই বলিব না। মোটকথা, আল্লার কসম, যে সময়ে আমি রসূলুল্লাহ সঃ-র সামনে ঐ সত্য কথাটি বলি সেই সময়

হইতে আজ পর্যন্ত আল্লাহ আমাকে যত উত্তমরূপে পুরস্কৃত করেন তাহার চেয়ে অধিক উত্তমরূপে আল্লাহ মুসলিমদের অপর কাহাকেও পুরস্কৃত করিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না। যে সময়ে আমি রসূলুল্লাহ সঃ-র সামনে ঐ কথা বলি সেই সময় হইতে আজ পর্যন্ত আমি ইচ্ছাপূর্বক কোন মিথ্যা বলি নাই এবং আমি আশা রাখি যে, আমি যত দিন বাঁচিয়া থাকিব আল্লাহ আমাকে মিথ্যা হইতে রক্ষা করিবেন।

(কা'ব বলেন,) এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ নিজ রসূলের প্রতি ইহা নাযিল করেন :- "আল্লাহ ক্ষমা ও দয়াসহকারে ফিরিয়াছেন নবীর প্রতি, মুহাজিরদের প্রতি ও আনসারের প্রতি----তোমরা সত্যবাদীদের সহিত থাক।" (সূরা তওবা, আয়াত ১১৭-১১৯)

(কা'ব বলেন,) আল্লার কসম, রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকটে সত্য বলার দরুন আল্লাহ আমাকে যে নি'মাত দান করিয়াছেন, আমার মতে আমার ইসলাম গ্রহণের পরে আল্লাহ আমাকে তদপেক্ষা বড় নি'মাত কখনও দেন নাই। কারণ, আমি যদি মিথ্যা বলিতাম তাহা হইলে যাহারা মিথ্যা বলিয়াছিল তাহারা যেমন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল আমিও সেইরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতাম! কেননা, যাহারা মিথ্যা বলিয়াছিল তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহতা'আলা যখন অহঈ নাযিল করেন তখন তিনি তাহাদিগকে যারপরনাই মন্দ বলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

"তোমরা যখন ফিরিয়া আসিলে তখন তাহারা শীঘ্র শীঘ্র আল্লার নামে হল্‌ফ করিয়া তোমাদের সামনে বলিতে থাকে---ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ অধর্ম আচরণকারী-দের প্রতি প্রসন্ন নন।" (সূরা তওবা, আয়াত ৯৫-৯৬)

কা'ব বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ-র সামনে যাহারা শপথ (করিয়া মিথ্যা ওযর পেশ) করিলে তিনি তাহাদের ওযর গ্রাহ্য করতঃ তাহাদের বই'আত গ্রহণ করেন এবং তাহাদের জন্য আল্লার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তাহাদের অনুরূপ কাজ হইতে আমরা তিনজন পশ্চাৎপদ হইয়াছিলাম। তাই আমাদের সম্পর্কে আল্লাহ যে পর্যন্ত ফয়সালা না দেন সে পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সঃ আমাদের ব্যাপার স্থগিত রাখেন। এই কারণেই মহান আল্লাহ বলেন, "আর (আল্লাহ ক্ষমা ও দয়া সহকারে ফিরিলেন) ঐ তিন জনের প্রতি যাহাদিগকে পশ্চাতে রাখা হইয়াছিল।" এখানে 'যুদ্ধ হইতে পশ্চাতে রাখা হইয়া-ছিল' এমন কথা আল্লাহ বলেন নাই। এখানে আমাদের তিন জনের মিথ্যা ওযর হইতে পশ্চাৎপদ থাকার কথা এবং হলফ করিয়া ওযর পেশ করার ফলে যাহাদের ওযর নবী সঃ কবুল করেন তাহাদের ব্যাপার মীমাংসা করিয়া আমাদের ব্যাপার স্থগিত রাখার কথা বলা হইয়াছে।

৫১৮। আবু বকরা রাঃ বলেন, জমল যুদ্ধকালে আমি যখন ঐ যুদ্ধে যোগদান-কারীদের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধ করিবার উপক্রম করিতে-ছিলাম সেই সময়ে রসূলুল্লাহ সঃ-র একটি হাদীস যাহা আমি পূর্বে শুনিয়াছিলাম তাহা দ্বারা আল্লাহ আমার উপকার করেন। আবু বকরা বলেন, (হাদীসটি এই :)

রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকটে যখন এই সংবাদ পৌঁছিল যে, পারস্যবাসিগণ কিস্‌রার কন্যাকে তাহাদের বাদশা করিয়াছে তখন তিনি বলিলেন, "যে কওম কোন স্ত্রীলোককে নিজেদের শাসনক্ষমতার ভার অর্পণ করিবে সে কওম কখনও কৃতকার্য হইবে না।"

রসূলুল্লাহ (সঃ)-র পীড়া ও মৃত্যু

৫১৯। 'আয়িশা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ যে পীড়ায় ইন্‌তিকাল করেন সেই পীড়ার মধ্যে তিনি একদা ফাতিমাকে ডাকিয়া চুপে চুপে কিছু বলিলে সে কাঁদিয়া ফেলিল। অতঃপর নবী সঃ তাহাকে আবার ডাকিয়া চুপে চুপে কিছু বলিলে সে হাসিয়া উঠিল। (নবী সঃ-র মৃত্যুর) পরে আমরা ফাতিমাকে ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, নবী সঃ যে পীড়ায় ইন্‌তিকাল করেন সেই পীড়ার সময়ে তিনি যখন আমাকে চুপে চুপে বলিয়াছিলেন যে, ঐ পীড়াতেই তাঁহার মৃত্যু হইবে তখন আমি কাঁদিয়াছিলাম। তারপর তিনি যখন আমাকে চুপে চুপে জানাইলেন যে, তাঁহার পরিবার-পরিজন মধ্যে আমি সর্বপ্রথম তাঁহার সহিত মিলিত হইব তখন আমি হাসিয়াছিলাম।

৫২০। 'আয়িশা' রাঃ বলেন, আমি (নবী সঃ-কে বলিতে) শুনিতাম, "নবী যে পর্যন্ত দুন্‌য়া ও আখিরাতের মধ্যে আখিরাতকে ইখ্‌তিয়ার না করে সে পর্যন্ত কোন নবীরই মৃত্যু হয় না।"

অনন্তর তিনি যে পীড়ায় ইন্‌তিকাল করেন সেই পীড়ায় তাঁহার কণ্ঠস্বর যখন ভাঙ্গিয়া যায় এবং তিনি যখন বলিতে থাকেন, "যাহাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করিয়াছেন তাহাদের সহিত" তখন আমি মনে করিলাম যে, তাঁহাকে ইখ্‌তিয়ার দেওয়া হইয়াছে (এবং তিনি আখিরাত কবূল করিয়াছেন।)

৫২১। 'আয়িশা রাঃ বলেন, নবী সঃ সুস্থ অবস্থায় বলিতেন, "প্রত্যেক নবীর জান্নাত মধ্যস্থিত স্থান যে পর্যন্ত তাহাকে দেখান না হইয়াছে এবং উহার পরে তাহাকে যে পর্যন্ত ইখ্‌তিয়ার দেওয়া না হইয়াছে (এবং নবী যে পর্যন্ত আখিরাত গ্রহণ করে নাই) সে পর্যন্ত কোন নবীরই জান কবয করা হয় নাই।"

অনন্তর নবী সঃ যখন পীড়িত হইলেন এবং তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল, তখন তাঁহার মাথা আমার উরুর উপরে থাকাকালে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। অতঃপর জ্ঞান হইলে তিনি ঘরের ছাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলেন, "আল্লাহ্ পরম বন্ধুর পানে।"

তখন আমি মনে মনে বলিলাম, এখন তিনি আর আমাদিগকে চাহেন না এবং বুঝিলাম যে, তিনি সুস্থ অবস্থায় আমাদিগকে যাহা বলিতেন তাহার তাৎপর্য এই।

৫২২। 'আয়িশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সঃ (কোন সময়ে) পীড়িত হইলে তিনি মু'আওওযাত (অর্থাৎ সূরা ফালাক, সূরা নাস ইত্যাদি) পড়িয়া নিজ শরীরে ফুঁ দিতেন এবং নিজ হাত শরীরে ফিরাইতেন। অনন্তর যে রোগে তিনি ইন্‌তিকাল করেন সেই রোগ হইলে আমিই মু'আওওযাত পড়িয়া তাঁহার শরীরে ফুঁ দিতে লাগিলাম এবং তাঁহার হাত তাঁহার শরীরে ফিরাইতে লাগিলাম।

৫২৩। 'আয়িশা রাঃ বলেন, নবী সঃ-র ইন্‌তিকাল হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে, তাঁহার পিঠ আমার সহিত ঠেস দেওয়া অবস্থায় আমি কান লাগাইয়া শুনিতে পাইলাম নবী সঃ বলিতেছিলেন, "হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে বন্ধুর সহিত মিলিত কর।"

৫২৪। 'আয়িশা রাঃ হইতে অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, নবী সঃ-র মাথা আমার বুকের উপরে থাকা অবস্থায় তিনি ইন্‌তিকাল করেন। নবী সঃ-র (মৃত্যু যন্ত্রণা দেখিবার) পরে আর কাহারও মৃত্যু যন্ত্রণা দেখিয়া আমি বিচলিত হই নাই।

৫২৫। ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, যে রোগে রসূলুল্লাহ সঃ-র ওফাত হয় সেই রোগকালে 'আলী ইব্‌ন আবূ তালিব তাঁহার নিকট হইতে আসিলে লোকে বলিল, "হে আবুল্‌-হাসান, রসূলুল্লাহ সঃ এখন কেমন আছেন?" তিনি বলিলেন, "আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ, তিনি সুস্থ আছেন।" তখন 'আব্বাস ইব্‌ন 'আবদুল মুত্তালিব তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আল্লার কসম, তিন দিন পরে তুমি লাঠির গোলাম (অর্থাৎ অপরের শাসিত) হইবে। আল্লার কসম, আমি মনে করি যে, রসূলুল্লাহ সঃ তাঁহার এই পীড়াতেই শীঘ্রই ইন্‌তিকাল করিবেন। মৃত্যুর সময় আবদুল মুত্তালিবের বংশধরের মুখমণ্ডল কেমন হয় তাহা আমি জানি। চল, আমরা রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করি (তাঁহার পরে) কর্তৃত্ব কাহার হাতে থাকিবে। যদি আমাদের হাতে থাকে তাহা হইলে আমরা তাহা জানিতে পারিব। আর আমাদের ছাড়া অপর কাহারও হাতে যদি ন্যস্ত হয় তাহা হইলে আমরা তাহাও জানিতে পারিব এবং তিনি আমাদেরে সেইভাবে অসীয়ৎ করিয়া যাইবেন।" ইহাতে 'আলী বলিলেন, "আল্লার কসম, আমরা যদি রসূলুল্লাহ সঃ-কে ইহা জিজ্ঞাসা করি এবং তিনি যদি আমাদেরে খিলাফত না দেন তাহা হইলে তাঁহার পরে লোকে আমাদিগকে খিলাফত দিবে না। আল্লার কসম, রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট আমি খিলাফত চাহিব না।"

৫২৬। 'আয়িশা রাঃ বলিতেন, আমার প্রতি আল্লার নি'মাতগুলির কয়েকটি এই,—রসূলুল্লাহ সঃ আমার ঘরে, আমার পালার দিনে, আমার বুকের উপর তাঁহার মাথা থাকা অবস্থায় ওফাত পান। তাঁহার মৃত্যুকালে আল্লাহ আমার থুতু ও তাঁহার থুতু একত্র করেন। (ঘটনাটি এইরূপ) আমি রসূলুল্লাহ সঃ-কে হেলান দেওয়া অবস্থায় বসাইয়া রাখিয়াছিলাম এমন সময়ে (আমার ভাই) 'আবদুর রহমান মিস্‌ওয়াক হাতে আমার নিকট আসিল। আমি দেখিলাম, নবী সঃ ঐ দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন। তাহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি মিস্‌ওয়াক করিতে চান। তখন আমি বলিলাম, "আপনার জন্য কি উহা লইব?" তাহাতে তিনি মাথা দ্বারা ইশারা করিয়া সম্মতি জানাইলেন। তখন আমি উহা লইয়া তাঁহাকে দিলাম। অনন্তর উহা চিবান তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হওয়ায় আমি বলিলাম, "আমি উহা (চিবাইয়া) আপনার জন্য নরম করিয়া দিই?" তিনি মাথা দ্বারা ইশারা করিয়া সম্মতি জানাইলেন। তখন আমি উহা (চিবাইয়া) নরম করিয়া

দিলাম এবং তিনি মিস্‌ওয়াক্‌ করিলেন।

নবী সঃ-র সামনে পানির একটি পাত্র ছিল। তিনি উহাতে দুই হাত ডুবাইয়া ভিজা হাত দুটি নিজ মুখমণ্ডলে ফিরাইতেন এবং বলিতেন, 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই। ইহা নিশ্চিত যে, মৃত্যুর বহুত যাতনা।' তারপর তিনি হাত উঠাইয়া বলিতেন, 'আল্লাহ, পরম বন্ধুর পানে।'

অবশেষে এই ভাবে তাঁহার ওফাত হইল এবং তাঁহার হাত হেলিয়া পড়িল।

৫২৭। 'আয়িশা রাঃ বলেন, নবী সঃ-র অসুস্থ অবস্থায় আমরা তাঁহাকে জোরপূর্বক ঔষধ পান করাইতে গেলে তিনি আমাদিগকে ইশারা দ্বারা ঔষধ পান করাইতে নিষেধ করেন। আমরা বলাবলি করিলাম যে, উহা রোগীর, ঔষধ পানে অনিচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়। (এবং ঔষধ পান করাইলাম)। অনন্তর তিনি যখন প্রকৃতিস্থ হন তখন বলেন, 'আমি কি তোমাদিগকে নিষেধ করি নাই যে, তোমরা আমাকে ঔষধ পান করাইও না?'' আমরা বলিলাম, 'আমরা উহা রোগীর ঔষধ পানে অনিচ্ছা বলিয়া মনে করিয়াছিলাম।' তখন তিনি বলিলেন, 'আব্বাস ছাড়া আর কাহাকেও যেন ঔষধ পান না করাইয়া ছাড়া না হয়; আর আমি উহা দেখিতে থাকিব। ইহা নিশ্চিত যে, আব্বাস তোমাদের সহিত যোগ দেয় নাই।'

৫২৮। আনাস রাঃ বলেন, নবী সঃ-র পীড়া যখন বৃদ্ধি পাইল এবং রোগ-যন্ত্রণা যখন তাঁহাকে অজ্ঞান করিতে লাগিল, তখন ফাতিমা রাঃ বলিয়া উঠিল, 'হায়রে, আমার পিতার যন্ত্রণা।' তাহাতে নবী সঃ তাঁহাকে বলিলেন, ''আজিকার পরে তোমার পিতার আর কোন যন্ত্রণাই থাকিবে না।''

৫২৯। আয়িশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সঃ তেষট্টি বৎসর বয়সে ওফাত পান।

১৩। কুরআনের তফসীর অধ্যায়

[সূরা আল্‌-ফাতিহা]

৫৩০। আবূ সঈদ ইব্‌ন মু'আল্লা রাঃ বলেন, আমি মসজিদে নামায পড়িতেছিলাম, এমন সময় রসূলুল্লাহ সঃ আমাকে ডাকিলে আমি তাঁহার কথার উত্তর দিই নাই। অতঃপর (নামায সমাপ্ত করিবার পরে তাঁহার নিকট গিয়া) আমি বলিলাম, "আল্লার রসূল, আমি নামায পড়িতেছিলাম।" নবী সঃ বলিলেন, "আল্লাহ কি বলেন নাই যে, আল্লাহ ও তাঁহার রসূল যখন তোমাদেরে ডাকে তখন তোমরা তাহাতে সাড়া দিও?" তারপর তিনি আমাকে বলিলেন, "তুমি মসজিদ হইতে বাহির হইবার পূর্বে আমি তোমাকে কুরআনের সূরাগুলির মধ্যে সবচেয়ে মহান সূরাটি অবশ্যই শিক্ষা দিব।" অতঃপর তিনি আমার হাত ধরিলেন। তারপর তিনি যখন বাহির হইতে উদ্যত হইলেন তখন আমি বলিলাম, আপনি বলিয়াছিলেন, "আমি তোমাকে কুরআনের এমন একটি সূরা শিক্ষা দিব যাহা কুরআনের মধ্যে সবচেয়ে মহান সূরা।" তিনি বলিলেন, "(ঐ সূরা হইতেছে) আল্‌-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল্‌ আলামীন। যে 'সব্‌'উল মাসানী' ও 'কুরআন আযীম' আমাকে দেওয়া হইয়াছে (বলিয়া কুরআনের অন্যত্র উল্লেখ রহিয়াছে) ইহা তাহাই।"[১]

[সূরা আল্‌-বকরা]

পরাক্রান্ত মহান আল্লার বাণী—

"'অতএব, তোমরা জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও আল্লার প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া গ্রহণ করিও না।' (বকরা, ২২)

৫৩১। "আবদুল্লাহ রাঃ বলেন, "আমি নবী সঃ কে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন্‌ পাপটি আল্লার নিকটে সবচেয়ে বেশী গুরু?" তিনি বলিলেন, "যে আল্লাহ তোমাকে পয়দা করিয়াছেন তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রহণ করা।" আমি বলিলাম, "ইহা

১। সূরা 'হিজর' ৮৭ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "(হে রসূল,) আমি আপনাকে 'সব্‌আম্‌ মিনল্‌ মসানী' ও কুরআন আযীম নিশ্চয় দিয়াছি।

'সব্‌'আ-র তাৎপর্য সাত আয়াত বিশিষ্ট। আর 'মসানী'-র কয়েকটি তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়; তন্মধ্যে 'বারংবার পঠিতব্য' তাৎপর্যটিই সর্বপ্রধান।

বাস্তবিকই সাঙঘাতিক। উহার পর কোন্ পাপটি? তিনি বলিলেন, "তোমার সন্তান তোমার সঙ্গে খাইবে এই আশঙ্কায় নিজ সন্তানকে তোমার পক্ষে হত্যা করা।' আমি বলিলাম, "তারপর কোন্‌টি?" তিনি বলিলেন, "তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত তোমার ব্যভিচার করা।"

পরাক্রান্ত, মহান আল্লার বাণী–

"আমি মেঘকে তোমাদের জন্য ছায়াদানকারী করিয়াছিলাম এবং তোমাদের প্রতি 'মান্ন' ও 'সল্‌য়া' নাযিল করিয়াছিলাম"– (বকরা, ৫৭)

৫৩২। স'ঈদ ইব্‌ন যইদ রাঃ বলেন, 'রসূলুল্লাহ্ সঃ বলিয়াছেন, 'কম্‌আত' 'মান্ন' এর অন্তর্ভুক্ত এবং 'কম্‌আত'-এর রস চক্ষু রোগের জন্য শিফা বিশেষ।"[১]

পরাক্রান্ত, মহান আল্লার বাণী–

"আর আমি যখন বলিয়াছিলাম, (হে বনী ইস্‌রাঈল,) তোমরা এই শহরে প্রবেশ কর।"–(বকরা, ৫৮)

৫৩৩। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, 'ইসরাঈলীয়-দেরে বলা হইয়াছিল, তোমরা অবনত মস্তকে দরজা দিয়া প্রবেশ কর এবং বল, 'ক্ষমা চাই'। কিন্তু তাহারা (তাহা না করিয়া) পাছার ভরে চলিয়া প্রবেশ করিয়াছিল এবং 'ক্ষমা চাই' এর পরিবর্তে বলিয়াছিল, 'শীষ মধ্যে শস্য কণা'। (অর্থাৎ বাজে ও অর্থহীন কথা বলিয়াছিল)।

পরাক্রান্ত মহান আল্লার বাণী–

"আমি কোন আয়াতের বিধান রহিত করিলে অথবা কোন আয়াত ভুলাইয়া দিলে আমি তাহার চেয়ে উত্তম অথবা তাহারই ন্যায় কোন আয়াত আনিয়া থাকি।" (বকরা, ১০৬)

৫৩৪। ইব্‌নে 'আব্বাস রাঃ বলেন, "উমর রাঃ বলিয়াছেন, কুরআন পঠন ব্যাপারে আমাদের মধ্যে উবাই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বিচার ফয়সালা ব্যাপারে আমাদের মধ্যে আলী সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু উবাই-এর কোন কোন কথা আমরা অবশ্যই পরিহার করিয়া থাকি। তাহার কারণ এই যে, উবাই বলে, "আমি রসূলুল্লাহ সঃ হইতে যাহা শুনিয়াছি তাহার কিছুই আমি পরিত্যাগ করিব না।" অথচ পরাক্রান্ত, মহান আল্লাহ বলেন,

---

১। বিনা চাষে, বিনা পরিশ্রমে মূসা আঃ-র উম্মতকে এক প্রকার চাউল আল্লাহ তা'লা সরবরাহ করিতেন। তাহাকেই 'মান্ন' বলা হইত। আরও আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে এক প্রকার পাখী সরবরাহ করিতেন। তাহাকে 'সল্‌য়া' বলা হইত।

ব্যাঙের ছাতা জাতীয় যে সব আহার্য গুল্মাদি বিনা চাষ-আবাদে জন্মে তাহাকে 'কম্‌আত' বলা হয়।

এই হাদীসে কম্‌আতকে মান্ন-এর অন্তর্ভুক্ত বলিবার তাৎপর্য এই যে, কম্‌আত যেমন বিনা চাষ-আবাদে ও বিনা পরিশ্রম লাভ করা হয়, মান্নও সেইরূপ বিনা চাষ-আবাদ ও বিনা পরিশ্রমে পাওয়া যাইত।

"আমি কোন আয়াত মনসূখ করিলে অথবা কোন আয়াত বিস্মরণ করাইলে আমি তদপেক্ষা উত্তম অথবা তৎতুল্য কোন আয়াত আনয়ন করিয়া থাকি।"

পরাক্রান্ত মহান আল্লার বাণী–

(যাহারা মুশরিক) তাহারা বলে, "আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন।" (আল্লাহ বলেন,) "তিনি উহা হইতে পাক।" (বকরা, ১১৬)

৫৩৫। ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, পরাক্রান্ত মহান আল্লাহ বলেন, কোন কোন আদম-সন্তান আমাকে মিথ্যাবাদী বলে; অথচ তাহার পক্ষে উহা বলা সঙ্গত নহে এবং আমাকে গালি দেয়; অথচ উহাও তাহার পক্ষে সঙ্গত নহে। আমাকে তাহার মিথ্যাবাদী বলার স্বরূপ এই যে, সে বলে, সে যেমনটি আছে তাহাকে আবার সেইরূপ করিতে আমি পারিব না। আর আমাকে তাহার গালি দেওয়ার স্বরূপ এই যে, সে বলে যে, আমার সন্তান আছে। বস্তুতঃ আমি স্ত্রী অথবা সন্তান গ্রহণ করা হইতে সম্পূর্ণরূপে পাক-পবিত্র।

পরাক্রান্ত মহান আল্লার বাণী–

"আর তোমরা মকাম-ইবরাহীমকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ কর।" (বকরা, ১২৫)

৫৩৬। আনাস রাঃ বলেন, 'উমর রাঃ বলিয়াছেন, তিনটি ব্যাপারে আমার রব আমাকে সমর্থন করিয়াছেন। (১) আমি বলিয়াছিলাম, "আল্লার রসূল, আপনি মকাম-ইবরাহীমকে যদি নামাযের স্থান রূপে গ্রহণ করিতেন!" (২) আমি বলিয়াছিলাম, "আল্লার রসূল, আপনার নিকট নেককার, বদকার সকল প্রকারেরই লোক আসিয়া থাকে। কাজেই আপনি যদি উম্মুল্‌-মুমিনদেরে পর্দায় থাকিতে আদেশ করিতেন!" অনন্তর, আল্লাহ্‌ পর্দার আয়াত নাযিল করেন। (৩) আমি যখন সংবাদ পাইলাম যে, নবী সঃ তাঁহার কোন কোন স্ত্রীকে তিরস্কার করিয়াছেন তখন আমি তাঁহাদের নিকট গিয়া বলিয়াছিলাম, "আপনারা যদি ক্ষান্ত হন, ভাল কথা; নচেৎ আল্লাহ তাঁহার রসূলকে আপনাদের পরিবর্তে আপনাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী দিবেন।" এই ব্যাপারে আমি তাঁহার কোন এক স্ত্রীর নিকট গেলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "কী হে 'উমর, রসূলুল্লাহ সঃ তাঁহার স্ত্রীদিগকে যে নসীহত করেন তাহাই কি যথেষ্ট নয় যে, তুমি তাহাদিগকে নসীহত করিতে আসিয়াছ? এ সম্পর্কে পরাক্রান্ত, মহান আল্লাহ নাযিল করেন–"ইহা সম্ভবপর যে, তিনি যদি তোমাদিগকে তালাক দেন তাহা হইলে তাঁহার রব্ব তাঁহাকে তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী দিবেন।"

পরাক্রান্ত মহান আল্লার বাণী–

"(হে মমিনগণ,) তোমরা বল, আমরা আল্লার প্রতি এবং আমাদের দিকে যাহা নাযিল করা হইয়াছে তাহার প্রতি ঈমান আনিলাম।"–(বকরা, ১৩৬)

৫৩৭। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, "আহলুল্‌-কিতাব লোকেরা হিব্রু ভাষায় তওরাত পড়িয়া উহা আহলুল্‌-ইসলাম লোকদের জন্য আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইত।

অনন্তর রসূলুল্লাহ সঃ মুমিনদেরে বলিলেন, "তোমরা আহলুল্‌-কিতাব লোকদেরে সত্যবাদী বলিয়াও জানিও না এবং মিথ্যাবাদীও বলিও না। বরং তাহাদের বলিও, আমরা আল্লার প্রতি এবং আমাদের দিকে যাহা নাযিল করা হইয়াছে তাহার প্রতি ঈমান রাখি।"

পরাক্রান্ত মহান আল্লার বাণী

"আর (হে মুসলিমগণ, আমি তোমাদিগকে যেমন শ্রেষ্ঠতম কিবলা দিয়াছি) সেইরূপ আমি তোমাদিগকে ন্যায়নিষ্ঠ জাতি করিয়াছি, যাহাতে তোমরা অপর সকল লোকের জন্য সাক্ষী হইতে পার।"– (বকরা, ১৪৩)

৫৩৮। আবূ স'ঈদ রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "কিয়ামত দিবসে নূহকে ডাকা হইলে তিনি বলিবেন, "হে আমার রব্ব, হাযির আছি এবং তাহাতে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি।" তখন আল্লাহ বলিবেন, "তুমি আমার আদেশ কি লোকদের পৌঁছাইয়াছিলে?" তিনি বলিবেন, "হাঁ।" তখন তাঁহার উম্মতকে বলা হইবে, "নূহ কি তোমাদের (আমার আদেশ) পৌঁছাইয়াছিল?" তাহারা বলিবে, "আমাদের নিকট কোনই সতর্ককারী আসেন নাই।" তখন আল্লাহ নূহকে বলিবেন, "তোমার পক্ষে কে সাক্ষ্য দিবে?" নূহ বলিবেন, "মুহম্মদ ও তাঁহার উম্মত।" অনন্তর মুহম্মদের উম্মত সাক্ষ্য দিবে যে, নূহ (আল্লার আদেশাবলী) পৌঁছাইয়াছিলেন। আর (হে মুমিনগণ) তোমাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে রসূল (মুহম্মদ) সাক্ষী হইবেন। ইহাই আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর মর্ম।

"আর (হে মুসলিমগণ,) সেইরূপ আমি তোমাদিগকে ন্যায়নিষ্ঠ জাতি করিয়াছি, যাহাতে তোমরা অপর সকল লোকের জন্য সাক্ষী হইতে পার।"

পরাক্রান্ত মহান আল্লার বাণী—

"অনন্তর যে ব্যক্তি 'উমরার সহিত হজ্জও সম্পাদন করে।"[১] (বকরা, ১৯৬)

৫৩৯। 'আয়িশা রাঃ বলেন, কুরাইশেরা এবং যাহারা তাহাদের ন্যায় আচরণ করার হকদার ছিল (অর্থাৎ বনু 'আমির, সকীফ ও খুযা'আ গোত্রত্রয়) মুয্‌দলিফায় গিয়া দাঁড়াইত (তাহারা 'আরাফাত যাইত না) তাহারা নিজদের হুমস (অর্থাৎ ধর্মে দৃঢ়) নামে অভিহিত করিত। আর বাকী তামাম আরববাসী 'আরাফাতে গিয়া দাঁড়াইত। অতঃপর যখন ইসলাম আসিল তখন আল্লাহ তাঁহার নবী সঃ-কে আদেশ করিলেন যে,

১। এই আয়াতের তফসীরে শহী বুখারীতে যে হাদীসটি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা এই সঙ্কলনে নাই। ঐ হাদীসটির তরজমা এখানে দেওয়া হইল।

'ইমরান ইব্‌নে হুসাইন রাঃ বলেন, হজ্জ ও 'উমরা এক সঙ্গে সম্পাদন করা সম্পর্কে আল্লার কিতাবে এই আয়াত নাযিল হয়। অনন্তর আমরা রসূলুল্লাহ সঃ-র সঙ্গে থাকিয়া ঐ ভাবে (হজ্জ ও উমরা এক সঙ্গে) করিয়াছি। রসূলুল্লাহ সঃ-র ইন্‌তিকাল পর্যন্ত ইহা হারাম ঘোষণা করিয়া কুরআনও নাযিল হয় নাই এবং রসূলুল্লাহ সঃও ইহা করিতে নিষেধ করেন নাই।

তিনি 'আরফাত যাইবেন। তারপর সেখানে অবস্থান করিবেন এবং তারপর সেখান হইতে ফিরিবেন।''[১]

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

''তাহাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যাহারা বলে, হে আমাদের রব্ব তুমি আমাদিগকে দুনয়াতেও মঙ্গল দান কর এবং আখিরাতেও মঙ্গল দান কর।''—(বকরা, ২০১)

৫৪০। আনাস রাঃ বলেন, নবী সঃ বলিতেন, ''হে আমাদের রব্ব তুমি আমাদিগকে দুনয়াতেও কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও; আর আমাদিগকে জাহান্নামের আগুন হইতে বাঁচাও।''

পরাক্রান্ত মহান আল্লার বাণী—

'তাহারা লোকদের নিকটে ধরণা দিয়া যাচ্‌না করে না'।—(বকরা, ২৭৩)

৫৪১। আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, রসলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, ''যে ব্যক্তি (লোকের নিকট ভিক্ষা চাহিয়া) দুই একটি খুরমা অথবা দুই এক গ্রাস খাদ্য পাইলেই চলিয়া যায় সে প্রকৃত মিসকীন নয়। বরং যে ব্যক্তি (অত্যন্ত অভাবসত্ত্বেও কাহারও নিকটে কিছু না চাহিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া চলে সেই প্রকৃত মিসকীন)। তোমরা যদি ইচ্ছা কর তবে ইহার সমর্থনে আল্লার এই বাণী পড়।'' তাহারা লোকদের নিকটে ধরণা দিয়া কিছু চাহে না।'' (সূরা আল-ইমরান)

পরাক্রান্ত মহান আল্লার বাণী—

''কুরআনের অংশবিশেষ হইতেছে স্পষ্ট অর্থবোধক, অপরিবর্তনীয় আহকাম জ্ঞাপক আয়াত।''—(আলু'ইমরান, ৭)

৫৪২। 'আয়িশা রাঃ বলেন, রসলুল্লাহ সঃ (একদা) এই আয়াতটি পাঠ করিলেন: ''তিনি আল্লাহ যিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করিয়াছেন। উহার অংশবিশেষ হইতেছে স্পষ্ট অর্থবোধক, অপরিবর্তনীয় বিধানজ্ঞাপক—উহাই হইতেছে কিতাবের মূল ভিত্তি এবং অপর কতক আয়াত হইতেছে অস্পষ্ট। অনন্তর যাহাদের অন্তরে বক্রতা রহিয়াছে তাহারা (মুমিনদের) বিভ্রাটে ফেলিবার উদ্দেশ্যে এবং ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিবার মতলবে কুরআনের অস্পষ্ট আয়াতগুলির পিছনে লাগিয়া যায়; অথচ বস্তুতঃ ঐ গুলির ব্যাখা আল্লাহ ছাড়া আর কেহই জানে না। আর যাহারা ইলমে পরিপক্ক তাহারা ঐগুলি সম্পর্কে বলে, ''আমরা ইহার প্রতি ঈমান রাখি। ইহার প্রত্যেকটিই আমাদের রব্বের নিকট হইতে আগত।'' বস্তুত একমাত্র বুদ্ধিমানগণই উপদেশ কবূল করিয়া থাকে।''

১। সহীহ বুখারীতে যে আয়াতের তফসীরে এই হাদীসটি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে সেই আয়াতটি এই:

''তারপর হজ্জ উপলক্ষে অপর সকল লোক যেখান পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসে, তোমরা সেখান পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া এস।'' (বকরা, ১৯৯)

তারপর তিনি বলিলেন, "কাজেই তুমি যাহাদিগকে দেখিবে যে, তাহারা অস্পষ্ট অর্থবোধক আয়াতের পিছনে লাগিয়া গিয়াছে, জানিবে যে, তাহারাই ঐ লোক যাহাদিগকে আল্লাহ বক্র অন্তরবিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অতএব উহাদের হইতে দূরে থাকিও।"

পরাক্রান্ত মহান আল্লার বাণী—

"যাহারা আল্লার সহিত সম্পাদিত নিজেদের চুক্তি ও কসমের পরিবর্তে তুচ্ছ (পার্থিব) মূল্য গ্রহণ করে. . . .।" (আল্'ইমরান, ৭৭)

৫৪৩। ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, (একদা) দুই জন স্ত্রীলোক তাঁহার সামনে একটি মোকদ্দমা পেশ করিল। (ব্যাপারটি এই,) তাহারা একটি ঘরে বসিয়া সিলাই করিতেছিল। তারপর তাহাদের একজনের করতলে সূচ বিদ্ধ হইলে সে বাহির হইয়া আসিল এবং উপস্থিত লোকজনের নিকট অপর স্ত্রীলোকটির বিরুদ্ধে সূচ বিদ্ধ করার অভিযোগ করিল। অনন্তর তাহাদের ব্যাপারটি ইব্‌ন 'আব্বাসের নিকট পেশ করা হইল। ইব্‌ন 'আব্বাস বলিলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "লোকদের দাবী শুনিয়াই যদি তাহাদের দাবী পূর্ণ করা হইত তাহা হইলে লোকের জান ও মাল অন্যায়ভাবে বিনষ্ট হইতে থাকিত। (যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইয়াছে) উহাকে আল্লার নাম লইয়া বুঝাইতে থাক এবং এই আয়াতটি পড়িয়া শুনাও—

"ইহা নিশ্চিত যে, যাহারা আল্লার সহিত নিজেদের সম্পাদিত চুক্তিকে ও নিজেদের কসমকে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করিয়া ভঙ্গ করে তাহাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নাই এবং আল্লাহ তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না। আর কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাহাদের প্রতি কৃপা-দৃষ্টি করিবেন না; তাহাদিগকে গুনাহ হইতে পাক-সাফ করিবেন না এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।"

অনন্তর লোকে ঐ স্ত্রীলোকটিকে নসীহত করিলে সে অপরাধ স্বীকার করিল।

অতঃপর ইব্‌ন 'আব্বাস বলিলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "(দাবীদার প্রমাণ আনিতে অক্ষম হইলে) এবং যাহার বিরুদ্ধে দাবী করা হয় (সে দাবী অস্বীকার করিতে চাহিলে,) তাহাকে কসম করিতে হইবে।"

পরাক্রান্ত মহান আল্লার বাণী—

"লোকে আপনাদের বিরুদ্ধে (লোকজন, যুদ্ধ-সরঞ্জাম ইত্যাদি) জমা করিয়াছে,"—(আল্-'ইমারান, ১৭৩)

৫৪৪। ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ বলেন, ইব্‌রাহীম আঃ-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি অতি উত্তম নির্ভর।" আর (মুনাফিক) লোকেরা যখন (মুমিনদিগকে) বলিয়াছিল, "(মুশরিক) লোকেরা তোমাদের (বিরুদ্ধে যুদ্ধের) উদ্দেশ্যে (লোকজন, সাজ-সরঞ্জাম

ইত্যাদি) জমা করিয়াছে। অতএব তোমরা তাহাদিগকে ভয় কর," তখন মুহম্মদ সঃ ঐ কথাই বলিয়াছিলেন। আর ঐ কথা শুনিয়া মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তাহারাও বলিয়াছিল, "আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি অতি উত্তম নির্ভর"।
পরাক্রান্ত মহান আল্লার বাণী—

"তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের পক্ষ হইতে এবং মুশরিকদের পক্ষ হইতে তোমরা যাতনাদায়ক অনেক কথা নিশ্চয় শুনিতে পাইবে।"—(আল্‌-'ইমরান, ১৮৬)

৫৪৫। উসামা ইব্‌ন যাইদ হইতে বর্ণিত আছে, বদর যুদ্ধের পূর্বে এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সলূল-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদা রসূলুল্লাহ সঃ একটি গাধার উপরে ফদক এলাকার তৈয়ারী একটি মোটা চাদর পাতিয়া তাহার উপর আরোহণ করিলেন এবং উসামা ইব্‌ন যাইদকে নিজের পিছনে বসাইয়া সা'দ ইব্‌ন 'উবাদাকে তাঁহার রোগ শয্যায় দেখিবার জন্য বনুল-হারিস ইব্‌ন খযরজ গোত্রের দিকে চলিলেন। অনন্তর, তিনি এমন এক মজলিসের নিকটে গিয়া পেঁাছিলেন যে মজলিসে 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সলূল ছিল। ঐ মজলিসটি মুসলিম, মূর্তিপূজারী মুশরিক ও য়াহুদী-দের একটি মিশ্র মজলিস ছিল। ঐ মজলিসে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন রওয়াহাও ছিল। ঐ মজলিসটি যখন (রসূলুল্লাহ সঃ-র বাহনটির ধূলায় ভরিয়া গেল, তখন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই নিজ চাদর দ্বারা নাক ঢাকিয়া ফেলিয়া বলিল, "আমাদের উপরে ধূলা উড়াইও না।"

অতঃপর রসূলুল্লাহ সঃ তাহাদিগকে সালাম করিয়া থামিলেন এবং বাহন হইতে নামিয়া তাহাদিগকে আল্লার দিকে আহ্বান জানাইলেন এবং কুর্‌আন পড়িয়া শুনাইলেন। তখন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সলূল বলিল, "ওহে লোকটি, আপনি যাহা বলিতে-ছেন তাহা যদি যথার্থ ও সত্য হয় তাহা হইলে উহা অপেক্ষা উত্তম আর কোন কথাই হইতে পারে না। কিন্তু আপনি আমাদের মজলিসে আসিয়া আমাদিগকে জ্বালাতন করিবেন না। আপনি বরং আপনার বাসস্থানে চলিয়া যান এবং আপনার নিকটে যে কেহ যাইবে তাহাকে কাহিনী শুনাইবেন।" তখন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন রওয়াহা বলিল, "হে আল্লার রসূল, আপনি কিন্তু আমাদের মজলিসে আসিয়া আমাদিগকে (আপনার কথা) শুনাইতে থাকিবেন। কেননা, আমরা উহা শুনিতে ভালবাসি।" ইহাতে মুসলিম, মুশরিক ও য়াহূদীদের মধ্যে এমন গালাগালি আরম্ভ হইল যে, তাহারা মারামারি করিবার উপক্রম করিল। এদিকে রসূলুল্লাহ সঃ তাহাদিগকে থামাইতে থাকিলেন এবং অবশেষে তাহারা শান্ত হইল।

তারপর নবী সঃ নিজ বাহনে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন এবং সা'দ ইব্‌ন 'উবাদার নিকটে গিয়া পেঁাছিলেন। অনন্তর নবী সঃ তাহাকে বলিলেন, "হে সা'দ, আবু হুবাব (অর্থাৎ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই) কী বলিয়াছে, তাহা তুমি শুন নাই। সে এই এই কথা বলিল।" তাহাতে সা'দ ইব্‌ন 'উবাদা বলিল, "আল্লার রসূল, আপনি

তাহাকে ক্ষমা করুন এবং তাহার অপরাধ ভুলিয়া যান। যিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করিয়াছেন তাঁহার কসম আল্লাহ আপনার প্রতি ন্যায় ও সত্য-সম্বলিত যাহা কিছু নাযিল করিয়াছেন তাহা তো আসিয়া পেঁৗছিয়াছে। (কাজেই উহার বিরোধিতাকে আল্লাহ নিশ্চয় নিষ্ফল করিবেন।) আর ('আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই-এর এই প্রকার আচরণ সম্বন্ধে) প্রকৃত কথা এই,— এই ক্ষুদ্র নগরীর লোকেরা স্থির করিয়াছিল যে, তাহারা 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাইকে রাজমুকুট পরাইয়া তাহার মাথায় রাজকীয় পাগড়ী বাঁধিয়া দিবে। কিন্তু আল্লাহ্ আপনাকে যে সত্য দিয়াছেন তাহার কারণে আল্লাহ তাহা ঘটিতে দিলেন না বলিয়া সে ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই জন্যই আপনি যাহা দেখিয়াছেন তাহা সে করিয়া বসিয়াছে।" ইহাতে রসূলুল্লাহ স: আবদুল্লা ইব্‌ন উবাইকে ক্ষমা করিলেন।

(বদর যুদ্ধের পূর্বে) আল্লাহ যে পর্যন্ত মুশরিক ও আহলুল কিতাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য মুমিনদেরে অনুমতি না দিয়াছিলেন সে পর্যন্ত রসূলুল্লাহ স: ও তাঁহার সাহাবীগণ আল্লার আদেশক্রমে মুশরিক ও আহলুল কিতাবকে ক্ষমা করিয়া যাইতেন এবং তাহাদের অত্যাচার সহ্য করিতে থাকিতেন। অত:পর রসূলুল্লাহ স: যখন বদর যুদ্ধ শেষ করেন এবং আল্লাহ তাঁহার দ্বারা কাফির কুরাইশের জাঁদরেল নেতাদিগকে হত্যা করান, যখন ইবন উবাই ইব্‌ন সালুল এবং তাহার সঙ্গী মুশরিক ও মূর্তি পূজারীরা নিজেরা বলাবলি করিল, "এই (ইসলাম) ব্যাপারটির আসল রূপ এখন স্পষ্ট হইয়া উঠিল।" তারপর তাহারা রসলুল্লাহ স:-র নিকট ইসলাম গ্রহণের বই'আত করিয়া মুসলিম হইল।

পরাক্রান্ত মহান আল্লার বাণী—

"যাহারা নিজেদের (মন্দ) কর্মের কারণে আনন্দিত হইয়া থাকে তাহাদের সম্পর্কে ধারণা করিও না. . . . ।" (আল্ 'ইমরান, ১৮৮)

৫৪৬। আবু স'ঈদ খুদরী রা: হইতে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ স:-র যমানায় মুনাফিকদের মধ্যে কতক লোক এইরূপ ছিল যে, রসূলুল্লাহ স: যখন যুদ্ধে বাহির হইতেন তখন তাহারা তাঁহার সহিত যাইত না এবং রসূলুল্লাহ স:র সঙ্গে না গিয়া নিজ বাসস্থানে বসিয়া থাকিয়া আনন্দিত হইত। অত:পর রসূলুল্লাহ স: (যুদ্ধ হইতে) ফিরিয়া আসিলে তাহারা তাঁহার নিকটে ওযর পেশ করিত এবং ঐ ওযর সম্পর্কে মিথ্যা কসম খাইত। তদুপরি তাহারা যাহা করে নাই তাহার জন্য প্রশংসা পাইতে চাহিত। অনন্তর তাহাদের সম্বন্ধে এই আয়াতটি নাযিল হয়।

৫৪৭। ইব্‌ন 'আব্বাস রা:-কে বলা হইয়াছিল, "কোন লোককে যাহা দেওয়া হয় তাহাতে তাহার সন্তুষ্ট হওয়ার কারণে এবং সে যাহা করে নাই তাহার জন্য তাহার প্রশংসতি হইতে চাওয়ার কারণে যদি তাহাকে আযাব দেওয়া হয় তাহা হইলে আমাদের সকলকেই তো আযাব দেওয়া হইবে।" তখন ইব্‌ন 'আব্বাস বলিলেন, "এই

আয়াতের সঙ্গে তোমাদের কী সম্পর্ক? ব্যাপার এই যে, একদা নবী সঃ য়াহূদীদের ডাকিয়া তাহাদিগকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে তাহারা প্রকৃত কথা গোপন রাখিয়া তাঁহাকে অন্য কিছু বলে এবং এই ভাব দেখায় যে, নবী সঃ তাহা-দিগকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সে সম্পর্কে তাহারা যাহা বলিয়াছে তাহার জন্য তাহারা যেন নবী সঃ-র নিকট প্রশংসা পায়। আর তাহারা প্রকৃত ব্যাপার গোপন করিতে পারিয়াছিল বলিয়া আনন্দিত হইয়াছিল।

সূরা আন্‌নিসা'

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"আর তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তোমরা য়াতীমদের প্রতি ন্যায্য আচরণ করিতে পারিবে না .....।" (নিসা, ৩)

৫৪৮। 'আয়িশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, 'উর্‌ওয়া তাঁহাকে পরাক্রান্ত মহান আল্লার এই বাণী, "আর তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তোমরা য়াতীমদের প্রতি ন্যায্য আচরণ করিতে পারিবে না......।" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়া-ছিলেন, "হে আমার বোনপো, আয়াতে ঐ য়াতীমা মেয়ের কথা বলা হইয়াছে যে য়াতীমা মেয়ে তাহার অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে থাকিত এবং ধনসম্পদে অভিভাবকটির অংশী-দার হইত। আর ঐ অভিভাবকটি ঐ য়াতীমা মেয়ের মাল ও সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইত। অনন্তর ঐ অভিভাবক ঐ মেয়ের মহর সম্পর্কে ন্যায্য আচরণ না করিয়া এবং অপরে ঐ মেয়েকে যে পরিমাণ দিতে চাহিত সেই পরিমাণ মহর না দিয়াই তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিত। এই কারণে, ঐ প্রকার য়াতীমা মেয়েদের প্রতি ন্যায্য আচরণ না করিয়া এবং তাহাদের মহর ব্যাপারে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তাহাদিগকে উচ্চতম পরিমাণ মহর না দিয়া তাহাদিগকে বিবাহ করিতে অভিভাবকদেরে নিষেধ করা হইয়াছে। এবং তাহাদেরে আদেশ করা হইয়াছে যে, তাহারা যেন ঐ য়াতীমা মেয়েদের ছাড়া অপর যাহাকে তাহাদের পছন্দ হয় তাহাকে বিবাহ করে।"

'আয়িশা রাঃ বলেন, এই আয়াত নাযিল হইবার পরে লোকে রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট (স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে আরও) বিধান জানিতে চাহিলে আল্লাহ তা'আলা (নিসা, ১২৭) নাযিল করেন, "এবং লোকে তোমার নিকট স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে বিধান চায়. . .।"

'আয়িশা রাঃ বলেন, ঐ (নিসা, ১২৭) আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এবং কোন কোন য়াতীমা মেয়েকে বিবাহ করিতে তোমাদের আগ্রহ হয় না।" অর্থাৎ যে য়াতীমা মেয়ের বিশেষ ধনসম্পদ ও সৌন্দর্য থাকে না তাহাদের প্রতি তোমাদের কাহারও আগ্রহ হয় না।

'আয়িশা রা: আরও বলেন, এই কারণে, যে সকল য়াতীমা মেয়েদের বিশেষ ধনসম্পদ ও সৌন্দর্য থাকে না তাহাদিগকে বিবাহ করিতে অভিভাবকদের বিরাগ হওয়ার দরুন, যে সকল য়াতীমা মেয়েদের ধনসম্পদ ও সৌন্দর্য থাকে তাহাদিগকে বিবাহ করিতে অভিভাবকদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে।

পরাক্রান্ত মহান আল্লার বাণী—

"আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদিগকে আদেশ করিতেছেন,"—(নিসা, ১১)

৫৪৯। জাবির রা: বলেন, আমাকে রোগ-শয্যায় দেখিবার জন্য নবী স: ও আবূ বকর রা: পদব্রজে বনূ সলমা গোত্রে আগমন করিলেন। নবী স: আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখিতে পাইয়া পানি আনাইলেন। অনন্তর তিনি উযূ করিলেন। তারপর তিনি আমার উপর পানি ছিটাইলেন। অনন্তর আমার জ্ঞান হইলে আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আল্লার রসূল আমার মাল সম্পর্কে আপনি আমাকে কী করিতে আদেশ করেন?" উহাতে নাযিল হয়, "আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদিগকে এই আদেশ করিতেছেন যে. . . . .।"

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ এক কণা পরিমাণও অবিচার করেন না।" (নিসা, ৪০)

৫৫০। আবূ স'ঈদ খুদ্‌রী রা: বলেন, নবী স:-র নিকট কয়েক জন লোক আসিয়া বলিল, "আল্লার রসূল, কিয়ামত দিবসে আমরা কি আল্লাকে দেখিতে পাইব?" অনন্তর বর্ণনাকারী আল্লাকে দর্শন করার হাদীস বর্ণনা করেন। ঐ হাদীস পূর্বে (নামায অধ্যায়: আবূ হুরাইরা রা:-র যবানী) বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

তারপর নবী স: বলিলেন, যখন কিয়ামত দিবস আসিবে তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, "যে উম্মত (দুন্‌য়াতে) যাহার উপাসনা করিত সে উম্মত তাহার অনুসরণ করুক।" অনন্তর যাহারা আল্লাহ ছাড়া মূর্তি ও পাথরের উপাসনা করিত তাহারা সকলেই (তাহাদের অনুসরণ করিতে করিতে) জাহান্নামের আগুনে গিয়া পতিত হইতে থাকিবে। অবশেষে যাহারা আল্লার ইবাদত করিত তাহাদের নেককার ও বদকার সকলেই এবং আহলুল-কিতাবের অবশিষ্ট কয়েকটি দল যখন বাকী থাকিবে তখন য়াহূদীদিগকে ডাকিয়া বলা হইবে, "তোমারা (দুন্‌য়াতে) কাহার উপাসনা করিতে?" তাহারা বলিবে, "আমরা আল্লার পুত্র 'উযাইরের উপাসনা করিতাম।" তখন তাহাদের বলা হইবে, "তোমরা মিথ্যা বলিলে। আল্লাহ কোন স্ত্রী অথবা সন্তান গ্রহণ করেন নাই। এখন তোমরা কী চাও?" তাহারা বলিবে, "হে আমাদের রব্ব, আমরা তৃষ্ণার্ত হইয়াছি। আমাদেরে পানি পান করান।" তখন তাহাদিগকে ইশারা করিয়া বলা হইবে, "তোমরা কি ঐখানে পানি পান করিতে নামিবে না?" অনন্তর তাহাদিগকে এমন আগুনের দিকে লইয়া গিয়া একত্রিত করা হইবে, যে-আগুন পরস্পর

পরস্পরকে জড়াইয়া রহিবে এবং মরীচীকার ন্যায় দেখাইবে। অনন্তর তাহারা (পানি মনে করিয়া ঐখানে যাইবে এবং) জাহান্নামের আগুনে পতিত হইবে।

তারপর খ্রীস্টানদিগকে ডাকিয়া বলা হইবে, "তোমরা (দুন্‌য়াতে) কাহার উপাসনা করিতে?" তাহারা বলিবে, "আমরা আল্লার পুত্র মসীহের উপাসনা করিতাম।" তখন তাহাদের বলা হইবে, "তোমরা মিথ্যা বলিলে। আল্লাহ কোন স্ত্রী অথবা সন্তান গ্রহণ করেন নাই।" অনন্তর তাহাদিগকে বলা হইবে, "তোমরা কী চাও? তাহাদের অবস্থা পরবর্তী য়াহূদীদের মতই হইবে।

অবশেষে যাহারা একমাত্র আল্লার 'ইবাদত করিত তাহাদের নেককার ও বদকার ছাড়া অপর কেহই যখন বাকী থাকিবে না, তখন আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে তাহারা যেরূপ ধারণা রাখিত ঐ ধারণার নিকটতম রূপ পরিগ্রহ করিয়া আল্লাহ তা'আলা তাহাদের নিকট আসিবেন। অনন্তর, তাহাদের বলা হইবে, "তোমরা কোন্‌ জিনিসের অপেক্ষা করিতেছ? প্রত্যেক উম্মতই তো যাহার যাহার ইবাদত করিত তাহার তাহার অনুসরণ করিয়া চলিতেছে।" তখন তাহারা বলিবে, "দুনয়াতে বিপথগামী লোকদের দিকে আমরা যারপরনাই অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও, আমরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া রহিয়াছিলাম এবং তাহাদের সঙ্গী হই নাই। আমরা যে-আল্লার ইবাদত করিতাম তাহারই অপেক্ষা করিতেছি।" তখন আল্লাহ বলিবেন, "আমি তোমাদের রব্ব।" তখন তাহারা দুই বার অথবা তিনবার বলিবে, "আমরা আল্লার সহিত কাহাকেও শরীক করি না।"

পরাক্রান্ত মহান আল্লার বাণী—

"অনন্তর আমি যখন প্রত্যেক উম্মত হইতে এক এক জন সাক্ষী আনিতে থাকিব তখন কী অবস্থা হইবে?—(নিসা, ৪১)

৫৫১। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মসউদ রাঃ বলেন, (একদা) নবী সঃ আমাকে বলিলেন, "আমাকে কুর্‌আন পড়িয়া শুনাও।" আমি বলিলাম, "আপনারই প্রতি যে-কুরআন নাযিল হইয়াছে তাহা আমি আপনাকে পড়িয়া শুনাইব?" তিনি বলিলেন, "আমি উহা অপরের মুখে শুনিতে ভালবাসি।" তখন আমি তাঁহাকে সূরা আন-নিসা' পড়িয়া শুনাইতে লাগিলাম। অনন্তর আমি যখন এই আয়াতে পৌছিলাম—

"অনন্তর আমি যখন প্রত্যেক উম্মত হইতে এক এক জন সাক্ষী আনিতে থাকিব এবং (হে রসূল,) আপনাকে তাহাদের জন্য সাক্ষী মানিব, তখন কী অবস্থা হইবে।"

তখন নবী সঃ বলিলেন, "ক্ষান্ত হও।" (সেই সময়ে দেখিলাম) তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল।

পরাক্রান্ত মহান আল্লার বাণী—

"ইহা নিশ্চিত যে, যাহারা নিজেদের প্রতি অনাচারী থাকা অবস্থায় ফিরিশতাগণ যখন তাহাদিগকে ওফাত দেন....। (নিসা, ৯৭)

৫৫২। ইব্ন 'আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সঃ-র যমানায় মুসলিম-দের মধ্য হইতে কতিপয় লোক মুশরিকদের সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের দল বৃদ্ধি করিত। (জিহাদকালে) তীর নিক্ষেপের সময় তাহাদেরও দিকে তীর নিক্ষিপ্ত হইত এবং ঐ তীর তাহাদের কোন কোন লোকের গায়ে লাগিয়া তাহাকে হত্যা করিত। ঐ লোকদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন।—

"ইহা নিশ্চিত যে, যাহারা নিজেদের প্রতি অনাচারী থাকা অবস্থায় ফিরিশতা-গণ যখন তাহাদিগকে ওফাত দেন....... তাহাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং উহা বড়ই জঘন্য পরিণতি।"

আল্লাহ তা'আলার বাণী——

"(হে রসূল) নূহ..... য়ূনুস, হারূন ও সুলাইমানের প্রতি আমি যেরূপ অহ্য়ী নাযিল করিয়াছিলাম সেইরূপ আপনার প্রতিও অহ্য়ী নাযিল করিয়াছি।"—(নিসা, ১৬৩)

৫৫৩। আবূ হুরাইয়া রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি বলে যে, আমি (অর্থাৎ মুহম্মদ সঃ) য়ূনুস ইব্ন মত্তা হইতে শ্রেষ্ঠ সে মিথ্যা বলে।"[১]

সূরা আল্-মায়িদা

পরাক্রান্ত মহান আল্লার বাণী——

"হে রসূল আপনার রব্বের তরফ হইতে আপনার প্রতি যাহা কিছু নাযিল করা হইয়াছে তাহা (লোকদের) পৌঁছাইয়া দিন।" (মায়িদা, ৬৭)

৫৫৪। 'আয়িশা রাঃ বলেন, যে ব্যক্তি বলে যে, মুহম্মদ সঃ-র প্রতি যাহা নাযিল করা হইয়াছিল তাহা হইতে তিনি কিছু গোপন করিয়াছেন, সে ব্যক্তি নিশ্চয় মিথ্যা বলে। কেননা, আল্লাহ বলেন, "হে রসূল আপনার রব্বের তরফ হইতে আপনার

---

১. হাদিসটি সম্পর্কে যে কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় তাহা এই —

(ক) রসূলুল্লাহ সঃ যে তামাম রসূলের সরদার এ কথা আল্লাহ তা'আলা নবী সঃ-কে জানাইবার পূর্বে তিনি এই উক্তি করেন।

(খ) হাদীসটির তাৎপর্য এই যে, মূল পয়গম্বরী ব্যাপারে সকল রসূল সমান। যেমন, সূরা আল্-বকরার ২৮ নং আয়াতে বলা হইয়াছে, "আল্লাহ তা'আলার রসূলদের মধ্যে আমরা কোন তারতম্য করি না।"

(গ), হাদীসটিতে "আমি" শব্দটির তাৎপর্য যে কোন মুমিনও হইতে পারে।

য়ূনুস আঃ-র নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখ করার কারণ এই যে, তিনি আল্লার হুকুম না লইয়াই নিজ উম্মতকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার পয়গম্বরী অক্ষুন্ন রাখা হইয়াছিল বলিয়া তিনি অপর যে কোন পয়গম্বরের সমতুল্য পরিগণিত হন।

প্রতি যাহা কিছু নাযিল করা হইয়াছে তাহা আপনি (লোকদের) পৌঁছাইয়া দিন। আপনি যদি তাহা না করেন তাহা হইলে আপনি আল্লার রিসালাত (দৌত্য) পালন করিলেন না। (অর্থাৎ তাহা হইলে আপনি আল্লার রসূল গণ্য হইতে পারেন না।)

পরাক্রান্ত মহান আল্লার বাণী—

"হে মুমিনগণ, আল্লাহ তোমাদের জন্য যাহা হালাল করিয়াছেন তাহার উপাদেয়-গুলিকে তোমরা নিজেদের প্রতি হারাম করিও না।"—(মায়িদা, ৮৭)

৫৫৫। 'আবদুল্লাহ্ রাঃ বলেন, আমরা নবী সঃ-র সঙ্গে থাকিয়া কোন যুদ্ধ করিতেছিলাম। ঐ সময়ে আমাদের সঙ্গে আমাদের স্ত্রী ছিল না। তখন আমরা বলিলাম, "আল্লার রসূল আমরা কি আমাদের অণ্ডকোষ বাহির করিয়া ফেলিব না?" তিনি আমাদেরে তাহা করিতে নিষেধ করিলেন। অতঃপর তিনি আমাদেরে কোন স্ত্রীলোককে কাপড়ের বদলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ করিতে অনুমতি দিলেন। তারপর বর্ণনাকরী এই আয়াত পড়িলেন। "ওহে মুমিনগণ, আল্লাহ তোমাদের জন্য যাহা হালাল করিয়াছেন তাহার উপাদেয়গুলিকে তোমরা নিজেদের প্রতি হারাম করিও না"[১]

পরাক্রান্ত, মহান আল্লার বাণী—

"নিশ্চয় মদ, জুয়া, দেব-দেবীর থানগুলি ও ফলাফল নির্ণয় করিবার তীরগুলি জঘন্য ব্যাপার—শয়তানী কাজ।"—(মায়িদা, ৯০)

৫৫৬। আনাস ইব্ন মালিক রাঃ বলেন, (আঙুর রসকে জ্বাল না দিয়া যে মদ তৈয়ার হয়)—যাহাকে তোমরা 'ফযীখ' বলিয়া থাক সেই ফযীখ ছাড়া অপর কোন মদ (সে দিন) আমাদের ছিল না। আমি দাঁড়াইয়া আবূ তালহাকে, অমুককে ও অমুককে ঐ মদ পান করাইতেছিলাম, এমন সময়ে একজন লোক আসিয়া বলিল, "তোমাদের নিকটে কি সংবাদটি পৌঁছিয়াছে?" তাহারা বলিল, "কোন্ সংবাদ?" লোকটি বলিল, "মদ হারাম করা হইয়াছে।" তখন তাহারা বলিল, "হে আনাস, পাত্রগুলির মদ

১. কাপড়, চাদর অথবা কিছু খাদ্য দ্রব্যের বদলে নির্দিষ্ট কালের জন্য কোন স্ত্রীলোক বিবাহ করাকে 'মুত্'আ' বিবাহ বলা হয়। 'মুত্'আ' বিবাহ সম্বন্ধে সহীহ মুসলিম যে সকল হাদীস সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার সার মর্ম এই--হিজরতের পরে বিদেশে স্ত্রী হইতে অনেক দিন পৃথক থাকিয়া যুদ্ধ করিতে থাকাকালে খাইবার যুদ্ধে নবী সঃ মুত্'আ' বিবাহ করিতে মাত্র কয়েক দিনের জন্য অনুমতি দেন এবং ঐ যুদ্ধেই তিনি উহা আবার হারাম করেন। তারপর মক্কা বিজয় কালে নবী সঃ 'মুত্'আ' বিবাহকে কিয়ামত পর্যন্ত হারাম বলিয়া ঘোষণা করেন।

মক্কা বিজয়কালে নবী সঃ যখন এই ঘোষণা করেন তখন তাঁহার দশ হাযার সাহাবী ছাড়া আরও বহু মক্কাবাসী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ সম্ভবতঃ ঐ সময়ে নবী সঃ-র নিকটে ছিলেন না বলিয়া তিনি ঐ ঘোষণা শুনেন নাই। তাই তিনি মুত'আ বিবাহকে হালাল বলিয়া জানিতেন। বিবাহ অধ্যায়ে মুত্'আ বিবাহ সম্বন্ধে একটি হাদীস আসিবে।

ফেলিয়া বহাইয়া দাও।" আনাস বলেন, লোকটির ঐ সংবাদ দেওয়ার পরে তাহার ঐ বিষয় সম্পর্কে আর কোন কিছু জিজ্ঞাসাও করে নাই এবং দ্বিরুক্তিও করে নাই

পরাক্রান্ত, মহান আল্লার বাণী—

"কোন বিষয় সম্পর্কে তোমরা নিজেরা কোন প্রশ্ন করিও না। কেননা, উহা প্রকাশ করা হইলে উহা হয় তো তোমাদের পক্ষে খারাপ হইবে।"—(মায়িদা, ১০১)

৫৫৭। আনাস রাঃ বলেন, (একদা) রসূলুল্লাহ সঃ এমন একটি খুত্বা দিলেন যাহার মত খুত্বা আমি আর কখনও শুনি নাই। তিনি বলিলেন, "আমি যাহা জানি তাহা যদি তোমরা জানিতে তাহা হইলে তোমরা নিশ্চয় কম হাসিতে এবং নিশ্চয় বেশী কাঁদিতে।" তাহাতে রসূলুল্লাহ সঃ-র সাহাবীগণ চাদর দ্বারা নিজেদের মুখ ঢাকিয়া লইল এবং নাকী স্বরে কাঁদিতে লাগিল। ঐ সময়ে একজন লোক বলিল, "আল্লার রসূল, আমার পিতা কে?" নবী সঃ বলিলেন, "অমুক ব্যক্তি।" তখন এই আয়াত নাযিল হয়।'[১]

৫৫৮। ইব্ন 'আব্বাস রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ-র সহিত ঠাট্টা তামাশা করিবার উদ্দেশ্যে কোন কোন লোক তাঁহাকে অবান্তর প্রশ্ন করিত। কেহ বলিত, "আমার পিতা কে?" কাহারও উট্নী হারাইয়া গেলে সে বলিত, "আমার উট্নীটি কোথায় আছে?" তখন পরাক্রান্ত মহান আল্লাহ এই আয়াতটি নাযিল করেন। "ওহে মুমিনগণ, কোন বিষয় সম্পর্কে তোমরা নিজেরা কোন প্রশ্ন করিও না। কেননা, উহা প্রকাশ করা হইলে উহা হয় তো তোমাদের পক্ষে খারাপ হইবে এবং কুরআন নাযিল হওয়াকালে তোমরা কোন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে উহা প্রকাশ করা হইবে। (পূর্বে) যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ তাহা আল্লাহ ক্ষমা করিলেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাকারী, অত্যন্ত সহিষ্ণু।"

সূরা আল্-আন্'আম্

পরাক্রান্ত, মহান আল্লার বাণী—

"(হে রসূল,) বলুন, আল্লাহ তোমাদের ঊর্ধ্ব দিক হইতে অথবা তোমাদের পায়ের নীচের মাটি হইতে তোমাদের প্রতি আযাব পাঠাইতে ক্ষমতাবান।" (আন'আম,৬৫)

৫৫৯। জাবির রাঃ বলেন, আয়াতটি যখন এই পর্যন্ত নাযিল হইল, "(হে রসূল) বলুন, আল্লাহ তোমাদের প্রতি আযাব পাঠাইতে সক্ষম তোমাদের ঊর্ধ্ব দিক হইতে"—তখন রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, "(হে আল্লাহ) আমি তোমার মুখমণ্ডলের আশ্রয় লইতেছি।" অতঃপর যখন (পরবর্তী অংশ) "অথবা তোমাদের পায়ের নীচে হইতে"

১. 'ঐ প্রশ্নকারীর পিতা কে ছিল' সে সম্বন্ধে লোকে নানা কথা বলাবলি করিত। রসূলুল্লাহ সঃ উত্তরে যাহা বলেন তাহা প্রশ্নকারীর পক্ষে অনুকূলই হইয়াছিল। কিন্তু উহা প্রতিকূলও তো হইতে পারিত। তাই এই আয়াতে ঐ ধরনের প্রশ্ন করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল।

নাযিল হইল তখনও তিনি বলিলেন, "(হে আল্লাহ), আমি তোমার মুখমণ্ডলের আশ্রয় লইতেছি।" অতঃপর যখন (ইহার পরবর্তী অংশ) "অথবা তোমাদিগকে বিভিন্ন দলে পরিণত করিয়া তোমাদের এক দলকে অপর দলের শক্তি ও আক্রমণের আস্বাদ গ্রহণ করাইতে" নাযিল হইল তখন রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, "(হে আল্লাহ,) ইহা অধিকতর লঘু।" (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সঃ তাঁহার উম্মতের জন্য প্রথম শাস্তিদ্বয়ে সম্মত হন নাই। কিন্তু তৃতীয় শাস্তি সম্পর্কে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।)

পরাক্রান্ত, মহান আল্লার বাণী—

"তাহারা (অর্থাৎ পয়গম্বরগণ) এমন লোক যে, আল্লাহ তাহাদিগকে পথে চালাইয়াছেন। অতএব (হে রসূল,) আপনি তাহাদের পথের অনুসরণ করুন।" (আন'আম, ৯১)

৫৬০। ইব্ন 'আব্বাস রাঃ-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "সূরা 'সাদ'-এর মধ্যে কি সজদা আছে?" তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ," তারপর তিনি (সূরা আল্-আন-'আমের ৮৫নং আয়াত হতে ৯১ নং আয়াত পর্যন্ত) পড়েন।

(৮৫ নং আয়াত) "এবং আমি তাহাকে (অর্থাৎ ইবরাহীমকে) দিয়াছিলাম (পুত্র) ইস্হাক ও (পৌত্র) য়া'কূব। উহাদের প্রত্যেককেই আমি পথে চালাইয়াছিলাম। পূর্বে আমি নূহকে পথে চালাইয়াছিলাম এবং তাহার বংশধর মধ্যে দাঊদ, সুলাইমান, আইয়ুব, য়ূসুফ, মূসা ও হারূনকে পথে চালাইছিলাম।"

(৯১ নং আয়াত) "তাহারা এমন লোক যে, আল্লাহ তাহাদিগকে পথে চালাইয়াছিলেন। অতএব, (হে রসূল,) আপনি তাহাদের পথের অনুসরণ করুন।"

(এই ৮৫ ও ৯১ নং আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, সূরা 'সাদ'-এর মধ্যে যেখানে দাঊদ আঃ-র সজদা করার উল্লেখ রহিয়াছে সেখানে নবী সঃ-ও যেন সজদা করেন।)

তাই ইব্ন 'আব্বাস রাঃ বলেন, যাহাদিগকে ঐ নবীদের অনুসরণ করিতে আদেশ করা হইয়াছে তোমাদের নবী সঃ তাহাদের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"আর প্রকাশ্য ও গোপনীয় কোনও প্রকার লজ্জাহীনতার কোন কাজের নিকটবর্তী হইও না।"—(আন'আম, ১৫২)

৫৬১। 'আবদুল্লাহ রাঃ বলেন, আল্লাহ অপেক্ষা অধিকতর আত্মাভিমানী আর কেহই নয়। তাই তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সর্বপ্রকার লজ্জাহীনতার সকল কাজকে হারাম করিয়াছেন। আর প্রশংসা শ্রবণ করা আল্লার চেয়ে আর কারও অধিকতর প্রিয় নহে এবং তাই তিনি নিজের প্রশংসা নিজেই করিয়াছেন।

সূরা আল্-আ'রাফ

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"ক্ষমা অবলম্বন কর এবং সৎ কাজের আদেশ কর।"—(আ'রাফ, ১৯৯)

৫৬২। ইব্‌ন যুবাইর রাঃ বলেন, মানুষের সৎ গুণাবলী হইতে ক্ষমা গুণটি অবলম্বন করিবার জন্য আল্লাহ তাঁহার নবী সঃকে আদেশ করিয়াছেন।

সূরা আল্-আন্ফাল

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"এবং যে পর্যন্ত ফিৎনার অস্তিত্ব লোপ না পায় সে পর্যন্ত তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাক।" (আন্ফাল, ৩৯)

৫৬৩। ইব্‌ন 'উমর রাঃ-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "ফিৎনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে আপনার কী মত?" তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "ফিৎনা কাহাকে বলা হয় তাহা কি তুমি জান? মুহম্মদ সঃ মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন। কেননা তাহাদের নিকট গমন করা মুমিনদের পক্ষে 'ফিৎনা' ছিল। (কারণ মুশরিকেরা মুমিনদেরে পাইলেই হত্যা করিত অথবা বন্দী করিয়া রাখিত।) রসূলুল্লাহ সঃর যুদ্ধ রাজ্য লইয়া তোমাদের যুদ্ধ করার মত যুদ্ধ ছিল না।

সূরা তওবা

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"এবং অপর কতক লোক এমন আছে যাহারা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করিয়াছে তাহারা নেক আমলের সহিত বদ আমল মিশ্রিত করিয়াছে।"—(তওবা, ১০২)

৫৬৪। সুমরা ইব্‌ন জুনদব রাঃ বলেন, (একদা) রসূলুল্লাহ সঃ আমাদিগকে বলিলেন, "আজ রাত্রিতে স্বপ্নে আমার নিকট দুইজন আগন্তুক আসিয়াছিল। অনন্তর তাহারা আমাকে উঠাইয়া লইয়া এমন একটি শহরে পৌঁছিল যাহা পর্যায়ক্রমে একটি সোনার ইট ও একটি রূপার ইট দ্বারা নির্মিত ছিল। অনন্তর এমন কতক লোক আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিল যাহাদের অর্ধেক শরীর এত সুন্দর ছিল যত সুন্দর তোমরা সাধারণতঃ দেখিয়া থাক এবং অপর অর্ধেক এত কুৎসিত ছিল যত কুৎসিত তোমরা সাধারণতঃ দেখিয়া থাক। ঐ আগন্তুকদ্বয় ঐ লোকদিগকে বলিল, "যাও এবং ঐ নদীতে গিয়া ঝাঁপ দাও।" ফলে, তাহারা উহার মধ্যে নামিল। তারপর তাহারা আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিলে দেখা গেল যে, তাহাদের ঐ কুৎসিত রূপ চলিয়া গিয়াছে এবং তাহারা সুন্দরতম আকৃতিতে পরিণত হইয়াছে, (ঐ শহর সম্বন্ধে)

আগন্তুকদ্বয় আমাকে বলিল, "ইহা 'আদন' জান্নাত এবং ইহাই আপনার স্থান।" তাহারা আরও বলিল, "এবং ঐ যে লোকগুলি, যাহাদের শরীরের অর্ধেক অংশ সুন্দর ও অর্ধেক অংশ কুৎসিত ছিল, তাহারা এমন লোক যাহারা নেক আমলের সঙ্গে সঙ্গে মন্দ আমলও করিয়াছিল। তাহাদের ঐ মন্দ আমল আল্লাহ ক্ষমা করিয়া দিলেন।

সূরা হূদ

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"এবং তাঁহার 'আরশ পানির উপর ছিল।" (হূদ, ৭)

৫৬৫। আবূ হুরাইরা রা: হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ স: বলিয়াছেন, পরাক্রান্ত, মহান আল্লাহ বলেন, "তুমি দান কর, আমি তোমাকে দান করিব।" তারপর নবী স: বলেন, "আল্লার হাত পরিপূর্ণ থাকে; দিন-রাত ধরিয়া অবিরাম দানে তাঁহার কিছুই কমে না। তোমরা কি দেখ না যে, তিনি যে সময়ে আসমান-যমীন পয়দা করিয়াছেন সেই সময় হইতে তিনি যাহা দান করিয়া চলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার হাতে যাহা ছিল তাহার কিছুই কমে নাই? আর তাঁহার আরশ (এককালে) পানির উপর ছিল। (অর্থাৎ মাঝে আসমান-যমীনের ব্যবধান ছিল না। তাঁহারই হাতে রহিয়াছে তুলাদণ্ড, তিনিই উহা উঁচু-নীচু করেন। (অর্থাৎ যাহাকে ইচ্ছা করেন প্রচুর পরিমাণে দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন অল্প পরিমাণে দান করিয়া থাকেন।)

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"(অবাধ্য) জনপদবাসীদিগকে আপনার রব্ব যখন পাকড়াও করেন তখন তাঁহার পাকড়াও এইরূপই হইয়া থাকে।"—(হূদ, ১০২)

৫৬৬। আবূ মূসা রা: বলেন রসূলুল্লাহ স: বলিয়াছেন, "ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ অত্যাচারী, পাপিষ্ঠের (শাস্তি দেওয়া ব্যাপারে তাহার) প্রতি শিথিল হইয়া থাকেন অনন্তর, তাহাকে যখন পাকড়াও করেন তখন তাহাকে আর ছাড়েন না।" তারপর নবী স: পড়িলেন—।

"জনপদগুলির অধিবাসিগণ পাপিষ্ঠ দুরাচার হইলে আপনার রব্ব যখন তাহাদিগকে পাকড়াও করেন তখন তাঁহার পাকড়াও এই রকমই হইয়া থাকে। ইহা নিশ্চিত যে, তাঁহার পাকড়াও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক।"

সূরা আল্-হিজর

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"কিন্তু যে (শয়তান) ওত পাতিয়া শুনে। (হিজর, ১৮)

৫৬৭। আবূ হুরাইরা রা: হইতে বর্ণিত আছে, নবী স: বলিয়াছেন, "আল্লাহ যখন আসমানে কোন বিষয়ের আদেশ করেন তখন ফিরিশতাগণ আল্লার বাণীর কারণে

ব্যাকুল হইয়া এমনভাবে তাহাদের ডানা আছড়াইতে থাকে যে, তাহাতে পাথরের উপর দিয়া লোহার শিকল টানার মত শব্দ হইতে থাকে। অতঃপর তাহাদের অন্তর হইতে যখন ব্যাকুলতা দূরীভূত হয় তখন তাহারা বলাবলি করে, "তোমাদের রব্ব কী বলিলেন,?" তখন (নিকটবর্তী) ফিরিশতাগণ জিজ্ঞাসাকারীদিগকে বলে, "তিনি যথার্থ কথা বলিয়াছেন। তিনি অতি উচ্চ অতি মহান।" ঐ সময়ে ঐ সব কথা ওত পাতিয়া শ্রবণকারি (শয়তান)গণ শুনিতে থাকে। ওত পাতিয়া শ্রবণকারি (শয়তান)-গণ একজনের উপরে আর একজন চড়িয়া তাহার উপরে তৃতীয় জন চড়িয়া—এইভাবে আসমান পর্যন্ত পৌছিয়া থাকে। অনন্তর কখন কখন শ্রবণকারী ঐ সংবাদটি তাহার নীচের সঙ্গীকে বলিবার পূর্বেই জলন্ত শিখা শ্রবণকারীর শরীরে লাগিয়া তাহাকে জ্বালাইয়া ফেলে। আবার কখন কখন জলন্ত শিখাটি শ্রবণকারীর শরীরে লাগে না। এখন শ্রবণকারী তাহার নীচের সঙ্গীকে এবং ঐ সঙ্গী তাহার নীচের সঙ্গীকে ঐ কথা পৌছাইয়া দেয়। তাহারা এই ভাবে ঐ কথা যমীন পর্যন্ত পৌছাইয়া দেয়। অনন্তর ঐ সংবাদ যাদুকর-গণকের মুখে দেওয়া হয়। তখন ঐ যাদুকর-গণকে উহার সহিত শত মিথ্যা যোগ করিয়া লোকদের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করে। অনন্তর যে কথাটি আসমান হইতে শুনা গিয়াছিল, তাহা সত্য হয়। তখন লোকে ঐ যাদুকর-গণক সম্বন্ধে বলিতে থাকে, "তিনি কি আমাদের বলেন নাই যে, অমুক অমুক দিনে অমুক অমুক ঘটনা ঘটিবে? আমরা তো তাঁহার ঐ সংবাদ সত্য পাইয়াছি।"

সূরা আন্-নাহল

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"তোমাদের কতক লোককে অতি হীন পর্যায়ের বয়স পর্যন্ত পৌছান হয়।" (নহল, ৭০)

৫৬৮। আনস ইব্‌ন মালিক রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সঃ এই দু'আ করিতেন, "(হে আল্লাহ,) আমি কৃপণতা, অলসতা, অতি হীন পর্যায়ের বার্ধক্য (অর্থাৎ আশি বৎসরের অধিক বয়স), কবরের আযাব, দজ্জালের আযমায়িশ এবং জীবনের ও মরণের আয্‌মাইশ হইতে তোমার আশ্রয় লইতেছি।"

সূরা বানী ইসরাঈল

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"আমি যাহাদের নূহ-এর সঙ্গে নৌকায় উঠাইয়াছিলাম, ওহে তাহাদের বংশধর, নিশ্চয় নূহ অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বান্দা ছিল।" (বানী ইসরাঈল, ৩)

৫৬৯। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, (একদা) রসূলুল্লাহ সঃর নিকট গোশত আনা

হইল এবং তিনি ছাগলের ছামনের স্থান পছন্দ করিতেন বলিয়া উহা তাঁহার সম্মুখে পেশ করা হইল। তিনি উহা হইতে পাশের দাঁত দিয়া উত্তমরূপে এক কামড় গোশত ছিঁড়িয়া লইলেন। তারপর তিনি বলিলেন, "কিয়ামত দিবসে আমিই সকল মানুষের সরদার হইব। তোমরা কি জান উহা কিরূপে হইবে? (তবে শুন) (কিয়ামত দিবসে) আল্লাহ পূর্বের ও পরের সকল লোককে একটি বিস্তীর্ণ ময়দানে এমনভাবে একত্রিত করিবেন যে, যে কোন ঘোষণাকারীর কথা সকলে শুনিতে পাইবে এবং প্রত্যেকেই সকলকে দেখিতে পাইবে। আর সূর্য তাহাদের নিকটবর্তী হইবে। ফলে, লোকদেরে এমন দুঃখ ও কষ্ট পৌঁছিবে যে, তাহারা তাহা সহ্য ও বরদাশ্‌ত করিতে পারিবে না। তখন লোকে বলাবলি করিবে, "তোমাদের কী অবস্থা হইয়াছে তাহা কি তোমরা দেখ না? তোমাদের রব্বের নিকটে তোমাদের জন্য সুপারিশ করিতে পারে এমন কোন লোক তোমরা খুঁজিতেছ না কেন?" তখন এক দল লোক অপর দলকে বলিবে, "আদমের নিকট তোমাদের যাওয়া উচিত।"

অতঃপর তাহারা আদম আঃ-র নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিবে, "আপনি মানব জাতির আদি পিতা। আল্লাহ্ আপনাকে নিজ হাত দিয়া পয়দা করিয়াছিলেন। তিনি নিজে (কোন ফিরিশতার মধ্যস্থতা ছাড়া) আপনার মধ্যে রূহ ফুঁকিয়াছিলেন এবং ফিরিশ্‌তাদেরে আদেশ করায় তাহারা আপনাকে উপলক্ষ করিয়া সিজদা করিয়াছিলেন। অতএব, আমাদের পক্ষ হইতে আপনি আপনার রব্বের নিকটে সুপারিশ করুন। আমরা কী কষ্টে আছি তাহা কি আপনি দেখেন না? আমরা কোন্ অবস্থায় পৌঁছিয়াছি তাহা কি আপনি লক্ষ্য করেন না?" তখন আদম বলিবেন, 'ইহা নিশ্চিত যে, আমার রব্ব আজ এত ক্রোধান্বিত হইয়াছেন যে, তিনি ইহার পূর্বে আর কখনও এত ক্রোধান্বিত হন নাই এবং ইহার পরে আর কখনও এত ক্রোধান্বিত হইবেন না। আল্লাহ্ আমাকে গাছটির নিকট যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাহা অমান্য করিয়াছিলাম। আমার আপন জান (লইয়াই আমি সন্ত্রস্ত)। তোমরা অপর কাহারও নিকট যাও। তোমরা নূহের নিকট যাও।

অতঃপর লোকে নূহের নিকট গিয়া বলিবে, "হে নূহ, আপনি দুন্‌য়াবাসীর দিকে সর্বপ্রথম রসূল এবং আল্লাহ্ আপনাকে 'অতিকৃতজ্ঞ বান্দা' আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। আমাদের জন্য আপনি আপনার রব্বের নিকট সুপারিশ করুন। আমরা কোন্ অবস্থায় আছি তাহা কি আপনি দেখেন না?" তখন নূহ বলিবেন, "ইহা নিশ্চিত যে, আমার পরাক্রান্ত, মহান রব্ব আজ যত রাগান্বিত হইয়াছেন, ইহার পূর্বে তিনি কখনও অত রাগান্বিত হন নাই এবং পরে কখনও অত রাগান্বিত হইবেন না। আমার জন্য একটি মাত্র দু'আ করার অনুমতি ছিল এবং আমি ঐ দু'আটি আমার উম্মতের বিরুদ্ধে করিয়া ফেলিয়াছি। আমার আপন জান (লইয়াই আমি সন্ত্রস্ত)। তোমরা অপর কাহারও নিকট যাও। তোমরা ইবরাহিমের নিকট যাও।"

তারপর লোকে ইবরাহীমের নিকট গিয়া বলিবে, "হে ইবরাহীম, আপনি আল্লার নবী এবং দুন্‌য়ার লোকদের মধ্যে একমাত্র আপনিই আল্লার খলীল (অর্থাৎ অন্তরঙ্গ বন্ধু)। আপনি আপনার রব্বের নিকটে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা কী কষ্টে আছি তাহা কি আপনি দেখেন না?" তখন তিনি বলিবেন, "আমার রব্ব আজ এত রাগান্বিত হইয়াছেন যে, ইহার পূর্বে আর কখনও তিনি অত রাগান্বিত হন নাই এবং পরে কখনও এইরূপ রাগান্বিত হইবেন না। আমি তিনটি মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম। আমার আপন জান (লইয়াই আমি সন্ত্রস্ত)। তোমরা অপর কাহারও নিকট যাও। তোমরা মূসার নিকট যাও।"

তারপর লোকে মূসার নিকট গিয়া বলিবে, "হে মূসা, আপনি আল্লার রসূল। আল্লাহ আপনাকে পয়গম্বরী দিয়া এবং আপনার সহিত কথাবার্তা বলিয়া আপনাকে লোকদের উপরে বিশেষ মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। আপনি আমাদের হইয়া আপনার রব্বের নিকটে সুপারিশ করুন। আমরা কোন্ অবস্থায় আছি তাহা কি আপনি দেখেন না?" তখন তিনি বলিবেন, "আমার রব্ব আজ এত রাগান্বিত হইয়াছেন যে, ইতিপূর্বে তিনি কখনও এত রাগান্বিত হন নাই এবং পরে কখনও এত রাগান্বিত হইবেন না। আমি একজন লোককে হত্যা করিয়াছিলাম যাহাকে হত্যা করিবার কোন আদেশ আমাকে দেওয়া হয় নাই। আমার আপন জান (লইয়াই আমি সন্ত্রস্ত)। তোমরা অপর কাহারও নিকট যাও। তোমরা ঈসার নিকট যাও।"

তারপর লোকে ঈসার নিকট গিয়া বলিবে, "হে ঈসা, আপনি আল্লার রসূল। আপনি আল্লার এমন বাণীর ফল যে বাণী আল্লাহ মর্‌য়মের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং আপনি আল্লার নিকট হইতে সরাসরি আগত রূহ। আপনি বাল্যাবস্থায় মাতৃক্রোড়ে থাকিয়াই লোকের সহিত কথা বলিয়াছিলেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার রব্বের নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখেন না আমরা কী অবস্থায় আছি?" তখন ঈসা বলিবেন, "আমার রব্ব আজ এমন রাগান্বিত হইয়াছেন যে, তিনি ইতিপূর্বে কখনও এমন রাগান্বিত হন নাই এবং পরেও কখনও এমন রাগান্বিত হইবেন না। তারপর তিনি নিজের কোন অপরাধের কথা উল্লেখ না করিয়াই বলিবেন, 'আমার আপন জান (লইয়াই আমি সন্ত্রস্ত)। তোমরা অপর কাহারও নিকট যাও। তোমরা মুহম্মদ স:-র নিকট যাও।"

তারপর লোকে মুহম্মদ স:-র নিকট গিয়া বলিবে, "হে মুহম্মদ, আপনি আল্লার রসূল ও শেষ নবী। আল্লাহ আপনার অগ্র-পশ্চাৎ সকল গুনাহ মাফ করিয়াছেন। আপনি আপনার রব্বের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা কী অবস্থায় আছি তাহা তো আপনি দেখিতেছেন।"

নবী স: বলেন, "তখন আমি রওয়ানা হইয়া 'আরশের নীচে গিয়া আমার পরাক্রান্ত মহান রব্বের উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়িব। অনন্তর আল্লাহ আমার অন্তরে তাঁহার এমন

প্রশংসা ও গুণগাথা উদয় করিবেন যাহা আমার পূর্বে অপর কাহারও অন্তরে কখনও উদয় করেন নাই (এবং আমি ঐ ধরনের প্রশংসা ও গুণগাথা বর্ণনা করিতে থাকিব)। তারপর বলা হইবে, 'হে মুহম্মদ, আপনার মাথা উঠান (কী চাহিবার আছে) চান, আপনাকে তাহা দেওয়া হইবে এবং সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ মন্‌যুর করা হইবে।" তখন আমি মাথা তুলিয়া বলিব, "হে আমার রব্ব, আমার উম্মত! হে আমার রব্ব, আমার উম্মত! হে আমার রব্ব, আমার উম্মত।" তখন বলা হইবে, "হে মুহম্মদ, আপনার উম্মতের মধ্য হইতে যাহাদের কোন হিসাব লওয়া হইবে না[১] তাহারা যদিও অপর লোকদের সাথে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়া জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারে তবুও তাহাদেরে জান্নাতের দক্ষিণ দিকের দরজাটি দিয়া প্রবেশ করান।" অতঃপর নবী স: বলিলেন, "যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার কসম, জান্নাতের প্রত্যেকটি দরজার দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী ফাঁকের প্রশস্ততা মক্কা ও হিম্‌য়ারের (অথবা মক্কা ও বসরার) দূরত্বের সমতুল্য।"

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"শীঘ্রই আপনার রব্ব আপনাকে 'মাহমূদ মকামে' উন্নীত করিবেন।" (বানী ইসরাঈল, ৭৯)

৫৭০। ইব্‌ন 'উমর রা: বলেন, কিয়ামত দিবসে লোক দলে দলে বিভক্ত হইবে এবং প্রত্যেক উম্মত তাহাদের নবীর অনুগমন করিয়া বলিতে থাকিবে, "হে অমুক (নবী), আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। হে অমুক (নবী), আমাদের জন্য সুপারিশ করুন।" (কিন্তু কোন নবীই সুপারিশ করিতে সাহস করিবেন না।) অবশেষে, সুপারিশ ব্যাপারটি নবী স: পর্যন্ত আসিয়া থামিবে। নবী স:-কে 'মাহমূদ মাকামে' উন্নীত করিবেন বলিয়া আল্লাহ যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য ইহাই।

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"আপনি আপনার নামায উচ্চ স্বরেও পড়িবেন না এবং নিম্ন স্বরেও পড়িবেন না।" (বানী ইসরাঈল, ১১০)

৫৭১। ইব্‌ন 'আব্বাস রা: বলেন, রসূলুল্লাহ স: মক্কাতে গোপন অবস্থায় থাকা কালে (অর্থাৎ পয়গম্বরীর প্রথম দিকে) এই আয়াতটি নাযিল হয়। ঐ সময়ে তিনি যখন তাঁহার সাহাবীদের সহিত নামায পড়িতেন তখন তিনি উচ্চ স্বরে কুরআন পড়িতেন। মুশরিকগণ উহা শুনিয়া কুরআনকে এবং যিনি কুরআন নাযিল করিয়াছেন তাঁহাকে এবং যিনি কুরআন আনিয়াছেন তাঁহাকে গালি দিত। এই কারণে পরাক্রান্ত, মহান আল্লাহ তাঁহার নবী স:-কে বলিলেন, "আপনার নামাযে আপনার কুরআন পাঠকালে আপনি আপনার স্বর এত উচ্চ করিবেন না যাহাতে মুশরিকগণ আপনার কুরআন পাঠ শুনিয়া কুরআনকে গালি দিতে না পারে এবং কুরআন পাঠে আপনার স্বর এত

১। বিনা হিসাবে জান্নাতের প্রবেশকারীর সংখ্যা সত্তর হাজার হইবে।

নিম্নও করিবেন না যে, আপনার সাহাবীগণ উহা শুনিতেই না পায়। বরং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করুন।"

সূরা আল্-কাহ্ফ

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"ঐ প্রকার লোকেরাই তাহাদের রব্বের নিদর্শনগুলিকে ও তাঁহার সাক্ষাতকে অবিশ্বাস করিয়া থাকে।" (কাহফ, ১০৫)

৫৭২। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "কিয়ামত দিবসে বিশালকায় হৃষ্টপুষ্ট এমন লোককেও উপস্থিত করা হইবে যাহার ওযন আল্লার নিকটে মশার একটি ডানারও সমতুল্য হইবে না।" অতঃপর নবী সঃ বলিলেন, "তোমরা যদি চাও তাহা হইলে এই আয়াত পড়," "কিয়ামত দিবসে আমি কাফিরদের (আমল) ওযন করার কোন ব্যবস্থাই করিব না।"

সূরা মর্‌য়ম

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"আর লোকদেরে পরিতাপ-দিবস সম্পর্কে সতর্ক করুন।" (মরয়ম, ৩৯)।

৫৭৩। আবূ সাঈদ খুদ্‌রী রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "সাদা বেশী ও কাল কম, এইরূপ সাদা-কাল রঙের ভেড়ার আকৃতিতে মৃত্যুকে আনা হইবে। অনন্তর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, "ওহে জান্নাতের অধিবাসিবৃন্দ!" ফলে জান্নাতবাসিগণ গলা বাড়াইয়া, মাথা উঁচু করিয়া তাকাইবে। তখন ঐ ঘোষণাকারী বলিবে, "তোমরা কি ইহাকে চিনিতে পারিতেছ?" তাহাদের প্রত্যেকেই (মরণের সময়) তাহাকে দেখিয়াছিল বলিয়া বলিবে, 'হ্যাঁ; ইহা মৃত্যু।' অতঃপর সে আবার ডাক দিবে, "ওহে জাহান্নামের অধিবাসিবৃন্দ।" তখন জাহান্নামবাসিগণ গলা বাড়াইয়া মাথা উঁচু করিয়া তাকাইবে। অনন্তর ঘোষণাকারী বলিবে, "তোমরা কি ইহাকে চিনিতে পারিতেছ?" তাহাদের প্রত্যেকেই (মরণের সময়) তাহাকে দেখিয়াছিল বলিয়া তাহারা বলিবে, "হাঁ; ইহা মৃত্যু।" অনন্তর উহাকে যবহ করা হইবে। তারপর ঘোষণাকারী বলিবে, "ওহে জান্নাতবাসী, তোমাদের জন্য মৃত্যুশূন্য চিরস্থায়ী বাস এবং ওহে জাহান্নামবাসী তোমাদের জন্যও মৃত্যুশূন্য চিরস্থায়ী বাস (অবধারিত হইল)।'

অতঃপর নবী সঃ এই আয়াত পড়িলেন—

"আর লোকদিগকে পরিতাপ-দিবস সম্বন্ধে সতর্ক করুন। ঐ দিবসে সকল ব্যাপারের ফয়সলা হইবে। আর লোকে দুন্‌য়াতে গাফিল রহিয়াছে এবং ঈমান আনিতেছে না।"

সূরা আন্‌-নূর

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"আর যাহারা নিজেদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ করে অথচ তাহারা নিজেরা ছাড়া তাহাদের অপর কোন সাক্ষী না থাকে.....।" (নূর, ৬)।

৫৭৪। সহল ইব্‌ন সা'দ রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, বনু 'আজলানের সরদার 'আসিম ইব্‌ন 'আদীর নিকটে 'উওইমির গিয়া বলিল, "যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সহিত অপর কোন লোককে (ব্যভিচার করিতে) দেখে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনারা কী বলেন? ঐ ব্যক্তি যদি ঐ ব্যভিচারীকে হত্যা করিয়া বসে তবে আপনারা তাহাকে হত্যা করিবেন। এমত অবস্থায় ঐ ব্যক্তি কী করিবে? আপনি আমার জন্য রসূলুল্লাহ সঃ-কে (এই ব্যাপার সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসা করিবেন।"

অনন্তর 'আসিম নবী সঃ-র নিকট গিয়া বলিল, "হে আল্লার রসূল"। (এবং তারপর 'উওইমিরের কথা পেশ করিল)। রসূলুল্লাহ সঃ এইরূপ 'যদি-তবে' প্রশ্নাদি পছন্দ করিলেন না এবং ঐ প্রকার প্রশ্নকে দোষণীয় বিবেচনা করিলেন। অতঃপর 'উওইমির 'আসিমকে জিজ্ঞাসা করিলে 'আসিম বলিল, 'এইরূপ 'যদি-তবে' প্রশ্নকে রসূলুল্লাহ সঃ অপছন্দ করিলেন এবং উহাকে দোষণীয় বিবেচনা করিলেন।" তখন 'উওইমির বলিল, "আল্লার কসম, আমি এই বিষয়টি রসূলুল্লাহ সঃকে জিজ্ঞাসা না করিয়া ক্ষান্ত হইব না।" অতঃপর সে রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট গিয়া বলিল, "আল্লার রসূল, কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সহিত অপর লোককে (ব্যভিচার করিতে দেখিয়া সেই ব্যক্তি যদি ঐ ব্যভিচারীকে হত্যা করে তাহা হইলে আপনারা তো তাহাকে হত্যা করিবেন। এমত অবস্থায় ঐ ব্যক্তি কী করিবে?" তাহাতে রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, 'তোমার সম্পর্কে ও তোমার স্ত্রী সম্পর্কে আল্লাহ কুরআন নাযিল করিয়াছেন।' অনন্তর আল্লাহ কুরআনে যে ভাবে লি'আন করিতে বলিয়াছেন সেই ভাবে লি'আন করিবার, জন্য রসূলুল্লাহ সঃ তাহাদিগকে হুকম করিলেন। ফলে, 'উওইমির তাহার স্ত্রীর সহিত লি'আন করিল (পরবর্তী হাদীসটিতে লিআ'নের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তারপর 'উওইমির বলিল, "আল্লার রসূল, (ইহার পরেও) আমি যদি আমার এই স্ত্রীকে আমার নিকটে রাখি তাহা হইলে আমি তাহার প্রতি অবিচার করিব।" এই বলিয়া সে তাহার ঐ স্ত্রীকে তালাক দিল। অনন্তর তাহাদের পরবর্তী লি'আনকারীদের ব্যাপারে তালাক দেওয়া সুন্নতে পরিণত হইল।

তারপর রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, "তোমরা লক্ষ্য রাখিও, 'উওইমিরের স্ত্রী যদি এমন সন্তান প্রসব করে যাহার শরীরের রং কাল, চোখের তারা ঘোর কাল, পাছা বড় এবং পায়ের নলা মোটা ও লম্বা হয় তবে আমি নিশ্চিত মনে করিব যে 'উওইমির তাহার স্ত্রী সম্বন্ধে সত্য বলিয়াছে। আর সে যদি গিলগিটির ন্যায় লোহিত বর্ণের ক্ষুদ্রকায়

সন্তান প্রসব করে তবে আমি নিশ্চিত মনে করিব যে, 'উওইমির তাহার স্ত্রী সম্পর্কে মিথ্যা বলিয়াছে।"

অনন্তর 'উওইমিরের সত্যবাদী হওয়া সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সঃ সন্তানটির যেরূপ বর্ণনা দিয়াছিলেন 'উওইমিরের স্ত্রী ঐরূপ সন্তান প্রসব করিল। ফলে, ঐ সন্তানটি পরে তাহার মাতার নামে পরিচিত হইত।

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"আর ঐ প্রকার স্ত্রীলোক আল্লার নামে শপথ করিয়া চারিবার সাক্ষ্য দিলে শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইবে।" (নূর, ৮)

৫৭৫। ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ-র নিকটে হিলাল ইব্‌নে উমাইয়া তাহার স্ত্রীকে শরীক ইব্‌নে সহমার সহিত ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করিল। তখন নবী সঃ বলিলেন, "প্রমাণ (আন); নতুবা তোমার পিঠে শাস্তি (গ্রহণ কর)।' হিলাল বলিল, "আল্লার রসূল, আমাদের কেহ যখন তাহার স্ত্রীর উপরে কোন লোককে দেখে তখন সে কি সাক্ষী খুঁজিতে বাহির হইবে?" কিন্তু নবী সঃ বলিতে থাকিলেন, "প্রমাণ; নতুবা তোমার পিঠে শাস্তি।" তখন হিলাল বলিল, "যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠাইয়াছেন তাঁহার কসম, আমি নিশ্চয় সত্যবাদী এবং নিশ্চয় আল্লাহ এমন কিছু নাযিল করিবেন যাহা আমার পিঠকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে।' অতঃপর জিবরাঈল আসিয়া নবী সঃ-র প্রতি ইহা নাযিল করিলেন—

"আর যাহারা নিজ স্ত্রীদিগকে ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং তাহাদের নিজেরা ছাড়া তাহাদের অপর কোন সাক্ষী না থাকে তবে তাহাদের সাক্ষ্যের পদ্ধতি এই হইবে: অভিযোগকারী স্বামী আল্লার কসমযোগে যদি চারি বার সাক্ষ্য দেয় যে, সে নিশ্চয় সত্যবাদী। আর পঞ্চম বার সে বলিবে যে, সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে তাহার উপর আল্লার লা'নত হইবে। আর ঐ স্ত্রীলোক (ব্যভিচারের) শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইবে যদি সে আল্লার কসমযোগে চারি বার সাক্ষ্য দেয় যে, অভিযোগকারী নিশ্চয় মিথ্যাবাদী, এবং যদি সে পঞ্চমবারে বলে যে, অভিযোগ-কারী সত্যবাদী হইলে ঐ স্ত্রীলোকের উপর আল্লার গযব হইবে" (নূর, ৬—৯)

এই পাল্টা-পাল্টি সাক্ষ্যদান প্রক্রিয়াকে শরীআতে লি'আন বলা হয়।

তারপর রসূলুল্লাহ সঃ ফিরিয়া আসিলেন এবং হিলালের স্ত্রীকে ডাকিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। অনন্তর (হিলালের স্ত্রী আসিয়া ব্যভিচারের অভিযোগ অস্বীকার করিলেন) হিলাল আসিয়া সাক্ষ্য দিতে লাগিল। ঐ সময়ে নবী সঃ বলিতে লাগিলেন 'নিশ্চয় আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। কাজেই তোমাদের কেহ কি নিজ বক্তব্য হইতে ফিরিতেছ?'

তারপর হিলালের স্ত্রী দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দিতে লাগিল। অনন্তর সে যখন পঞ্চম বারের উক্তিটি করিতে উদ্যত হইল তখন লোকে তাহাকে থামাইয়া বলিল, "ইহা

(মিথ্যা হইলে) নিশ্চয় আমাব অবধারিত করিবে।"

ইব্‌নে 'আব্বাস রাঃ বলেন,তখন সে থামিয়া রহিল ও ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তাহাতে আমরা মনে করিলাম যে, সে হয়তো ফিরিবে। কিন্তু তাহার পরেই সে বলিল, "আমি আমার কওমকে চিরকালের জন্য লান্ছিত করিতে পারি না।" অতঃপর সে পঞ্চম বারের উক্তিটি বলিয়া ফেলিল। তখন নবী সঃ বলিলেন, "তোমরা এই স্ত্রীলোকটির প্রতি লক্ষ্য রাখিও। সে যদি এমন সন্তান প্রসব করে যাহার চোখের পাতা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, নিতম্ব প্রশস্ত এবং পায়ের নলা লম্বা ও মোটা হয় তবে সে শরীক ইব্‌নে সহমার সন্তান।" অনন্তর সে ঐরূপ সন্তান প্রসব করিলে নবী সঃ বলিলেন, "আল্লার কিতাবে যাহা নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা যদি না হইত তাহা হইলে আমার মধ্যে ঐ স্ত্রীলোকটির মধ্যে এক অভিনব আচরণ হইত। (অর্থাৎ ব্যভিচার করার সঙ্গে মিথ্যা বলা—এই দুই অপরাধের জন্য তাহাকে অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দিতাম।)"

সূরা আল্-ফুরকান

আল্লা তা'আলার বাণী—

"যাহাদিগকে মুখের ভরে লইয়া গিয়া জাহান্নামে সমবেত করা হইবে।" (ফুর্‌কান, ৩৪)

৫৭৬। আনস ইব্‌নে মালিক রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি বলিল, "আল্লার নবী, কিয়ামত দিবসে কাফিরদিগকে কীভাবে মুখের ভরে লইয়া যাওয়া হইবে?' নবী সঃ বলিলেন, "যিনি মানুষকে দুনিয়াতে দুই পায়ের উপরে হাঁটাইয়াছেন তিনি কি কিয়ামত দিবসে তাহাকে মুখের ভরে হাঁটাইতে ক্ষমতাবান নন?"

সূরা আর্ রূম

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

'আলিফ—লাম—মীম, রূমেরা পরাজিত হইয়াছে।" (রূম, ১—২)

[নিম্নের হাদীসটি উল্লিখিত আয়াত দুইটির তফসীর নহে। সূরা রূমের ১২ হইতে ১৬ পর্যন্ত পাঁচটি আয়াতে কিয়ামতের যে বিবরণ রহিয়াছে তাহারই পরি-প্রেক্ষিতে ইবনে মস'উদ রাঃ ঐ কিন্দী লোকটির প্রতিবাদ করেন]।

৫৭৭। ইবনে মস'উদ রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, (একদা) তাহার নিকট সংবাদ পৌছিল যে, কিন্দী গোত্রে একজন লোক এই মর্মে হাদীস বর্ণনা করিতেছে যে, "কুরআনে যে ধোঁয়া আসার কথা বলা হইয়াছে তাহা এখনও আসে নাই। ঐ ধোঁয়া কিয়ামত দিবসে আসিয়া মুনাফিকদের কানকে ও চোখকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে

এবং মুমিনদিগকে এক প্রকার কাশির আকারে ধরিবে।" ইবনে মস'উদ রাঃ'র নিকট যে সময়ে এই সংবাদ পৌছে সেই সময়ে তিনি হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। তিনি ইহা শুনিয়া রাগান্বিত হইয়া ঠিক হইয়া বসিলেন এবং বলিলেন, যে ব্যক্তি ইল্ম রাখে তাহার পক্ষে কথা বলা উচিত। আর যে ব্যক্তি জানে না তাহার উচিত সে যেন বলে, 'আল্লাহ ভাল জানেন।' আর যে ব্যক্তি যাহা জানে না তাহার পক্ষে ঐ বিষয় সম্পর্কে 'আমি জানি না' বলাই ইল্মের শামিল। আল্লাহ তাঁহার নবী সঃকে এই নির্দেশ দেন, "(হে রসূল, আপনি লোকদের) বলুন, আমি ইহার জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না এবং আমি শূন্যগর্ভ আড়ম্বরকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই। (অর্থাৎ আমি না জানিয়া কোন কথা বলি না।)"

(ধোঁয়া সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য এই—)

কুরাইশগণ ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করিলে নবী সঃ তাহাদের প্রতি এই বলিয়া বদ-দু'আ করেন 'হে আল্লাহ, তুমি তাহাদের প্রতি য়ুসুফের যামানার সাত বৎসরের (দুর্ভিক্ষের ন্যায় সাতটি বৎসর আনিয়া আমার সহায়তা কর।" ফলে, তাহারা এমন দুর্ভিক্ষে পতিত হইল যে, তাহাতে তাহারা ধ্বংস হইবার উপক্রম হইল এবং মৃত জন্তু ও হাড় খাইতে লাগিল। সেই সময়ে লোকে আসমান ও যমীনের মধ্যে ধোঁয়ার ন্যায় দেখিতেছিল। তাহাতে আবু সুফয়ান নবী সঃ-র নিকট গিয়া বলিয়াছিল, "হে মুহম্মদ, আপনি আমাদেরে আত্মীয়তা রক্ষা করিয়া চলিতে আদেশ করেন। আপনার কওম ধ্বংস হইতে চলিল। অতএব আপনি আল্লার নিকট দু'আ করুন।"

তারপর ইবনে মস'উদ রাঃ (তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে সূরা আদ-দুখানের ১০—১৫ আয়াত কয়টি) পড়েন,—

"(১০—১২) অতএব, তোমরা ঐ দিবসের অপেক্ষায় থাক যে দিবসে আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়া আনয়ন করিবে। উহা লোকদের আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। (বলা হইবে) ইহা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (লোকে বলিবে) "হে আমাদের রব্ব, আমাদের হইতে এই শাস্তি দূর করুন; আমরা নিশ্চয় মুমিন হইব।"

"(১৫) নিশ্চয় আমি শাস্তিকে কিছু কালের জন্য দূর করিতেছি; কিন্তু তোমরা আবার (কুফরে) ফিরিয়া যাইবে।"

(ঐ কিন্দী লোকটির কথা কিছুতেই ঠিক হইতে পারে না। কারণ এই আয়াত-গুলি অনুসারে উহা দূরীভূত হইবেই হইবে।) তাই ইব্নে মস'উদ রাঃ বলেন, "তবে কি আখেরাতে আসিবার পরে উহা আবার দূরীভূত হইবে এবং উহারা কি আবার কুফরীর দিকে ফিরিয়া যাইবে? হ্যাঁ দুন্য়ার শাস্তির কথা বলা হইয়াছে (সূরা আদ্-দুখানের ১৬ নং আয়াতে) আল্লাহ তা'আলার এই বাণীতে,—"যে দিন আমি কঠিন পাকড়াও করিব।" এই কঠিন পাকড়াও-এর দিনের তাৎপর্য হইতেছে "বদর যুদ্ধের দিন" এবং (সূরা আল্ ফুরকানের শেষ শব্দ) 'লিযামা-র তাৎপর্য হইতেছে 'বদর যুদ্ধের শাস্তি'।

সূরা আস্-সজ্‌দা

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"তাহাদের জন্য নয়নাভিরাম যাহা কিছু গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে তাহা (আল্লাহ ছাড়া) কোন প্রাণীই জানে না।" (সজ্‌দা, ১৭)

৫৭৮। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, পরাক্রান্ত, মহান আল্লাহ বলেন, "আমার নেককার বান্দাদের জন্য আমি এমন সব ভাণ্ডার তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি যাহা কোন চোখে দেখে নাই, কোন কানে শুনে নাই এবং কোন মানুষের অন্তরে উদয় হয় নাই। এ সম্বন্ধে তোমাদিগকে যাহা জানান হইয়াছে তাহার কথা ছাড়িয়া দাও।" অতঃপর নবী সঃ পড়েন—

"নেককার বান্দাগণ দুনয়াতে যাহা করিয়া চলিয়াছে তাহার প্রতিদানে তাহাদের জন্য নয়নাভিরাম যাহা কিছু গোপন রাখা হইয়াছে তাহা (আল্লাহ ছাড়া) কোন প্রাণীই জানে না।"

সূরা আল্-আহযাব

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"(হে রসূল,) তাহাদের (অর্থাৎ আপনার বর্তমান স্ত্রীদের) মধ্য হইতে আপনি যাহাকে চান দূরে রাখুন এবং যাহাকে চান নিজের কাছে স্থান দিন" (আহযাব, ৫১)।

৫৭৯। 'আয়িশা রাঃ বলেন, যে সকল স্ত্রীলোক নিজেদেরে (বিনা মহরে) রসূলুল্লাহ সঃ-কে দান করিত তাহাদের প্রতি আমার ঘৃণা হইত এবং আমি বলিতাম, স্ত্রীলোক কি করিয়া নিজেকে দান করে? অতঃপর পরাক্রান্ত, মহান আল্লাহ যখন নাযিল করিলেন "(হে রসূল,) আপনি তাহাদের (অর্থাৎ আপনার বর্তমান স্ত্রীদের) মধ্য হইতে যাহাকে চান দূরে রাখুন এবং যাহাকে চান নিজের কাছে স্থান দিন এবং যাহাদের দূরে রাখেন তাহাদের কাহাকেও যদি আপনি কাছে লইতে চান তবে (এ সবের কোনটিতেই) আপনার কোন অপরাধ হইবে না।" তখন আমি (নবী সঃ-কে) বলিলাম, "আমি আপনার রব্বকে দেখি যে, তিনি আপনার অভিলাষ শীঘ্রই পূর্ণ করিয়া থাকেন।"

৫৮০। 'আয়িশা রাঃ বলেন, আল্লার কালাম—"(হে রসূল,) তাহাদের মধ্য হইতে আপনি যাহাকে চান, দূরে রাখুন এবং যাহাকে চান নিজের কাছে স্থান দিন"—নাযিল হইবার পরে রসূলুল্লাহ সঃ তাঁহার কোন স্ত্রীর নির্ধারিত দিনে তাঁহার অন্য স্ত্রীর নিকট যাইতে ইচ্ছা করিলে ঐ স্ত্রীর অনুমতি চাহিতেন। (আমার দিনে তিনি আমার অনুমতি চাহিলে) আমি বলিতাম, "আল্লাহ রসূল, ইহা যদি আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে তাহা হইলে আমি তো আপনাকে অপর কাহারও জন্য অনুমতি দেওয়া পছন্দ করি না।

পরাক্রান্ত, মহান আল্লার বাণী—
"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর ঘরে প্রবেশ করিও না।"—
(আহযাব, ৫৩)

৫৮১। 'আয়িশা রাঃ বলেন, পর্দার আয়াত নাযিল হইবার পরে (একদা) সওদা নিজ প্রয়োজনে বাহির হইয়াছিল। সওদা মোটা-সোটা স্ত্রীলোক ছিল বলিয়া যে-কেহ তাহাকে চিনিত তাহার কাছে সে চাদরে আবৃত অবস্থাতেও গোপন থাকিত না। অনন্তর, উমর ইব্‌নে খাত্তাব তাহাকে দেখিয়া বলিল, 'সওদা, সাবধান। আল্লার কসম তুমি আমার নিকট গোপন থাকিতে পারিলে না। কাজেই, ভবিষ্যতে কীভাবে বাহির হইবে তাহা লক্ষ্য রাখিও-' 'আয়িশা বলেন, তাহাতে সওদা ফিরিয়া আসিল। ঐ সময়ে রসূলুল্লাহ সঃ আমার ঘরে রাত্রির খানা খাইতেছিলেন এবং তাঁহার হাতে গোশ্‌তযুক্ত একটি হাড় ছিল। সওদা প্রবেশ করিয়া বলিল "আল্লার রসূল, আমার কোনও প্রয়োজনে আমি বাহিরে গিয়াছিলাম। তখন 'উমর আমাকে এই এই কথা বলিল।" 'আয়িশা বলেন, তখনই আল্লাহ নবী সঃ-র প্রতি অহ্‌ঈ নাযিল করিলেন। অতঃপর অহ্‌ঈ শেষ হইল। অহ্‌ঈকালে গোশ্‌তযুক্ত হাড়টি নবী সঃ-র হাতেই ছিল। তিনি উহা রাখিয়া দেন নাই। তারপর নবী সঃ বলিলেন, "তোমাদের প্রয়োজনে, তোমাদিগকে বাহির যাইতে অনুমতি দেওয়া হইল।"

পরাক্রান্ত, মহান আল্লার বাণী—
"তোমরা কোন কিছু প্রকাশ কর অথবা উহা গোপন রাখ।"—
(আহ্‌যাব, ৫৪)

৫৮২। 'আয়িশা রাঃ বলেন, পর্দার বিধান নাযিল হইবার পরে আবু কু'আইসের ভাই আফ্‌লাহ্ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুমতি চাহিলে আমি বলিলাম, যে পর্যন্ত আমি তাহার সম্পর্কে নবী সঃ-র অনুমতি না লইব সে পর্যন্ত আমি তাহাকে অনুমতি দিব না। কেননা, ইহার ভাই আবু কু'আইস তো আমাকে দুধ পান করান নাই। বরং আবু কু'আইসের স্ত্রী আমাকে দুধ পান করাইয়াছিলেন। অতঃপর নবী সঃ আমার নিকটে আসিলে আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আল্লার রসূল আবু কু'আইসের ভাই আফ্‌লাহ্ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুমতি চাহিলে আমি আপনার অনুমতি না লওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করিয়াছি"। তাহাতে রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, "তোমার চাচাকে অনুমতি দিতে তোমার কী বাধা ছিল?" আমি বলিলাম, "আল্লার রসূল, (আবু কু'আইস) পুরুষ লোকটি তো আমাকে দুধ পান করান নাই, বরং আবু কু'আইসের স্ত্রী আমাকে দুধ পান করাইয়াছিলেন।" নবী সঃ বলিলেন, "সে তো তোমার চাচা। তাহাকে অনুমতি দাও হতভাগী কোথাকার।"

পরাক্রান্ত, মহান আল্লার বাণী—
'নিশ্চয় আল্লাহ ও তাহার ফিরিশতাগণ নবীর মর্যাদার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন।"
(আহযাব, ৫৬)

৫৮৩। কা'ব ইব্‌নে 'উজরা রাঃ বলেন, (একদা) নবী সঃ-কে বলা হইল, "আল্লার রসূল, আপনার প্রতি সালামের কথা। তাহা তো আমরা শিখিয়াছি, কিন্তু আপনার প্রতি সলাত কিরূপ হইবে?" নবী সঃ বলিলেন, তোমরা বলিবে—

"হে আল্লাহ, তুমি মুহম্মদের প্রতি ও মুহম্মদের আপন জনের প্রতি বিশেষ দয়া কর যেমন তুমি বিশেষ দয়া করিয়াছিলে ইবরাহীমের আপন জনের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত, মহিমান্বিত।

"হে আল্লাহ, তুমি মুহম্মদের প্রতি ও মুহম্মদের আপন জনের প্রতি বরকত দাও যেমন তুমি বরকত দিয়াছিলে ইবরাহীমের আপন জনের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত, মহিমান্বিত।"

৫৮৪। আবু স'ঈদ খুদরী রাঃ বলেন, আমরা বলিলাম, "আল্লার রসূল, আপনার প্রতি সালাম' তো এই। (উহা হইতেছে, তাশহ্হুদে 'আসসালামু 'আলাইকা আইয়ুহান্নাবীয়ু অরহমাতুল্লাহি অবরকাতুহু' বলা।) কিন্তু আপনার প্রতি'সলাত' আমরা কি ভাবে বলিব?" নবী সঃ বলিলেন, তোমরা বল—

"হে আল্লাহ তোমার বান্দা ও তোমার রসূল মুহম্মদের প্রতি বিশেষ দয়া কর যেমন তুমি বিশেষ দয়া করিয়াছিলে ইবরাহিমের আপন জনের প্রতি এবং মুহম্মদের প্রতি ও মুহম্মদের আপন জনের প্রতি বরকত দাও যেমন তুমি বরকত দিয়াছিলে ইবরাহীমের প্রতি।'

পরাক্রান্ত, মহান আল্লার বাণী—
"তোমরা ঐ লোকদের মত হইও না যাহারা মূসাকে যাতনা দিয়াছিল। অনন্তর আল্লাহ তাহাকে দোষমুক্ত প্রমাণ করিয়াছিলেন।"
(আহযাব, ৬৯)

৫৮৫। আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, 'মূসা অত্যন্ত লজ্জাশীল লোক ছিলেন। (সম্পূর্ণ হাদীস প্রথম খণ্ড গোসল অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

সূরা সবা

আল্লাহ তা'আলার বাণী—
"তিনি ভীষণ আযাব আগমনের পূর্বে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র।"—
(সবা, ৪৬)

৫৮৬। ইব্‌নে 'আব্বাস রাঃ বলেন, একদা নবী সঃ সফা পাহাড়ের উপর চড়িলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ওহে প্রভাতকালীন আক্রমণ।' তাহাতে কুরাইশগণ তাঁহার দিকে আসিয়া সমবেত হইল এবং বলিতে লাগিল, 'ব্যাপার কী?' নবী সঃ বলিলেন, 'আপনারা কী বলেন? আমি যদি আপনাদেরে সংবাদ দিই যে, শত্রু আপনাদেরে প্রাতে অথবা সন্ধ্যায় আক্রমণ করিবে তবে কি আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করিবেন না?' তাহারা বলিল, "'হাঁ' বিশ্বাস করিব।' তখন তিনি বলিলেন, 'আপনাদের প্রতি ভীষণ আযাব আগমনের পূর্বে আমি আপনাদেরে সতর্ককারী মাত্র। (আপনারা আমার এই কথায় বিশ্বাস করুন।)' তখন আবূলহব বলিল, 'তোমার বিনাশ হউক। এই জন্যই কি তুমি আমাদিগকে একত্রিত করিয়াছ?' তাহাতে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন:—

'আবূ লহবের দুই হাত ধ্বংস হউক।' ……

[সূরা আয্-যুমর]

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

'ওহে আমার ঐ সব বান্দা যাহারা নিজেদের প্রতি বাড়াবাড়ি করিয়াছ……।' (যুমর, ৫৩)

৫৮৭। ইব্‌ন আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, মুশরিকদের কতক লোক বহু নরহত্যা করিয়াছিল এবং বহু ব্যভিচার করিয়াছিল। অনন্তর তাহারা মুহম্মদ সঃ-র নিকট আসিয়া বলিল, 'আপনি যাহা কিছু বলেন এবং যাহার দিকে আহ্বান জানান উহা নিশ্চয় ভাল কথা। কিন্তু আমরা যে পাপ করিয়াছি তাহা মাফ হইবার কোন উপায় থাকিলে তাহা যদি আমাদিগকে জানাইতেন। (তবে বড় ভাল হইত।)' তখন নাযিল হইল:

(সূরা আল-ফুরকানের ৬৮-৭১ আয়াতগুলি। উহা এই: (৬৮) '(রহমানের বান্দা তাহারা)……যাহারা আল্লার সঙ্গে সঙ্গে আর কোন মা'বূদকে ডাকে না, যে প্রাণকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করিয়াছেন তাহাদিগকে হত্যা করে না, এবং ব্যভিচারও করে না। যে ব্যক্তি এইগুলি করে সে ভীষণ পাপ করে।'

(৭০) 'কিন্তু যে ব্যক্তি তওবা করতঃ ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে তাহাদের পাপগুলি আল্লাহ মাফ করিয়া দিয়া তাহার স্থলে পুণ্য দান করেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাকারী অত্যন্ত দয়াবান রহিয়াছেন।'

এবং নাযিল হইল, (সূরা আয-যুমরের ৫৩নং আয়াত। উহা এই)—

'(হে রসূল, আপনি আমার পক্ষ হইতে) বলুন, ওহে আমার ঐ সব বান্দাগণ, যাহারা নিজেদের প্রতি বাড়াবাড়ি করিয়াছ আল্লার রহমত হইতে নিরাশ হইও না। ইহা নিশ্চিত যে, (তওবা করিলে) আল্লাহ তামাম গুনাহ মাফ করিয়া দেন। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাকারী অত্যন্ত দয়াবান।'

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

'আর তাহারা আল্লার প্রকৃত মর্যাদা অনুমান করিতে পারে নাই।' (যুমর, ৬৭)

৫৮৮। আবদুল্লাহ রাঃ বলিয়াছেন, য়াহূদী আলিমদের মধ্য হইতে একজন আলিম (একদা) রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট আসিয়া বলিল, "হে মুহম্মদ, আমরা (তওরাত গ্রন্থে) দেখিতে পাই যে, (কিয়ামত দিবসে) আল্লাহ আসমানসমূহকে একটি আঙ্গুলের উপর, যমীনসমূহকে একটি আঙ্গুলের উপর, বৃক্ষরাজিকে একটি আঙ্গুলের উপর, পানি ও মাটিকে একটি আঙ্গুলের উপর এবং বাকী সৃষ্টিকে একটি আঙ্গুলের উপর রাখিয়া বলিবেন, 'আমিই বাদশাহ।'"

(য়াহূদী আলিমটির) ঐ কথায় নবী সঃ এমনভাবে হাসিলেন যে, তাঁহার শ্মশ্রু-দন্তগুলি দেখা গিয়াছিল।

বর্ণনাকারী বলেন, ঐ আলিমের উক্তির সমর্থনে রসূলুল্লা সঃ হাসিয়াছিলেন।[১]

অতঃপর রসূলুল্লাহ সঃ পড়িলেন,

'আর তাহারা আল্লার যথার্থ মর্যাদা অনুমান করিতে পারে নাই।'

পরাক্রান্ত, মহান আল্লার বাণী—

'আর কিয়ামত দিবসে সমস্ত যমীন তাঁহার এক মুষ্টি পরিমাণ হইবে।' (যুমর, ৬৭)

৫৮৯। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সঃ-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি—(কিয়ামত দিবসে) আল্লাহ যমীনকে এক মুষ্টির মধ্যে লইবেন এবং আসমানসমূহকে তাঁহার ডান হাতে গুটাইয়া লইবেন। (অর্থাৎ) আসমান-যমীন সবই ধ্বংস করিবেন। তারপর তিনি বলিবেন, 'আমিই বাদশাহ। দুনয়ার বাদশাহগণ কোথায়?'

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

'আর শিঙ্গাতে ফুঁক দেওয়া হইবে। ফলে আসমানসমূহে এবং যমীনে যে কেহ থাকিবে সকলেই অজ্ঞান হইয়া পড়িবে।'—(যুমর, ৬৮)

৫৯০। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন 'দুই ফুঁকের মধ্যে চল্লিশ ব্যবধান হইবে।'

---

১. এই হাদীসে উল্লিখিত আয়াত অংশটি, ঐ আয়াতেরই বাকী অংশ এবং পরবর্তী হাদীসটি ঐ য়াহূদী আলিমের বিবরণের সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজেই ইমামগণ বলেন যে, ঐ য়াহূদী আলিমের অজ্ঞতার কারণে নবী সঃ ঐ ভাবে হাসিয়াছিলেন।

লোকে আবূ হুরাইরাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আবূ হুরাইরা, চল্লিশ দিনের ব্যবধান?'
আবূ হুরাইরা বলিলেন, 'আমি তাহা অস্বীকার করি।' অতঃপর লোকে বলিল, 'চল্লিশ বৎসরের?' আবূ হুরাইরা বলেন, 'আমি তাহা অস্বীকার করি।' লোকে আবার বলিল, 'তাহা হইলে কি চল্লিশ মাসের?' তিনি বলেন, 'আমি তাহাও বলি না।'

তারপর আবূ হুরাইরা বলেন, 'মানুষের মেরুদণ্ডের নিম্নাস্থি ব্যতীত সব কিছুই বিনষ্ট হইবে এবং ঐ মেরুপুচ্ছকে ভিত্তি করিয়া মানুষের আকৃতি সম্পূর্ণ করা হইবে।'

[সূরা আশ্-শূরা]

পরাক্রান্ত মহান আল্লার বাণী—

'(হে রসূল, আপনি কুরাইশদেরে) বলুন, আমি আপনাদের নিকটে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ভালবাসা ছাড়া আর কোন প্রতিদান চাহি না।'—(শূরা, ২৩)

৫৯১। ইব্ন 'আব্বাস রাঃ বলেন, কুরাইশদের এমন কোন গোষ্ঠী ছিল না যাহার সহিত নবী সঃ-র আত্মীয়তা ছিল না, তাই তিনি (এই আয়াত-অংশের ব্যাখ্যায়) বলেন 'আমার ও তোমাদের মধ্যে যে আত্মীয়তা বন্ধন রহিয়াছে তাহা তোমরা মিলিত রাখিবে ইহা ছাড়া আর কোন প্রতিদান চাহি না।'

[সূরা আদ্-দুখান]

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

'হে আমাদের রব্ব, আমাদের হইতে আযাব দূরীভূত করুন। নিশ্চয় আমরা মুমিন।'—(দুখান, ১২)

৫৯২। এই সম্পর্কে ইবনে মস'উদের হাদীস সূরা আর-রূমের তফসীরে (তজরীদ ২য় খণ্ড, ৫৭৭ নং) বর্ণিত হইয়াছে। এখানকার বর্ণনায় এতটুকু বেশী রহিয়াছে।—

লোকেরা যখন বলিয়াছিল, 'হে আমাদের রব্ব, আমাদের হইতে আযাব দূরীভূত করুন।' তখন (আল্লার তরফ হইতে) নবী সঃ-কে বলা হইয়াছিল, 'আমি যদি তাহাদের হইতে আযাব দূরীভূত করি তাহা হইলে তাহারা আবার কুফরের দিকে ফিরিয়া যাইবে।' অতঃপর নবী সঃ তাঁহার রব্বের নিকট দু'আ করিলে আল্লাহ তাহাদের হইতে আযাব দূর করেন। অনন্তর, তাহারা আবার কুফরে ফিরিয়া গেলে আল্লাহ বদর যুদ্ধে তাহাদের হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

[সূরা আল্-জাসিয়া]

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

'যমানা ছাড়া আর কেহই আমাদিগকে ধ্বংস করে না।'—(জাসিয়া, ২৪)

৫৯৩। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, নবী সঃ বলিয়াছেন যে আল্লাহ বলেন, 'আদম-সন্তান আমাকে মনঃপীড়া দেয়। সে যমানাকে গালি দেয়; আর সেই যমানা তো আমিই। কারণ, সকল ব্যাপারেই তো আমার হাতে এবং আমিই তো দিবারাত্রির পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকি।'

[সূরা আল্-আহ্‌কাফ]

আল্লাহ তা'আলার বাণী—
'তাহারা ('আদ জাতি) যখন আযাবকে মেঘের আকারে তাহাদের ময়দানের দিকে আসিতে দেখিল।' (আহকাফ, ২৪)

৫৯৪। নবী সঃ-র পত্নী আয়িশা রাঃ বলেন, আমি নবী সঃ-কে কখনও এমনভাবে হাসিতে দেখি নাই যাহাতে তাঁহার আলজিভ পর্যন্ত দেখা যায়। তিনি মৃদু হাসিই হাসিতেন। হাদীসটির বাকী অংশ 'সৃষ্টির আরম্ভ' অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। (উহা এই)

(নবী সঃ যখন আকাশে কোন মেঘ দেখিতেন তখন তিনি একবার অগ্রসর হইতেন, একবার পশ্চাতে চলিতেন—একবার ঘরে ঢুকিতেন, একবার বাহিরে আসিতেন এবং তাঁহার চেহারার রং বদলাইয়া যাইত। তারপর আসমান যখন বর্ষণ আরম্ভ করিত তখন তিনি চিন্তামুক্ত হইতেন। 'আয়িশা রাঃ বলেন, আমি তাঁহাকে তাঁহার এই অবস্থার কথা জানাইলে তিনি বলেন 'কী জানি! উহা ঐরূপও হইতে পারিত যেমন এক জাতি (অর্থাৎ 'আদ জাতি) মেঘ আসিতে দেখিয়া বলিয়াছিল, এই মেঘ আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণকারী হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা আযাব ছিল।'

[সূরা মুহম্মদ]

আল্লাহ তা'আলার বাণী—
'এবং তোমরা আত্মীয়তা-বন্ধন ছিন্ন করিয়া থাক।' (মুহম্মদ, ২২)

৫৯৫। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, আল্লাহ যখন তামাম মাখলুকাত পয়দা করিয়া সমাপ্ত করিলেন তখন 'আত্মীয়তা' উঠিয়া দাঁড়াইয়া আল্লার কাপড় ধরিয়া আশ্রয় চাহিল। তখন আল্লাহ তাহাকে বলিলেন, 'থাম; ব্যাপার কী?' সে বলিল, 'আমাকে ছিন্ন করা হইতে আশ্রয় গ্রহণকারীরূপে দাঁড়াইয়াছি।' তখন আল্লাহ বলিলেন, 'তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, যে ব্যক্তি তোমাকে মিলিত করিয়া রাখিবে আমি তাহার সহিত মিলন রাখিব এবং যে ব্যক্তি তোমাকে ছিন্ন করিবে আমি তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিব?' সে বলিল, 'হাঁ, হে আমার রব্ব। আমি ইহাতে সন্তুষ্ট।' আল্লাহ বলিলেন, 'তাহা হইলে ঐরূপই হইবে।'

অতঃপর আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, তোমরা যদি (সমর্থন) চাও, তাহা হইলে পড়িয়া দেখ, (সূরা মুহম্মদের ২২নং আয়াত।)

'তোমরা যদি কর্তৃত্ব ক্ষমতা লাভ কর তাহা হইলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে উৎপাত করিতে থাকিবে এবং তোমাদের আত্মীয়তা-বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিবে।'

৫৯৬। অপর এক বর্ণনায় আছে, রসূলুল্লাহ সঃ স্বয়ং বলিয়াছেন, 'যদি তোমরা (সমর্থন) চাও তবে এই আয়াত পড়িয়া দেখ।.........'

[সূরা কাফ]

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

'এবং জাহান্নাম বলিবে, আরও কিছু আছে কি?'—(কাফ, ৩০)

৫৯৭। আনস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে নবী সঃ বলিয়াছেন, 'তামাম পাপীদিগকে জাহান্নামে ফেলা হইলে জাহান্নাম বলিতে থাকিবে, 'আরও কিছু আছে কি? (অর্থাৎ জাহান্নাম তাহাতেও পরিতৃপ্ত হইবে না।)' অনন্তর, আল্লাহ নিজ পদতল উহার মধ্যে রাখিলে জাহান্নাম বলিবে, 'যথেষ্ট; যথেষ্ট হইয়াছে; আর চাই না।'

৫৯৮। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, নবী সঃ বলিয়াছেন, জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হইল। জাহান্নাম বলিল, 'আমাকে তো অহঙ্কারী দুর্দান্তদের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।' আর জান্নাত বলিল, 'আমার কী হইল! আমার মধ্যে শুধু দুর্বল ও পার্থিব ব্যাপারে নগণ্য লোকেরাই প্রবেশ করিবে।' তখন পরাক্রান্ত, মহান আল্লাহ জান্নাতকে বলিলেন, 'তুমি আমার রহমত। আমার বান্দাদের মধ্যে আমি যাহাকে ইচ্ছা করিব তাহাকে তোমার দ্বারা রহমত করিব।' এবং জাহান্নামকে বলিলেন, 'তুমি আমার শাস্তি। আমার বান্দাদের মধ্যে আমি যাহাকে ইচ্ছা করিব তাহাকে আমি তোমার দ্বারা শাস্তি দিব।' (অতঃপর নবী সঃ বলেন,) "জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়কেই পরিপূর্ণ করা হইবে। জাহান্নামের ব্যাপার এই হইবে যে, উহা পাপীদের দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে না। অবশেষে, আল্লাহ নিজ পা উহার মধ্যে রাখিলে সে বলিয়া উঠিবে, 'যথেষ্ট যথেষ্ট, আর না।' তখন জাহান্নাম পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে এবং জাহান্নামের অংশগুলি সঙ্কুচিত হইবে। অপিচ (জাহান্নামকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য) পরাক্রান্ত মহান আল্লাহ তাঁহার সৃষ্টির কাহারও উপর অন্যায় করিবেন না। আর জান্নাতের কথা। (সেও নেককারদের দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে না। তখন তাহাকে পরিপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে) তাহার জন্য আল্লাহ নূতন মখলুক পয়দা করিবেন।"

[সূরা আত্-তুর]

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

'তুর পাহাড়ের এবং লিপিবদ্ধ গ্রন্থ (কুরআন)-এর কসম।' (তুর, ১-২)

৫৯৯। জুবাইর ইব্ন মুত্'ইম রাঃ বলেন, (একদা) আমি নবী সঃ-কে মগরিব নমাযে সূরা তূর পড়িতে শুনি। অনন্তর তিনি যখন এই (৩৫—৩৭) আয়াতগুলি পর্যন্ত পৌঁছিলেন,

'(যাহারা কাফির হইয়াছে) তাহারা কি কোন স্বষ্টিকর্তা ব্যতিরেকেই স্বষ্ট হইয়াছে অথবা তাহারাই কি নিজেদের স্বষ্টিকর্তা? অথবা তাহারাই কি আসমানসমূহকে ও যমীনকে স্বষ্টি করিয়াছে? বরং তাহারা অকারণে ঈমান আনে না। অথবা আপনার রব্বের ভাণ্ডারসমূহ কি তাহাদের নিকটে রহিয়াছে অথবা তাহারাই কি সর্বেসর্বা?',

তখন আমার অন্তর খাঁচা-ছাড়া হইবার উপক্রম করিয়াছিল।

[সূরা আন্-নজ্‌ম্]

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

'লাত্ ও উয্যা সম্বন্ধে তোমরা কী বল?', (নজ্‌ম্, ১৯)

৬০০। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কসম করিতে গিয়া (পূর্ব অভ্যাস বশতঃ বেখেয়াল হইয়া ভ্রমক্রমে) 'লাতের কসম', 'উয্যার কসম' বলিয়া হলপ করিয়া বসে তবে সে যেন তৎক্ষণাৎ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' উচ্চারণ (করত আল্লার তওহীদ ঘোষণা) করে। আর যে ব্যক্তি তাহার সঙ্গীকে বলিয়া বসে, 'এস, আমি তোমার সহিত জুয়া খেলি', তবে সে যেন (উহার কাফ্ফারা স্বরূপ) কিছু দান খয়রাত করে।"

[সূরা আল্ কমর]

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"বরং কিয়ামতই, তাহাদের চুক্তিস্থল। আর কিয়ামত অত্যন্ত বিপদ-সঙ্কুল ও অত্যন্ত কষ্টদায়ক।" (কমর, ৪৬)

৬০১। 'আয়িশা রাঃ বলেন, আমি যে সময় বালিকামাত্র ছিলাম এবং খেলাধুলা করিতাম সেই সময়ে মুহম্মদ সঃ-র প্রতি নাযিল হইয়াছিল (সূরা কমরের ৪৬নং আয়াত)

"বরং কিয়ামতই তাহাদের চুক্তিস্থল। আর কিয়ামত অত্যন্ত বিপদ-সঙ্কুল, অত্যন্ত কষ্টদায়ক।"

[সূরা আর্-রহমান]

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"(নেককারদের জন্য) ঐ দুইটি জান্নাত ছাড়া আরও দুইটি জান্নাত রহিয়াছে।" (রহমান, ৬২)

৬০২। 'আবদুল্লাহ ইব্‌নে কাইস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "দুইটি জান্নাত, উহার পাত্রসমূহ এবং উহাতে যাহা কিছু আছে সবই রৌপ্য-নির্মিত। আর অপর দুইটি জান্নাত, উহার পাত্রসমূহ এবং উহাতে যাহা কিছু আছে সবই স্বর্ণ-নির্মিত। আর 'আদন, জান্নাতে লোকদের মধ্যে ও তাহাদের রব্বের দর্শন লাভের মধ্যে যাহা ব্যবধান থাকিবে তাহা হইবে তাঁহার মুখমণ্ডলের উপরে স্থাপিত মর্যাদার পর্দা।"

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"তাঁবুগুলির মধ্যে অবরুদ্ধা গৌরীগণ', (রহমান, ৭২)

৬০৩। 'আবদুল্লাহ ইব্‌নে কইস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, 'ইহা নিশ্চিত যে, জান্নাতে যে তাঁবু রহিয়াছে তাহা একটি মাত্র মুক্তা দ্বারা নির্মিত। না মুক্তার ভিতর দিক খুদিয়া ফেলিয়া দিয়া উহা নির্মিত হইয়াছে। এক একটি তাঁবু ষাইট মাইল প্রশস্ত। (সেকালে চারি হাজার পদক্ষেপে এক মাইল হইত।) ঐ তাঁবুর প্রত্যেক কোণে এমনভাবে লোক থাকিবে যে, তাহাদের কেহই অপরকে দেখিতে পাইবে না। মুমিনগণ তাহাদের নিকট আনাগোণা করিবে।'

এই হাদীসের বাকী অংশটি পূর্ববর্তী হাদীসটিতে বর্ণিত হইয়াছে।

[সূরা-আল্-মুমতহনা]

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"তোমরা আমার দুশমনকে ও তোমাদের দুশমনকে বন্ধু গ্রহণ করিও না।" —(মুমতহনা, ১)

৬০৪। 'আলী রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ আমাকে যুবাইরকে ও মিকদাদকে পাঠাইলেন। অতঃপর আলী হাতিব ইবনে বল্‌ত'আর ঘটনাটি বর্ণনা করিয়া বলেন, ঐ সম্পর্কে নাযিল হয়:

"হে মুমিনগণ, তোমরা আমার দুশমনকে ও তোমাদের দুশমনকে বন্ধু গ্রহণ করিও না।"

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"মুমিনা স্ত্রীলোকগণ যখন আপনার বই'আত করিবার জন্য আপনার নিকট আসে।" (মুমতহনা, ১২)

৬০৫। উম্ম 'আতীয়া রাঃ বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ সঃ-র বই'আত করিয়াছিলাম। ঐসময়ে তিনি আমাদের সামনে পড়িয়াছিলেন,

"স্ত্রীলোকগণ যেন আল্লার সহিত কাহাকেও শরীক না করে।"

আরও তিনি আমাদিগকে শোক-গাথা গাহিতে গাহিতে উচ্চ স্বরে ক্রন্দন

করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তখন এক জন স্ত্রীলোক (বই'আত হইতে) তাহার হাত টানিয়া লইয়া বলিল, 'অমুক স্ত্রীলোক (আমার শোককালে) শোকগাথা গাহিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছিল। আমি তাহার প্রতিদান দিতে ইচ্ছা করি।', নবী সঃ তাহাকে কিছুই বলিলেন না। তখন ঐ স্ত্রীলোকটি বাহির হইয়া গেল কিন্তু সে আবার তখনই ফিরিয়া আসিলে নবী সঃ তাহার বই'আত গ্রহণ করিলেন।

[সূরা আল্-জুমু'আ]

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"এবং তাহাদের অপর লোকেরা, যাহারা এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই।" (জুমু'আ, ৩)

৬০৬। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, (একদা আমরা নবী সঃ-র নিকটে উপবিষ্ট ছিলাম এমন সময়ে সূরা আল্ জুমু'আ নাযিল হইল। ঐ সূরার--

"এবং তাহাদের অপর লোকেরা যাহারা এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই।" এই বাণী সম্পর্কে কোন সাহাবী বলিল, "আল্লার রসূল, তাহারা কোন্ লোক?" নবী সঃ তাহার কোন উত্তর না দেওয়ায় ঐ সাহাবী তিনবার জিজ্ঞাসা করিল। ঐ সময়ে আমাদের মধ্যে সল্‌মান ফারসী ছিলেন। রসূলুল্লাহ সঃ নিজ হাত সলমান ফারসীর উপরে রাখিয়া বলিলেন, "ঈমান যদি সপ্তর্ষিমণ্ডলে থাকিত তাহা হইলেও ইহাদের লোকেরা ঈমান হাসিল করিত।"

[সূরা আল্-মুনাফিকুন]

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

'(হে রসূল) মুনাফিকগণ যখন আপনার নিকটে আসে তখন তাহারা বলে আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি নিশ্চয়, নিশ্চয় আল্লার রসূল।', (মুনাফিকূন ১)

৬০৭। যাইদ ইব্‌নে আরকম রাঃ বলেন, আমি কোন এক যুদ্ধে ছিলাম। অনন্তর আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সলূলকে বলিতে শুনিলাম, (সে নিজ লোকদের বলিতেছে)', রসূলুল্লার নিকটে যাহারা থাকে তাহারা যে পর্যন্ত তাঁহার আশ-পাশ হইতে সরিয়া না যায় সে পর্যন্ত তোমরা তাহাদিগকে কোন দান-খায়রাত দিও না। আর তাঁহার নিকট হইতে আমরা যখন মদীনা ফিরিয়া যাইব তখন সম্মানিত দলটি ইতর দলটিকে মদীনা হইতে নিশ্চয় বাহির করিয়া দিবে। (অর্থাৎ আমরা মুহম্মদকে ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে মদীনা হইতে তাড়াইয়া দিব।)

বর্ণনাকারী বলেন, এই কথা আমি আমার চাচাকে অথবা 'উমরকে জানাইলে তিনি তাহা নবী সঃ-র নিকটে বর্ণনা করিলেন। অনন্তর নবী সঃ আমাকে ডাকিলে আমি তাঁহার নিকট উহা বর্ণনা করিলাম। তখন রসূলুল্লাহ সঃ আবদুল্লাহ ইবন উবাইকে

ও তাহার সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। তাহারা (আসিয়া) হলপ করিয়া বলিল যে, তাহারা উহা বলে নাই। ফলে, রসূলুল্লাহ সঃ আমাকে মিথ্যা-বাদী সাব্যস্ত করিলেন এবং তাহাকে সত্যবাদী বলিয়া স্বীকার করিলেন। উহাতে আমার মনে এত কষ্ট হইল যে, আমার মনে আর কখনও অত কষ্ট হয় নাই। তাই আমি বাড়ীতে বসিয়া রহিলাম কোথাও বাহির হইতাম না।

অনন্তর (একদা) আমার চাচা আমাকে বলিলেন, "তুমি কী কাজই করিলে যে, শেষ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সঃ তোমাকে মিথ্যাবাদী জানিলেন এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন। অতঃপর পরাক্রান্ত, মহান আল্লাহ (সূরা আল মনাফিকূন) নাযিল করিলেন—

'মুনাফিকগণ যখন আপনার নিকট আসে তখন. . .।"

তারপর রসূলুল্লাহ সঃ আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। (আমি তাঁহার নিকট গেলে) তিনি ঐ সূরাটি পড়িয়া আমাকে শুনাইলেন এবং বলিলেন, "হে যাইদ নিশ্চয় আল্লাহ তোমার সত্যতা প্রকাশ করিয়াছেন।"

৬০৮। যাইদ ইবন আরকম অপর এক বর্ণনায় বলেন, অতঃপর নবী সঃ ঐ মুনাফিকদের জন্য (আল্লার নিকটে) ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন তাঁহারা (অসম্মতিসূচক) মাথা নাড়িয়াছিল।

৬০৯। যাইদ ইব্ন আরকম রাঃ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সঃ-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি, 'হে আল্লাহ, তুমি আনসারকে, আনসারের পুত্রদিগকে ও আনসারের পৌত্রদিগকে ক্ষমা কর।'

আনসারের পৌত্রদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা সম্পর্কে এই হাদীসের নিম্নের এক বর্ণনাকারী সন্দেহ প্রকাশ করেন। (কিন্তু সহীহ্ মুসলিম হাদীস গ্রন্থের রিওয়াতে আনসারের পৌত্রদের জন্য নবী সঃ-র ক্ষমা প্রার্থনার কথা স্পষ্ট ও নিশ্চিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।)

[সূরা আত্-তহ্রীম]

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

'হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্য যাহা হালাল করিয়াছেন তাহা আপনি কেন হারাম করিতেছেন?' (তহ্রীম, ১)

৬১০। 'আয়িশা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ যইনব বিন্ত জহশের নিকটে মধুর শর্বত পান করিতেন বলিয়া তাহার নিকট কিছু বেশী সময় থাকিতেন; কাজেই আমি ও হাফসা এই বিষয়ে একমত হইলাম যে, আমাদের যাহারই নিকট তিনি আসিবেন সেই যেন তাঁহাকে বলে, 'আপনি কি হিং জাতীয় কোন দুর্গন্ধ জিনিস খাইয়াছেন? আমি আপনার সঙ্গে ঐ রূপ গন্ধ পাইতেছি।' (অনন্তর নীব সঃ আসিলে তাহারা এইরূপ বলিল।) নবী সঃ বলিলেন, 'না' (আমি

তো তেমন কিছু খাই নাই)। বরং আমি যইনব বিনত জহশের ঘরে মধু পান করিয়াছি। (মৌমাছি ঐ মধু ঐ প্রকার কোন ফুল হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকিতে পারে; তাই হয় তো ঐ প্রকার গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। তদুপরি নবী সঃ মুখের দুর্গন্ধকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন বলিয়া তিনি বলিয়া ফেলিলেন,) আমি আর মধু পান করিব না।'

('আয়িশা রাঃ বলেন,) আমি হাফসাকে কসম দিয়া বলিয়াছিলাম 'তুমি ইহা কাহাকেও জানাইও না।', (কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এই সূরাতে তাহাদের গুপ্ত পরামর্শের কথাও প্রকাশ করিয়া দেন।)

[সূরা আল্-কলম]

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

'দুর্দান্ত, তদুপরি ইতরও বটে।' (কলম, ১৩)

৬১১। হারিসা ইব্ন অহব খুযা'ঈ রাঃ বলেন, আমি নবী সঃ-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি—'আমি কি তোমাদিগকে জান্নাতবাসীদের কথা জানাইব না? যে ব্যক্তিকে লোকসমাজে দুর্বল গণ্য করা হয়, অথচ সে আল্লার নামে কসম করিয়া কিছু বলিলে আল্লাহ তাহা নিশ্চয় পূর্ণ করিয়া থাকেন। (সেই ব্যক্তিই হইবে জান্নাতের অধিবাসী।) আমি কি তোমাদিগকে জাহান্নামবাসীদের কথা বলিব না? দুর্দান্ত, হৃষ্টপুষ্ট, অহঙ্কারী ব্যক্তি মাত্রই। (জাহান্নামের অধিবাসী হইবে)।

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

'ঐ দিবসে পায়ের নলা উন্মুক্ত করা হইবে এবং সজদা করিবার জন্য লোক-দিগকে ডাকা হইবে।' (কলম, ৪২)

৬১২। আবূ স'ঈদ রাঃ বলেন, আমি নবী সঃ-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি, '(কিয়ামত দিবসে আমাদের রব্ব তাঁহার পায়ের নলা উন্মোচন করিলে প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও মমিনা স্ত্রীলোক তাহাকে সজদা করিবে; কিন্তু যাহারা দুনিয়াতে লোককে দেখাইবার ও শোহরতের উদ্দেশ্যে সজদা করিত তাহারা সজদা করিতে গেলে তাহাদের পিঠ একখণ্ড তক্তার মত হইয়া উঠিবে। (তাহাদের পিঠ বাঁকা হইবে না।) ফলে, কেবল তাহারাই সিজদা না করিয়া রহিয়া যাইবে।'

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

[সূরা আন্-নাযি'আত]

'লোকে আপনাকে কিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে যে, উহা কখন ঘটিবে।' (আন-নাযি'আত, ৪২)

৬১৩। সহল ইব্ন সা'দ রাঃ বলেন, আমি দেখিয়াছি যে, রসূলুল্লাহ সঃ তাঁহার মধ্যমা ও তর্জনী অঙ্গুলিদ্বয় একত্র করতঃ ইশারা করিয়া বলেন, 'আমার নবীরূপে প্রেরিত হওয়া ও কিয়ামতের মধ্যে ব্যবধান এই দুই অঙ্গুলির ব্যবধানের অনুরূপ।' (অর্থাৎ কিয়ামত অত্যন্ত নিকটবর্তী)।

[সূরা 'আবস]

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"সম্মানিত, সজ্জন সংবাদবাহক ফিরিশতাদের হাতে।" (আবস, ১৫-১৬)

৬১৩। (ক) "আয়িশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কুরআনের হাফিয হইয়া কুরআন (অনর্গল) পড়িয়া যায় তাহার উপমা সম্মানিত সংবাদবাহক ফিরিশতাদের সঙ্গে ধরিয়াছে। আর যে ব্যক্তির পক্ষে কুরআন পড়া কষ্টকর হইলেও সে বরাবর কুরআন পড়িতে থাকে তাহার জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রহিয়াছে।"

[সূরা আল্-মুতক্ফিফীন]

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"ঐ দিবসে লোকে রব্বুল-আলামীনের সামনে (হিসাব দিতে) দাঁড়াইবে"— (মুতক্ফিফীন, ৬)

৬১৪। ইব্ন 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, ("কিয়ামত দিবসে) রব্বুল-আলামীনের সামনে লোকে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাহাদের কেহ কেহ নিজ ঘামে কানের মধ্যভাগ পর্যন্ত ডুবিয়া যাইবে।"

[সূরা আল্-ইন্শিকাক]

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"অতঃপর তাহার হিসাব অনতিবিলম্বে সহজভাবে লওয়া হইবে।"= (ইনশিকাক)

৬১৫। 'আয়িশা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "যাহারই হিসাব লওয়া হইবে সেই ধ্বংস হইবে।" হাদীসের অবশিষ্ট অংশ জ্ঞান অধ্যায়ে (প্রথম খণ্ড ৮৮ নং হাদীসে) বর্ণিত হইয়াছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"নিশ্চয় তোমরা এক স্তর হইতে অপর স্তরে আরোহণ করিতে থাক।" (ইনশিকাক, ১৯)

৬১৬। ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ বলেন, 'তোমরা এক স্তর হইতে অপর স্তরে আরোহণ করিতে থাক,—ইহার তাৎপর্য এই যে, 'তোমরা এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থাপ্রাপ্ত হইতে থাক।" ইহা নবী সঃ বলিয়াছেন।

[সূরা আশ্‌-শাম্‌স্‌]

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"যখন ঐ দলের সব চেয়ে বড় হতভাগা (ঐ উটনীকে হত্যা করিবার জন্য) উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। —(শামস, ১২)

৬১৭। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন যম'আ রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, (একদা) তিনি নবী সঃ-কে খুত্‌বা দিতে শুনেন। ঐ খুতবাতে নবী সঃ (সালিহ আঃ-র) উটনীর কথা এবং যে ব্যক্তি ঐ উটনীর পা কাটিয়া উহাকে হত্যা করিয়াছিল তাহার কথা উল্লেখ করিয়া পড়েন,

"যখন ঐ দলের সবচেয়ে বড় হতভাগা (ঐ উটনীকে হত্যা করিবার জন্য) উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল।"

তারপর ঐ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "ঐ উট্‌নীকে হত্যা করিবার জন্য (সাহাবী বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইব্‌ন যম'আর পিতামহ) আবূ যম'আর মত একজন অত্যন্ত বলবান, দুর্ধর্ষ ও নিজ কওমের মধ্যে প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল।" অতঃপর ঐ খুতবাতে নবী সঃ স্ত্রীলোকদের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, "(কী আশ্চর্য!) তোমাদের কেহ কেহ দাসকে বেত্রাঘাত করার ন্যায় নিজ স্ত্রীকে ইচ্ছাপূর্বক বেত্রাঘাত করে; আবার দিনের শেষে তাহার সহিত একত্র শয়ন করিতে যায়।"

তারপর বাতকর্মের কারণে লোকের হাস্য করা সম্পর্কে নবী সঃ উপদেশ দেন এবং বলেন, "প্রত্যেক লোকই যাহা করিয়া থাকে তাহার কারণে কেহ হাসিবে কেন'?

অপর এক বর্ণনায় আছে, (ঐ উট্‌নীর হত্যাকারী ছিল) যুবাইর ইব্‌নে 'আওত্তামের চাচা আবূ যুম্‌'আর মত (বলবান, দুর্ধর্ষ ইত্যাদি)

[সূরা আল্‌-'আলক]

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"উহা কিছুতেই সঙ্গত নয়। সে যদি বিরত না হয় তাহা হইলে....।" ('আলক, ১৫)

৬১৮। ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ বলেন, (একদা) আবু জহল বলিয়াছিল, আমি যদি মুহম্মদকে কা'বার নিকটে নামায পড়িতে দেখি তাহা হইলে আমি তাহার ঘাড় ঘাড়াইয়া তবে ছাড়িব। নবী সঃ-র নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি বলেন, "সে

যদি ঐরূপ করিতে আসিত তাহা হইলে ফিরিশতাগণ তাহাকে পাকড়াও করিত এবং তাহার অঙ্গগুলি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিত।"

[সূরা আল্-কওসর]

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

"ইহা নিশ্চিত যে, আমি আপনাকে কওসর দিলাম"। (কওসর, ১)

৬১৯। আনস রাঃ বলেন, যখন নবী সঃ-র মি'রাজ আসমানে হইয়াছিল তখনকার ব্যাপার সম্বন্ধে নবী সঃ বলেন, আমাকে এমন একটি নহরের নিকট লইয়া যাওয়া হইল যাহার উভয় তীরে খোদিত মুক্তার তাঁবুসমূহ ছিল। আমি বলিলাম, "হে জিব্রাঈল, ইহা কী?" তিনি বলিলেন, "ইহা কওসর (নহর)"।

৬২০। 'আয়িশা রা-কে আল্লাহ তা'আলার বাণী

"আমি তোমাকে নিশ্চয় কওসর দান করিলাম।"—সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, কওসর (জান্নাতের) একটি নহর। উহা তোমাদের নবী সঃ-কে দান করা হইবে। উহার উভয় তীরে খোদিত মুক্তা (-র তাঁবু সমূহ) রহিয়াছে। উহার পানপাত্রের সংখ্যা নক্ষত্রের সংখ্যার ন্যায়।

[সূরা আল্-ফলক]

৬২১। উবাই ইব্ন কা'ব রাঃ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সঃ-কে সূরা ফলক ও সূরা নাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "(ঐ সূরা দুইটি) আমাকে (জিবরাইলের যবানী) বলা হইয়াছে। কাজেই আমি উহা বলিয়াছি। (অর্থাৎ উহা কুরআনের অন্তর্ভুক্ত)।

(উবাই বলেন,) কাজেই রসূলুল্লাহ সঃ যেমন (ঐ সূরাদ্বয়কে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত) বলিয়াছেন আমরাও সেইরূপ (ঐ সূরাদ্বয়কে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত) বলিয়া থাকি।[১]

১ এই সূরা দুইটিকে তামাম সাহাবী কুরআনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। একমাত্র সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্নে মস্'উদ রাঃ এই সূরাদ্বয়কে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তাই কেহ উবাই ইব্নে কা'বকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নবী সঃর মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা এই হাদীসে বর্ণনা করেন।

ইব্নে মস্'উদের উক্ত মত সম্বন্ধে সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার ইব্ন হজর 'আস্কলানী বলেন, এই সূরাদ্বয়কে কুরআনের মধ্যে লিখিবার জন্য নবী সঃ-র অনুমতির কথা সম্ভবতঃ ইব্ন মস্'উদের জানা ছিল না; অথবা তিনি সম্ভবতঃ তাঁহার ঐ মতটি পরে ত্যাগ করিয়াছিলেন।

১৪। কোরানের ফযীলত

৬২২। আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, নবী সঃ বলিয়াছেন, "প্রত্যেক নবীকেই এমন কিছু (অলৌকিক ক্ষমতা) দেওয়া হইয়াছিল যাহার ফলে লোকে তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছিল। আর আমাকে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেছে এমন অহ্ঈ যাহা আল্লাহ আমার প্রতি নাযিল করিয়াছেন। কাজেই আমি আশা করি, কিয়ামত দিবসে আমার অনুসরণকারী অপর নবীদের অনুসরণকারীর চেয়ে বেশী হইবে।"

৬২৩। আনস ইব্‌নে মালিক রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সঃ-র অফাতের কিছু কাল পূর্ব হইতে (অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পর হইতে) তাঁহার অফাত পর্যন্ত সময়ে পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণে অবিরামভাবে অহ্ঈ আসিয়াছিল। তারপর রসূলুল্লাহ সঃ ইন্‌তিকাল করেন।

৬২৪। 'উমর ইব্‌নে খাত্তাব রাঃ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সঃ-র জীবদ্দশায় হিশাম ইব্‌ন হাকীমকে (নমাযের মধ্যে) সূরা আল্‌-ফুরকান পড়িতে শুনি এবং তাহার পাঠ মনোযোগসহকারে শুনিতে থাকি। সে বহু শব্দ এমনভাবে পড়িল, যে ভাবে রসূলুল্লাহ সঃ আমাকে পড়ান নাই। ফলে, আমি নমাযের মধ্যেই তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলাম, কিন্তু অতি কষ্টে ধৈর্য ধারণ করিলাম। অবশেষে সে সালাম ফিরাইলে আমি তাহার চাদর দ্বারা তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, "আমি তোমাকে যে সূরাটি পড়িতে শুনিলাম ঐ সূরাটি তোমাকে কে পড়াইয়াছে।" সে বলিল, "রসূলুল্লাহ সঃ ইহা আমাকে, পড়াইয়াছেন।" আমি বলিলাম, "তুমি মিথ্যা বলিলে। কারণ,তুমি যে ভাবে পড় রসূলুল্লাহ সঃ আমাকে ঐ ভাবে না পড়াইয়া অন্যভাবে পড়াইয়াছেন।" তারপর আমি তাহাকে টানিতে টানিতে রসূলুল্লাহ সঃ-র দিকে চলিলাম।

অনন্তর (আমরা রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট পোঁছিলে) আমি বলিলাম, "এই ব্যক্তিকে আমি সূরা আল্‌-ফুরকান এমনভাবে পড়িতে শুনিয়াছি যে-ভাবে উহা আপনি আমাকে পড়ান নাই।" তখন রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, "ইহাকে ছাড়িয়া দাও। হিশাম, তুমি পড়।" তখন আমি হিশামকে যে-ভাবে পড়িতে শুনিয়াছিলাম, সে সেই ভাবেই নবী সঃ-র সামনে পড়িল। তখন রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন "ইহা এই ভাবেই নাযিল করা হইয়াছে।" তারপর তিনি বলিলেন "উমর, তুমি পড়।" তাহাতে নবী সঃ আমাকে যে-ভাবে পড়াইয়াছিলেন আমি সেই ভাবে পড়িলাম। তখন রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, "ইহা এই ভাবেই নাযিল হইয়াছে। নিশ্চয় এই কুরআন 'সাত হরফে'

নাযিল করা হইয়াছে। অতএব, তোমাদের পক্ষে যে 'হরফে' পড়া সহজ হয় সেই 'হরফে' পড়।[১]

৬২৫। ফাতিমা রাঃ বলেন, নবী সঃ আমাকে চুপে চুপে বলিয়াছিলেন, প্রত্যেক বৎসর (প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া সেই বৎসরের রমজান মাস পর্যন্ত যাহা কিছু কুরআন নাযিল হইয়া থাকিত সেই পরিমাণ) কুরআন জিব্রাইল (রমযান মাসে) আমার সামনে একবার পেশ করিতেন। কিন্তু এই বৎসর (রমযানে) তিনি আমার সামনে উহা দুই বার পেশ করিয়াছেন। উহাতে আমার মনে হয়, আমার মৃত্যু নিকটবর্তী হইয়াছে।

৬২৬। ইব্নে মস'উদ রাঃ বলেন, সত্তরের চেয়েও কিছু বেশী সূরা আমি রসূলুল্লাহ সঃ-র মুখ হইতে (অর্থাৎ তাঁহার পাঠ হইতে) গ্রহণ করিয়াছি।

৬২৭। ইব্ন মস'উদ রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হিম্স্ শহরে থাকাকালে (একদা) সূরা য়ূসুফ পড়িলে একজন লোক বলিল, "উহা এই ভাবে নাযিল হয় নাই।" ইব্নে মস'উদ বলিলেন, ইহা আমি রসূলুল্লাহ সঃ-র সামনে পড়িয়াছিলাম। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "উত্তমরূপে পড়িলে।"

অনন্তর ঐ ব্যক্তির মুখে মদের গন্ধ পাইয়া ইব্নে মস'উদ বলিলেন, "আল্লার কিতাবকে মিথ্যা বলা এবং মদ পান করা—এই দুই অপরাধ তুমি একসঙ্গে করিতেছ। অতঃপর মদ পানের শাস্তি স্বরূপ তিনি তাহাকে বেত্রাঘাত করিলেন।

৬২৮। আবূ স'ঈদ খুদ্রী রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, একজন লোক অপর একজন লোককে (রাত্রিতে তহজ্জুদ নমাযের প্রত্যেক রাক্'আতে) বারংবার সূরা 'কুল্-হু আল্লাহু আহাদ পড়িতে শুনিল। অনন্তর ঐ (শ্রবণকারী) লোকটি প্রাতঃ-কালে রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট আসিয়া তাঁহার সামনে উহা বর্ণনা করিল। লোকটি(যে হাবভাব দেখাইল তাহাতে মনে হইল যে, সে) ঐ সূরাটিকে নগণ্য জ্ঞান করিয়াছিল। তখন রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, "যাঁহার হাতে আমার জান তাঁহার কসম, উহা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।"

---

১. অপর হাদীসে আছে যে, ইসলামের প্রথমভাগে কুরআন মজীদ 'সাত হরফে' নাযিল করা হয়। কিন্তু শেষে উহা কেবল কুরাইশের 'হরফে বাকী রাখা হয়।

হাদীসটির তাৎপর্য বর্ণনা করিতে গিয়া বিচক্ষণ আলিমগণ দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের শেষ মীমাংসা এই যে, সে কালে কুরাইশের উপভাষাই বিশুদ্ধতম-প্রমাণ উপভাষা বলিয়া স্বীকৃত হইলেও বিভিন্ন গোত্রের লোক নিজ নিজ আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহার করিত। আরবের সকল গোত্রের লোকের পক্ষে হঠাৎ কুরাইশের উপভাষায় পঠন প্রায় অসম্ভবই ছিল। এই কারণে, কোন কোন অক্ষর ও শব্দের উচ্চারণ ব্যাপারে কুরাইশের উপভাষা ছাড়া আরও ছয়টি প্রধান প্রধান উপ-ভাষায় কুরআন পঠনের অনুমতি প্রথম প্রথম দেওয়া হইয়াছিল। পরে সমগ্র আরবের অধিবাসী যখন ইসলামের কল্যাণে কুরাইশের উপভাষার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়া উঠিল তখন একমাত্র কুরাইশের উপভাষায় কুরআন মজীদ পাঠ অব্যাহত রাখিয়া বাকী উপভাষা অনুযায়ী কুরআন পাঠ রহিত করা হইল। অনুসারে হযরত উসমান রাঃ-র যমানায় কুরাইশের উপভাষা অনুযায়ী কুর্আন মজীদ সঙ্কলিত হয়।

৬২৯। আবূ স'ঈদ খুদরী রাঃ বলেন, (একদা) নবী সঃ তাঁহার সাহাবীদিগকে বলিলেন, "তোমাদের কেহ কি এক রাত্রে কুর্‌আনের এক-তৃতীয়াংশ পড়িতে অক্ষম?" উহা তাহাদের পক্ষে কঠিন মনে হওয়ায় তাহারা বলিল, "আল্লার রসূল আমাদের কেহই উহার ক্ষমতা রাখে না। তখন নবী সঃ বলিলেন, আল্লাহুল্‌-ওয়াহিদুস্‌-সমদ (অর্থাৎ সূরা ইখলাস) কুরআনের এক তৃতীয়াংশ।

৬৩০। 'আয়িশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সঃ প্রত্যেক রাত্রিতেই যখন বিছানায় শুইতে যাইতেন তখন তিনি নিজ করতলদ্বয় একত্রিত করিয়া সূরা কুলহুআল্লাহু আহাদ, সূরা কুল্‌ আ'উযু বিরব্বিল ফলক ও সূরা কুল আ'উযু বিরব্বিন নাস পড়িয়া যুক্ত করতলদ্বয় ফুঁক দিতেন। অতঃপর তিনি ঐ করতলদ্বয় নিজ শরীরে যতদূর পারিতেন বুলাইতেন। তিনি তাঁহার মাথায়, মুখমণ্ডলে ও শরীরের সামনের দিকে করতলদ্বয় বুলান আরম্ভ করিতেন (এবং মাথার পশ্চাদভাগ ও শরীরের পশ্চাদ্ভাগে যতদূর পারিতেন করতলদ্বয় বুলাইয়া শেষ করিতেন)। তিনি এইরূপ তিন বার করিতেন।

৬৩১। উসাইদ ইব্‌ন হুযাইর বলেন যে, কোন এক রাত্রিতে তিনি (নমাযে উচচ স্বরে) সূরা বকরা পড়িতেছিলেন এবং তাঁহার ঘোড়া তাঁহার নিকটে বাঁধা ছিল। হঠাৎ ঘোড়াটি লাফাইয়া উঠিল। তখন তিনি (পড়া বন্ধ করিয়া) চুপ করিলে ঘোড়াটি শান্ত হইল। অতঃপর তিনি পড়িতে লাগিলেন আবার ঘোড়াটি লাফাইতে লাগিল। অনন্তর তিনি চুপ করিলে ঘোড়াটি শান্ত হইল। আবার (তৃতীয় বার) তিনি পড়িতে লাগিলে ঘোড়াটি লাফাইতে লাগিল। তাঁহার পুত্র য়াহ্‌য়া ঘোড়াটির নিকটে ছিল বলিয়া তিনি আশঙ্কা করিলেন যে, ঘোড়াটি তাহাকে আঘাত করিতে পারে। তাই তিনি (নমায ছাড়িয়া) বাহিরে আসিলেন।

(অনন্তর তিনি আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন যে, মেঘের মত কী যেন আসিয়াছিল এবং উহার মধ্যে বহু আলো জ্বলিতেছিল।)

তারপর তিনি যখন তাঁহার পুত্রকে সরাইয়া রাখিয়া আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া তাকাইলেন তখন তিনি উহা দেখিতে পাইলেন না।

পরদিন সকালে তিনি ঐ ঘটনা নবী সঃ-র নিকট বর্ণনা করিলে নবী সঃ বলিলেন, "হে ইব্‌ন হুযাইর, যদি তুমি পড়িতে থাকিতে! যদি তুমি পড়িতে থাকিতে!" উসাঈদ বলিলেন, "আল্লার রসূল য়াহ্‌য়া ঘোড়ার নিকটে ছিল বলিয়া আমি আশঙ্কা করিয়াছিলাম যে, ঘোড়াটি তাহাকে পায়ে মাড়াইতে পারে। অনন্তর আমি আমার মাথা তুলিয়া উপরের দিক তাকাইবার পরে তাহার নিকট গিয়াছিলাম। আমি আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া তাকাইয়া মেঘের অনুরূপ কিছু দেখিলাম। উহাতে প্রদীপের ন্যায় বহু আলো ছিল। তারপর ঐ মেঘের মত জিনিসটি আলোসহ অন্তর্হিত হইল এবং আমি উহা আর দেখিতে পাইলাম না। নবী সঃ বলিলেন, "তুমি কি জান উহা কী ছিল?" আমি বলিলাম, "না"। তিনি বলিলেন, "উহা ফিরিশ্‌তাগণ ছিলেন। তাঁহারা তোমার কুরআন

আর তিলাওতের স্বর শুনিবার জন্য তোমার নিকটবর্তী হইয়াছিল। তুমি যদি পড়িতে থাকিতে তাহা হইলে উহারা সকাল পর্যন্ত থাকিতে এবং লোকে উহা প্রকাশ্যভাবে দেখিতে পাইত। উহা লোকচক্ষু হইতে গোপন হইত না।"

৬৩২। আবু হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, দুইটি ব্যাপার ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে হিংসা করিতে নাই। (এক) এমন এক ব্যক্তির হিংসা করা চলে যাহাকে আল্লাহ কুরআন শিক্ষা দিয়াছেন এবং সে দিবারাত্রির বিভিন্ন সময়ে উহা তিলাওত করে। তাহার কুরআন তিলাওত শুনিয়া তাহার প্রতিবেশী এই কথা বলিয়া তাহার হিংসা করিতে পারে, "আহা! অমুককে যাহা দেওয়া হইয়াছে অনুরূপ যদি আমাকে দেওয়া হইত তাহা হইলে সে যাহা করিতেছে আমি তাহা করিতাম। (দুই) আর এমন এক ব্যক্তির হিংসা করা চলে যাহাকে আল্লাহ ধন-দওলাত দান করিয়াছেন এবং সে উহা ন্যায় পথে ব্যয় করিতে থাকে। তাহার ব্যাপারে যে কোন লোক এই কথা বলিয়া হিংসা করিতে পারে; "আহা! অমুককে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহার অনুরূপ যদি আমাকে দেওয়া হইত তাহা হইলে সে যাহা করিয়া চলিয়াছে আমি তাহারই অনুরূপ করিতে থাকিতাম।"

৬৩৩। 'উসমান রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে, নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে কুরআন শিক্ষা দেয়।"

৬৩৪। 'উসমান রাঃ অপর এক বর্ণনায় বলেন নবী সঃ বলিয়াছেন "তোমাদের যে কেহ কুরআন শিক্ষা করে এবং কুরআন শিক্ষা দেয় সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মহান।"

৬৩৫। ইব্নে 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "কুরআনের হাফিযের উপমা হাঁটু বাঁধা উটের মালিকের ন্যায় সে যদি উহার প্রতি সদা-সতর্ক দৃষ্টি রাখে, তবে সে উহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে। আর সে যদি উহাকে ছাড়িয়া রাখে তবে উহা পলাইয়া যাইবে।"

৬৩৬। 'আবদুল্লাহ রাঃ বলেন নবী সঃ বলিয়াছেন, মুসলিমদের কাহারও পক্ষে "আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলিয়া গিয়াছি' বলা অতীব জঘন্য কথা। বরং ঐ অবস্থায় তাহার বলা উচিত, আমাকে ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে।" তোমরা যথাসাধ্য কুরআন পড়িতে থাক। কেননা, উহা মানুষের অন্তর হইতে পলায়ন ব্যাপারে উটের পলায়ন অপেক্ষা অধিকতর পটু।

৬৩৭। আবু মূসা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে নবী সঃ বলিয়াছেন। "কুরআনের (কণ্ঠস্থ অংশের) প্রতি তোমরা সদা সতর্ক থাকিও। যাঁহার হাতে আমার জান তাঁহার কসম, কুরআন পলায়ন ব্যাপারে হাঁটু বাঁধা উটের চেয়েও অধিকতর দড়।"

৬৩৮। আনস ইব্নে মালিক রাঃ-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল,— "নবী সঃ-র কুরআন তিলাওত কোন্ ধরনের ছিল?" তিনি বলিলেন, "টানিয়া টানিয়া তিলাওত।"

তারপর তিনি 'বিসমিল্লাহিররহমানির রহীম' পড়িয়া বলিলেন, "নবী সঃ 'বিস্‌মিল্লাহি' 'লাকে দীর্ঘ করিতেন, 'আররহমানি'—র 'মা-কে দীর্ঘ করিতেন এবং 'আর্‌রহীম' এর 'হী'-কে দীর্ঘ করিতেন।

৬৩৮। (ক) আবূ মূসা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, (একদা) নবী সঃ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "হে আবূ মূসা দাউদের সুমিষ্ট স্বর যন্ত্রগুলির একটি স্বর-যন্ত্র তোমার কণ্ঠে দেওয়া হইয়াছে।"

৬৩৯। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আম্‌র্‌ রাঃ বলেন, আমার পিতা একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া স্ত্রীলোকের সহিত আমার বিবাহ দিয়াছিলেন এবং তিনি নিজ পুত্র-বধূর খবরা-খবর লইতেন। অনন্তর তিনি তাহাকে তাহার স্বামী (অর্থাৎ আমার) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত, "তিনি অত্যন্ত ভাল লোক। তবে আমি তাঁহার নিকট যখন আসিয়াছি সেই সময় হইতে এখন পর্যন্ত তিনি আমার বিছানায় পাও রাখেন নাই এবং আবৃত স্থানের খোঁজও করেন নাই।" এই অবস্থা দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতে থাকিলে (একদা) আমার পিতা নবী সঃ-র নিকট এই ব্যাপটির উল্লেখ করেন। তাহাতে নবী সঃ তাঁকে বলিলেন, "তাহাকে সঙ্গে লইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।"

তারপর আমি নবী সঃর নিকট গেলে তিনি বলিলেন, "তুমি কেমনভাবে রোযা রাখ?" আমি বলিলাম, "প্রত্যেক দিনই রোযা রাখি।" তিনি বলিলেন, "কেমনভাবে কুর'আন খতন কর?" আমি বলিলাম, "প্রত্যেক রাত্রিতে এক বার।" তিনি বলিলেন, প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখ এবং প্রত্যেক মাসে একবার কুর্‌আন খতম কর আমি বলিলাম, "আমি ইহার চেয়ে বেশী করিতে পারি।" তিনি বলিলেন, "প্রত্যেক সপ্তাহে তিন দিন রোযা রাখ।" আমি বলিলাম, "আমি ইহার চেয়েও বেশী পারি।" তিনি বলিলেন,দুই দিন পানহার কর এবং এক দিন রোযা রাখ।"[১]

আমি বলিলাম, "আমি উহা হইতে বেশী পারি।" তিনি বলিলেন, "পর্যায়ক্রমে এক দিন রোযা রাখা ও একদিন পানাহার করা দাউদের রোযা ছিল এবং উহাই সর্বোত্তম ধরনের রোযা। অতএব, তুমি ঐ ভাবেই রোযা রাখ এবং প্রতি সাত দিনে এক বার কুরআন খতম কর।

বর্ণনাকারী বলেন, "আহা! আমি যদি রসূলুল্লাহ সঃর দেওয়া সহজ পন্থাটি (অর্থাৎ মাসে তিন দিন রোযা ও এক বার কুরআন খতমের নির্দেশটি) মানিয়া লইতাম। (তবে কত উত্তম হইত।) কারণ, আমি এখন বৃদ্ধ ও দুর্বল হইয়াছি। (এবং নিজে যাহা চাহিয়া লইয়াছিলাম তাহা করা অত্যন্ত কষ্টকর হইতেছে।)

---

(১) ইহার পূর্বে সপ্তাহে তিন দিন রোযা রাখার কথা বলা হইয়াছে। সেই হিসাবে মাসে ১২ দিনের বেশী রোযা হয়। আর পরে বলা হইল তিন দিনে একদিন রোযা রাখার কথা। সেই হিসাবে মাসে মাত্র ১০ দিনরোযা হয়। এই কারণে মুহাদ্দিসগণ বলেন যে, এখানে কোন রাবীর দ্বারা বিবরণটি উলট-পালট হইয়া গিয়াছে।

বর্ণনাকারীর ছাত্র বলেন, এই কারণে তিনি পরিবারের কোন লোককে দিনের বেলায় কুরআনের এক সপ্তমাংশ পড়িয়া শুনাইতেন। তিনি রাত্রিতে যে সপ্তমাংশ পড়িতে ইচ্ছা করিতেন তাহা তিনি দিনের বেলায় অপরকে এই জন্য শুনাইতেন যাহাতে তাঁহার পক্ষে উহা রাত্রিতে পড়া সহজ হয়। আবার তিনি যখন (দুর্বল হইয়া পড়িলে) যথেষ্ট শক্তি লাভ করিবার ইচ্ছা করিতেন তখন উপর্যুপরি কয়েক দিন পানাহার করিতেন এবং ঐ দিনগুলির সংখ্যা গণিয়া রাখিয়া পরে ততদিন রোযা রাখিতেন। কারণ, রসূলুল্লাহ সঃ-র সামনে তিনি যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা হইতে কিছুমাত্র ত্যাগ করা তিনি পসন্দ করিতেন না।

৬৪০। আবূ স'ঈদ খুদরী রাঃ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সঃ-কে বলিতে শুনিয়াছি, তোমাদের মধ্যে এমন এক দল লোক বাহির হইবে যে, তাহাদের নমাযের সামনে তোমরা নিজেদের নমাযকে, তাহাদের রোযার সামনে তোমরা নিজেদের রোযাকে, এবং তাহাদের আমলের সামনে তোমরা নিজেদের আমলকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে। তাহারা কুরআন পড়িবে; কিন্তু উহা তাহাদের কণ্ঠকে অতিক্রম করিয়া যাইবে না।[১] তাহারা ইসলামের মধ্য দিয়া এমনভাবে বাহির হইয়া যাইবে যে-ভাবে তীর শিকার ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। (অর্থাৎ তীর যেমন কোন জন্তুর মাংস রক্ত নাড়িভুঁড়ি প্রভৃতি দ্রুতবেগে ভেদ করিয়া আসে অথচ ঐ তীরে মাংস রক্ত বা নাড়িভুঁড়ির কোনই আলামত লাগিয়া থাকে না সেইরূপ ঐ সকল লোকের স্বভাব চরিত্রে ইসলামের কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে না।) শিকারী যদি ঐ তীরের ফলা দেখে তাহা হইলে সে তাহাতে কিছুই দেখিতে পাইবে না। সেইরূপ ফলাও পালকের মধ্যবর্তী অংশ লক্ষ্য করিলে সে কিছুই দেখিতে পাইবে না। আবার পালকের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে তাহাতেও কিছু দেখিতে পাইবে না। তারপর তীরের মুঠাতেও কিছু দেখিতে না পাইয়া শিকারীর সন্দেহ হইবে। (তীরটি) সম্ভবতঃ জন্তুর ভিতরে প্রবেশই করে নাই।

৬৪১। আবূ মূসা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে ও তদনুযায়ী আমল করে তাহার উপমা এক প্রকার বড় লেবুর ন্যায়, যাহার স্বাদও উপাদেয়, গন্ধও উপাদেয় এবং যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন পড়ে না কিন্তু কুরআন অনুযায়ী আমল করে সে ব্যক্তি খুরমা ফলের মত—স্বাদ তো উপাদেয় কিন্তু কোন সুগন্ধ নাই। আর যে মুনাফিক ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে সে তুলসী ফুলের ন্যায়—গন্ধ উপাদেয়, কিন্তু স্বাদ কটু এবং যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না সে মাকাল ফলের ন্যায়—স্বাদ তিক্ত ও ঘৃণ্য এবং গন্ধ জঘন্য।"

৬৪২। জুনদুব ইবন 'আবদুল্লাহ রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

---

(১) এই অংশের তাৎপর্য দুইভাগে বর্ণনা করা যায় (এক) কুরআন তাহাদের কণ্ঠ অতিক্রম করিয়া ঊর্ধে যাইবে না। অর্থাৎ উহা আল্লার দরবারে কবুল হইবে না। (দুই) কুরআন তাহাদের কণ্ঠ অতিক্রম করিয়া নিম্নে যাইবে না। অর্থাৎ কুরআন তাহাদের অন্তরে কোন ক্রিয়া করিবে না।

"কুরআন পাঠে তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে প্রফুল্লতা বোধ কর ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআন পড়িতে থাক আর যখন অস্বস্তি বোধ কর তখন উঠিয়া যাও।"

বিবাহ

৬৪৩। আনাস ইব্‌নে মালিক রাঃ বলেন, (একদা) তিন জন লোক নবী সঃ র 'ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাঁহার বিবিদের বাড়ী আসিল। অনন্তর তাহাদিগকে যখন (নবী সঃ-র 'ইবাদতের বিবরণ) জানান হইল তখন তাহারা যেন উহা অল্প মনে করিল। তাই তাহারা বলিল, "নবী সঃ-র তুলনায় আমরা কোথায়? তাঁহার পূর্বাপর সকল পাপইতো আল্লাহ মাফ করিয়া দিয়াছেন।" অনন্তর, তাহাদের একজন বলিল, "আমার কথা এই যে আমি চিরকাল সারা রাত্রি ধরিয়া নমায পড়িতে থাকিব।" অপর, একজন বলিল। "আমি চিরকাল রোযা রাখিব এবং কখনও দিবসে পানাহার করিব না" তৃতীয় জন বলিল, "আমি স্ত্রীলোক হইতে দূরে থাকিব---কখনও বিবাহ করিব না।" তখন রসূলুল্লাহ সঃ তাহাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, "তোমরাই কি এই, এই কথা বলিলে? আল্লার কসম, তোমাদের তুলনায় আমি আল্লাহকে সব চেয়ে বেশী ভয় করি এবং সব চেয়ে বেশী সমীহ করিয়া চলি। তবুও তো আমি রোযাও রাখি, দিবসে পানাহারও করি। রাত্রিতে নমাযও পড়ি, ঘুমও পাড়ি। আর স্ত্রীলোকদেরকে বিবাহও করি। অতঃপর আমার সুন্নতের প্রতি যাহার টান নাই সে আমার দলের নয়।"

৬৪৪। সা'দ ইব্‌নে আবূ অককাস রাঃ বলেন, ময'উনের পুত্র 'উসমানের চিরকুমার থাকার আবেদন নবী সঃ প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি যদি তাহাকে উহার অনুমতি দিতেন তাহা হইলে আমরা নিজেদের, খাসী করিয়া ফেলিতাম।

৬৪৫। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, আমি বলিলাম, "আল্লার রসূল আমি এক জন যুবা পুরুষ, এবং আমি আমার সম্বন্ধে ব্যাভিচারের আশঙ্কা করি। কেননা আমার কাছে এমন কোন ধন-সম্পদ নাই যাহা দ্বারা আমি কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে পারি। (অতএব আমাকে খাসী হইবার অনুমতি দিন।) ইহাতে তিনি আমাকে কিছু না বলিয়া চুপ থাকিলেন। তারপর আমি ঐ কথা আবার বলিলাম, আর তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর আমি আবার ঐ কথা বলিলাম। এই বারও তিনি কোন উত্তর না দিয়া চুপ থাকিলেন। তারপর আমি আবার (চতুর্থ বার) ঐ কথা বলিলে, নবী সঃ আমাকে (তিরস্কার করতঃ) বলিলেন, "তোমার যাহা কিছু ঘটিবার আছে তাহা পাকা-

পাকিস্তাবে লিখিত হইয়া রহিয়াছে। এই কথা জানিবার পরে তোমার ইচ্ছা হয় খাসী হও অথবা ইচ্ছা পরিত্যাগ কর।"[১]

৬৪৬। 'আয়িশা রাঃ বলেন, (একদা) আমি বলিলাম, "আল্লার রসূল, বলুন তো আপনি যদি এমন কোন মাঠে অবতরণ করেণ যাহাতে এমন গাছও আছে যাহার অংশবিশেষ খাওয়া হইয়াছে এবং আপনি সেখানে এমন গাছও দেখিতে পান যাহার কিছুই খাওয়া হয় নাই তাহা হইলে আপনি আপনার উটকে কোন্‌টিতে চরাইবেন? তিনি বলিলেন, "যেখানে চরান হয় নাই সেইখানে।"

['আয়িশা রাঃ-র শিষ্য 'উরওয়া বলেন,] এই কথার দ্বারা হযরত আয়িশার উদ্দেশ্য ছিল যে, নবী সঃ তাঁহাকে ছাড়া অপর কোন কুমারীকে বিবাহ করেন নাই।

৬৪৭। 'আয়িশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য নবী সঃ আবূ বকরের নিকট প্রস্তাব করিলে আবূ বকর রাঃ নবী সঃ-কে বলিলেন, "আমি তো আপনার ভাই। (ভাইয়ের মেয়েকে আপনি বিবাহ করিবেন?)" তাহাতে নবী সঃ বলিলেন,"আল্লার দীন ও তাঁহার কিতাব সম্পর্কে আপনি আমার ভাই। আর সে আমার জন্য হালাল।"

৬৪৮। 'আয়িশা রা হইতে বর্ণিত আছে যে, আবূ হুযাইফা ইব্‌নে 'উত্‌বা ইব্‌নে রাবীআ ইব্‌নে আব্‌দ্‌ শামস নবী সঃ-র সঙ্গে থাকিয়া বদর যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি সালিমকে ঐ ভাবেই পোষপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন যে ভাবে নবী সঃ যাইদকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর তিনি নিজ ভাতিজী হিন্দ বিন্‌ত অলীদ ইব্‌নে 'উৎবা ইব্‌নে রাবী'আ-এর সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। সালিম এক জন আনসার মহিলার মুক্ত গোলাম ছিল।

তারপর, জাহিলীয়াতের যমানায় এই রীতি ছিল যে, কেহ কাহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলে লোকে ঐ পোষ্যপুত্রকে ঐ পালক পিতার পুত্র বলিয়া ডাকিত এবং ঐ পোষ্য-পুত্র ঐ পালক পিতার উত্তরাধিকারী হইত। অনন্তর প্রবল প্রতাপ মহান আল্লাহ এই সম্পর্কে নাযিল করিলেন,---

"তোমরা পোষ্যপুত্রদিগকে তাহাদের আপন আপন পিতার নাম ধরিয়া ডাকিও। অনন্তর, তোমরা, যদি তাহাদের কাহারও পিতার নাম না জান তাহা হইলে তাহাদিগকে দীনী ভাই ও বন্ধু বলিয়া ডাক।"—(আল্‌আহযাব, ৫)

ফলে পোষ্যপুত্রদিগকে তাহাদের জনকের নামের সহিত ডাকা হইতে লাগিল এবং যাহার পিতার নাম অজ্ঞাত ছিল তাহাকে দীনী ভাই ও বন্ধু বলিয়া ডাকা হইতে লাগিল।

---

(১) অর্থাৎ কাফির হইবার অনুমতি যেমন শারী'আতে দেওয়া হয় নাই সেইরূপ খাসী হইবার অনুমতি ও শারী'আতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যাহার তকদীরে কাফির হওয়া লিখিত হইয়াছে সে যেমন কাফির না হইয়া পারে না সেইরূপ তোমার তকদীরে যদি খাসী হওয়া লিখিত হইয়া থাকে তবে তুমি খাসী না হইয়া পারিবে না।

অনন্তর, হুযাইফা ইব্‌ন 'উত্‌বা-এর স্ত্রী সহ্‌লা বিন্‌ত সুহাইল ইব্‌নে' আম্‌র্ করশী আমিরী নবী সঃ-র নিকট আসিয়া বলিল, "আল্লার রসূল আমরা সালিমকে সন্তান-রূপেই দেখিতাম। আর আল্লাহ যাহা নাযিল করিলেন তাহা তো আপনি জানেনই।"

ইমাম বুখারী বলেন, অতঃপর আমার শাইখ বাকী হাদীস বর্ণনা করেন।[১]

৬৪৯। 'আয়িশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, (একদা) রসূলুল্লাহ সঃ যুবা'আঃ বিন্‌ত যুবাইর-এর নিকট গেলেন। অনন্তর তিনি তাহাকে বলিলেন, "তুমি সম্ভবতঃ হজ্জ করিবার ইচ্ছা করিয়াছ সে বলিল, "আল্লার কসম, আমি কেবল পীড়িতই থাকি। (এই অবস্থায় কী করিয়া হজ্জ করি) তখন নবী সঃ তাহাকে বলিলেন, "হজ্জে যাও এবং (ইহরাম কালে) এই শর্তটি বলিও, 'হে আল্লাহ, তুমি আমাকে যেখানেই আটক করিবে সেইখানেই আমি ইহরাম হইতে হালাল হইব।" যুবা'আঃ মিকদাদ ইব্‌নে আসওদ-এর[২] স্ত্রী ছিল।

---

(১) এই হাদীসটি ইমাম বুখারী বদর যুদ্ধের অধ্যায়েও বর্ণনা করিয়াছেন। সেখানেও তিনি শেষে এই কথাই বলিয়াছেন---"অতঃপর আমার শাইখ বাকী হাদীস বর্ণনা করেন।" ইমাম বুখারী উভয় স্থানেই ঐ একই কথাই বলেন। কিন্তু বাকী হাদীস কী ছিল তাহা তিনি তাঁহার সহীহ গ্রন্থের কোথাও বর্ণনা করেন নাই।

যাহা হউক, বাকী হাদীসের সন্ধান 'সহীহ মুসলিমে' এবং 'সুনান আবু দাউদে', পাওয়া যায়। মুসলিমে নবী সঃ বলিলেন, "তুমি তাহাকে স্তন্যদান কর তাহা হইলে তুমি তাহার পক্ষে হারাম হইয়া যাইবে।

আর সুনান আবু দাউদে আছে—(সহলা নবী সঃ-কে বলিল,) "এখন আপনি এ সম্বন্ধে কী বলেন?" তখন নবী সঃ তাহাকে বলিলেন, "উহাকে স্তন্য দান কর।"

অনন্তর সে তাহাকে পাঁচ দফা স্তন্য দান করিল। ফলে সে তাহার দুধ-বেটা হইয়া গেল। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া 'আয়িশা রাঃ যাহাকে সাক্ষাৎ দিতে এবং তাঁহার নিকট আসা-যাওয়া করিতে দিতে ইচ্ছা করিতেন, সে সাবালক হইলেও তাহাকে পাঁচ দফা স্তন্য দান করিবার জন্য তিনি তাঁহার ভাতিজী ও বোন ঝিদিগকে আদেশ করিতেন।

এই হাদীস হইতে জানা যায় যে, কোন সাবালক পুরুষকে স্তন্য দান করিলে তাহাদের মধ্যে বিবাহ হারাম হয়। কিন্তু কয়েক হাদীস পরে ৬৫৬ নং হাদীস হইতে জানা যায় যে, শিশুকালে স্তন্য পান করিলে তাহাদের মধ্যে বিবাহ হারাম হয়--বড় হইয়া স্তন্য পান করিলে তাহাতে তাহাদের মধ্যে দুধ-সম্পর্ক স্থাপিত হয় না।

এই কারণে হযরত 'আয়িশা ছাড়া বাকী সকল উম্মুল মুমিনীন, সকল সাহাবী, সকল সাহাবীয়া এবং সকল ইমাম ও আলিমের অভিমত এই যে, সহ্‌লা ও সালিমের ব্যাপারটি তাহাদের জন্য খাস ও নির্দিষ্ট ছিল। ঐ হুকুমটি অপর কাহারও প্রতি প্রযোজ্য হইবে না। ইহা নিয়ম নয়—ইহা নিয়মের ব্যতিক্রম একটি বিশেষ ঘটনা। এ বিধান যাহা, তাহা ৬৫৬ নং হাদীসে বলা হইবে।

২ মিকদাদের পিতার নাম আসওদ ছিল না। তাঁহার পিতা ছিলেন কিন্দাঃ গোত্রের 'আম্‌র ইব্‌ন সা'লবাঃ। আসওদ মিকদাদকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মিকদাদ আসওদের পুত্র বলিয়া অভিহিত হন।

৬৫০। আবু হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "কোন স্ত্রী-লোক সম্পর্কে চারিটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া বিবাহ করিতে হয়। তাহা হইতেছে তাহার মাল, তাহার বংশগত গুণ, তাহার সৌন্দর্য ও তাহার দীনদারী। আর, হে আবু হুরাইরা তোমার ভাল হউক। এই চারিটির মধ্যে কেবলমাত্র দীনদারী ওয়ালী স্ত্রী লইয়াই তুমি সফলকাম হইও।

৬৫১। সহল রাঃ বলেন, একদা একজন ধনী লোক নবী সঃ-র নিকট দিয়া গেলে নবী সঃ সাহাবীদিগকে বলিলেন, "এই লোকটি স্বন্ধে তোরা কী বল?' তাহারা বলিল, "লোকটি এই বিষয়গুলির যোগ্য—সে যদি কোথাও বিবাহ-প্রস্তাব দেয় তবে তাহার সহিত বিবাহ দেওয়া হইবে। সে যদি কাহারও পক্ষে সুপারিশ করে তবে তাহার সুপারিশ মন্‌যূর করা হইবে এবং সে যদি কিছু বলে তবে তাহা মনোযোগ সহকারে শুনা হইবে।"

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর নবী সঃ চুপ হইয়া থাকিলেন। অনন্তর গরীব মুসলিম-দের মধ্য হইতে একজন লোক নিকট দিয়া গেলে নবী সঃ বলিলেন, "ইহার সম্বন্ধ তোমরা কী বল?" তাহারা বলিল, "সে এই ব্যবহার পাইবার যোগ্যে—সে যদি কোথাও প্রস্তাব দেয় তবে তাহার সহিত বিবাহ দেওয়া হইবে না। সে যদি কাহারও জন্য সুপারিশ করে তবে তাহার সুপারিশ মন্‌যূর করা হইবে না এবং সে যদি কিছু বলে তবে উহা কান পাতিয়া শুনা হইবে না।" তখন রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন," দুনয়াভর্তি এইরূপ ধনী লোকের চেয়ে এই প্রকার একজন লোকই উত্তম।"

৬৫২। উসামাঃ ইব্‌নে যাইদ রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "পুরুষ লোকদের পক্ষে স্ত্রীলোকের 'ফিত্‌না, অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর কোন 'ফিত্‌না, আমি আমার পরে ছাড়িয়া যাইতেছি না।[১]

৬৫৩। ইব্‌নে 'আব্বাস রাঃ বলেন, একদা নবী সঃ-কে বলা হইয়াছিল, আপনি কি হামযার কন্যাকে বিবাহ করিবেন না?', তিনি বলিয়াছেন, "সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। (কাজেই আমি তাহাকে বিবাহ করিতে পারি না)"

৬৫৪। 'আয়িশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একজন পুরুষ লোকের গলার স্বর শুনিতে পাইলেন। লোকটি হাফ্‌সার বাড়ীতে ঢুকিবার জন্য অনুমতি চাহিয়া-ছিল। 'আয়িশা বলেন, অনন্তর আমি বলিলাম, "আল্লার রসূল, এই একটি লোক আপনার বাড়ীতে ঢুকিবার জন্য অনুমতি চাহিতেছে।" তাহাতে নবী সঃ বলিলেন, "আমার মনে হয় সে হাফ্‌সার দুধ-চাচা (দুধ-মার স্বামীর ভাই), অমুক।" তখন আয়িশা তাঁহার এক দুধ চাচার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে অমুক যদি

(১) যে ব্যাপার দ্বারা মুমিনের ঈমানের পরীক্ষা হইয়া থাকে তাহাকে শারী'আতে 'ফিত্‌না' বলা হয়। হাদীসটির তাৎপর্য এই যে, স্ত্রীলোকের কারণে মুমিনদের ঈমানের যে পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হইবে অন্য কোন কারণে তাহাদের ঈমানের ঐ পরিমাণ ক্ষতি হইবে না।

জীবিত থাকিতেন তবে তিনি আমার নিকট আসিতে পারিতেন ?" নবী সঃ বলিলেন, 'হ্যাঁ' জন্মগত কারণে যে আত্মীয়ের সহিত বিবাহ হারাম হয়, স্তন্য পানের কারণেও ঐ প্রকার আত্মীয়ের সহিত বিবাহ হারাম।

৬৫৫। উম্ম হাবীবাঃ বিন্‌ত আবূ সুফ্‌য়ান রাঃ বলেন, আমি বলিলাম "আল্লার রসূল, আমার ভগ্নী আবূ সুফ্‌য়ানের কন্যাকে বিবাহ করুন।" তিনি বলিলেন, "তুমি কি ইহা পসন্দ কর ?" আমি বলিলাম, "হাঁ। আমিই তো আপনার একমাত্র স্ত্রী নই। কাজেই এই মঙ্গলে আমার সহিত যাহারা অংশ গ্রহণ করে তাহাদের মধ্যে আমার ভগ্নিরও শরীক থাকা আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়।" তাহাতে নবী সঃ বলিলেন, "ইহা আমার জন্য হালাল নহে কারণ দুই বোনকে এক সঙ্গে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা আল্লাহ হারাম করিয়াছেন)"। আমি বলিলাম, "লোকে বলাবলি করিতেছে যে, আপনি নাকি আবূ সালমার কন্যাকে বিবাহ করিতে চান।" তিনি বলিলেন, "উম্ম-সাল্‌মার কন্যাকে ? আমি বলিলাম, "হ্যাঁ।" তিনি বলিলেন, "সে আমার তত্ত্বাবধানে পালিতা আমার স্ত্রীর কন্যা (বলিয়া সে আমার জন্য হালাল নহে। সে যদি তাহা,) নাও হইত তবুও সে আমার জন্য হালাল হইত না। কারণ, সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা"। সাওবিয়া আমাকে ও আবূ সালমাকে স্তন্য দান করিয়াছিল। অতএব তোমরা তোমাদের ও তোমাদের ভগিনীদিগকে বিবাহের জন্য আমার সামনে পেশ করিও না।"

৬৫৬। "আয়িশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী সঃ 'আয়িশার ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময়ে 'আয়িশার নিকটে একজন লোক ছিল। তাহাতে নবী সঃ-র চেহারার রং যেন বদলাইয়া গেল। মনে হইল, তিনি যেন ঐ লোকটির উপস্থিতি অপসন্দ করিলেন। তখন 'আয়িশা বলিলেন, "এই ব্যক্তি আমার (দুধ) ভাই।" তাহাতে নবী সঃ বলিলেন, "হে স্ত্রীলোকগণ, কোন্ কোন্ ব্যক্তি (স্তন্যপানের কারণে) তোমাদের ভাই তাহা তোমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিও। কেননা, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যে স্তন্য পান করা হয় তাহাই শারী'আত সম্মত স্তন্য পান।[১]

৬৫৭। জাবির রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ নিষেধ করিয়াছেন যে, কোন রমণী কোন পুরুষের স্ত্রী থাকা কালে ঐ রমণীর ভাইঝি বা বোনঝিকে যেন ঐ পুরুষ লোকটির সহিত বিবাহ দেওয়া না হয়।

---

(১) সহীহ মুসলিমেও এই হাদীসটি রহিয়াছে। তাহা ছাড়া তিরমিযীতে আছে, রসূলুল্লাহ্ সঃ বলিয়াছেন, "যে স্তন্য মূল আহার্যরূপে পেটে যায় এবং যে স্তন্যপান শিশুকালে স্তন্য ত্যাগের পূর্বে হইয়া থাকে কেবলমাত্র তাহাই বিবাহ হারাম করে," আরও আবূ দাউদে আছে, রসূলুল্লাহ্, সঃ বলিয়াছেন, "যে স্তন্যপান হাড়কে মোটা করে এবং শরীরের মাংস বৃদ্ধি করে সেই স্তন্যপান ছাড়া অন্য কোন সময়ের স্তন্যপান শারী'আতে গ্রাহ্য নহে। এই হাদীসগুলির উপর ভিত্তি করিয়া একমাত্র হযরত 'আয়িশা রাঃ ছাড়া সকল সাহাবী, সকল তাবিঈন ও সকল ইমাম এই অভিমত পোষণ করেন যে, শিশু যদি দুই বৎসর (মতান্তরে আড়াই বৎসর) বয়সের মধ্যে মাতা ভিন্ন অন্য কোন স্ত্রীলোকের স্তন্য পান করে তবে উহা শারী'আত-সম্মত স্তন্যপান বলিয়া গণ্য হইবে—অন্যথায় নহে।

৬৫৮। ইব্‌ন 'উমর রা: হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী স: 'শিগার' ধরনের বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন।

['শিগার' বিবাহের স্বরূপ এই একজন লোক অপর একজন লোককে বলে, আমি তোমার কন্যাকে (অথবা, তোমার ভগ্নীকে? এই শর্তে বিবাহ করিলাম যে, তুমি আমার কন্যাকে, (অথবা আমার ভগ্নীকে) বিবাহ কর। আর এক শর্ত এই যে, আমিও কোন মহর দিব না এবং তোমাকেও কোন মহর দিতে হইবে না। অনন্তর অপর লোকটি উহা সমর্থন করে। এই প্রকার বিবাহ ইসলাম পূর্ব কালে প্রচলিত ছিল।

৬৫৯। জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ রা: ও সাল্‌মা: ইব্‌নে আক্‌ওয়া' রা: বলেন, আমরা কোন এক সৈন্য দলে (যুদ্ধক্ষেত্রে) ছিলাম। অনন্তর রসূলুল্লাহ স: আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, "তোমাদের জন্য 'মুত্‌'আ' বিবাহের অনুমতি দেওয়া হইল। অতএব তোমরা 'মুত্‌'আ' বিবাহ করিতে পার।"[১]

৬৬০। সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ রা: হইতে বর্ণিত আছে যে, এক জন স্ত্রীলোক (নবী স:-র স্ত্রী হইবার জন্য) নিজেকে নবী স:-র নিকট নিবেদন করিল। (নবী স: তাহাকে গ্রহণ করিতে রাযী হইলেন না দেখিয়া) এক জন লোক নবী স:কে বলিল আল্লার রসূল, আমার সহিত উহার বিবাহ করাইয়া দিন।" তিনি বলিলেন, "তোমার নিকট কী আছে?" সে বলিল, "আমার নিকট কিছুই নাই।" তিনি বলিলেন, "(বাড়ী) যাও এবং খুঁজিয়া দেখ---লোহার একটি আংটিও যদি পাও (তাহাই লইয়া আইস)। অনন্তর লোকটি চলিয়া গেল। তারপর, ফিরিয়া আসিয়া বলিল "না; আল্লার কসম, আমি কিছুই পাইলাম না—লোহার একটি আংটিও না। তবে আমার এই একমাত্র লুঙ্গি রহিয়াছে। ইহার অর্ধেক তাহাকে দিতে পারি।"

সাহাবী সাহ্‌ল বলেন, তাহার কোন চাদরও ছিল না।

তখন নবী স: বলিলেন, "তোমার লুংগি দিয়া কী করিতে পার। উহা যদি তুমি পরিধান কর তাহা হইলে তাহার পরিধাণের জন্য কিছুই থাকে না। আর উহা যদি সে পরিধান করে তাহা তাহা হইলে তোমর পরিধানের জন্য কিছুই থাকে না"

অনন্তর লোকটি বসিয়াই রহিল। অবশেষে অনেক ক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। (এবং চলিয়া যাইতে লাগিল।) উহা দেখিয়া নবী স: তাহাকে নিজে ডাকিলেন অথবা কোন সাহাবীকে দিয়া তাহাকে ডাকা হইল। তারপর নবী স: তাহাকে বলিলেন, "কুরআনের কতখানি তোমার নিকট আছে?" সে কয়েকটি সূরার, উল্লেখ করিয়া বলিল, "আমার নিকট অমুক সূরা, অমুক সূরা, অমুক সূরা আছে।" তাহাতে নবী স: বলিলেন "কুরআনের যাহা কিছু তোমার নিকটে রহিয়াছে তাহারই কারণে আমি তোমাকে এই স্ত্রীলোকটির উপরে আধিপত্য দান করিলাম।"

---

১ এই মর্মের হাদীসগুলি বর্ণনা করিবার পরে ইমাম বুখারী বলেন,—'আলী রা: বলিয়াছেন যে, মুত্‌'আ বিবাহ মন্‌সুখ ও প্রত্যাহৃত হইয়াছিল।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তফসীর অধ্যায়ে, ৫৫৫ নং হাদীসের নোটে করা হইয়াছে।

সাহল ইব্‌নে স,'দ রাঃ-র অপর এক রিওয়ায়াতে আছে---

একজন স্ত্রীলোক রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট আসিয়া বলিল, "আল্লার রসূল, আপনার হুজুরে আমার নিজেকে সম্প্রদান করবিার জন্য আমি আপনার নিকট আসিয়াছি।" অনন্তর রসূলুল্লাহ সঃ তাহার দিকে তাকাইলেন এবং তাহার উপরিভাগে ও নিম্নভাগে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া তাহাকে ভাল করিয়া দেখিলেন। তারপর তিনি মাথা নীচুঁ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ইহার পরে বর্ণনাকারী পূর্ববর্তী হাদীসটির অনুরূপ বর্ণনা করিয়া শেষে বলেন---

নবী সঃ ঐ লোকটিকে বলিলেন, "তুমি কি ঐ সূরাগুলি কণ্ঠস্থ পড়িতে পার?" সে বলিল, "হাঁ।" তখন নবী সঃ বলিলেন "যাও, কুরআনের যাহা কিছু তোমার সহিত রহিয়াছে তাহার কারণে আমি তোমাকেঁ এই স্ত্রীলোকটির মালিক করিয়া দিলাম।"

৬৬১। মা'কাল ইব্‌ন য়াসার রাঃ বলেন, একজন লোকের সহিত আমি আমার এক ভগ্নীর বিবাহ দিয়াছিলাম। অনন্তর ঐ লোকটি তাহাকে তালাক দিয়াছিল। তারপর তাহার 'ইদ্দত পূর্ণ হইলে লোকটি তাহাকে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তাব দিয়াছিল। তাহাতে আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, "আমি তোমার সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলাম, তাহাকে তোমার শয্যা সঙ্গিনী করিয়াছিলাম এবং আমি তোমার যথেষ্ট খাতির সম্মানও করিয়াছিলাম। অনন্তর তুমি তাহাকে তালাক দিয়া বসিলে। তারপর তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য তুমিই আবার প্রস্তাব দিতেছ। না, আল্লার কসম সে কখনই তোমার নিকট ফিরিয়া যাইবে না।"

সাহাবী মা'কাল বলেন, ঐ লোকটির মধ্যে বিশেষ কোন দোষ ছিল না এবং ঐ স্ত্রী লোকটি অর্থাৎ আমার ভগ্নী তাহার নিকট ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছুক ছিল। তখন প্রবল প্রতাপ মহান আল্লাহ নাযিল করেন।

"আর তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদেরে (এক দফা অথবা দুই দফা) তালাক দিয়া অনন্তর তাহারা তাহাদের ইদ্দত কাল সম্পূর্ণ করিয়া বসে তখন তাহারা দুই জনে যদি যথারীতি ভদ্রভাবে সংসার করিতে রাযী হয় তাহা হইলে, (হে সমাজপতিগণ), তোমরা ঐ স্ত্রীলোকদের তাহাদের ঐ স্বামীদেরে পুনরায় বিবাহ করিতে বাধা দিও না।"---- (আল বাকারাঃ, ২৩২)

ইহার পরে আমি বলিলাম, "আল্লার রসূল, এখন আমি (ঐ লোকটির সহিত আমার ভগ্নীকে) বিবাহ করাইব।"

সাহাবী মা'কাল-এর শিষ্য বলেন, অনন্তর, তিনি তাঁহার ভগ্নীকে তাহার পূর্ব স্বামীর সহিত বিবাহ করাইয়া দেন।

৬৬২। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী সঃ বলিলেন, "(বালিগা) বিধবা স্ত্রীলোকের সহিত যে পর্যন্ত পরামর্শ-আলোচনা করা না হয় সে পর্যন্ত তাহার বিবাহ দেওয়া চলিবে না; এবং (বালিগা) কুমারীর অনুমতি যে পর্যন্ত লওয়া না হয়

সে পর্যন্ত তাহার বিবাহ দেওয়া চলিবে না।" সাহাবীগণ বলিলেন, "আল্লার রসূল কুমারীর অনুমতি কী ভাবে সাব্যস্ত হইবে?" তিনি বলিলেন, "তাহার চুপ থাকাই তাহার অনুমতি।"

৬৬৩। 'আয়িশা রাঃ বলেন, আমি একদা বলিলাম, "আল্লার রসূল, নারী। কুমারী ন্বালিগা হইলেও বিাহের অনুমতি দিতে সেত নিশ্চয় লজ্জা বোধ করবে।', তিনি বলিলেন, "তাহার চুপ থাকাই তাহার সম্মতি।',

৬৬৪। খান্সা বিন্ত খিযাম আনসারীয়া রাঃ হইতে বর্তি আছে যে, সে বিধবা থাকাকালে তাহার পিতা বিবাহ দেন। খান্সা' ঐ বিবাহ অপছন্দ করে। অনন্তর সে রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট যায় এবং তাহার অসম্মতি জানায়) তাহাতে রসূল্লাহ সঃ তাহার বিবাহ বাতিল করিয়া দেন।

৬৬৫। ইব্নে উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে নবী সঃ বলিয়াছেন "তোমাদের কেহ কোন বস্তু খরিদ-বিক্রীর কথা সমাপ্ত করিলে (সওদা ও মূল্য আদান প্রদান না হইলেও যে পর্যন্ত তাহারা অন্য মত না করে সে পর্যন্ত) অপর কেহ যেন ঐ বস্তু খরিদ-বিক্রীর প্রস্তাব না করে। আর তোমাদের কোন ভাই কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তাব দিলে (এবং ঐ প্রস্তাব অপর পক্ষ কর্তৃক হইলে, ঐ বিবাহ সম্পাদিত হইবার পূর্বে) প্রস্তাবকারী যে পর্যন্ত তাহার প্রস্তাব প্রত্যাহার না করে অথবা সে যে পর্যন্ত অনুমতি না দেয় সে পর্যন্ত অপর কেহ যেন ঐ স্ত্রীলোককে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তাব না দেয়।"

৬৬৬। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "(বিবি বর্তমান থাকিতে কোন লোক যদি অপর কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে চায় তাহা তাহা হইলে) নিজ পাত্রটিকে পূর্ণ অবস্থায় উপভোগ করিবার উদ্দেশ্যে কোন স্ত্রী-লোকের পক্ষে তাহার দীনী ভগিনীটিকে (অর্থাৎ লোকটির বর্তমান বিবিকে) তালাক দিবার শর্ত আরোপ করা হালাল নহে। কেননা তাহার তকদীরে যাহা নির্ধারিত রহিয়াছে তাহাই সে পাইবে।', (অর্থাৎ তাহার তকদীর যদি সুখ লেখা থাকে তাহা হইলে সতীনের সঙ্গে থাকিয়াও সে সুখ পাইবে। আর তাহার তকদীরে যদি দুঃখ কষ্ট লেখা থাকে তাহা হইলে সতীনশূন্য অবস্থাতেও সে দুঃখকষ্টই পাইবে)।

৬৬৭। 'আয়িশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একজন স্ত্রীলোকের সহিত একজন আনসারী পুরুষের বাসর ব্যবস্থা করেন। ঐ প্রসঙ্গে নবী সঃ তাঁহাকে বলেন, "(রাসর উপলক্ষে) তোমরা তামাশা কৌতুকের কী ব্যবস্থা করিয়াছ? আনসার লোকেরা এই সব উপলক্ষে তামাশা কৌতুক ভালবাসে।"[১]

---

[১] অপর এক রিওয়াতে আছে— নবী সঃ আয়িশাকে বলেন, "এক-মুখা ঢোল বাজাইবার জন্য ও গীত গাহিবার জন্য তোমরা কি কোন বালিকাকে পাঠাইয়াছ?" 'আয়িশা বলেন, আমি বলিলাম, "সে কি গীত বলিবে?" তাহাতে নবী সঃ বলিলেন, সে বলিবে এই—

৬৬৮। ইবন 'আব্বাস রাঃ বলেন রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন; কেহ যদি নিজ স্ত্রীর সহিত উপগমন করিবার পূর্বে (এই দু'আ)বলে,

'আল্লার নামে; হে আল্লাহ আমাদিকে শয়তান হইতে দূরে রাখ এবং আমাদের তুমি যে সন্তান দিবে তাহাকেও শয়তান হইতে দূরে রাখ।"

অনন্তর, ঐ মিলনে তাহাদিগকে যদি কোন সন্তান দেওয়া হয় তাহা হইলে শয়তান কখনও তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

৬৬৯। আনাস রাঃ বলেন যাইনাবের সহিত নবী সঃ-র বিবাহ উপলক্ষে নবী সঃ যেমন বিবাহভোজ দিয়াছিলেন ঐ রকমের ভোজ তিনি তাঁহার অপর কোন স্ত্রীর সহিত[১] বিবাহ উপলক্ষে দেন নাই। ঐ বিবাহভোজে তিনি একটি ছাগল খাওয়াইয়াছিলেন।

৬৭০। সাফীয়াঃ বিনত শাইবাঃ রাঃ বলেন, নবী সঃ তাঁহার কোন এক বিবির সহিত বিবাহ উপলক্ষে মাত্র দেড় দুসের যবের (খানা প্রস্তুত করিয়া) বিবাহভোজ দিয়াছিলেন।

৬৭১। ইবন 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন তোমাদের কেহ যখন অলীমা ভোজে[২] নিমন্ত্রিত হয় তখন ঐ ভোজে গমন করা তাহার কর্তব্য।

৬৭২। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লার প্রতি ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তাহার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর স্ত্রীলোকদের সহিত সদয় ব্যবহার করিবার জন্য আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি---তোমরা আমার উপদেশ পালন করিও। কেননা তাহাদিগকে (সর্বোচ্চ) পঞ্জরটি হইতে পয়দা করা হইয়াছে---আর পঞ্জরগুলির মধ্যে, সর্বোচ্চটিই সর্বাধিক বক্র।[৩] কাজেই তুমি যদি স্ত্রীলোককে সরল-সোজা করিতে যাও তাহা হইলে তুমি তাহাকে ভাঙিয়া

মোরা এসেছি তোমাদেরি কাছে—মোরা এসেছি তোমাদেরি কাছে
মোরা দীর্ঘ জীবন কামনা করি নিজেদের
মোরা দীর্ঘ জীবন কামনা করি তোমাদের,
যদি না থাকিত লোহিত সোনা, সাজিতে পারিতনা বেদুইন বালা,
যদি না থাকিত ধূসর গোধূম হৃষ্ট-পুষ্ট হইতনা কুমারী যত।

অপর একটি হাদীসে আছে যে, অপর কোন এক বাসর উপলক্ষে নবী সঃ-র উপস্থিতিতে কয়েক-জন বালিকা এক-মুখা ঢোল বাজাইয়াছিল এবং তাহাদের মৃত পিতা-পিতামহদের বীরত্ব-গাথা গাহিয়াছিল।

এই সব হাদীস হইতে জানা যায় যে,

(ক) বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে কেবল একমুখা ঢোল বাজানই শরী'আতে বৈধ রাখা হইয়াছে।

(খ) তাল-মান-লয় শূন্য, গীত গাওয়া বিবাহ বাসর প্রভৃতি উপলক্ষে বৈধ রাখা হইয়াছে। গীতের বিষয়বস্তু হইবে পূর্ব পুরুষদের বীরত্ব কাহিনী অথবা সরল সত, প্রাকৃতিক বিবরণ।

১ সম্ভবতঃ হযরত উম্ম-সালমা রাঃ-কে বিবাহ করিবার পরে নবী সঃ এই ভোজটি দিয়াছিলেন।

২ বর-ক'নের বাসর মিলনের পরে বরপক্ষ যে ভোজ দেয় সেই ভোজকে অলীমা ভোজ বলা হয়। এই অলীমা ভোজ দেওয়া সুন্নাত। ক'নের পক্ষ হইতে ভোজ দেওয়ার কোন বিধান শারী'আতে নাই।

৩ কোন কোন মুহাদ্দিসের মত এই যে, ইহা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে ইহার তাৎপর্য এই যে, স্ত্রীলোকের প্রকৃতি মূলতঃ অত্যন্ত বক্র।

ফেলিবে। (অর্থাৎ তাহাকে তালাক দিতে বাধ্য হইবে)। আর তাহাকে যদি ঐ ভাবেই ছাড়িয়া দাও তাহা হইলে সে চিরকাল বক্রই থাকিয়া যাইবে। অতঃপর স্ত্রীলোকদের প্রতি সদাচারী হইবার জন্য আমার উপদেশটি গ্রহণ কর।

উম্ম যার্‘ সম্পর্কিত হাদীস

৬৭৩। ‘আয়িশা রাঃ বলেন (কোন এক যুগে) এগারোজন স্ত্রীলোক, এক সঙ্গে বসিয়া পরস্পর চুক্তিবদ্ধ ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল যে, তাহারা নিজ নিজ স্বামীর অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া কিছুই গোপন করিবে না।

প্রথমা বলিল, আমার স্বামী হইতেছেন পর্বতশৃঙ্গে স্থাপিত ক্ষীণ দুর্বল উষ্ট্রের মাংস। আবার পর্বতটি সহজগম্য নয় যে সেখানে আরোহণ করা যাইতে পারে এবং মাংস খণ্ডটি চর্বিযুক্তও নয় যে, তাহা অপসারনযোগ্য হইতে পারে। (অর্থাৎ আমার স্বামীর মধ্যে ভাল' বলিতে কিছুই নাই)।

দ্বিতীয়া বলিল, আমার স্বামীর বিস্তারিত বিবরণ আমি দিতে পারিব না। কারণ (উহা এত দীর্ঘ যে,) আমার ভয় হয়, আমি কোন কথা ছাড়িয়া ফেলিব। আমি যদি তাঁহার কথা উল্লেখ করিতে যাই তাহা হইলে আমাকে তাঁহার ‘এটা’ ‘ওটা’ উল্লেখ করিতে হয়। (অর্থাৎ তাঁহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন বিশেষ গুণই নাই)।

তৃতীয়া বলিল, আমার স্বামী দীর্ঘকায় কোপন স্বভাব। (অর্থাৎ নির্বোধ অথচ বদ মেজাজী।) আমি যদি তাহার (কথার প্রতিবাদে) কোন কথা বলি তাহা হইলে আমাকে তালাক দেওয়া হইবে। আর আমি যদি চুপ থাকি তাহা হইলে আমাকে স্বামীহীনার মত করিয়া রাখা হইবে।

চতুর্থী বলিল, আমার স্বামী তিহামা উপত্যকার রাত্রির ন্যায় নাতিশীতোষ্ণ---না অত্যধিক গরম, না অত্যধিক ঠাণ্ডা;---না অনিষ্টের কোন আশঙ্কা আর না দীর্ঘ সংস্পর্শে কোন বিরক্তি।

পঞ্চমী বলিল, আমার স্বামী যখন বাড়ীতে প্রবেশ করেন তখন চিতা বাঘ হন। আর যখন বাহিরে যান তখন সিংহ সাজেন। তিনি (ভাল-মন্দ) যাহা কিছু দেখেন তাহার সম্বন্ধে কোনই প্রশ্ন করেন না।[১]

---

১ পঞ্চমীর উক্তিটি প্রশংসা ব্যঞ্জকও হইতে পারে, নিন্দাসূচকও হইতে পারে। প্রশংসা ব্যঞ্জক হইলে তাৎপর্য হইবে এই—তিনি যখন বাড়ীতে আসেন তখন চিতাবাঘের ন্যায় আশ্রিতের জন্য খাদ্য লইয়া আসেন; চিতাবাঘের ন্যায় ঘুম পাড়েন—কোন উপদ্রব করেন না এবং চিতাবাঘের ন্যায় স্ত্রীর সহিত মেলা-মেশা করেন। আরও তিনি বাড়ীতে থাকাকালে সাংসারিক খুঁটিনাটির প্রতি মোটেই কোন ভ্রূক্ষেপ করেন না। তারপর, তিনি বাহিরে গেলে সকলেই তাঁহাকে বীর পুরুষ বলিয়া মান্য করে। পক্ষান্তরে, ইহাকে নিন্দার্থে গ্রহণ করা হইলে তাৎপর্য হইবে এই—তিনি বাড়ীতে আসিলে চিতা-বাঘের ন্যায় আমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন। মার-ধর ও দুর্ব্যবহার করেন। এবং আমার কোন অসুবিধার প্রতি মোটেই নযর দেন না। আর তিনি যখন বাহিরে যান তখন বাহিরের লোকদের সর্বদা ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া রাখেন।

ষষ্ঠী বলিল, আমার স্বামী যখন খাইতে বসেন তখন তামাম খাবার উজাড় করিয়া খান; যখন পান করিতে লাগেন তখন পাত্র শূন্য করিয়া পান করেন এবং যখন শয়ন করেন তখন চাদর জড়াইয়া পড়িয়া থাকেন। আর আমার অস্থিরতা উদ্বেগ উপলব্ধি করিবার জন্য আমার গায়ে হাতটি পর্যন্ত লাগান না।

সপ্তমী বলিল, আমার স্বামী মতিচ্ছন্ন নপুংসক ও অকর্মা। তাঁহার মধ্যে, হরেক রকমের দোষ বর্তমান। তিনি তোমার মাথা ফাটাইতেও পারেন; তোমার শরীর ক্ষত বিক্ষত করিতেও পারেন; তোমার ধনসম্পদ লুটপাট করিয়া লইতেও পারেন---সবই করিতে পারেন।

অষ্টমী বলিল, আমার স্বামী---তাঁহার পরশ যেন খরগোশের পরশ; আর তাঁহার সুঘ্রাণ যেন যাফরাণের সুঘ্রাণ। (অর্থাৎ তাঁহার ব্যবহার অত্যন্ত কোমল ও হৃদয়গ্রাহী।

নবমী বলিল, আমার স্বামী উচচ বংশসম্ভূত, দীর্ঘ তরবারী বিলম্বিত ও অতিথি-পরায়ণ এবং পরামর্শ সভাগৃহের সন্নিকটে তাঁহার বাস। (অথাৎ তিনি মহৎ, তিনি বীর, তিনি দাতা এবং দেশের ও দশের নেতা।)

দশমী বলিল. আমার স্বামীর নাম মালিক। কী মহান সে মালিক। মালিক সকল প্রশংসার উর্ধ্বে। তাঁহার উটশালায় বহু উট থাকে আর চারণভূমিতে অল্প সংখ্যক উট থাকে (অতিথি অভ্যাগতদের স্বাগতম জানাইবার উদ্দেশ্যে যখন ঢাক-ঢোল বাজান হয় এবং ঐ ঢাক ঢোলের শব্দ যখন উটগুলি শুনে তখন তাহারা বিশ্বাস করিয়া বসে যে, তাহাদের মৃত্যু আগত।

একাদশী বলিল, আমার স্বামী আবূ যার', কী সে আবূ যার। তিনি কানভরা অলঙ্কার দিয়া আমার দুই কান দুলাইয়া রাখেন এবং আমার দুই বাহু মেদে পরিপূর্ণ করিয়া তোলেন (অর্থাৎ আমাকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিয়া হৃষ্টপুষ্ট করেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত আদর করেন বলিয়া আমি আত্মগরিমায় ফুলিয়া থাকি। তিনি আমাকে কোন অধিত্যকায় এমন এক (দরিদ্র) পরিবারের মধ্যে দেখিতে পান যে পরিবারে সম্পদ বলিতে ছাগলের, একটি ছোট পাল ছিল। অনন্তর, তিনি আমাকে (বিবাহ করিয়া) এমন এক পরিবারে লইয়া আসেন যে পরিবারে ঘোড়া, উট, গরু, মহিষ, শস্য মাড়াইকারী কৃষাণ এং তুস ভুষি হইতে শস্য পরিষ্কারকারী চাকর বাকর ছিল, তারপর তাঁহার সামনে আমি যাহাই বলি তাহাতে আমার কোন দোষ ধরা হয় না এবং (সাংসারিক কাজ কর্মের কোন ভাবনা না থাকায়), আমি ঘুমাই তো সকাল পর্যন্ত ঘুমাইয়া থাকি। পান করি তো পরিতৃপ্ত হইয়াই পান করি।

তারপর আবূ যার'-এর মা (আমার শাশুড়ী)। তাঁহার কথাই বা কী বলি। তাঁহার পেটরাগুলি (কাপড় চোপড়েরও সাজ সজ্জার সরঞ্জামে পরিপূর্ণ থাকায়) সবগুলিই ভারী ভারী ভারী তাঁহার ঘরটিও প্রকাণ্ড।

তারপর আবূ যার'-এর পুত্র। তাহার কথাই বা কী বলি। সে এমন কৃশকায় ও লিক লিকে যে, খেজুর গাছের, একটি শাখা রাখিবার জন্য যে সামান্য পরিমাণ স্থানের প্রয়োজন হয় সেই পরিমাণ স্থানই তাহার শয়নের পক্ষে যথেষ্ট। এবং চারি মাস বয়সের ছাগলের সম্মুখের একটি পায়ের গোশতে তাহার পেট ভরিয়া যায়।

আর আবূ যার-'এর কন্যাটির কথাই বা কী বলি। সে তাহার পিতার বাধ্য, তাহার মাতার বাধ্য। তাহার শরীর হৃষ্টপুষ্ট চাদর-ভর্তি এবং সে তাহার প্রতিবেশীর ঈর্ষারপাত্র

তারপর আবূ যার'-এর দাসীর কথাই বা কী বলি। আমাদের কোন কথাই সে বাহিরে প্রকাশ করে না। আমাদের খাবার সে চুরিও করে না, গোপনে লুটাইয়াও দেয় না। এবং সে আমাদের ঘর আবর্জনায় ভরিয়াও রাখে না।

অতঃপর উম্ম যা'র বলিল, অনন্তর একদা দুগ্ধ পাত্রগুলি হইতে যখন মাখন তোলা হইতেছিল এমন সময়ে আবূ যার' বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। অতঃপর তিনি এমন একজন স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলেন যাহার সঙ্গে চিতাবাঘের ন্যায় দুইটি শিশু পুত্র ছিল এবং ঐ পুত্র দুইটি তাহার কোমরের নীচে থাকিয়া দুইটি ডালিম লইয়া খেলা করিতেছিল। তারপর তিনি আমাকে তালাক দিয়া ঐ স্ত্রীলোকটিকে বিবহ করেন।

আবূ যার'-এর পরে আমি এমন একজন সম্ভ্রান্ত লোককে বিবাহ করিলাম যিনি অনায়সে ক্রমাগত ঘোড়া দৌড়াইয়া যান। খিত্‌ত্‌ অঞ্চলে প্রস্তুত সুবিখ্যাত বর্শা হাতে লইয়া চলাফেরা করেন, সন্ধ্যাকালে বহু উটসহ আমার নিকট আসেন এবং ঐ সময় তাঁহার নিকট যে সব সম্পদ আসিয়া পৌছে তাহা হইতে তিনি আমাকে জোড়ায় জোড়ায় দ্রব্য সামগ্রী দেন। আর তিনি বলেন, "হে উম্ম যার', তুমি, নিজে খাও এবং তোমার আত্মীয়-স্বজনদেরে খাবার দিয়া পাঠাও।", কিন্তু তিনি আমাকে যাহা কিছু দেন তাহা সমস্ত একত্র করিলেও আবূ যার'-এর ক্ষুদ্রতম পাত্রটির সমান হইবে না।"

আয়িশা রাঃ, (বলেন, গল্পের এইখানে পৌছিলে) রসূলুল্লাহ সঃ আমাকে বলিলেন, "আবূ যার' উম্ম্য যার'-এর প্রতি যেমন ছিল আমি তোমার প্রতি তদ্রূপ। (তবে তফাৎ এই যে, আমি তোমাকে তালাক দিই নাই বা তালাক দিব না।" তাহাতে আয়িশা বলেন, "আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান, আপনি বরং আবূ যার'-এর চেয়ে উত্তম।"[১]

---

১ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে এই হাদীস সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহার সার মর্ম এই—

একদা কোন কারণবশতঃ রসূলুল্লাহ্ সঃ হযরত 'আয়িশা' রাঃ-কে বলেন, "উম্ম যার'-র পক্ষে আবূ যার' যেমন ছিল তোমার পক্ষে আমি সেইরূপ।" তখন হযরত 'আয়িশা রাঃ বলেন, "আল্লার রসূল, আবূ যার' কে ছিল?" তাহাতে রসূলুল্লাহ্ সঃ এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন।

তারপর এই এগারোজন স্ত্রীলোকের বৈঠকটি কোথায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলেন, য়ামানে; কেহ বলেন, মক্কায়।

তারপর ঐ স্ত্রীলোকদের নাম সম্বন্ধে যতদূর জানা গিয়াছে তাহা এই—

প্রথমার নাম অজ্ঞাত, দ্বিতীয়ার নাম 'আমরাঃ বিনত 'আম্‌র, তৃতীয়ার নাম হব্বা বিনত কা'ব,

৬৭৪। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, কোন স্ত্রী-লোকের স্বামী তাহার নিকট উপস্থিত থাকাকালে স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঐ স্ত্রীলোকের পক্ষে নফল রোযা রাখা হালাল হইবে না। আবার স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রীলোক যেন তাহার ঘরে আসিতে কাহাকেও অনুমতি না দেয়। স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রীলোক যদি নিজ খাদ্য বা মাল হইতে কিছু খয়রাত করে তাহা হইলে উহার অর্ধেক সওয়াব স্বামীকে দেওয়া হইবে।

৬৭৫। উসামাঃ রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়াইয়া দেখিলাম যে, উহার মধ্যে যাহারা প্রবেশ করিয়াছিল তাহাদের অধিকাংশই দরিদ্র লোক। আর ধনী লোকেরা আটক অবস্থায় রহিয়াছেন অথচ জাহান্নামী-দিগকে জাহান্নামে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। (অর্থাৎ যে সব ধনী লোক জান্নাতে যাইবার যোগ্য তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবশে করিত দেওয়া হয় নাই।) তারপর আমি জাহান্নামের দরজায় দাঁড়াইয়া দেখিলাম যে, উহার মধ্যে যাহারা প্রবেশ করিয়াছিল তাহাদের অধিকাংশই ছিল স্ত্রীলোক।

(সম্ভবতঃ সূর্যগ্রহণ নমাযের মধ্যে নবী সঃ-কে এই দৃশ্য দেখান হইয়াছিল।)

৬৭৬। 'আয়িশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ যখন কোন সফরে যাইতেন তখন তিনি তাঁহার স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করিতেন। (এবং ,লটারীতে যাহার নাম, উঠিত তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন।) এক দফা লটারীতে 'আয়িশাঃ ও হাফসার নাম উঠিল। (ফলে নবী সঃ তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সফরে গেলেন।)

অনন্তর ঐ সফরে রাত্রি হইলেই নবী সঃ 'আয়িশার সহিত কথাবার্তা বলিতে যাইতেন। তারপর হাফসাঃ একদিন 'আয়িশাকে বলিলেন, 'আজ রাত্রিতে তুমি আমার উটে চড়িও আর আমি তোমার উটে চড়িব। তুমি, (যাহা দেখ না তাহা) দেখিতে দেখিতে যাইবে, এবং আমি (যাহা দেখি না তাহা) দেখিতে দেখিতে যাইব।" "আয়িশা বলিলেন "আচ্ছা।" অনন্তর 'আয়িশা হাফসার উটে চড়িলেন।

তারপর নবী সঃ আয়িশার উটের নিকট গেলেন। ঐ উটে হাফসাঃ ছিলেন। নবী সঃ সেখানে পৌছিয়া সালাম করিলেন। (এবং ঐ উটে আরোহণ করিলেন।)

তারপর উট চলিতে থাকিল। অবশেষে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছিয়া সকলে থামিলেন আর 'আয়িশা সারা পথ নবী সঃ-কে ছাড়িয়া কাটাইলেন।

তারপর সকলেই যখন অবতরণ করিল তখন 'আয়িশা তাঁহার দুই পা ইয্খির নামক ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে আমার রব্ব, আমাকে কামড়াইবার জন্য তুমি কোন কাঁকড়া বিছাকে অথবা কোন সাপকে আমার দিকে পাঠাও

চতুর্থীর নাম যাহ্দাদ বিনত আবূ হারমা, পঞ্চমীর নাম কাব্শাঃ, ষষ্ঠীর নাম হিন্দ, সপ্তমীর নাম হুব্বা বিন্ত 'আল্কামাঃ, অষ্টমীর নাম য়াসির বিন্ত আওস, নবমীর নাম অজ্ঞাত, দশমীর নাম কাব্শাঃ বিন্ত আর্কাম ও একাদশীর নাম 'আতীকা বিন্ত উকাইমিল।

(আমি যেন মরিয়া যাই—কোন্ মুখ লইয়া আমি তাঁহার নিকট যাইব?) আমি তো তাঁহার নিকট কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারিব না।"

৬৭৭। (আনাস রাঃ-র শিষ্য বলেন) আনাস রাঃ একদা বলিলেন, আমি যদি ইচ্ছা করি তাহা হইলে বলিতে পারি, "নবী সঃ বলিয়াছেন" কিন্তু তিনি তাহা না বলিয়া বলেন, "সুন্নাত এই" যে, (স্ত্রী বর্তমান থাকিতে) কোন লোক যদি কোন কুমারীকে বিবাহ করে তাহা হইলে সে তাহার সহিত সাত দিন থাকিবে। (এবং তারপর সকল স্ত্রীর পালা নির্ধারণ করিবে।) আর সে যদি কোন অকুমারীকে বিবাহ করে তাহা হইলে সে তাহার সহিত তিন দিন থাকিবে। (এবং তারপর সকল স্ত্রীর পালা নির্ধারণ করিবে।)

৬৭৮। আস্‌মা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, একজন স্ত্রীলোক বলিল "আল্লার রসূল আমার একজন সতীন আছে। (তাহাকে জ্বালাতন করিবার কুমতলবে) আমি যদি আমার স্বামী আমাকে যাহা দিয়া থাকেন তাহা ছাড়া আরও অনেক কিছু দিয়া থাকেন বলি এবং পরিতৃপ্তি প্রকাশ করি তাহা হইলে তাহাতে আমার কি কোন গুনাহ হইবে? রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন," যাহাকে যাহা দেওয়া হয় নাই সে যদি তাহা পাইয়াছে বলিয়া দাবী করে তাহা হইলে সে প্রবঞ্চনার দুইখানা বস্ত্র পরিধানকারীর সমতুল্য।"[১]

৬৭৯। আবু হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, কল্যাণদাতা আল্লাহ তা'আলার আত্মমর্যাদাবোধ রহিয়াছে। (এবং আল্লাহ তা'আলার আত্মমর্যাদাবোধ সবচেয়ে বেশী তীব্র।) আর, আল্লাহ যাহা হারাম করিয়াছেন, তাহা যখন তাঁহার কোন মুমিন বান্দা করিয়া বসে তখন তাঁহার আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ পাইয়া থাকে।[২]

৬৮০। আসমা' বিন্‌ত আবুবকর রাঃ বলেন, যুবাইর যে সময় আমাকে বিবাহ করেন সে সময় পৃথিবীতে তাঁহার কোন ধনসম্পদ বা দাস-দাসী বা কোন কিছুই ছিল না, তাঁহার মাত্র পানি উঠাইবার একটি উট ও সওয়ারির একটি ঘোড়া ছিল। কাজেই আমিই তাঁর ঘোড়াকে খাওয়াইতাম ও পানি পান করাইতাম। আমিই চামড়ার তৈয়ারী বালতিটি সিলাই-মেরামত করিতাম। আমিই আটা ছানিতাম; কিন্তু ভাল করিয়া রুটি

---

১. অর্থাৎ সে ডবল প্রবঞ্চক। সে নিজেকে বঞ্চিত করিয়া নিজেকেও ধোকা দেয় এবং অপরকেও ধোকা দেয়। ইহার দ্বিতীয় অর্থ এই যে, আরবের লোকেরা সাধারণতঃ দুইটি কাপড় পরিয়া থাকে—একটি লুঙ্গি ও একটি চাদর। কাজেই উভয় কাপড়ই প্রবঞ্চনাময় হওয়ার তাৎপর্য এই যে, সে মাথা হইতে পা পর্যন্ত প্রবঞ্চনাই প্রবঞ্চনা।

তারপর দরবেশ বেশধারী ভণ্ড লোকেরা এই হাদীসের আওতাভুক্ত বলিয়া আলিমগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

২. অপর একটি হাদীসে রহিয়াছে, "প্রত্যেক রাজা-বাদশার কোন-না-কোন রক্ষিত অঞ্চল থাকে। আর আল্লার রক্ষিত অঞ্চল হইতেছে তাঁহার নিষিদ্ধ ব্যাপারসমূহ।" অর্থাৎ আল্লার ঐ অঞ্চলে কোনও বান্দার জন্য প্রবেশের অনুমতি নাই। কাজেই কেহ ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করিলে অর্থাৎ কোন নিষিদ্ধ কাজ সম্পাদন করিলে আল্লাহ তা'আলার তীব্রতম আত্মমর্যাদায় আঘাত করা হয় বলিয়া ঐ প্রকার লোকের শাস্তি অবধারিত।

সেঁকিতে জানিতাম না। কাজেই আমার আনসার প্রতিবেশিনীরা আমার রুটি সেঁকিয়া দিত তাহারা অত্যন্ত সরল প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিল।

তারপর রসূলুল্লাহ সঃ যুবাইরকে যে জমি দিয়াছিলেন সেই জমি হইতে আমি খেজুর বীচির বোঝা মাথায় করিয়া বহিয়া আনিতাম। উহা (আমাদের বাসস্থান হইতে) দুই মাইল দূরে ছিল। একদা আমি খেজুর-বীচির বোঝা মাথায় করিয়া আনিবার কালে রসূলুল্লাহ সঃ-র সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন আনসারী ছিল। অনন্তর তিনি আমাকে ডাকিলেন এবং আমাকে তাঁহার পিছনে চড়াইবার জন্য 'ইখ্' 'ইখ্' বলিয়া উটকে বসাইলেন। পুরুষ লোকদের সঙ্গে চলিতে আমি লজ্জা বোধ করিলাম এবং যুবাইরের কথা ও তাঁহার আত্মাভিমানের কথাও স্মরণ করিলাম। বাস্তবিকই যুবাইর আর সব লোকের তুলনায় অত্যধিক আত্মাভিমানী ছিলেন। অনন্তর, আমি লজ্জা অনুভব করিতেছি বুঝিতে পারিয়া রসূলুল্লাহ সঃ চলিয়া গেলেন।

তারপর, আমি যুবাইরের নিকট পেঁৗছিয়া বলিলাম, আমার মাথায় খেজুর বীচির বোঝা থাকা অবস্থায় রসূলুল্লাহ সঃ-র সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার কয়েকজন সাহাবী ছিল। অনন্তর আমাকে উটে চড়াইবার জন্য তিনি উটকে বসাইলেন; কিন্তু উটে চড়িতে আমি লজ্জা বোধ করিলাম। আর তোমার আত্মাভিমানের কথা তো আমার জানাই ছিল। (এই কারণে আমি উটে আরোহণ করি নাই।) ইহাতে যুবাইর বলিল, "আল্লার কসম, তাঁহার সহিত আরোহণ করার তুলনায় তোমার খেজুর বীচির বোঝা বহন করাই আমার পক্ষে অধিকতর কষ্টদায়ক।"

আস্মা' বলেন, এই ঘটনার পরে (আমার পিতা) আবূ বকর আমার নিকট একজন চাকর পাঠাইলে সে আমার হইয়া ঘোড়ার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। তাহাতে মনে হইল সে যেন আমাকে আযাদী দান করিল।

৬৮১। 'আয়িশা: রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ একদা আমাকে বলিলেন, "তুমি আমার প্রতি কখন সন্তুষ্ট থাক এবং কখন রাগান্বিত হও, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারি।" আমি বলিলাম, "আপনি উহা কেমন করিয়া বুঝিতে পারেন?" তিনি বলিলেন "তুমি যখন আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক তখন (কসম করিতে হইলে) তুমি বলিয়া থাক "মুহম্মদের রব্বের কসম"। আর তুমি যখন আমার প্রতি বেযার হও তখন তুমি বলিয়া থাক 'ইবরাহীমের রব্বের কসম'। 'আয়িশা বলেন, তখন আমি বলিলাম, "হাঁ, আল্লার রসূল। তবে প্রকৃত কথা এই যে, আমি মাত্র আপনার নাম লওয়াই ছাড়িয়া থাকি। (আপনার প্রতি আমার ভালবাসার কোনই ব্যতিক্রম ঘটে না।)

৬৮২। 'উক্বা: ইব্‌ন 'আমির রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সঃ একদা বলিলেন, "স্ত্রীলোকদের সহিত নির্জনে সাক্ষাৎ করা হইতে তোমরা নিজেদের দূরে রাখিও।" তাহাতে একজন আনসারী বলিল, "আল্লার রসূল, স্বামীর ভাই-ভাতিজা সম্বন্ধে

আপনি কী বলেন।" নবী সঃ বলিলেন, "স্বামীর ভাই-ভাতিজার সহিত নির্জনে সাক্ষাৎ মৃত্যু তুল্য।"[১]

৬৮৩। ইব্‌নে মসঊদ রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "দুইজন স্ত্রীলোক খোলাগায়ে (একই চাদরের মধ্যে) গায়ে গা মিলাইয়া (শুইয়া) থাকিবার পরে তাহাদের কেহ নিজ স্বামীর নিকটে অপর স্ত্রীলোকটির বিবরণ এমন স্পষ্টভাবে যেন না দেয় যাহাতে মনে হয় যে, তাহার স্বামী ঐ স্ত্রীলোকটিকে চাক্ষুষ দেখিতেছে।"

৬৮৪। জাবির ইব্‌নে 'আবদুল্লাহ রাঃ হইতে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন তোমাদের কেহ দীর্ঘকাল বিদেশে থাকিবার পরে (বাড়ীতে পূর্বে খবর না দিয়াই) যদি দেশে আসে তাহা হইলে সে যেন নিজ স্ত্রীর নিকটে রাত্রিকালে প্রবেশ না করে।

৬৮৫। জাবির রাঃ হইতে বর্ণিত আছে নবী সঃ বলিয়াছেন, তুমি যদি রাত্রিকালে দেশে আস তবে বিদেশবাসী স্বামীর (অর্থাৎ তোমার) স্ত্রী যে পর্যন্ত ক্ষৌর কার্য সমাধা না করে এবং যে পর্যন্ত তোমার এলোকেশী স্ত্রী কেশ-বিন্যাশ সমাপ্ত না করে সে পর্যন্ত তুমি তাহার নিকটে যাইও না।

তালাক অধ্যায়

৬৮৬। ইব্‌ন 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নিজ স্ত্রীকে তাহার ঋতু-বর্তী থাকা অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ সঃ-র যামানায় তালাক দিয়াছিলেন। অনন্তর 'উমর ইব্‌নুল্-খাত্তাব ঐ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সঃ-কে জিজ্ঞাসা করিলে রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছিলেন, "তাহাকে আদেশ কর সে যেন ঐ স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করে। তারপর ঐ স্ত্রী ঋতু হইতে পাক হইয়া আবার ঋতুবতী হইয়া আবার ঋতু হইতে পাক হওয়া পর্যন্ত তাহাকে সে যেন স্ত্রীরূপে রাখে। তারপর সে যদি তাহাকে রাখিতে ইচ্ছা করে তবে রাখিবে। আর যদি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা করে তবে (ঐ দ্বিতীয় ঋতু হইতে পাক হইবার পরে) তাহার সহিত মিলনের পূর্বেই তাহাকে তালাক দিবে। ইহাই সেই 'ইদ্দত যাহাকে সামনে রাখিয়া স্ত্রীলোকদিগকে তালাক দিবার জন্য আল্লাহ হুকুম করিয়াছেন।"[২]

---

১. সেকালে স্ত্রীলোকেরা চাচাত, ফুফাত, মামাত, খালাত ভাইদের সহিত এবং স্বামীর ভাই-ভাতিজাদের সহিত নির্জনে সাক্ষাৎ করা দোষণীয় মনে করিত না। তাই নবী সঃ এই কঠোর মন্তব্য করেন।

তারপর এই সকল নিকট-আত্মীয়ের সহিত নির্জনে আলাপ যখন নবী সঃ মারাত্মক বলিয়া ঘোষণা করেন তখন ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অনাত্মীয়ের সহিত নির্জনে সাক্ষাৎ আরো অধিক মারাত্মক।

২. এখানে সূরা আত্‌-তালাকের প্রথম আয়তটির দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আয়াতটির তরজমা এই,—"হে নবী তথা তাঁহার উম্মতের লোকেরা, তোমরা যদি স্ত্রীলোকদের তালাক দিতে ইচ্ছুক হও, তাহা হইলে তাহাদের ইদ্দতকে সামনে রাখিয়া তাহাদিগকে তালাক দিও।"

আল্লার কালামে উল্লিখিত—'ইদ্দতকে সামনে রাখিয়া তালাক দিবার তাৎপর্য এই হাদীসে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাহা এই,—স্ত্রী ঋতু হইতে পাক থাকাকালে তাহার সহিত মিলনের পূর্বে তাহাকে

৬৮৭। ইব্‌ন 'উমর রাঃ বলেন, "(৬৮৬ নং হাদীসে উল্লিখিত ঘটনার) ঐ তালাককে এক তালাক গণ্য করা হইয়াছিল।"

৬৮৮। 'আয়িশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, (যে গৃহে রসূলুল্লাহ সঃ ছিলেন সেই গৃহে) রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকটে যখন 'জাওন' গোত্রীয়া স্ত্রীলোকটিকে আনা হইল এবং রসূলুল্লাহ সঃ যখন তাহার নিকটবর্তী হইলেন তখন সে বলিল, "আমি আপনার অনিষ্ট হইতে আল্লার আশ্রয় লইতেছি।" তাহাতে রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, "তুমি এক মহান জনের আশ্রয় লইলে। তোমার নিজ পরিবারে চলিয়া যাও।"[১]

৬৮৯। আবূ উসায়দ রাঃ-র এক বর্ণনায় রহিয়াছে যে, ('জাওন' গোত্রীয়া) ঐ মহিলাটিকে নবী সঃ-র নিকট আনা হইল। সেই সময়ে ঐ মহিলাটির সঙ্গে তাহার সেবা-যত্ন-কারিণী দাই-মা ছিল। তখন নবী সঃ ঐ মহিলাটিকে বলিলেন, "তুমি নিজেকে আমায় সম্প্রদান কর।" সে বলিল, "কোন রাজকুমারী কি কখনও কোন সাধারণ লোককে আত্মদান করিয়া থাকে?" তখন রসূলুল্লাহ্ সঃ তাহাকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে তাহার গায়ে হাত রাখিবার জন্য হাত বাড়াইলে সে বলিল, "আমি আপনার অনিষ্ট হইতে আল্লার আশ্রয় লইতেছি।" তখন নবী সঃ বলিলেন, "তুমি এক মহান জনের আশ্রয় লইলে।" তারপর তিনি বাহির হইয়া আমাদের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, "হে আবূ উসায়দ্ উহাকে দুই খানা "রাযিকী' কাপড় দাও এবং উহাকে উহার পরিবারের লোকদের নিকট পৌঁছাইয়া দাও।"[২]

তালাক দিতে হয়। ঋতুকালে তালাক দেওয়া অথবা পাক থাকাকালে মিলনের পরে তালাক দেওয়া আল্লাহ্ তা'আলার এই নির্দেশের বরখেলাফ বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই কারণে রসূলুল্লাহ সঃ ঋতুকালে তালাক দেওয়া স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিবার জন্য ইব্‌ন 'উমর রা·কে নির্দেশ দেন।

১. 'নিজ পরিবারে চলিয়া যাও' বলিলে উহার তাৎপর্য 'তালাক' হইয়া থাকে।

২. ঘটনাটির পূর্বাপর বৃত্তান্ত মূল বুখারী গ্রন্থে ও উহার ভাষ্য কাস্‌তালানী গ্রন্থে এইরূপ রহিয়াছে:—

আবূ উসায়েদ রাঃ বলেন, একদা আমরা নবী সঃ-র সহিত বাহির হইয়া পথ চলিতে চলিতে প্রাচীর বেষ্টিত একটি বাগানের নিকট পৌঁছিলাম। ঐ বাগানটির নাম ছিল, 'শাওত্'। তারপর আবার পথ চলিতে চলিতে প্রাচীর-বেষ্টিত আর একটি বাগানের নিকট পৌঁছিলাম। আমরা দুই বাগানের মাঝে এক স্থানে বসিলাম এবং রসূলুল্লাহ সঃ আমাদিগকে ঐ স্থানে বসিয়া থাকিতে নির্দেশ দিয়া নিজে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তারপর ঐ বাগানের মধ্যে একটি গৃহে নবী সঃ অবস্থান করিতে থাকাকালে এই হাদীসের বর্ণনাকারী আবু উমায়দ ঐ জাওনীয়া মহিলাটিকে তাহার লোকদের নিকট হইতে আনিয়া নবী সঃ-র নিকট পৌঁছাইলেন। নবী সঃ ঐ মহিলাটিকে পূর্বেই বিবাহ করিয়াছিলেন।

ইহার পরবর্তী বিবরণ এই হাদীসে দেওয়া হইয়াছে।

হাদীসে উল্লেখিত 'রাযিকী' কাপড় দুইটি 'মুত্'আ' স্বরূপ দেওয়া হইয়াছিল।

অবশেষে আবু উসাইদ যখন ঐ মহিলাটিকে তাহার পরিবারে পৌঁছাইয়া দেন তখন পরিবারের লোকেরা বিলাপ করিতে থাকে এবং 'হায় হতভাগী, হায় বদনসীব। কী ভাবে এই বিপদে পড়িলে।' বলিতে থাকে। তাহাতে মহিলাটি বলে, "আমাকে ধোকা দেওয়া হইয়াছিল।"

ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, মহিলাটি মনের দুঃখে খেদে অল্পকাল পরেই ইন্তিকাল করে।

৬৯০। 'আইশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, রিফা'আ কুরাযী-র স্ত্রী রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট আসিয়া বলিল, "আল্লার রসূল, রিফ'আ (আমাকে তালাক দিতে দিতে তিন) তালাক দিয়া আমাকে একেবারে তফাৎ করিয়া দেয়। অতঃপর আমি 'আবদুর রহমান ইব্‌ন যাবীর কুরাযী-কে বিবাহ করি। কিন্তু তাহার সহিত যাহা রহিয়াছে তাহা কাপড় প্রান্তের বয়ন-না-করা সুতারই মত। (অর্থাৎ সে নপুংসক—ধ্বজভঙ্গ।)" রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, "তুমি সম্ভবতঃ রিফা'আর নিকট ফিরিয়া যাইতে চাও? না; তাহা হইবে না—যে পর্যন্ত তোমার বর্তমান স্বামী তোমার মধু অল্প পরিমাণে উপভোগ না করিবে এবং তুমিও তাহার অল্প পরিমাণ মধু উপভোগ না করিবে (সে পর্যন্ত তুমি ইহাকে ছাড়িয়া তোমার পূর্ব স্বামীর নিকট যাইতে পারিবে না)[১]।

৬৯১। 'আইশা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ মধু ও হালুয়া-মিঠাই (খাইতে) ভালবাসিতেন। আরও তিনি যখন 'আসর নমায পড়িয়া ফিরিয়া আসিতেন তখন তিনি তাঁহার সকল স্ত্রীর গৃহে যাইতেন এবং তাঁহাদের নিকটে বসিতেন। একদা তিনি 'উমরের কন্যা হাফসা-র গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং তিনি তাঁহার কোন স্ত্রীর নিকটে সচরাচর যতক্ষণ অবস্থান করিতেন তদপেক্ষা অধিকক্ষণ সেখানে অবস্থান করিলেন। উহাতে আমি ঈর্ষান্বিত হইলাম। অনন্তর, সে সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসাবাদ করিতে থাকিলে কেহ আমাকে বলিল যে, হাফসা-কে তাহার কওমের কোন একজন স্ত্রীলোক চামড়ার ছোট একটি থলিপূর্ণ মধু দিয়াছিল এবং হাফসা উহা হইতে কিছু মধুর শরবত করিয়া নবী সঃ-কে পান করাইয়াছিল। (এই কারণে নবী সঃ-কে সেখানে অধিকক্ষণ অবস্থান করিতে হইয়াছিল।)

তখন আমি মনে মনে বলিলাম, আল্লার কসম, তাঁহার সহিত আমি একটি চাল অবশ্যই চালিব। অনন্তর, এক দিন আমি যম'আ-তনয়া সাদোকে বলিলাম, শীঘ্রই তিনি তোমার নিকট আসিবেন। তখন তিনি তোমার নিকটবর্তী হইলে তুমি বলিও, "আপনি কি 'মাগাফীর'[২] খাইয়াছেন?" তাহাতে তিনি তোমাকে নিশ্চয় বলিবেন যে, তিনি মাগাফীর খান নাই। তখন তুমি তাঁহাকে বলিও, "তাহা হইলে আপনার মুখে কিসের এই দুর্গন্ধ পাইতেছি?" তাহাতে তিনি তোমাকে নিশ্চয় বলিবেন; হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করাইয়াছে। তখন তুমি বলিও, "সম্ভবতঃ ঐ মধু আহরণ-কারী মৌমাছি 'উরফুত ফুলের রস আহরণ করিয়া থাকিবে।" এবং আমিও শীঘ্রই উহাই বলিব। আর ও সাফীয়া, তুমিও উহাই বলিও।

---

১. আবদুর রহমান তাহার স্ত্রীর ঐ দাবী অস্বীকার করিয়াছিল। অধিকন্তু নবী সঃ আবদুর রহমানের অপর স্ত্রীর গর্ভজাত দুই পুত্রকে হুবহু পিতার মত দেখিয়া ঐ স্ত্রীলোকটির বর্ণনা সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাই তিনি ঐরূপ ফয়সলা দিয়াছিলেন। [অনুবাদক পাক-ভারতীয় ছাপা সহীহ মুসলিমের হাশিয়া দ্রষ্টব্য।

২. মাগাফীর এক প্রকার গাছের আঠা; আর ঐ গাছের নাম উরফুত। সম্ভবতঃ হিং অথবা ঐ জাতীয় আঠাকে মাগাফীর বলা হয়।

('আইশাকে সাওদা অত্যন্ত ভয় করিত বলিয়া 'আইশার এই হুকুম পালন ব্যাপারে সাওদা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সাওদার ঐ মানসিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া)

'আইশা রাঃ বলেন, পরে সাওদা আমাকে বলে, "আল্লার কসম, তোমাকে আমি অত্যধিক ভয় করি বলিয়া, নবী সঃ দরজায় আসিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই তুমি আমাকে যাহা বলিতে আদেশ করিয়াছিলে তাহা আরম্ভ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। (কিন্তু কোনক্রমে নিজেকে সামলাইয়া লইলাম।)"

'আইশা রাঃ বলেন: অনন্তর নবী সঃ সাওদার নিকটবর্তী হইলে সে তাঁহাকে বলিল, "আল্লার রসূল, আপনি কি মাগাফীর খাইয়াছেন?" তিনি বলিলেন, "না।" সে বলিল, "তবে, আপনার মুখে যে-দুর্গন্ধ পাইতেছি তাহার কারণ কি?" তিনি বলিলেন "হাফ্সা আমাকে তো মধুর শরবত পান করাইয়াছে।" তাহাতে সাওদা বলিল, "সম্ভবতঃ উহার মৌমাছি 'উরফুত্ ফুলের রস আহরণ করিয়াছিল।' অতঃপর তিনি যখন আমার নিকটে ছিলেন তখন আমিও ঐ রকমের কথা বলিলাম এবং তিনি যখন সাফীয়ার নিকট গেলেন তখন সেও উহারই অনুরূপ কথা বলিল। পরে, নবী সঃ হাফসার নিকট গেলে সে বলিল, "আল্লার রসূল, আমি কি আপনাকে মধুর শরবত পান করাইব না?" তিনি বলিলেন, "উহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই।" 'আইশা রাঃ বলেন: তখন সাওদা বলিয়া উঠিল, "আল্লার কসম, আমরা তাঁহার জন্য মধু হারাম করিয়া ফেলিলাম।" আমি তাহাকে বলিলাম, "চুপ! চুপ!"

৬৯২। ইব্ন 'আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, সাবিত ইব্ন কায়সের স্ত্রী নবী সঃ-র নিকট আসিয়া বলিল, "আল্লার রসূল, সাবিত ইব্ন কায়েসের আচরণেও কোন ত্রুটি দেখিনা এবং তাঁহার দীনদারীতেও কোন ত্রুটি দেখি না। কিন্তু ব্যাপার এই যে. আমি (কেন যেন তাহাকে মোটেই দেখিতে পারি না এবং আমার আশঙ্কা হয় যে, আমি কুফর করিয়া বসিব। আর আমি) ইসলামে থাকিয়া কুফর করিতে ঘৃণা করি।" উহাতে রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, "(সে তোমাকে মহর বাবত যে বাগানটি দিয়াছে) তুমি কি তাহার বাগানটি ফিরাইয়া দিতেছ?" সে বলিল, "হাঁ।" এখন রসূলুল্লাহ সঃ সাবিতকে বলিলেন, "তোমার বাগান লও এবং ইহাকে এক তালাক দাও।"[১]

৬৯৩। ইব্ন 'আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, বারীরার স্বামী একজন ক্রীতদাস ছিল। তাহাকে মুগীস বলিয়া ডাকা হইত। আমি যেন এখনও দেখিতেছি যে, মুগীস কাঁদিতে কাঁদিতে বারীরার পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং তাহার অশ্রু তাহার দাড়ির উপর বহিয়া চলিয়াছে। ঐ সময়ে নবী সঃ 'আব্বাসকে বলিলেন, "হে 'আব্বাস, বারীরার প্রতি মুগীসের ভালবাসা এবং মুগীসের প্রতি বারীরার অসন্তোষ দেখিয়া আপনি কি আশ্চর্য বোধ করেন না?' তারপর নবী সঃ বারীরাকে বলিলেন, "তুমি যদি

---

১. এই হাদীস দ্বারা খুলা তালাকের বৈধতা প্রমাণিত হয়।

তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করিতে।" সে বলিল, "আল্লার রসূল, আপনি কি আমাকে ইহা করিতে আদেশ করিতেছেন?" নবী সঃ বাললেন, "না; আমি বরং সুপারিশ করিতেছি মাত্র।" তাহাতে বারীরা বলিল, "তাহা হইলে তাহার কোন প্রয়োজন আমার নাই।"

৬৯৪। সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ সা'ইদী রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ নিজ তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দুইটির মাঝে ঈষৎ ফাঁক করিয়া দেখাইয়া বলিলেন, "আমি ও য়াতীমের অভি-ভাবক জান্নাতে এইরূপ থাকিব।"

৬৯৫। আবু হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, একজন লোক নবী সঃ-র নিকট আসিয়া বলিল, "আল্লার রসূল, আমার একটি কৃষ্ণকায় পুত্র জন্মিয়াছে। (ছেলেটি সম্ভবতঃ আমার ঔরসের নয়। কারণ আমরা কেহই কৃষ্ণকায় নই।) তাহাতে নবী সঃ বলিলেন, "তোমার কি কোন উট আছে?" সে বলিল, "হাঁ।" তিনি বলিলেন, "উহার বর্ণ কি?" সে বলিল, "লাল।" তিনি বলিলেন, "উহার মধ্যে কি ধূসর বর্ণের কোন উট আছে?" সে বলিল, "হাঁ।" তিনি বলিলেন, "উহা কেমন করিয়া সম্ভব হইল?" সে বলিল, "সম্ভবতঃ উহাকে কোন শিরায় টানিয়াছে। (অর্থাৎ উহার পূর্ব পুরুষদের মধ্যে সম্ভবতঃ ধূসর বর্ণের কোন উট ছিল এবং তাহারই কারণে উহা ধূসর বর্ণের হইয়াছে।) তখন নবী সঃ বলিলেন, "তোমার এই পুত্রটিকেও সম্ভবতঃ কোন শিরায় টানিয়াছে।"

৬৯৬। ইব্‌ন 'উমর রাঃ লি'আনকারী পুরুষ ও লি'আনকারিণী স্ত্রীলোক সম্পর্কিত হাদীসে বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ ঐ লি'আনকারীদ্বয়কে বলিয়াছিলেন, "তোমাদের বিচার আল্লার নিকট হইবে। কারণ তোমাদের দুইজনের একজন মিথ্যাবাদী বটে।" তারপর পুরুষ লোকটিকে বলিলেন, "উহার উপরে তোমার কোনই অধিকার নাই।" পুরুষ লোকটি বলিল, "আমার মালের কী হইবে?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "তোমার মাল ফেরৎ পাইবে না। কারণ, তুমি যদি তাহার বিরুদ্ধে সত্য বলিয়া থাক তাহা হইলে তুমি তাহাকে নিজের জন্য হালাল করার বদলে ঐ মাল তাহার হইবে। আর তুমি যদি তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলিয়া থাক তাহা হইলে ঐ মাল তোমা হইতে আরও দূরে।"

৬৯৭। উম্ম সলমা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, একজন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা যায়। অনন্তর তাহার 'ইদ্দত কালে তাহার পরিবারের লোকেরা তাহার চক্ষু নষ্ট হইবার আশঙ্কা দেখিয়া রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট আসিল এবং চোখে সুরমা লাগাইবার জন্য অনুমতি চাহিল। তাহাতে নবী সঃ বলিলেন, "সুরমা লাগাইও না। দেখ! ইসলামের আগমনের পূর্বে তোমাদের বিধবাদেরে 'ইদ্দত পালন করিবার জন্য নিকৃষ্ট পোশাকে, জঘন্য ঘরে থাকিতে হইত। তারপর এক বৎসর পূর্ণ হইলে তাহার নিকট দিয়া কুকুর যাইতে থাকাকালে তাহাকে ঐ কুকুরের প্রতি ছাগলের নাদি নিক্ষেপ করিতে হইত। (আর এখন চারি মাস দশ দিনই সহ্য হয় না) না; যে পর্যন্ত চারি মাস দশ দিন অতিক্রান্ত না হয় সুরমা লাগাইতে পারিবে না।"

ভরণ-পোষণ অধ্যায়

৬৯৮। আবূ মাস্‌'উদ আনসারী রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "কোন মুসলিম নিজ পরিবারের লোকদের ভরণপোষণের জন্য যাহা ব্যয় করে তাহা যদি সে সওয়াবের নিয়াতে করে তাহা হইলে তাহাতে সে সদ্‌কা-খয়রাতের সওয়াব পায়।

৬৯৯। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, নবী সঃ বলিয়াছেন, "বিধবাদের এবং অসহায় দরিদ্রের সাহায্যার্থে চেষ্টা-যত্নকারী ব্যক্তি (প্রতিদান ও সওয়াব ব্যাপারে) আল্লার পথে জিহাদকারীর মত অথবা ঐ ব্যক্তির মত যে ব্যক্তি সারা রাত 'ইবাদত করে ও সারা দিন রোযা রাখে।

৭০০। 'উমর ইব্‌ন খত্তাব রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, বানূ নাযীরের (যে খেজুর বাগান নবী সঃ গানীমাতে পাইয়াছিলেন সেই) খেজুর বাগানের খেজুর নবী সঃ বিক্রয় করিতেন এবং নিজ পরিবারের লোকদের সারা বৎসরের খাদ্য মওজুদ রাখিতেন।

খাদ্য-দ্রব্যাদি অধ্যায়

৭০১। আবূ হুরায়রা রাঃ বলেন, একদা (ক্ষুধার কারণে) আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতে-ছিল। তাই আমি (কিছু খাদ্যের আশায়) 'উমর ইব্‌ন খত্তাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে পরাক্রান্ত, মহান আল্লার কিতাবের একটি আয়াত পড়িতে ও তাহার ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলাম। তখন তিনি নিজ ঘরে প্রবেশ করিয়া ঐ আয়াতটি পড়িলেন এবং উহার ব্যাখ্যা করিয়া আমাকে শুনাইলেন। তারপর আমি অল্প দূর হাঁটিয়া গিয়া কষ্ট ও ক্ষুধার তাড়নায় মুখের ভারে আছাড় খাইয়া পড়িলাম। তারপর হঠাৎ দেখি যে, রসূলুল্লাহ্ সঃ আমার মাথার নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি ডাকিলেন, "আবূ হুরায়রা!" আমি বলিলাম, "হাযির আছি ও ধন্য হইলাম; হে আল্লার রসূল।" তখন তিনি আমার হাত ধরিয়া আমাকে উঠাইলেন এবং আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া আমাকে তাঁহার বাড়ী লইয়া গেলেন।

তারপর তিনি আমার জন্য একটি বড় বাটি ভরা দুধ আনিতে আদেশ করিলেন। আমি উহা হইতে কিছু পান করিলে তিনি বলিলেন, "আবূ হুরায়রা, আবার পান কর।" আমি আরও কিছু পান করিলে তিনি বলিলেন, "আবূ হুরায়রা, আবার পান কর।" আমি আরও কিছু পান করিলে আরও কিছু পান করিলে আমার পেট ভরিয়া তীরের দণ্ডের মত (সুডোল) হইয়া উঠিল।

আবূ হুরায়রা বলেন, অতঃপর 'উমরের সহিত আমার পুনরায় সাক্ষাৎ হইলে (তাঁহার সহিত পূর্ববর্তী সাক্ষাৎ কালে) আমার যে অবস্থা ছিল তাহা আমি তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলাম এবং বলিলাম, "হে 'উমর, ঐ ব্যাপার সম্পর্কে যিনি আপনার চেয়ে অধিকতর হকদার ছিলেন তাঁহাকেই আল্লাহ ঐ ব্যাপারের ভার দিয়াছিলেন। আল্লার কসম, আমি আপনাকে যে আয়াতটি বুঝাইতে বলিয়াছিলাম তাহা আমি আপনার চেয়ে ভাল বুঝি।

(আমার উদ্দেশ্য ছিল, আপনি আমার ক্ষুধা টের পাইয়া আমাকে খাওয়াইবেন।)" উমর বলিলেন, "ঐ সময়ে তোমার মেহমানদারী করা আমার নিকট লাল উট লাভ করার চেয়ে অধিকতর প্রিয় হইত।"

৭০২। 'উমর ইব্‌ন আবু সালাম রাঃ বলেন, আমি বাল্যকালে রাসূলুল্লাহ সঃ-র পরিবারে প্রতিপালিত হই। ঐ সময়ে এক দিন খাইতে বসিয়া আমার হাতটি পাত্রের এদিকে-ওদিকে চালাইতেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, "বালক! আল্লাহ্‌র নাম লইয়া ডান হাত দিয়া খাও এবং তোমার দিকে যাহা আছে তাহা হইতে খাও।" উহার পর হইতে আমার খাইবার রীতি নবী সঃ-র নির্দেশ মত রহিয়াছে।[১]

৭০৩। 'আইশা রাঃ বলেন, আমরা যে সময়ে পরিতৃপ্ত হইয়া খুরমা ও পানি খাইতে পাইয়াছিলাম সেই সময়ে রসূলুল্লাহ সঃ-র অফাত হয়।[২]

৭০৪। আনাস রাঃ বলেন, (দুনয়ার উপভোগের প্রতি অনাসক্তি বশতঃ)রসূলুল্লাহ সঃ জীবনে কখনও ময়ান-করা ময়দার রুটিও খান নাই এবং গরম পানি যোগে কচি ছাগলের চুল দূর করিয়া সেই ছাগলের গোশ্‌তও খান নাই। (বরং চামড়া ছাড়ান ছাগলের গোশতই খাইতেন)।

৭০৫। আনাস রাঃ অপর এক বর্ণনায় বলেন, নবী সঃ আহারের সময় কখন কোন চাটনি খাইয়াছেন বলিয়া, অথবা তাঁহার জন্য কখনও ময়দার রুটি তৈয়ার করা হইয়াছিল বলিয়া, অথবা কোন টেবিলের উপর খাদ্য রাখিয়া কখনও আহার করিয়াছিলেন বলিয়া আমার জানা নাই।

৭০৬। আবু হুরায়রা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "দুই জনের খাদ্য তিন জনের জন্য এবং তিনজনের খাদ্য চারিজনের জন্য যথেষ্ট হয়।"

---

১. আবু সালামা রাঃ-র ইন্তিকালের পর তাঁহার বিধবা পত্নী উম্ম-সালামাকে নবী সঃ বিবাহ করেন এবং আবু সালামার ঔরসজাত উম্ম-সালামার সন্তানদের ভরণ-পোষণের ভার নবী সঃ গ্রহণ করেন। সেই মতে এই হাদীসে বর্ণনাকারী 'উমর ইব্‌ন আবু সালামা নবী সঃ-র পরিবারে প্রতিপালিত হন।

তারপর আরবদের রীতি এই ছিল যে, তাহারা একাধিক লোক এক সঙ্গে একটি বৃহৎ পাত্রের চারিপাশে বসিয়া আহার করিত। তাই রসূলুল্লাহ্ সঃ ও উমর ইব্‌ন আবু সালামা একই পাত্রের বিভিন্ন পার্শ্বে বসিয়া একই পাত্র হইতে খাদ্য গ্রহণ করিতেছিলেন। সমগ্র পাত্রটিতে একই প্রকার খাদ্য ছিল বলিয়া পাত্রের বিভিন্ন স্থান হইতে খাদ্য গ্রহণ করিবার কোন অর্থ ছিল না।

হাদীসটির তাৎপর্য এই যে, কোন পাত্রে একই প্রকার খাদ্য থাকিলে ঐ পাত্র হইতে খাদ্য গ্রহণকারিগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ পার্শ্ব হইতে খাদ্য গ্রহণ করিবে। ঐরূপ ক্ষেত্রে নিকটের খাদ্য ছাড়িয়া দূর হইতে খাদ্য গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে অর্থহীন ও অশোভন হইবে। পক্ষান্তরে পাত্রটির বিভিন্ন পার্শ্বে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য থাকিলে বিভিন্ন স্থান হইতে খাদ্য গ্রহণ করা অসঙ্গত হইবে না। বিভিন্ন পাত্রে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য থাকিলে বিভিন্ন স্থান হইতে খাদ্য গ্রহণ করা অসঙ্গত।

২. রসূলুল্লাহ [illegible] তিন বৎসর পূর্বে খায়বর বিজয় হয়। সেই সময় [illegible] সঃ-র পরিবারের লোকেরা পেট ভরিয়া খুরমা খাইতে পান।

৩৪—

৭০৭। ইবন 'উমর রাঃ সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, তাঁহার সঙ্গে আহার করিবার জন্য যে পর্যন্ত কোন একজন দরিদ্র লোককে আনা না হইতে সে পর্যন্ত তিনি আহার করিতেন না। এক দিন তাঁহার সঙ্গে আহার করিবার জন্য একজন লোককে আনা হইলে সে অনেক খাবার খাইয়া ফেলিল। তাহাতে ইবন 'উমর নিজ খাদিমকে বলিলেন, আমার সঙ্গে আহার করিবার জন্য ইহাকে আর আনিও না। কারণ আমি নবী সঃকে বলিতে শুনিয়াছি, "মুমিন ব্যক্তি এক পাকস্থলী ভরিয়া খাদ্য খায়, আর কাফির ব্যক্তি সাত পাকস্থলী ভরিয়া খাদ্য খায়। অর্থাৎ মুমিন কখনও বেশী খায় না।"

৭০৮। আবূ জুহায়ফা রাঃ বলেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট ছিলাম। অনন্তর তিনি তাঁহার নিকটস্থ একজন লোককে বলিলেন, "আমি হেলান দিয়া বসিয়া খাই না"।

৭০৯। আবূ হুরায়রা রাঃ বলেন, নবী সঃ কখনও কোনও খাদ্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করেন নাই। বরং যে খাদ্য খাইতে তাঁহার ইচ্ছা হইত তাহা তিনি খাইতেন এবং যে খাদ্য খাইতে তাঁহার অনিচ্ছা হইত তাহা তিনি পরিত্যাগ করিতেন।

৭১০। সাহ্‌ল রাঃ-কে একদা বলা হইল, "আপনারা কি নবী সঃ-র যমানায় ময়দা দেখিয়াছিলেন ?" তিনি বলিলেন, "না।" তারপর বলা হইল, "আপনারা কি যবের আটা চালুনি দিয়া চালিয়া লইতেন ?" তিনি বলিলেন, "না। বরং আমরা উহাতে ফু দিয়া ভুষি উড়াইয়া দিতাম।"

৭১১। আবূ হুরায়রা রাঃ বলেন, একদা নবী সঃ তাঁহার সাহাবীদের মধ্যে কিছু খুরমা বণ্টন করেন এবং প্রত্যেককে সাতটি করিয়া খুরমা দেন। তিনি আমাকে যে সাতটি খুরমা দেন তাহার মধ্যে একটা কুশি খুরমা ছিল। কিন্তু ঐ খুরমাগুলির মধ্যে ঐ কুশি খুরমাটিই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় হইয়াছিল—উহা চিবান বেশ কঠিন ছিল।

৭১২। আবূ হুরায়রা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা এমন এক দল লোকের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন যাহাদের সম্মুখে একটি ভর্জিত ছাগল ছিল। তাহারা আবূ হুরাইরাকে উহা খাইতে আহ্বান করিলে তিনি উহা খাইতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, "রাসূলুল্লাহ সঃ যবের রুটিও কোন দিন পেট ভরিয়া না খাইয়া চলিয়া গিয়াছেন।"

৭১৩। 'আ'ইশা রাঃ বলেন, মুহম্মদ সঃ-র মদীনায় আগমন হইতে তাঁহার অন্তর্ধান পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তাঁহার পরিবারের লোকেরা কখনও একাদিক্রমে তিন দিন ধরিয়া গমের খাদ্য-রুটি পেট ভরিয়া খায় নাই।

৭১৪। 'আ'ইশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে সেই উপলক্ষে স্ত্রীলোকেরা সমবেত হইত। তারপর, তাঁহার আপনজন ও বিশিষ্ট স্ত্রীলোকগণ ছাড়া আর সকলেই নিজ নিজ বাড়ী চলিয়া যাইত।

তারপর তাঁহার ('আ'ইশার) নির্দেশক্রমে এক ডেকচি তালবীনা:[১] পাক করা হইত। অতঃপর সারীদ[২] পাক করা হইলে ঐ সারীদের উপরে তালবীনা: ঢালিয়া দেওয়া হইত। তারপর তিনি স্ত্রীলোকদের বলিতেন, "আপনারা ইহা খান"। আমি রাসূলুল্লাহ স:-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তালবীনা: রোগীর (পাকস্থলীর রুক্ষতা দূর করিয়া) হৃদপিণ্ডকে শান্ত করে এবং কিছু পরিমাণে শোকেরও উপশম করে।

৭১৫। হুযাইফা: রা: বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ স:-কে বলিতে শুনিয়াছি, "তোমরা রেশমী কাপড়ও (হারীর) পরিও না, মটকা কাপড়ও (দীবাজ) পরিও না। আর তোমরা সোনা বা চাঁদীর বাটিতে কিছু পান করিও না এবং সোনা বা চাঁদীর থালায় কিছু খাইও না। কেননা এইগুলি দুনয়াতে অমুমিনদের জন্য এবং আখিরাতে আমাদের তথা মুমিনদের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে।"[৩]

৭১৬। আবূ মাস্'উদ আনসারী রা: বলেন, আবূ শু'আব নামে একজন আনসারী ছিল। তাহার একজন গোশ্ত-বিক্রেতা গোলাম ছিল। ঐ আনসারী একদা তাহার ঐ গোলামকে বলিল, "খাবার তৈয়ার কর। আমি রাসূলুল্লাহ স: সহ পাঁচজনকে দাওয়াত করিব।" অনন্তর সে রাসূলুল্লাহ স: সহ পাঁচজনকে দাওয়াত করিলে তাঁহারা পাঁচজন আসিলেন এবং তাঁহাদের পিছনে পিছনে একজন অনাহূত লোকও আসিল। তখন নবী স: বলিলেন, "তুমি আমাদের পাঁচজনকে দাওয়াত করিয়াছ। আর এই লোকটি আমাদের পিছনে পিছনে আসিয়াছে। অতএব, তোমার ইচ্ছা হইলে তুমি উহাকে অনুমতি দিতে পার আর তোমার ইচ্ছা হইলে তুমি উহাকে পরিত্যাগ করিতে পার।" সে বলিল, "বরং আমি তাহাকে অনুমতি দিলাম।"

৭১৭। 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর ইবন আবূ তালিব রা: বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ স:-কে খেজুরের সহিত শশা-ক্ষীরা খাইতে দেখিয়াছি।

৭১৮। জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ রা: বলেন, মদীনায় একজন য়াহুদী ছিল। সে খেজুর কাটার মওসুমের মি'আদে আমাকে ঋণ দিত। আর জাবিরের অর্থাৎ আমার খেজুর বাগানের ভুমিখণ্ডটি 'রূমা' যাইবার পথটির ধারে অবস্থিত ছিল। এক বৎসর ঐ জমির বাগানে ফল বিলম্বে আসিল বলিয়া ফল কম ধরিল এবং খেজুর-কাঁদি কাটিতেও বিলম্ব হইল। খেজুর-কাঁদি কাটিবার মওসুম আসিলে, আমি খেজুরের কোন কাঁদি না কাটিতেই ঐ য়াহুদী আমার নিকট তাগাদায় আসিল। আমি তাহার নিকট পরবর্তী বৎসর পর্যন্ত সময় চাহিতে লাগিলাম, কিন্তু সে সময় দিতে অস্বীকার করিল। নবী স:-র নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি নিজ সাহাবীদিগকে বলিলেন, "চলো,

---

১. মধু অথবা দুধের সহিত আটা অথবা সূজী পাক করিলে তালবীনা: প্রস্তুত হয়।
২. পাক করা গোশ্ত ও উহার ঝোলে রুটি টুকরা টুকরা করিয়া মিশ্রিত করিলে 'সারীদ' প্রস্তুত হয়।
৩. পরে মুমিন স্ত্রীলোকদের রেশমী ও মটকা কাপড় এবং সোনা-চাঁদীর অলংকার পরিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল এবং ঐ বিধানই এখন বলবৎ রহিয়াছে।

আমরা জাবিরের জন্য য়াহুদীটির নিকট সময় চাহি। অনন্তর তাঁহারা আমার খেজুর-বাগানে আমার নিকট আসিলেন এবং নবী সঃ য়াহুদীটির সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। আর য়াহুদীটি কেবল এই কথাই বলিতে থাকিল, "হে আবুল্-কাসিম, আমি তাহাকে সময় দিব না।" এই অবস্থা দেখিয়া নবী সঃ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং খেজুর বাগানটি ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখিলেন। তারপর তিনি য়াহুদীটির নিকট আসিয়া আবার তাহার সহিত কথা বলিলেন, কিন্তু এবারেও সে অস্বীকার করিল। তখন আমি উঠিয়া গিয়া কিছু খেজুর পাড়িয়া আনিয়া নবী সঃ-র সামনে রাখিলাম। তিনি উহা খাইলেন। তারপর তিনি আমাকে বলিলেন, "হে জাবির, তোমার বাগানের কুঁড়েটি কোথায়? আমি তাঁহাকে উহা জানাইলে তিনি বলিলেন, "উহাতে আমার জন্য বিছানা পাত।" আমি তাঁহার জন্য বিছানা পাতিলে তিনি সেখানে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। তারপর তিনি জাগরিত হইলে আমি তাঁহার নিকটে আর একমুঠো খেজুর আনিলাম। তিনি উহার কয়েকটি খাইলেন। তারপর উঠিয়া গিয়া য়াহুদীটার সহিত আবার কথাবার্তা বলিলেন, কিন্তু এবারেও সে অস্বীকার করিল। তখন নবী সঃ দ্বিতীয়বার খেজুর কাঁদিযুক্ত খেজুর গাছগুলির মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর তিনি বলিলেন "হে জাবির, খেজুর-কাঁদি কাট ও ঋণ পরিশোধ কর।" অতঃপর, কাঁদি কাটিবার সময়ে তিনি কিছুক্ষণ থাকিলেন। (এবং তারপর চলিয়া গেলেন)। তারপর আমি (সমস্ত) খেজুর কাটিয়া উহা হইতে ঋণ পরিশোধ করিলাম এবং (ঋণে যে পরিমাণ খেজুর দিলাম) ঐ পরিমাণ খেজুর বাঁচিয়া গেল। তারপর আমি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া নবী সঃ-র নিকট গেলাম এবং তাঁহাকে এই শুভ সংবাদ দিলে তিনি বলিলেন, "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল"।

এই ঘটনাটির বিভিন্ন অংশ মূল বুখারী হাদিস গ্রন্থে মোট ১১ স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। (পৃঃ ২৮৫, ৩২২, দুইবার, ৩২৪, ৩৫৪, ৩৭৪, ৩৯০, ৫০৫, ৫৮০, ৮১৮ ও ৯২৩) এই ১১ স্থানের মধ্য হইতে মাত্র দুইটি রিওয়াত তজরীদে গ্রহণ করা হইয়াছে। ২৮৫ পৃষ্ঠার রিওয়াতটি হইতেছে তজরীদ প্রথম খণ্ডের ১০০৫ নং হাদীসটি আর এই হাদীসটি হইতেছে ৮১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হাদীসটি।

বুখারী হাদীস গ্রন্থের সব কয়টি রিওয়াত একত্র করিলে ঘটনাটি এইরূপ দাঁড়ায়। জাবিরের পিতা 'আবদুল্লাহ একজন য়াহুদীর (য়াহুদীটির নাম ছিল আবুশ্‌-শাহ্‌ম-কাসতাল্লানী) ৩০ অসক (প্রায় সওয়াশো-দেড়শো মণ ও অপর কয়েকজন মহাজনের ১৭ অসক (প্রায় ৭০-৮০ মণ) খেজুর খুরমা ঋণ রাখিয়া উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। ঘটনার বৎসরে জাবিরের খেজুর বাগানে ফল কম আসায় জাবির মহাজনদের অনুরোধ করেন যে, তাঁহারা ঐ বৎসরের তামাম খেজুর হারাহারিভাবে লইয়া তাঁহাকে যেন ঋণ হইতে খালাস দেন। কিন্তু মহাজনেরা তাহাতে রাযী হইল না। বুখারী, ৩৭৪। তারপর রাসূলুল্লাহ সঃ-কে দিয়া সুপারিশ করাইবার জন্য জাবির রাসূলুল্লাহ সঃ-র বাড়ী

গিয়া তাঁহার দরজায় আঘাত করেন। তাহাতে রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "কে ?" জওয়াবে জাবির বলেন, 'আমি'। রাসূলুল্লাহ সঃ এইরূপ জওয়াব নাপসন্দ করিয়া বলিয়া উঠেন, "আমি ! আমি !" (বুখারী, ৯২৩)। তারপর রসূলুল্লাহ সঃ মহাজনদিগকে ডাকাইয়া তাহাদের ঐ বৎসরের জাবিরের যাবতীয় খেজুর হারাহারিভাবে লইয়া জাবিরকে ঋণ হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাহারা উহাতে সম্মত না হইলে বুখারী ৩২২) রসূলুল্লাহ সঃ জাবিরকে বলেন, "আগামী কল্য সকালে আমি তোমার বাগানে যাইব"। (বুখারী, ৩৫৪)। তদনুযায়ী পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ সঃ জাবিরের বাগানে গিয়া যাহা বলেন তাহা উপরের হাদীসটিতে বলা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সঃ ঐ সময়ে জাবিরকে খেজুর কাঁদি কাটিতে আদেশ দেন এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকার খেজুরের ভিন্ন ভিন্ন স্তূপ করিতে বলিয়া যে আদেশ দেন তাহা তজরীদ প্রথম খণ্ড, ১০০৫ নং হাদীসে বলা হইয়াছে।

তারপর বাগানের তামাম খেজুর পাড়িয়া উহা খলীয়ানে ভিন্ন ভিন্ন স্তূপে জমা করিবার পরে জাবির রাসূলুল্লাহ সঃ-র পূর্ব নির্দেশ মত তাঁহাকে ডাকিতে গেলেন। তখন তিনি আবূবকর ও 'উমরকে সঙ্গে লইয়া জাবিরের খেজুর-স্তূপের নিকট আসিলেন (বুখারী, ৩৭৪)। রাসূলুল্লাহ সঃ-র এই আগমনের সংবাদ পাইয়া মহাজনেরাও আসিয়া জুটিল।

রাসূলুল্লাহ সঃ স্তূপগুলির নিকটে গেলেন এবং একটি স্তূপের চারিদিকে ঘুরিলেন। তারপর সবচেয়ে বড় স্তূপটির চারিধারে তিন বার ঘুরিয়া উহার মধ্যস্থলে সর্বোচ্চ স্থানে বসিলেন (বুখারী ৫০৫, ৫৮০)। তারপর বলিলেন, "কাঠা দিয়া মাপিয়া মাপিয়া মহাজনদের ঋণ পরিশোধ করিতে থাক।" কিছুক্ষণ পরে রাসূলুল্লাহ সঃ ফিরিয়া গেলেন।

জাবির সর্বপ্রথমে ৩০-অসকী বড় ঋণটি পরিশোধ করিলে দেখা গেল যে, যে পরিমাণ খেজুর দেওয়া হইল, প্রায় ঐ পরিমাণ খেজুর বাঁচিয়া রহিয়াছে। অতঃপর জাবির অপর কয়েকজন মহাজনের আরও ঋণ পরিশোধ করিবার পর তাঁহার নিকট ১৭ অসক খেজুর থাকিল (বুখারী, ৩২২)।

তারপর বাকী মহাজনদের ঋণ পরিশোধ করিবার পরে সর্বশেষে জাবিরের নিকট ৭ অসক সাধারণ খেজুর ও ৬ অসক উত্তম খেজুর অথবা ৬ অসক সাধারণ খেজুর ও ৭ অসক উত্তম খেজুর মোট ১৩ অসক খেজুর উদ্বৃত্ত থাকিল (বুখারী, ৩৭৪)।

রাসূলুল্লাহ সঃ-কে এই খবর দিবার জন্য জাবির যখন রাসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট পৌঁছেন তখন রাসূলুল্লাহ সঃ 'আসর নামায পড়িতেছিলেন। অনন্তর রাসূলুল্লাহ সঃ ঐ সংবাদ শুনিয়া বলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি আল্লাহর রাসূল। তিনি আরও বলেন, "এই সংবাদ আবু বকর ও 'উমরকে পৌঁছাও" (বুখারী, ৩৭৪)। অনন্তর জাবির 'উমরকে এই সংবাদ দিলে তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সঃ যখন ঐ বাগানের

মধ্যে চলা-ফেরা করিয়াছিলেন তখনই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, উহাতে নিশ্চয় বরকত দেওয়া হইবে"। (বুখারী, ৩২২)। —অনুবাদক।

৭১৯। সা'দ ইবন আবু অক্কাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি কোন দিন সকাল বেলায় খালি পেটে সাতটি 'আজওয়া:[১] খুরমা খায় সেই দিনে বিষ বা যাদু তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না।"

৭২০। ইব্‌ন 'আববাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "তোমাদের কেহ যখন কিছু খায় তখন সে তাহার হাত নিজে না চাটিয়া অথবা অপরকে দিয়া না চাটাইয়া যেন হাত না মুছে।"

৭২১। জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ রাঃ বলেন, নবী সঃ-র যমানায় আমাদের হাতের তলা, আমাদের বাহু এবং আমাদের পদতলই আমাদের রুমালের কাজে ব্যবহৃত হইত।[২]

৭২২। আবু উমামা: রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সঃ যখন (আহারের পরে আহারের সরঞ্জামাদি উঠাইয়া লইতেন তখন তিনি বলিতেন, "আল-হামদু লিল্লাহি হামদান কাসীরান্ তাইয়িবান মুবারাকান্ ফীহি গাইয়া মাক্‌ফীয়িন, অ-লা মুওদ্দা'ইন অ-লা মুসতাগ্‌নান 'আনহু রাববানা"।

তরজমা—প্রীতিকর, বরকতময় বহু প্রশংসা আল্লাহর জন্য। হে আমাদের রব্ব ঐ প্রশংসা প্রত্যাহৃতও হইতে পারে না, পরিত্যক্তও হইতে পারে না বরং উহা অপরিহার্য।

৭২৩। আবু উমামা: রাঃ-র অপর এক রিওয়াতে আছে—নবী সঃ যখন তাঁহার আহার শেষ করিতেন তখন তিনি বলিতেন,

"আল-হামদু লিল্লাহিল লাযী কাফানা অ আরওয়ানা গাইরা মাকফীয়িন্ অলা মাকফুরিন।"

তরজমা—আল্লাহর প্রশংসা। তিনিই আমাদিগকে যথেষ্ট খাদ্য দিলেন এবং পানীয় দিয়া পরিতৃপ্ত করিলেন। তাঁহার এই প্রশংসা অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য।

৭২৪। আনাস রাঃ বলেন, পর্দার আয়াত সম্পর্কে আমি সর্বাধিক অভিজ্ঞ। উবাই ইব্‌ন কা'ব (এর মত পণ্ডিত ব্যক্তিও) এ সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন। রসূলুল্লাহ সঃ মদীনায় যাইনব বিন্‌ত জাহশকে বিবাহ করেন। অনন্তর তিনি বাসর রাত্রির পরদিন ভোরে উঠেন। তারপর কিছু বেলা হইলে তিনি আহারের জন্য

---

১. 'আজ্‌ওয়া: এক প্রকার খুরমা বিশেষ অথবা মদীনার উপকণ্ঠে 'আজ্‌ওয়া: নামক স্থানে উৎপন্ন খুরমা বিশেষ।

২. অর্থাৎ হাত মুখ মুছিবার জন্য সাহাবীগণ কোন বস্ত্রখণ্ড রুমাল ব্যবহার করিতেন না। তাঁহারা সাধারণতঃ হাতের তলা ও বাহু দ্বারা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ঘাম মুছিতেন এবং কোন কিছু খাইবার পরে হাত ধুইয়া পদতলে হাত ঘষিয়া লইতেন।

লোকদের ডাকেন। অত:পর লোকে আহার করিবার পরে চলিয়া গেলে রাসূলুল্লাহ সঃ বসিয়া থাকেন এবং তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন লোকও বসিয়া থাকে। তখন রসূলুল্লাহ সঃ উঠিয়া দাঁড়ান এবং হাটিতে থাকেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিতে থাকি। অনন্তর তিনি 'আয়িশার কামরার দরজার নিকট পেঁাছিলে তাঁহার ধারণা হইল যে লোকগুলি চলিয়া গিয়া থাকিবে। তাই তিনি ফিরিয়া চলিলেন এবং আমিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া চলিলাম। কিন্তু (দেখা গেল) এখনও তাহারা নিজ নিজ স্থানে বসিয়া রহিয়াছিল। তখন তিনি দ্বিতীয় বার ফিরিলেন এবং আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বার ফিরিয়া চলিলাম। এ বারেও তিনি 'আয়িশার কামরার দরজার নিকটে পেঁাছিলে তাঁহার ধারণা হইল যে, লোকগুলি চলিয়া গিয়া থাকিবে। তাই তিনি ফিরিয়া চলিলেন এবং আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া চলিলাম। এই বার দেখা গেল যে, তাহারা চলিয়া গিয়াছে। ঐ সময়ে (আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-র সহিত ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিতে গেলে) রাসূলুল্লাহ সঃ তাঁহার ও আমার মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করেন। ঐ সময়েই পর্দার হুকুম নাযিল হয়।

আকীকা অধ্যায়

৭২৫। আবূ মূসা রাঃ বলেন, আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মিলে আমি উহাকে লইয়া নবী সঃ-র নিকট যাই। তখন তিনি উহার নাম 'ইবরাহীম' রাখেন। অনন্তর তিনি খুরমা চিবাইয়া উহার শিশুর মুখ-গহ্বরের তালুতে লাগাইয়া দেন এবং উহার জন্য বরকতের দু'আ করিয়া উহাকে আমার নিকট ফিরাইয়া দেন।

৭২৬। আসমা বিন্ত আবূ-বকর রাঃ-র যে হাদীসে বলা হইয়াছে যে, তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরকে প্রসব করেন ঐ হাদিসটি ইতিপূর্বে হিজরত অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে (তজরীদ ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৪১৩)। এখানকার এই বর্ণনায় এতটুকু বেশী আছে—উহাতে মুসলিমগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইল। কারণ তাহাদিগকে বলা হইত "নিশ্চয় য়াহূদীগণ তোমাদিগকে এমন যাদু করিয়াছে যে, তোমাদের আর কোন সন্তানই জন্মিবে না।"

৭২৭। সালমান ইব্ন 'আমির যব্বী রাঃ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-কে বলিতে শুনিয়াছি "প্রত্যেক শিশুর জন্য 'আকীকা অবধারিত। অতএব তোমরা তাহার পক্ষ হইতে (জানোয়ার যবহ করত:) রক্ত প্রবাহিত কর এবং (তাহার মস্তক মুণ্ডন করত:) তাহা হইতে কেশ দূর করিয়া ফেল।"

৭২৮। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন "ইসলামে 'ফার' বলিয়াও কিছু নাই, 'আতীরা: বলিয়াও কিছু নাই।" রাবী বলেন, জাহিলী

১. অর্থাৎ এই দুইটিই ছিল মুশরিকী অনুষ্ঠান। ইসলামে এই দুইটিকেই বাতিল করা হইয়াছে। এখন নির্দিষ্টভাবে উটের কোন বাচ্চাকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে যবহ করা চলিবে না। [illegible]

যুগে মুশরিকেরা উটনীর যে প্রথম বাচ্চাটিকে তাহাদের শয়তান দেবতাদের উদ্দেশ্যে যবহ করিত উহাকে বলা হইত 'ফার'। আর তাহারা তাহাদের দেবতাদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে রজব মাসে যাহা করিত তাহাকে 'আতীরা:' বলা হইত।

যবহ করা জানোয়ার, শিকার করা জানোয়ার ও শিকার-কালে বিসমিল্লাহ বলা

৭২৯। 'আদীই ইবন হাতিম রা: বলেন, পালকবিহীন তীরের আঘাতে মৃত, শিকার-করা জানোয়ার সম্বন্ধে আমি নবী স:-কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, তীরের ফলকের অগ্রভাগ যাহাকে বিদ্ধ করে (এবং উহার ফলে যাহা মরে) তাহা খাইও। কিন্তু তীরের পার্শ্ব ভাগ যাহাকে আঘাত করে (এবং উহার ফলে যাহা মরে) তাহা লাঠি ডাণ্ডার আঘাতে মৃত বলিয়া গণ্য হইবে। কাজেই উহা সূরা আল-মায়িদার চতুর্থ আয়াতে বর্ণিত হারাম খাদ্যগুলির তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় বলিয়া উহা খাইও না।"[১]

অত:পর আমি নবী স:-কে কুকুর দ্বারা শিকার করা জানোয়ার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "কুকুর যে জানোয়ারকে (নিজে না খাইয়া) তোমার উদ্দেশ্যে ধরিয়া রাখে (এবং জানোয়ারটি ঐ অবস্থায় মারা যায় তবে তোমার কুকুরের সঙ্গে যদি অপর কোন কুকুর না থাকে এবং তুমি যদি বিসমিল্লাহ বলিয়া তোমার কুকুরটি ছাড়িয়া থাক) তাহা হইলে তুমি উহা খাইও। কেন না ঐ অবস্থায় কুকুরের ধরিয়া রাখাই যবহ বলিয়া ধরা যাইবে। কিন্তু তুমি যদি তোমার কুকুর বা কুকুরগুলির সহিত অপর কোন কুকুর দেখিতে পাও এবং তোমার যদি আশঙ্কা হয় যে, ঐ অপর কুকুরটি তোমার কুকুরের সহিত মিলিত হইয়া ঐ জানোয়ারটিকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে তাহা

রজব মাসের খাতিরে বিশেষ করিয়া কোন জানোয়ার আল্লার উদ্দেশ্যেও যবহ করা চলিবে না। ইহাই এই হাদীসের তাৎপর্য।

১. পালকযুক্ত তীর সোজাসুজি বাতাস ভেদ করিয়া যায় বলিয়া উহা যেখানেই লাগে সেই খানেই ফলাটি বিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু পালকবিহীন তীরের মধ্যভাগ মোটা থাকে বলিয়া এবং উহাতে বিভিন্ন দিক হইতে প্রবাহিত বায়ু নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা থাকে না বলিয়া কখন কখন উহার ফলা লক্ষ্যস্থান বিদ্ধ করে এবং কখন কখন তীরটি বাতাসে ঘুরিয়া গিয়া তীরের দণ্ডের পার্শ্ব ভাগ শিকারকে আঘাত করে এবং তাহার ফলেও শিকার মরিতে পারে। শেষোক্ত অবস্থায় শিকারটি ঠেঙাইয়া মারার পর্যায়ে পড়ে বলিয়া উহা খাওয়া হারাম। আর পালকবিহীন তীরের সূক্ষ্মাগ্র যদি শিকারে বিদ্ধ হয় এবং তাহার ফলে রক্ত প্রবাহিত হইয়া শিকারটি মরে তাহা হইলে তীর ছুঁড়িবার সময়ে বিসমিল্লাহ বলা হইয়া থাকিলে এবং ঐ মৃত শিকারটির শরীরে অপর কোন তীরের আঘাতের কোন চিহ্ন দেখা না গেলে উহা খাওয়া হালাল হইবে। কারণ অপর তীরটি ছুঁড়িবার সময়ে বিসমিল্লা বলা হইয়াছিল কি-না তাহা জানিবার কোন উপায় থাকে না।

হইলে তুমি উহা খাইও না। কেননা, তুমি তোমার কুকুরটি ছাড়িবার সময়ে 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলিয়াছিলে—অপর কুকুরটির বেলায় তো 'বিসমিল্লাহ' বল নাই।[১]

৭৩০। আবূ সা'লাবাঃ খুশানী রাঃ বলেন, আমি বলিলাম, "আল্লার নবী, আমরা আহ্‌লুল্‌-কিতাব সম্প্রদায়ের দেশে বাস করি। আমরা কি তাহাদের ব্যবহৃত বাসন-কোসনে খাইতে পারি? আরও আমরা শিকারের জানোয়ারের অঞ্চলে বাস করি। আমি আমার তীর-ধনুক দ্বারা এবং আমার শিক্ষা-না-পাওয়া ও শিক্ষাপ্রাপ্ত উভয় প্রকার কুকুর দ্বারা শিকার করিয়া থাকি। এই সব ব্যাপারে আমার পক্ষে কোন্ কোন্‌টি সঙ্গত হইবে?"

তিনি বলিলেন, "তুমি আহলুল্‌-কিতাব সম্পর্কে যাহা বলিলে সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা এই যে, তোমরা যদি উহা ছাড়া অন্য বাসন-কোসন পাও তাহা হইলে উহাদের বাসন-কোসনে খাইও না। আর যদি, উহা ছাড়া অন্য বাসন-কোসন না পাও তাহা হইলে উহা ধুইয়া লইয়া উহাতে খাইতে পার। আর তুমি তোমার ধনুক দ্বারা শিকার করিতে গিয়া যদি তীর ছুঁড়িবার সময় বিসমিল্লাহ বলিয়া থাক তাহা হইলে উহা (মরিয়া গেলেও) খাইতে পার। আর তুমি তোমার শিক্ষাপ্রাপ্ত কুকুর দ্বারা শিকার করিতে গিয়া উহাকে ছাড়িবার সময় যদি 'বিস্‌মিল্লাহ' বলিয়া থাক তাহা হইলে উহার শিকার করা জানোয়ার (মরিয়া গেলেও) তুমি খাইতে পার। আর অশিক্ষিত কুকুর দ্বারা যাহা শিকার করিবে তাহাকে যদি (জীবিত অবস্থায় পাও এবং) যবহ করিতে পার তবে উহা খাইবে। (মৃত অবস্থায় পাইলে খাইও না)।

৭৩১। 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগফ্‌ফল রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা একজন লোককে (একটি কাঠের দিকে লক্ষ্য করিয়া) পাথরকুচি বা ঢিল নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া বলিলেন, "পাথর-কুচি বা ঢিল ছুড়িয়া মারিও না। কেননা, পাথরকুচি বা ঢিল ছুড়িয়া মারিতে রসূলুল্লাহ সঃ নিষেধ করিয়াছেন এবং তিনি উহা খারাপ মনে করিতেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, উহা দ্বারা কোন জানোয়ার শিকারও করা যায় না এবং কোন শত্রুকে হত্যা অথবা গুরুতররূপে আহতও করা যায় না। বরং উহা কখন কখন দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলে ও চক্ষু ফুড়িয়া থাকে।"

অতঃপর বর্ণনাকারী সাহাবী ঐ লোকটিকে পুনরায় পাথরকুচি বা ঢিল ছুড়িতে দেখিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ সঃ-র হাদীস বলিতেছি যে, তিনি পাথরকচি, ঢিল প্রভৃতি ছুড়িতে নিষেধ করিয়াছেন এবং তিনি ঢিল ছোঁড়াকে খারাপ মনে করিতেন; অথচ তুমি ঢিল ছুঁড়িতেই আছ। আমি তোমার সহিত এত ও এত কাল[২] কথা বলিব না।"

---

১. শিক্ষাপ্রাপ্ত শিকারী পক্ষী দ্বারা যাহা শিকার করা হয় তাহার প্রতিও এই বিধান প্রযোজ্য হইবে।

২. 'এত ও এত' বলিতে ২১ হইতে ২৯, ৩১ হইতে ৩৯, ৪৯ হইতে এই ভাবে ৯৯ পর্যন্ত; ১০১ হইতে ১২০ পর্যন্ত, ১৩০, ১৪০ ও এই ভাবে ১৯০ পর্যন্ত ইত্যাদি সংখ্যা বুঝাইতে পারে। তারপর

৭৩২। ইব্‌ন 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি পশুপাল পাহারার ও শিকারের কুকুর ছাড়া (সখ করিয়া) অন্য কোন কুকুর পুষে তাহার পুণ্য হইতে প্রত্যহ দুই কীরাত পুণ্য হ্রাস হইতে থাকে।"[১]

৭৩৩। 'আদীই ইব্‌ন হাতিম রাঃ-র বর্ণিত হাদীস কিছু পূর্বেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে (হাদীস নং ৭২৯)। এই রিওয়াতে এতটুকু বেশী রহিয়াছে—

"আর কোন শিকারের জানোয়ারকে তুমি তীর মারিবার এক দিন অথবা দুই দিন পরে যদি পাও তাহা হইলে তুমি যদি উহাতে তোমার তীরের আঘাতের চিহ্ন ছাড়া অন্য কোন চিহ্ন দেখিতে না পাও তাহা হইলে তুমি উহা খাইতে পার। কিন্তু ঐ জানোয়ারটি যদি পানিতে ডুবিয়া মরিয়া থাকে তাহা হইলে উহা খাইও না।"

৭৩৪। ইব্‌ন আবূ আওফা রাঃ বলেন, আমরা নবী সঃ-র সঙ্গে থাকিয়া ছয়-সাত বার যুদ্ধ করিয়াছিলাম। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও পঙ্গপাল খাইতাম।[২]

৭৩৫। আসমা' বিন্‌ত আবূ বকর রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ-র যমানায় আমরা মদীনাতে থাকাকালে ঘোড়া যবহ করিয়া খাইয়াছি।

৭৩৬। ইব্‌ন 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা এমন এক দল লোকের নিকট দিয়া গমন করেন যাহারা একটি জীবন্ত মুরগীকে লক্ষ্যরূপে স্থাপন করিয়া উহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতেছিল। তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। তখন ইব্‌ন 'উমর বলিলেন, "কে এইরূপ করিয়াছে? যে ব্যক্তি এইরূপ করে তাহাকে নবী সঃ লানত করিয়াছেন।"

কাল বলিতে দিন, মাস, বৎসর ইত্যাদি বুঝাইতে পারে। যথা ২৫ দিন কথা বলিব না বা ২১ মাস কথা বলিব না বা ২২ বৎসর কথা বলিব না। এই সবই তাৎপর্য হইতে পারে।

.. তারপর, কোন মুসলিমের সহিত তিন দিনের বেশী কথা না বলা সম্পর্কে যে নিষেধ বাণী রহিয়াছে তাহা পার্থিব ব্যাপারের প্রতি প্রযোজ্য, দীনী ব্যাপারের প্রতি প্রযোজ্য নয়।

১. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম হাদীস-গ্রন্থদ্বয়ে আবূ হুরাইরা রাঃ-র যবানী বর্ণিত হাদীসে পশুপাল পাহারার কুকুর ও শিকারী কুকুরের সঙ্গে সঙ্গে খেত পাহারার কুকুর রাখিবারও অনুমতি রহিয়াছে। [তজরীদ ১ম খণ্ড, ১০৬৩, ১০৬৪ নং হাদীস ও মুসলিম ২য় খণ্ড, ২১ পৃঃ] তারপর পশুপাল পাহারা ও খেত পাহারার উপর কিয়াস করিয়া বাড়ী পাহারার জন্য কুকুর পোষা যাইতে পারে।

কীরাত আরবে প্রচলিত ওজন বিশেষ। ইহার পরিমাণ চারি গ্রেণ অর্থাৎ এক তোলার ৪৫ ভাগের এক ভাগ বা প্রায় দুই রতি। কিন্তু হাদীসে বর্ণিত কীরাতের পরিমাণ কী হইবে তাহা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

২. পঙ্গপাল হইতেছে এক প্রকার বৃহদাকার ফড়িং-বিশেষ। ইহারা হাযারে হাযারে, লাখে লাখে ঝাঁক বাঁধিয়া সাধারণতঃ বনে, জঙ্গলে ও পর্বতাঞ্চলে বাস করে। ইহারা কখন কখন লোকালয়ে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং গাছপালার পাতা ও খেতের শস্যাদি অল্প কাল মধ্যে খাইয়া নিঃশেষ করে। পঙ্গপালের উপদ্রব অত্যন্ত ভয়াবহ।

পঙ্গপালের বিধান মাছের বিধানের মত। পঙ্গপালকে যবহ করিবারও প্রয়োজন হয় না এবং উহা মরিয়া গেলেও খাওয়া হালাল।

৭৩৭। ইব্‌ন 'উমর রাঃ-র অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি (কোন অসৎ উদ্দেশ্যে) কোন জীবন্ত প্রাণীর অঙ্গচ্ছেদ করে তাহাকে নবী সঃ লানত করিয়াছেন।"

৭৩৮। আবূ মূসা রাঃ বলেন, "আমি নবী সঃ-কে মুরগী খাইতে দেখিয়াছি।"

৭৩৯। আবূ সা'লাবাঃ রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সঃ শ্বদন্ত-বিশিষ্ট সকল প্রকার হিংস্র জন্তু খাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

৭৪০। আবূ মূসা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, ভাল সহচর ও মন্দ সহচরের উপমা হইতেছে মৃগনাভি বহনকারী ও হাপরে ফুৎকারদানকারী লোক। মৃগনাভি বহনকারী তোমাকে কিছু মৃগনাভি এমনিও দিতে পারে অথবা তুমি তাহার নিকট হইতে কিছু মৃগনাভি খরিদও করিতে পার অথবা তুমি তাহার নিকটে অন্ততঃ মনোমুগ্ধকর সুগন্ধি পাইবেই। আর হাপরে ফুৎকার দানকারী লোক তোমার কাপড় জ্বালাইবে; আর তাহা যদি নাও হয় তবে তুমি তাহার নিকটে অন্ততঃ পীড়া-দায়ক দুর্গন্ধ পাইবেই।

৭৪১। ইব্‌ন 'উমর রাঃ বলেন, নবী সঃ মুখমণ্ডলে আঘাত করিতে এবং (প্রয়োজন হইলেও তপ্ত লৌহাদি দ্বারা) মুখমণ্ডল দাগিতে নিষেধ করিয়াছেন।

কুরবানী অধ্যায়

৭৪২। সালামঃ ইব্‌ন আক্‌ও'রাঃ বলেন, নবী সঃ একবার কুরবানী ঈদে বলিলেন, "তোমাদের যে কেহই কুরবানী করিবে তাহার ঘরে তিন দিন পরে উহার কিছুই যেন অবশিষ্ট না থাকে।" অনন্তর, পরবর্তী বৎসর আসিলে সাহাবাগণ বলিলেন, "আল্লাহ্‌র রসূল, আমরা গত বৎসর যেরূপ করিয়াছিলাম এ বৎসরও কি সেইরূপ করিব"? তিনি বলিলেন, "তোমরা নিজে খাও, অপরকে খাওয়াও এবং জমা করিয়াও রাখ। গত বৎসর লোকে খাদ্যাভাবে বড়ই কষ্টে ছিল বলিয়া আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে, তোমরা লোকদেরে সাহায্য করিবে। (এবং ঐ কারণে গত বৎসর এইরূপ করিতে বলিয়াছিলাম।)

৭৪৩। 'উমর ইব্‌ন-খাত্তাব রাঃ কোন এক কুরবানীর দিনে খুতবার পূর্বে ঈদের নামায পড়িলেন। তারপর তিনি খুত্‌বা দিতে দিতে বলিলেন, "ওহে জনগণ, ইহা নিশ্চিত যে, রসূলুল্লাহ সঃ তোমাদিগকে এই দুই দিন রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। ঐ দুই দিনের একটি হইতেছে তোমাদের (এক মাস) রোযা রাখার পরে ঈদুল্‌ফিত্‌রের দিন এবং অপর দিনটি হইতেছে সেই দিন যে দিনে তোমরা তোমাদের কুরবানীর জানোয়ারের গোশ্‌ত খাইয়া থাক।"

পানীয় দ্রব্যাদি

৭৪৪। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর রা: হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি দুন্‌য়াতে মদ পান করিবার পরে উহা হইতে তওবা না করে (এবং ঐ অবস্থায় মারা যায়) তাহাকে আখিরাতে উহা হইতে বঞ্চিত করা হইবে।"[১]

৭৪৫। আবু হুরাইরা রা: হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "ব্যভিচারী ব্যক্তি যে সময়ে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে সেই সময়ে সে মুমিন থাকে না; মদ-পানকারী যে সময়ে মদ পান করিতে থাকে সেই সময়ে সে মুমিন থাকে না এবং অপহরণকারী ব্যক্তি যে সময়ে অপহরণে লিপ্ত থাকে সেই সময়ে সে মুমিন থাকে না।"[২]

৭৪৬। আবু হুরাইরা রা: হইতে অপর এক বর্ণনায় আছে, "আর কেহ যোর-যবরদস্তি অপরের মূল্যবান দ্রব্য কাড়িতে থাকাকালে লোকে যখন অসহায়ের মত ঐ দুর্বৃত্তের দিকে তাকাইয়া থাকে তখন ঐ দুর্বৃত্ত মুমিন থাকে না।"[২]

৭৪৭। আয়িশা রা: বলেন, একদা রসূলুল্লাহ্ সঃ-কে বিত্ অর্থাৎ মধুর নাবীয বা শরবত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। উহা য়ামানের লোকেরা পান করিত। তখন রসূলুল্লাহ সঃ বলেন, যে কোন পানীয় দ্রব্য নেশা আনে তাহাই হারাম।[৩]

---

১. হাদীসটির দুই প্রকার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। (এক) সে মোটেই জান্নাতে যাইবে না। মদ্যপায়ী যদি হালাল-জ্ঞানে মদ্যপান করে তবে এই তাৎপর্য প্রযোজ্য হইবে। (দুই) সে জান্নাতে গেলেও তাহাকে মদ্যপান করিতে দেওয়া হইবে না। অর্থাৎ সে নিম্ন কদরের জান্নাতী হইবে।

২. হাদীস দুইটির দুই প্রকার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। (এক) সে সাময়িকভাবে ঈমান-শূন্য অবস্থায় থাকে। ইহার সমর্থন আবু হুরাইরা রা:-র বর্ণিত একটি হাদীস পাওয়া যায়। উহা এই— রসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "কোন বান্দা যখন ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে তখন তাহার ঈমান তাহা হইতে বাহির হইয়া গিয়া তাহার মাথার উর্ধ্বে শূন্যে অবস্থান করিতে থাকে। অনন্তর সে যখন ঐ কার্য শেষ করে তখন ঈমান তাহার মধ্যে ফিরিয়া আসে"—তিরমিযী ও আবু দাউদ। (দুই) সে পূর্ণ মুমিন থাকে না। ঐ সময়ে ঈমানের শাখাবিশেষ যথা, লজ্জা ইত্যাদি তাহা হইতে অন্তর্হিত হয় বলিয়া সে ঐ সময়ে 'নাকিস' (অসম্পূর্ণ) মুমিন থাকে। ঐ অবস্থাতেও সে কাফির হয় না। ইহাই ইমাম বুখারী ও অপর মুহাদ্দিসগণের মত।

৩. পানির সহিত মধু, খুরমা, কিশমিশ মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দিলে প্রায় দুই, আড়াই দিন পর্যন্ত উহাতে নেশা উৎপাদনের শক্তি আসে না। ঐ অবস্থায় ঐ পানীয়কে 'নাবীয' বলা হয়। নাবীযকে আমাদের পরিভাষায় শরবত বলা যাইতে পারে। তারপর ঐ 'নাবীযে' যখন নেশা উৎপাদনের শক্তি আসে তখন উহা মদে পরিণত হয় এবং তখনই উহা পান করা হারাম হয়।

নবী সঃ সাধারণতঃ সন্ধ্যায় ভিজান খুরমার নাবীয সকালে এবং সকালে ভিজান খুরমার নাবীয সন্ধ্যায় পান করিতেন।—মুসলিম, 'আয়িশার বর্ণনা, পৃষ্ঠা ১৬৮।

কখন কখন এমনও হইত যে, নবী সঃ-র জন্য রাত্রির প্রথম ভাগে খুরমা ভিজান হইত। তিনি ঐ নাবীয পরদিন সকালে ও রাত্রিতে, উহার পরের দিবসে ও রাত্রিতে এবং উহার পরের দিবস 'আসর পর্যন্ত পান করিতেন। ঐ সময় কিছু নাবীয অবশিষ্ট থাকিলে তিনি উহা চাকর-বাকরকে পান করিতে দিতেন অথবা তাহার আদেশক্রমে উহা ফেলিয়া দেওয়া হইত।—মুসলিম (ইবন 'আব্বাসের বর্ণনা) ২য় খণ্ড, ১৬৮ পৃঃ।

৭৪৮। আবূ আমির আশ্‌আরী রা: হইতে বর্ণিত আছে, তিনি নবী স:-কে বলিতে শুনিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত যে, আমার উম্মতের মধ্যে এমন কতকগুলি দল হইবে যাহারা ব্যভিচার, রেশমী বস্ত্র পরিধান, মদ্যপান ও গান-বাদ্যাদিকে হালাল মনে করিবে এবং ইহাও নিশ্চিত যে, কতকগুলি দল পাহাড়ের পার্শ্বদেশে বসতি স্থাপন করিবে। (তাহাদের গবাদি পশু ও রাখাল চাকর থাকিবে।) তাহাদের রাখালেরা (সারাদিন পশু চরাইয়া) সন্ধ্যায় তাহাদের পশু লইয়া ফিরিয়া আসিতে থাকিবে। কিন্তু কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তাহাদের নিকট গিয়া কিছু চাহিলে তাহারা (কিছুই দিবে না বরং) তাহাদিগকে বলিবে, "আগামী কল্য আসিও।" অনন্তর, কোন এক রাত্রিতে আল্লাহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিবেন এবং তাহাদের এক দলের উপরে পাঁহাড় চাপাইয়া দিয়া ধ্বংস করিবেন আর অপর দলগুলিকে বাঁদরে অথবা শূকরে রূপান্তরিত করিবেন। ইহা কিয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে।

৭৪৯। আবূ উসাইদ সা'ইদী রা: হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নিজ বিবাহ উপলক্ষে নবী স:-কে কলীমা-ভোজে দাওয়াৎ করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহার স্ত্রী ঐ নববধূই খাদ্য পরিবেশনকারিণী ছিলেন। আবূ উসাইদের স্ত্রী পরে বলেন, "আমি রসূলুল্লাহ স:-কে কী পান করাইয়াছিলাম তাহা কি আপনারা জানিতে চান? আমি তাঁহার জন্য রাত্রিতে একটি বাটির মধ্যে কতকগুলি খুরমা ভিজাইয়া রাখিয়াছিলাম। (এবং ঐ শরবত তাঁহাকে পান করাইয়াছিলাম)"।

৭৫০। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র রা: বলেন, নবী স: যখন (নাবীয তৈয়ার করিবার জন্য) চামড়ার পাত্র ছাড়া[১] অপর পাত্র ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন তখন তাঁহাকে বলা হয়, "আমাদের প্রত্যেকেরই তো আর চামড়ার পাত্র নাই।" তখন যে মেটে ঠিলা-কলসে আল্‌কাতরা মাখান হয় নাই সেই ঠিলা-কলস (নাবীয করিবার জন্য) ব্যবহার করিতে নবী স: লোকদেরে অনুমতি দেন।[২]

৭৫১। আবূ কাতাদা রা: বলেন, খুরমা ও আধ-পাকা খেজুর অথবা খুরমা ও কিশমিশ (বা মুনাক্‌কা) একত্র করিয়া উহার নাবীয তৈয়ার করিতে নবী স: নিষেধ করিয়াছেন। বরং তিনি নির্দেশ দিয়াছেন যে, ঐগুলির প্রত্যেকটির যেন ভিন্ন ভিন্ন-ভাবে নাবীয তৈয়ার করা হয়।

---

১. 'ছাড়া' শব্দটির আরবী প্রতিশব্দ 'ইল্লা' শব্দটি হাদীসে নাই। মুহাদ্দিসগণ বলেন, 'ইল্লা' শব্দ বাদ দিলে হাদীসটির পরবর্তী অংশই অর্থহীন হয়। তাই তাঁহারা এখানে ঐরূপ অর্থ করেন।

২. চামড়ার পাত্রে 'নাবীয' তৈয়ার করা হইলে ঐ নাবীযে নেশার ক্ষমতা বিলম্বে আসে। তদুপরি ঐ নাবীযে নেশা আনয়নের শক্তি আসিলে চামড়া ফাটিয়া যায় বলিয়া নাবীয ও মদের পার্থক্য সহজে ধরা পড়ে। এই কারণে মদ হারাম হওয়ার পর প্রথম দিকে নবী স: চামড়ার পাত্র ছাড়া অন্য কোন পাত্রে নাবীয তৈয়ার করিতে নিষেধ করেন। পরে যখন সকল মুসলিমই মদকে ঘৃণার্হ জ্ঞানে বর্জন করিতে অভ্যস্ত হয় তখন নবী স: তাহাদিগকে যে কোন পাত্রে নাবীয তৈয়ার করিতে অনুমতি দেন।

৭৫২। জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ রাঃ বলেন, (একদা) আবূ হুমাইদ নাকী নামক চারণভূমি হইতে (রসূলুল্লাহ সঃ-র জন্য) এক পাত্র দুধ লইয়া আসেন। অনন্তর রসূলুল্লাহ সঃ তাঁহাকে বলেন, উহা ঢাকিয়া আন নাই কেন? অন্ততঃ এক খণ্ড কাঠও যদি উহার উপরে আড়াআড়িভাবে রাখিয়া দিতে (তাহা হইলেই যথেষ্ট হইত)।

৭৫৩। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধদায়িনী দুগ্ধবতী উটনী দান করা এবং যে ছাগী সকালে এক পাত্র ও সন্ধ্যায় এক পাত্র দুধ দেয় এইরূপ দুগ্ধবতী ছাগী দান করা সদকা-খয়রাত হিসাবে কত উত্তম।"

৭৫৪। জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, (একদা) নবী সঃ তাঁহার একজন সহচর (আবূ-বকর) সহ একজন আনসারী লোকের নিকট গিয়া বলিলেন, কোন পুরাতন মশকে রাত্রিতে রাখা (বাসী) পানি যদি তোমার নিকট থাকে তবে উহা আমাদিগকে দাও; নচেৎ আমরা নহরে মুখ লাগাইয়া সামান্য পানি পান করিব" বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি তাহার বাগানে পানির গতিপথ ঘুরাইয়া (বিভিন্ন গাছে পানি পৌঁছাইয়া) দিতেছিল। তখন সে বলিল, আল্লাহর রসূল আমার নিকট বাসী পানি আছে। অতএব কুঁড়েটির দিকে চলুন।" অনন্তর লোকটি তাঁহাদের দুইজনকে সঙ্গে লইয়া চলিল। তারপর সে একটি বাটিতে ঐ বাসী পানি ঢালিয়া লইয়া উহাতে তাহার গৃহপালিতা একটি ছাগীর দুধ দুহিল। তারপর রসূলুল্লাহ সঃ (ঐ দুধ-মিশ্রিত পানি) পান করিলেন এবং তারপর যিনি তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন তিনি পান করিলেন।

৭৫৫। আলী রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি (একদা) 'আর্-রহ্‌বা'-র (অর্থাৎ কুফার মসজিদ-প্রাঙ্গণের) দরজার নিকটে আসিলেন এবং দাঁড়াইয়া (উযূর উদ্বৃত্ত পানি) পান করিলেন। তারপর তিনি বলিলেন, লোকে দাঁড়াইয়া পানি পান করাকে খারাপ মনে করে অথচ তোমরা আমাকে যে ভাবে পান করিতে দেখিলে, আমি নবী সঃ-কে সেই ভাবে পানি পান করিতে দেখিয়াছি।"[১]

৭৫৬। ইব্ন আব্বাস রাঃ বলেন, নবী সঃ যমযমের পানি দাঁড়াইয়া পান করিয়াছিলেন।

৭৫৭। আবূ সা'ঈদ খুদরী রাঃ বলেন, মশকের মুখে মুখ লাগাইয়া পানি পান করিতে নবী সঃ নিষেধ করিয়াছেন।

৭৫৮। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, মশকের অথবা চামড়ার ছোট থলির মুখে মুখ লাগাইয়া পানি পান করিতে রসূলুল্লাহ সঃ নিষেধ করিয়াছেন। আর কেহ যেন তাহার

১. মাত্র দুই ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া পানি পান করা সুন্নাত। (এক) উযূর উদ্বৃত্ত পানি ও (দুই) যমযমের পানি। এই দুই ছাড়া দাঁড়াইয়া পানি পান করিতে নবী সঃ-র নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায়। —মুসলিম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৭৩ পাক-ভারতীয় ছাপা দ্রষ্টব্য।

ঘরের প্রাচীরে তাহার প্রতিবেশীকে কোন কাঠপুঁতিতে বারণ না করে[১]—তাহাও রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন।

৭৫৯। আনাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সঃ কোন পাত্র হইতে পানি পান করিবার সময় তিনবার নিঃশ্বাস ফেলিতেন। (অর্থাৎ যে পরিমাণ পানি পান করিবার প্রয়োজন হইত তাহা তিনি তিন নিঃশ্বাসে পান করিতেন। এক নিঃশ্বাসে সমস্ত পান করিতেন না।)

৭৬০। নবী সঃ-র পত্নী উম্মে-সালামা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি রৌপ্য পাত্রে পানি পান করে সে তো তাহার পেটে দোযখের আগুনই গড়গড় করিয়া ঢালিয়া দেয়।"

৭৬১। সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ রাঃ বলেন, (একদা) নবী সঃ (তাঁহার কতিপয় সাহাবী সহ) বানূ সা'ইদা গোত্রের বৈঠকখানায় গেলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন, "হে সাহ্‌ল, আমাদিগকে পানি পান করাও।" তখন আমি তাঁহাদিগকে একটি পাত্রে পানি পান করাইলাম। সাহ্‌লের শিষ্য (আবূ হাযিম সালামা ইব্‌ন দীনার) বলেন, অতঃপর সাহ্‌ল ঐ পাত্রটি বাহির করিয়া আমাদের সামনে আনিলেন এবং আমরা উহাতে পানি পান করিলাম। তারপর 'উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয তাঁহার নিকট হইতে ঐ পান-পাত্রটি দানরূপে চাহিলে তিনি তাঁহাকে উহা দান করেন।

৭৬২। আনস ইব্‌ন মালিক রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহার নিকটে নবী সঃ-র (কাষ্ঠ-নির্মিত) একটি পানপাত্র ছিল। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সঃ-কে এই পাত্রে 'এত ও এত'[২] বারেরও বেশী পান করাইয়াছি। ('আসিম বলেন, ইব্‌ন সীরীন বলিয়াছেন যে,) ঐ পাত্রটিতে লোহার একটি কড়া ছিল। অনন্তর আনস উহার স্থলে রৌপ্যের বা স্বর্ণের একটি কড়া লাগাইবার ইচ্ছা করিলে আবূ-তাল্‌হা তাঁহাকে বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ-র তৈয়ারী কোন বস্তুতে কোন পরিবর্তন কিছুতেই করিও না। ফলে, আনাস উহা ঐ ভাবেই রাখেন।[৩]

---

১. কোন লোক তাহার প্রতিবেশীর প্রাচীরের কোন ক্ষতি না করিয়া যদি উহাতে কোন কাঠ পুঁতিয়া নিজের প্রয়োজন মিটাইতে চায় তাহা হইলে প্রতিবেশীর সহিত সৌহার্দ রক্ষার জন্য তাহাকে উহা করিতে দিতে এই হাদীসে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ফরজ বা ওয়াজিব নহে। ইহা মুস্‌তাহাব যদি প্রতিবেশীও অনুরূপভাবে সৌহার্দ রক্ষা করিয়া চলে তবে।

২. 'এত ও এত' বলিতে ঐ সকল সংখ্যা বুঝায় যাহাতে আরবী ভাষায় দুইটি সংখ্যা واو দ্বারা যুক্ত রহিয়াছে। উহাতে কম পক্ষে (واحد وعشرون) একুশ বুঝায়; আর ঊর্ধ্ব পক্ষের কোন সীমা নির্ধারণ করা চলে না। তজরীদ ২য় খণ্ডের ৭৩১ নং হাদীসের টিকায় ইহার এক দফা আলোচনা হইয়াছে।

৩. ইমাম কুর্‌তুবী বলেন, সহীহ বুখারীর কোন এক প্রাচীন প্রতিলিপিতে আছে, ইমাম বুখারী বলেন, "আমি ঐ পান-পাত্রটি বসরা শহরে দেখিয়াছি এবং উহাতে পানি পান করিয়াছি। উহা আনস-তনয় নায্‌র-এর মীরাস হইতে আট লক্ষ দিরহামে খরিদ করা হইয়াছিল।—কাসতলানী।

المرضى রোগিগণ

৭৬৩। আবূ সা'ঈদ খুদরী রাঃ ও আবু হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "কোন মুসলিমকে যে কোন শারীরিক কষ্ট ও রোগব্যাধি এবং যে কোন মানসিক চিন্তা-ভাবনা, শোক-সন্তাপ, যাতনা ও অশান্তি পেঁৗছে তাহার ফলে—এমন কি কোন কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার ফলে আল্লাহ তাহার পাপসমূহের কিছু অংশ মোচন করিয়া দেন।"

৭৬৪। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "মু'মিন ব্যক্তির উপমা হইতেছে শস্যক্ষেত্রের কচি চারাগাছের উপমা-সদৃশ। বায়ূ (অর্থাৎ সুখ-দুঃখ) যেই দিক হইতেই আসে তাহাকে নোয়াইয়া দেয়। (অর্থাৎ আল্লার দিকে সে ঝুঁকিয়া পড়ে।) অতঃপর উহা যখন সোজা হইয়া দাঁড়ায় তখন আবার বিপদ দ্বারা (আল্লাহর দিকে) নোয়াইয়া পড়ে। আর বদকার ব্যক্তি 'উর্যা' গাছের ন্যায় শক্ত ও ঋজু। (কিছুতেই আল্লাহর দিকে নোয়ায় না।) অবশেষে আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন তখন উহাকে মাঝ-খান হইতে ভাঙ্গিয়া ফেলেন।"

৭৬৫। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "আল্লাহ যাহার মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করেন তাহাকে মুসিবতে ফেলেন।"

৭৬৬। 'আইশা রাঃ বলেন, আমি কাহাকেও রসূলুল্লাহ সঃ অপেক্ষা অধিকতর কঠিন পীড়িত দেখি নাই।

৭৬৭। আবদুল্লাহ রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ কোন এক সময়ে পীড়িত থাকাকালে কম্পজ্বরে যখন যারপরনাই কাঁপিতেছিলেন তখন আমি তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলাম, "আপনি কম্পজ্বরে যারপরনাই কাঁপিতেছেন।" আমি আরও বলিলাম, "আপনার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকার দরুনই নিশ্চয় এইরূপ হইতেছে।" রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, "হাঁ। যে কোন মুসলমানকেই কোন দুঃখ-কষ্ট পেঁৗছিলে আল্লাহ তাহার গুনাহগুলি এম্নিভাবেই ঝরাইয়া ফেলেন যে ভাবে গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে।"

৭৬৮। ইব্‌ন-'আব্বাস রাঃ একদা তাঁহার কোন এক সহচরকে বলেন, "আমি কি তোমাকে জান্নাতীদের মধ্য হইতে একজন স্ত্রীলোককে দেখাইব না?" সে বলিল, "হাঁ, নিশ্চয় দেখান।" তিনি বলিলেন, এই কৃষ্ণকায় স্ত্রীলোকটি হইতেছে সেই। সে একদা নবী সঃ-র নিকট আসিয়া বলিল, "আমার মৃগি রোগ উঠে এবং তখন আমি বিবস্ত্র হইয়া পড়ি। (আমার এই রোগমুক্তির জন্য) আপনি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন।" তখন নবী সঃ বলিলেন, "তুমি যদি এই রোগে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে চাও তাহা হইলে তোমার জন্য জান্নাত রহিয়াছে। আর তুমি যদি ইচ্ছা কর যে, আমি আল্লাহর নিকটে তোমার রোগমুক্তির জন্য দু'আ করি তাহা হইলে আমি তাহাও করিতে পারি। (কিন্তু সে ক্ষেত্রে তোমার জান্নাতে যাওয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারি না।)" সে বলিল, "আমি ধৈর্য্যসহকারে (এই রোগের কষ্ট) সহ্য করিব। কিন্তু আমি যে বিবস্ত্র

হইয়া পড়ি। কাজেই আল্লাহর নিকট এই দু'আ করুন যেন আমি বিবস্ত্র হইয়া না পড়ি।" তখন নবী স: ঐ স্ত্রীলোকটির (বিবস্ত্র না হওয়ার) জন্য দু'আ করিলেন।

৭৬৯। আনস রা: বলেন, আমি নবী স:-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয় বলিয়াছেন, "আমি আমার কোন বান্দাকে যখন তাহার প্রিয় বস্তুদ্বয় অর্থাৎ চক্ষুদ্বয় যোগে বিপদগ্রস্ত করি (অর্থাৎ তাহাকে অন্ধ করিয়া দেই) এবং সে তাহাতে সবুর করে তাহাকে আমি উহার পরিবর্তে জান্নাত দান করিব।"

৭৭০। জাবির রা: বলেন, আমার অসুখ অবস্থায় একদা নবী স: আমাকে দেখিতে আসেন। তিনি খচ্চর বা ঘোড়া কিছুরই উপর আরোহণ করিয়া আসেন নাই। (তিনি পায়ে হাটিয়া আসেন।)

৭৭১। আইশা রা: বলেন যে, তিনি একদা (মাথার বেদনায় অস্থির হইয়া) বলিয়া উঠেন, "ওরে, আমার মাথা। (মাথার বেদনায় মরিলাম।)" তাহাতে রসূলুল্লাহ স: বলেন, "আমার জীবিত থাকাকালে যদি উহা ঘটিত (অর্থাৎ তোমার মৃত্যু হইত) তাহা হইলে আমি তোমার জন্য আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতাম এবং তোমার (আখিরাতের) মঙ্গলের জন্য দু'আ করিতাম।" তাহাতে আইশা বলেন, "ওরে, আমার মরণ। আল্লাহর কসম, আমার ধারণা হয় যে, আপনি আমার মরণ চান। আর বাস্তবিকই উহা যদি ঘটে তাহা হইলে আপনি ঐ দিবা শেষেই আপনার অপর কোন স্ত্রীর সহিত রাত্রি যাপন করিবেন।" তখন নবী স: বলিলেন, "(না ; তাহা হইবে না। আমার জীবদ্দশায় তুমি মরিবে না।) বরং আমিই বলি, ওরে আমার মাথা। (অর্থাৎ তোমার জীবদ্দশায় আমিই চলিয়া যাইব।) এই জন্যই আমি একবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে, আবূ বকরকে ও তাহার পুত্রকে ডাকাইয়া আনি এবং (আবূ বকরকে) খিলাফতের প্রতিশ্রুতি দেই—যাহাতে পরে লোকে কিছু বলিতে না পারে এবং অলীক আকাঙক্ষাকারিগণ আকাঙক্ষা করিতে না পারে। পরে আমি স্থির করিলাম যে, তাঁহাকে ছাড়া অপর কাহাকেও আল্লাহ্ই খলীফা হইতে দিবেন না এবং অপর কাহারও খিলাফত মুমিনরাই প্রতিহত করিবে। (তাই আমি ঐ ইচ্ছা ত্যাগ করি।)"

৭৭২। আনস ইব্‌ন মালিক রা: বলেন, নবী স: বলিয়াছেন, "তোমাদের কেহই যেন দু:খ-কষ্টের কারণে কিছুতেই মৃত্যু কামনা না করে। যদি সে একান্তই কিছু বলিতে চায় তবে সে যেন বলে, হে আল্লাহ, আমার যত কাল জীবিত থাকা আমার পক্ষে মঙ্গলজনক হয় ততকাল আমাকে জীবিত রাখুন এবং মৃত্যু যখন আমার পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে তখন আমাকে মৃত্যু দিবেন।"

৭৭৩। খাব্বাব রা: হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি তপ্ত লৌহ দ্বারা (তাঁহার পেট) সাত বার দাগাইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, আমার যে সকল সঙ্গী (রসূলুল্লাহ স:-র জীবদ্দশায়) ইনতিকাল করিয়াছেন তাঁহারা এমনভাবে চলিয়া গিয়াছেন যে, দুনয়া (অর্থাৎ দুনয়ার সুখ ভোগ) তাঁহাদের সওয়াবের কিছুই হ্রাস করিতে পারে নাই। আর আমরা

এত কিছু পাইয়াছি যে, উহা রাখিবার জন্য আমরা মাটি ছাড়া আর কোন স্থানই পাই না। (অর্থাৎ গৃহ নির্মাণে তাহা ব্যয় করিতেছি।)[১] মৃত্যুর জন্য দু'আ করিতে নবী সঃ যদি নিষেধ করিয়া না থাকিতেন তাহা হইলে আমি নিশ্চয় মৃত্যুর জন্য দু'আ করিতাম।"[২]

৭৭৪। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সঃ-কে বলিতে শুনিয়াছি, "কাহাকেও তাহার আমল (সৎ কাজসমূহ) জান্নাতে লইয়া যাইবে না।" সাহাবিগণ বলিলেন, "আল্লাহ্‌র রসূল, আপনাকেও না?" তিনি বলিলেন, "আমাকেও না—যদি না আল্লাহ নিজ ফযল (অতিরিক্ত দান) ও দয়া দ্বারা আমাকে আচ্ছন্ন করেন। অতএব, তোমরা সঠিক পথ অবলম্বন কর এবং উহার নিকটে নিকটে চলিতে থাক। আর তোমাদের কেহই যেন কোনক্রমেই মৃত্যু কামনা না করে। কেননা, সে যদি সৎ-কর্মশীল হয় তাহা হইলে সম্ভবতঃ সে আরও বেশী পরিমাণে সৎ কাজ করিবে। পক্ষান্তরে সে যদি অনাচারী হয় তাহা হইলে সম্ভবতঃ সে (অনাচার ছাড়িয়া দিয়া তওবা করিয়া) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি প্রার্থনা করিবে।"

৭৭৫। আইশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সঃ যখন কোন রোগীর নিকট যাইতেন অথবা কোন রোগীকে যখন তাঁহার নিকট আনা হইত তখন তিনি (এই দু'আ) বলিতেন।

اذهب الباس رب الناس إشف وانت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما

(উচ্চারণ: আয্‌হিবিল্ বা'স্ রব্বান্-নাস্ ইশ্‌ফি অ-আন্‌তাশ্ শাফী লা শিফাআ ইল্লা শিফা'উকা শিফাআন্ লা য়ুগাাদিরু সকমান্।)

তরজমা: "ওহে লোকদের রব্ব, কষ্ট দূর কর; রোগমুক্ত কর। তুমিই রোগমুক্ত-কারী। তোমার রোগমুক্তি দানই একমাত্র রোগমুক্তি। এমন রোগমুক্তি দাও যেন কোনও পীড়া অবশিষ্ট না থাকে।"

চিকিৎসা [كتاب الطب]

৭৭৬। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "আল্লাহ্ যে রোগই নাযিল করিয়াছেন সেই রোগ হইতে মুক্তির ব্যবস্থাও নাযিল করিয়াছেন।"

৭৭৭। ইব্‌ন আব্বাস রাঃ (রসূলুল্লাহ সঃ-র বরাত দিয়া) বলেন, "তিন বস্তুতে শিফা (রোগমুক্তি) রহিয়াছে,—মধু পানে, শিঙ্গা দ্বারা রক্ত-মোক্ষণে ও তপ্ত লৌহ দ্বারা দাগানোর মধ্যে। কিন্তু আমি আমার উম্মতকে তপ্ত লৌহ দ্বারা দাগাইতে নিষেধ করি।"

---

১. খাব্বাব রাঃ ঐ সময়ে একটি প্রাচীর নির্মাণ করাইতেছিলেন।
২. তিনি ভীষণ শারীরিক কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন বলিয়া এইরূপ উক্তি করেন।

৭৭৮। আবূ সাঈদ রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, একজন লোক নবী সঃ-র নিকট আসিয়া বলিল, "আমার ভাইয়ের পেটের অসুখ হইয়াছে। (এবং বারংবার পায়খানা হইতেছে।)" নবী সঃ বলিলেন "তাহাকে মধু পান করাও।" (অনন্তর সে তাহার ভাইকে মধু পান করাইল,; কিন্তু পায়খানা বন্ধ হইল না।) তারপর লোকটি নবী সঃ-র নিকট দ্বিতীয় বার আসিলে নবী স: বলিলেন, "তাহাকে মধু পান করাও।" (আবার সে তাহার ভাইকে মধু পান করাইল, কিন্তু পায়খানা বন্ধ হইল না।) তারপর লোকটি তৃতীয় বার আসিলে নবী সঃ আবার বলিলেন, "তাহাকে মধু পান করাও," (সে তাহার ভাইকে আবার মধু পান করাইল; কিন্তু পায়খানা বন্ধ হইল না।) তারপর লোকটি আবার নবী সঃ-র নিকট আসিয়া বলিল, "আমি উহা করিলাম (কিন্তু পায়খানা বন্ধ হইল না।" তখন নবী সঃ বলিলেন, "(মধুতে লোকদের জন্য রোগমুক্তি রহিয়াছে—বলিয়া) আল্লাহ যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য; কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলিতেছে। (অর্থাৎ উহার সত্যতা প্রমাণ করিতে অক্ষম হইয়াছে।) তাহাকে "আবার মধু পান করাও।" অনন্তর লোকটি তাহার ভাইকে চতুর্থবার মধু পান করাইলে সে আরোগ্যলাভ করিল।

৭৭৯। আইশা রাঃ বলেন, আমি নবী সঃ-কে বলিতে শুনিয়াছি, "এই কাল জিরা সাম ছাড়া আর সকল রোগ হইতে শিফা দানকারী (রোগ মোচনকারী)।" (আইশা বলেন,) আমি বলিলাম, ''সাম' কী?" তিনি বলিলেন, "মৃত্যু।"

৭৮০। উম্ম কাইস বিন্‌ত মিহ্‌সন রাঃ বলেন, "আমি নবী সঃ-কে বলিতে শুনিয়াছি, তোমরা এই "উদ হিন্দী"[১] অবশ্যই রাখিবে। কেননা উহাতে সাতপ্রকার রোগ হইতে শিফা (রোগমুক্তি) রহিয়াছে। শিশুদের নাসা ও কণ্ঠতন্ত্ত বৃদ্ধি রোগে ইহা (পানি দ্বারা ঘষিয়া) নাসারন্ধ্রের ভিতর প্রয়োগ করিতে হয় এবং প্লুরিসী রোগে ইহা পানিতে ঘষিয়া) প্রলেপরূপে ব্যবহৃত হয়।"[২] হাদীসের অবশিষ্টাংশ পূর্বে (তাজরীদ ১ম খণ্ড, ১৬৬ নং হাদীসে) বর্ণিত হইয়াছে।[৩]

৭৮১। আনাস রাঃ-র বর্ণিত হাদীস—'নবী সঃ শিঙ্গা দ্বারা নিজের রক্তমোক্ষণ করাইয়াছিলেন এবং আবূ তাইবা নবী সঃ-র রক্ত মোক্ষণ করিয়াছিল'—ইতিপূর্বে (তজরীদ ১ম খণ্ড, ৯৯৫ নং হাদীসে) বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনার শেষ দিকে ইহা বেশী রহিয়াছে---"তোমরা ঔষধ হিসাবে যাহা কিছু ব্যবহার করিয়া থাক তন্মধ্যে শিংগা দ্বারা রক্তমোক্ষণ এবং কুস্‌ত-বাহ্‌রী সর্বোত্তম। তোমাদের শিশুদের 'নাসা'

---

১. 'উদ-হিন্দী'-কে,

২. বাকী আর কোন্ পাঁচটি রোগ 'উদ-হিন্দী' 'ব্যবহৃত হইত তাহার উল্লেখ' হাদীসে পাওয়া যায় না।

৩. মূল বুখারীতে এইখানে দুইটি হাদীস একত্র করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই দুইটি হাদীসের মধ্যে প্রথমটি তজরীদ সঙ্কলক এখানে উদ্ধৃত করেন এবং দ্বিতীয় হাদীসটি তিনি তজরীদ প্রথম খণ্ড ১৬৬নং-এ উদ্ধৃত করেন।

রোগে নাকে চাপ দিয়া দাবাইয়া তাহাদিগকে কষ্ট দিও না ; বরং 'কুস্‌ত' ব্যবহার করিও।[১]

৭৮২। ইব্‌ন 'আব্বাস রা: বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ (মদীনায় অবস্থানকালে এক রাত্রির বিবরণ দিয়া) বলেন, "আমার সম্মুখে পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতদের পেশ করা হইল। অনন্তর এক এক জন করিয়া ও দুই দুই জন করিয়া নবী তাঁহাদের ছোট ছোট দল[২] সহ যাইতে লাগিলেন এবং কোন নবী এমনও গেলেন যাঁহার সহিত কেহই ছিল না। অনন্তর আমার সম্মুখে একটি বড় দল উপস্থিত করা হইলে আমি বলিলাম, "ইহারা কাহারা? ইহা কি আমার উম্মত?" বলা হইল, "ইহা মূসা ও তাঁহার দল।" তারপর আমাকে বলা হইল, "আকাশের চক্রবালের দিকে তাকাইয়া দেখুন।" তখন আমি দেখিলাম, সম্মুখের চক্রবাল জুড়িয়া একটি বৃহৎ দল রহিয়াছে। তারপর আমাকে বলা হইল, "আকাশের এই দিকে, এই দিকে চক্রবালগুলির দিকে তাকান। তখন আমি দেখিলাম, আকাশের সকল দিকের চক্রবাল জুড়িয়া একটি বিশাল দল রহিয়াছে। তখন বলা হইল, "এই হইতেছে আপনার উম্মত। ইহাদের মধ্য হইতে সত্তর হাযার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে দাখিল হইবে।"

তারপর নবী সঃ সাহাবীদের নিকট ঐ সত্তর হাযার লোকের কোন বিবরণ না দিয়াই ভিতরে (নিজ ঘরে) চলিয়া গেলেন। তখন সাহাবিগণ উহা লইয়া আলোচনা শুরু করিয়া দিল। তাহারা বলিল, "আমরা যাহারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহার রসূলের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি—আমরাই কি ঐ সকল লোক হইব? অথবা আমরা যেহেতু জাহিলী যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি কাজেই আমরা ঐ দল না হইয়া বরং আমাদের যে সকল সন্তান-সন্ততি ইসলামের যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারাই কি ঐ দল হইবে?" নবী সঃ-র কানে এইসব আলোচনা পৌঁছিলে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, "উহারা ঐ সকল লোক হইবে, যাহারা নিজেদের ঝাড়ফুঁক করায় না, অশুভ সঙ্কেত বলিয়া কিছু মানে না, তপ্ত লোহা দ্বারা নিজেদের দাগায় না বরং নিজের রব্বের উপর পূর্ণ ভরসা রাখে।" এই সময়ে 'উক্‌কাশা ইব্‌ন মিহসন বলিল, ("আল্লাহ্‌র রসূল, আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন আমি যেন তাহাদের অন্তর্ভুক্ত

১. ইমাম আহমদ রিওয়ায়াত করেন যে, একদা রসূলুল্লাহ সঃ হযরত 'আইশার নিকটে একটি বালকের নাক হইতে রক্ত ঝরিতে দেখিয়া হযরত 'আইশাকে বলেন', "বালকটির মাকে বল, সে যেন এক খণ্ড 'কুসত' পাথরের উপরে পানি দিয়া, ঘষিয়া লইয়া ঐ কাথ বালকটির নাকের মধ্যে ঢালিয়া দেয়। বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, অনন্তর ঐ রূপ করা হইলে বালকটির নাক হইতে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

'কসত' ও 'উদ-হিন্দী' একই বস্তু বলিয়া বুখারীর একটি হাদীসে বলা হইয়াছে।

২. কোন কোন দলে দশ জনেরও কম লোক ছিল; কিন্তু কোন দলেই চল্লিশ জনের বেশী লোক ছিল না।

হইতে পারি।" তদনুযায়ী রসূলল্লাহ্ সঃ দু'আ করিলে সে বলিল), "আল্লাহ্র রসূল, আমি কি তাহাদের একজন হইব?" তিনি বলিলেন, "হাঁ।" তখন অপর এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, "আমিও কি তাহাদের একজন হইব?" নবী সঃ বলিলেন, "এ ব্যাপারে 'উক্কাশা তোমাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।"[১]

৭৮৩। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রসূলল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, রোগ-সংক্রমণ, অশুভ লক্ষণ, হামা ও সফর[২] বলিয়া কোন কিছুর কোন ভিত্তি নাই। (এইগুলি কুসংস্কার বিশেষ।) তবুও তুমি সিংহ হইতে যে ভাবে পলায়ন করিয়া থাক কুষ্ঠরোগী হইতে সেইরূপ দূরে থাকিও।[৩]

৭৮৪। আবূ হুরাইরা রাঃ-র অপর এক বর্ণনায় আছে—একজন বেদুঈন বলিল, "আল্লাহ্র রসূল, (রোগ-সংক্রমণ বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব যদি নাই থাকে) তাহা হইলে আমার যে উট দল বালুর মধ্যে বাস করিতে থাকাকালে হরিণের মত সুষ্ঠু-দেহ থাকে তাহাদের মধ্যে খুজলি-পাঁচড়া বিশিষ্ট উট ঢুকিলে তাহাদের যে খুজ্‌লি-পাঁচড়া হইয়া থাকে—ইহার কারণ কী?" নবী সঃ বলিলেন, "তাহা হইলে বল তো, প্রথমটিতে রোগ সংক্রামিত করিয়াছিল কে?"

---

১. ক্রমাগত প্রশ্নের ধারার সম্ভাবনা এড়াইবার জন্যই নবী সঃ এই জওয়াব দেন।

২. রোগ-সংক্রমণের অসারতা সম্পর্কে যুক্তি পরবর্তী হাদীসটির মধ্যেই রহিয়াছে। অশুভ লক্ষণ বলিয়া কোন কিছু মানিয়া চলা ইসলামী নীতির বিরোধী।
'হামা' শব্দের অর্থ হুতুম পেঁচা। আরবেরা বিশ্বাস করিত যে, হুতুম পেঁচা কাহারও ঘরের উপরে আসিয়া বসিলে ঐ ঘরের মালিক অথবা তাহার পরিবারের কোন লোক অচিরে মারা যাইবে। তাহারা আরও বিশ্বাস করিত যে, কোন নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ লওয়া না হইলে তাহার আত্মা হুতুম পেঁচার আকৃতি ধরিয়া উড়িয়া বেড়ায় আর বলিতে থাকে "আমাকে রক্ত পান করাও, আমাকে রক্ত পান করাও।" অনন্তর প্রতিশোধ লওয়া হইলে সে চলিয়া যায়।
'সফর'—মুহররমের পরবর্তী মাসটির নাম। আরবেরা বিশ্বাস করিত যে, সফর মাস নানা প্রকার বিভ্রাট-বিশৃঙ্খলা ও বিপদ-আপদ আনয়ন করে।
হাদীসের তাৎপর্য এই যে, রোগের সংক্রমিত হওয়ার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই। আল্লাহ যাহাকে যখন যে রোগ দেন কেবলমাত্র তখনই তাহার সেই রোগ হইয়া থাকে। তারপর অশুভ লক্ষণ, পেঁচা ও সফর মাস ইহাদের কেহই কাহারও কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি করিতে পারে না। সকল ক্ষতি-বৃদ্ধির একমাত্র মালিক হইতেছেন আল্লাহ্ তা'আলা।

৩. হাদীসের এই অংশটি এবং ৭৯৫নং হাদীসটি রোগ-সংক্রমণ সম্পর্কে ইসলামী নীতির সহিত বাহ্যতঃ সমঞ্জস নহে। তাই ইহার ব্যাখ্যা এইভাবে দেওয়া হয় :—
যে সকল রোগকে লোকে সংক্রামক বলিয়া থাকে সেই রোগগ্রস্ত লোকের সহিত যাহারা মেলামেশা করে তাহাদের সকলেই কখনও ঐ রোগে আক্রান্ত হয় না। কাজেই ইহা ধ্রুব সত্য যে, কোনও রোগের সংক্রামিত হওয়ার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই। সকল রোগই সকল অবস্থাতেই একমাত্র আল্লাহ্র হুকমে হইয়া থাকে। তথাপি বহু কালের বহুল প্রচলিত কুসংস্কারের প্রভাবে যাহাতে কোন মুসলিমের অন্তরে এই ঈমান ধ্বংসকারী ধারণার উদয় হইতে না পারে তাহার পথ-রোধ করিবার জন্য রসূলুল্লাহ সঃ এই নির্দেশ দেন। বস্তুতঃ এই প্রকার নির্দেশ দুর্বল-ঈমান মুসলিমদের উদ্দেশ্যে দেওয়া হইয়াছে।

৭৮৫। আনস ইব্‌ন মালিক রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ একজন আনসারীর ('আম্‌র ইব্‌ন হায্‌মের) পরিবারের লোকদেরে বিচ্ছু (কাঁকড়া বিছা) দংশনের জন্য এবং কানের বেদনার জন্য ঝাড়-ফুঁক করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। আনাস রাঃ আরও বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ জীবিত থাকাকালে আমি পাঁজরের বেদনার জন্য নিজেকে দাগাইয়াছিলাম। আবূ তাল্‌হা, আনাস ইব্‌ন নায্‌র ও যাইদ ইব্‌ন সাবিত ঐ সময়ে আমার নিকটে উপস্থিত ছিলেন এবং আবূ তাল্‌হা আমাকে দাগাইয়াছিলেন।

৭৮৬। আসমা' বিন্‌ত আবূ বকর রাঃ-র নিকটে যখন জ্বরে আক্রান্ত কোন স্ত্রীলোককে দু'আর জন্য আনা হইত তখন তিনি পানি লইয়া উহা ঐ স্ত্রীলোকের জামার গলার ফাঁক দিয়া তাহার বুকে ঢালিয়া দিতেন এবং বলিতেন, রসূলুল্লাহ স: আমাদিগকে জ্বরের উষ্ণতা পানি দিয়া ঠাণ্ডা করিতে আদেশ করিতেন।

৭৮৭। আনস ইব্‌ন মালিক রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "প্লেগ (রোগে মৃত্যু) মুসলিমের পক্ষে শহীদী মৃত্যুতুল্য।"

৭৮৮। 'আইশা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ আমাকে হুকুম করেন যে, বদ-নযরের জন্য যেন ঝাড়ফুঁক করা হয়।

৭৮৯। উম্ম সালামা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহার বাড়ীতে একটি বালিকার মুখমণ্ডলে নবী সঃ কাল কাল দাগ দেখিয়া বলিলেন, "উহাকে ঝাড়ফুঁক কর; কেননা উহাকে বদ-নযর লাগিয়াছে।"

৭৯০। 'আইশা রাঃ বলেন, নবী সঃ প্রত্যেক বিষধর প্রাণীরই দংশনে ঝাড়ফুঁক করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

৭৯১। 'আইশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সঃ রোগীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا তরজমা: "আল্লাহ্‌র নামের বরকতে আমাদের যমীনের মাটি আমাদের কাহারও থুতু-যোগে আমাদের রব্বের আদেশক্রমে আমাদের রোগী রোগমুক্ত হয়।"[১]

৭৯২। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সঃ-কে বলিতে শুনিয়াছি, "অশুভ লক্ষণ বলিয়া কিছুই নাই। লক্ষণের মধ্যে 'ফাল' হইতেছে উত্তম।" সাহাবীগণ

---

১. সহীহ মুসলিমের রিওয়ায়াতে বলা হইয়াছে যে, ব্যথা-বেদনা যখম, ও ফোড়া ব্যাপারে নবী সঃ এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন।

তারপর ইহার প্রয়োগ বিধি সম্বন্ধে ইমাম নববী বলেন:—রসূলুল্লাহ সঃ তাঁহার তর্জনী আংগুলে নিজ মুখ হইতে কিছু থুতু লাগাইয়া ঐ আংগুলটি মাটিতে ঠেকাইয়া উহা কিছু মাটি লাগাইয়া লইতেন। তারপর ঐ আংগুল ব্যথা বা যখমের স্থানে স্পর্শ করাইতে থাকিতেন এবং এই দু'আ পড়িতেন।

বলিলেন, "আল্লার রসূল, 'ফাল কী?" তিনি বলিলেন, "যে কোন শুভ কথা তোমাদের কেহ শুনিয়া থাকে তাহাই 'ফাল'।"১

৭৯৩। আবূ হুরাইরা রা: হইতে বর্ণিত আছে যে, হুযাইল গোত্রের দুই জন স্ত্রীলোক (উম্ম 'আফীফ ও মুলাইকা) ঝগড়া করিতে করিতে এক জন (উম্ম 'আফীফ) অপর জনকে (মুলাইকাকে পাথর ছুঁড়িয়া মারিল। অপর স্ত্রীলোকটি (মুলাইকা) গর্ভবতী ছিল। অনন্তর পাথরটি তাহার পেটে গিয়া লাগিল এবং তাহাতে তাহার গর্ভস্থ সন্তানটি মারা গেল। (এবং গর্ভপাত হইয়া গেল।) তারপর তাহারা নবী সঃ-র নিকট তাহাদের মামলা পেশ করিলে তিনি এই ফয়সলা দিলেন যে, ভ্রূণ হত্যার দণ্ড হিসাবে ভ্রূণ-হত্যাকারিণী ভ্রূণের জীবন মূল্য বাবত অপর স্ত্রীলোকটিকে এক জন গোলাম অথবা এক জন বাঁদী প্রদান করিবে।

(দণ্ড আইনতঃ দণ্ডিতের অভিভাবককে আদায় করিতে হয় বলিয়া) তখন দণ্ডিতা স্ত্রীলোকটির অভিভাবক (স্বামী—নাম হাম্‌ল) বলিল, "আল্লার রসূল, যে এখনও খায় নাই, পান করে নাই, কথা বলে নাই এবং চীৎকার পর্যন্ত করে নাই, তাহার জন্য দণ্ড দিতে হইবে—এ কেমন কথা! বরং এই ধরনের ব্যাপার তো বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে।" (সেকালে জিন্ন আশ্রিত গণকেরা যে ছন্দে কথা বলিত ঐ লোকটি সেই ছন্দে এই কথাগুলি বলিয়াছিল)। তখন নবী স: বলিলেন, "এই লোকটি গণক গোষ্ঠির এক জনই বটে।"২

৭৯৪। ইব্‌ন 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, পূর্বাঞ্চলবাসীদের মধ্য হইতে দুই জন লোক আসিয়া এমন বক্তৃতা দিল যে লোকে তাহাদের বক্তৃতা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইল। তখন রসূলল্লাহ স: বলিলেন, "কোন কোন বক্তৃতা বাস্তবিকই যাদু। (অর্থাৎ যাদুর ন্যায় মানষের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।)"৩

---

১. যথা কোন রোগী যদি শুনিতে পায় "ওহে সুস্থ" অথবা কোন অভাবগ্রস্ত শুনিতে পায় "ওহে সফলকাম", ইত্যাদি। সম্ভবতঃ এই কারণেই 'সর্পদষ্ট, ব্যক্তিকে বলা হয় "সালীম" বা সুস্থ, নিরাপদ। শুভাশুভ লক্ষণাদি সম্পর্কিত হাদীসগুলির তাৎপর্য এই যে, হাঁচি, টিকটিকি, শন্য কলস ইত্যাদি তথাকথিত লক্ষণকে অশুভ মনে না করিয়া ঐ সবকে অগ্রাহ্য করিয়া কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহাই ইসলামের নীতি। কুসংস্কারের মধ্যে প্রতিপালিত হওয়ার ফলে কোন লক্ষণকে অশুভ জ্ঞানে কোন মুসলিমের অন্তরে যদি কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ দেখা দেয় তাহা হইলে তাহার উচিত সে যেন এই কথা বলিয়া কার্যে অগ্রসর হয়।—"হে আল্লাহ, তুমি ছাড়া আর কেহই কোন মঙ্গলও করিতে পারে না এবং অমঙ্গলও প্রতিহত করিতে পারে না।" তারপর সে لاحول و لا قوة الا بالله বলিতে বলিতে অন্তরে বল সঞ্চয় করিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে।

২. চিকিৎসা অধ্যায়ে ইমাম বুখারীর এই হাদীসটি সন্নিবিষ্ট করার তাৎপর্য এই যে, মানুষ অনেক সময়ে তাহাদের রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে গণক-ঠাকুরদের শরণাপন্ন হইয়া থাকে। ইহা শরী'আত-বিরোধী কাজ। কাজেই প্রত্যেক মুসলিমকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকিতে হইবে।

৩. ঘটনাটি এইরূপ—মদীনার পূর্ব দিকে অবস্থিত ইরাক অঞ্চলের 'বানু তামীম' গোত্রের পক্ষ হইতে এক প্রতিনিধি দল হিজ্‌রী ৯ সনে নবী সঃ-র নিকট আসেন। তাহাদের মধ্য হইতে যিব্‌রিক্বান

৭৯৫। আবূ হুরাইরা রা: বলেন, রসূলুল্লাহ স: বলিয়াছেন, "রোগগ্রস্ত উটের মালিক যেন তাহার উটকে সুস্থ উটের মালিকের উটের সহিত একত্র পানি পান না করায়।"[১]

৭৯৬। আবূ হুরাইরা রা: হইতে বর্ণিত আছে, নবী স: বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি নিজেকে পাহাড় হইতে নীচে নিক্ষেপ করিয়া আত্মহত্যা করে সে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে থাকিয়া নিজেকে অনবরত নীচে নিক্ষেপ করিতে থাকিবে এবং এই ব্যাপার অনন্ত কাল পর্যন্ত চলিতে থাকিবে। যে ব্যক্তি বিষ পান করিয়া আত্মহত্যা করে সে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে থাকিয়া হাতে ঐ বিষ লইয়া উহা অনবরত পান করিতে থাকিবে। এই ব্যাপারে অনন্ত কাল ধরিয়া চলিতে থাকিবে। আর যে ব্যক্তি কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা-আত্মহত্যা করে সে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে থাকিয়া ঐ অস্ত্র হাতে লইয়া উহা দ্বারা নিজের পেট অনবরত বিদ্ধ করিতে থাকিবে। এই ব্যাপারে অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে থাকিবে।[২]

৭৯৭। আবূ হুরাইরা রা: হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ স: বলিয়াছেন, "তোমাদের কাহারও পাত্রে (পানীয় মধ্যে) যদি কোন মাছি পড়ে তাহা হইলে সে যেন ঐ মাছিকে (ঐ পানীয় মধ্যে) সম্পূর্ণরূপে ডুবাইয়া দিয়া, তারপর উহাকে উঠাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়। কেন না, ইহা নিশ্চিত যে, উহার দুই ডানার একটিতে থাকে রোগ বিষ) এবং অপরটিতে থাকে ঐ রোগ (বিষ) হইতে শিফা (মুক্তি) অর্থাৎ উহার প্রতিষেধক বস্তু।)"

ও 'আমর নামক দুই জন লোক নবী স:-র সম্মুখে বক্তৃতা দেন। তাহাদেরই বক্তৃতার কথা এই হাদীসে বলা হইয়াছে।

যিব্রিকান বলিল, "আমি বানু তামীমের নেতা; তাহাদের মান্য মাননীয়; আমার আহ্বানে তাহারা আত্ম-নিবেদিত। আমি তাহাদিগকে যুলুম হইতে রক্ষা করি এবং তাহাদের প্রাপ্য হক আদায় করিয়া দেই। আর এই 'আমর এই সবই জানে।"

তখন 'আমর বলিল, "ইহা নিশ্চিত যে, সে আত্মমর্যাদা ব্যাপারে কঠোর; নিজ পার্শ্ববর্তী লোকদের রক্ষাকারী ও নিজ নিকট-আত্মীয়দের মাননীয়।"

যিবরিকান বলিল, "আল্লার রসূল, আল্লার কসম, আমার সম্বন্ধে সে আরও অনেক কিছু জানে; কিন্তু হিংসাবশতঃ সে তাহা বলিতেছে না।"

তখন 'আমর বলিল, "কী! আমি তোমায় হিংসা করি! আল্লার রসূল, আল্লার কসম, ইতর উহার মামার গোষ্টি, জঘন্য উহার ধন-সম্পদ। পিতা উহার আহমক এবং সে নিজে নিজ গোষ্টির মধ্যে বে-কদর, বিপর্যস্ত। আল্লার রসূল, আল্লার কসম, আমি প্রথমে যাহা বলিয়াছি তাহা সত্য এবং পরে যাহা বলিলাম তাহাও মিথ্যা নয়। আমি এমনই যে, যদি সন্তুষ্ট হই তাহা হইলে সর্বোত্তম ব্যাপারগুলির উল্লেখ করি। আর যখন রাগি তখন জঘন্যতম ব্যাপারগুলি প্রকাশ করি।"

১. এ সম্পর্কে ৭৮৩ নং হাদীসের—টিকা দ্রষ্টব্য।

২. মানুষ রোগ-ব্যাধির কষ্ট ভোগ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য যেমন ঔষধ-পত্রাদি করিয়া থাকে সেইরূপ কোন কোন লোক কখন কখন রোগমুক্তি সম্পর্কে হতাশ হইয়া আত্মহত্যাকে সর্বরোগহর জ্ঞানে উহার আশ্রয় লইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে। তাই ইমাম বুখারী চিকিৎসা অধ্যায়ে এই হাদীসটি সন্নিবিষ্ট করিয়া জানাইতে চান যে, আত্মহত্যা দ্বারা রোগ-ব্যাধির কষ্টের নোটেই লাঘব হয় না। বরং উহার ফলে অনন্ত কাল ধরিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। কাজেই আত্মহত্যা জঘন্য পরিত্যাজ্য।

পোশাক-পরিচ্ছদ অধ্যায় [كتاب اللباس]

৭৯৮। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "গুল্ফ-সন্ধি হইতে যে পরিমাণ নীচে নামাইয়া [পুরুষ লোকে] কাপড় পরিবে, সেই পরিমাণ অঙ্গ জাহান্নামের আগুনে থাকিবে।"

৭৯৯। আনাস রাঃ বলেন, নবী সঃ যেসকল কাপড় পরিধান করিতেন, তন্মধ্যে য়ামানে প্রস্তুত সূতী [সবুজ] চাদর তাঁহার নিকট সব চেয়ে বেশী প্রিয় ছিল।

৮০০। 'আইশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সঃ-র অফাত হইলে তাঁহাকে য়ামানী চাদর দিয়া ঢাকা হইয়াছিল।

৮০১। আবূ যার্র রাঃ বলেন, আমি [একদা] নবী সঃ-র নিকট যাই। ঐ সময়ে তিনি একটি সাদা কাপড় গায়ে দিয়া নিদ্রিত অবস্থায় ছিলেন। [আমি ফিরিয়া আসি।] তারপর, আবার তাঁহার নিকট গিয়া দেখিলাম, তিনি জাগিয়া উঠিয়াছেন। ঐ সময়ে তিনি বলিলেন, "যে কোন বান্দা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নাই) বলে এবং তারপর সে ঐ বিশ্বাস লইয়া মারা যায়, সেই জান্নাতে প্রবেশ করিবে।" [বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন,] আমি বলিলাম, "সে যদি ব্যভিচার করে—সে যদি চুরি করে, তবুও?" তিনি বলিলেন, "সে যদি ব্যভিচার করে—সে যদি চুরি করে, তবুও?" আমি [আবার] বলিলাম, "সে যদি ব্যভিচার করে—সে যদি চুরি করে, তবুও?" তিনি বলিলেন, "সে যদি ব্যভিচার করে—সে যদি চুরি করে, তবুও।" আমি [তৃতীয় বার] বলিলাম, "সে যদি ব্যভিচার করে—সে যদি চুরে করে, তবুও?" তিনি বলিলেন, "সে যদি ব্যভিচার করে—সে যদি চুরি করে, তবুও সে আবূ যার্রকে নাক-খত দেওয়াইয়া (অর্থাৎ আবূ যার্র্ না চাহিলেও) জান্নাতে প্রবেশ করিবে।"

আবূ যার্র্ রাঃ এই হাদীসটি যখনই বর্ণনা করিতেন, তখনই তিনি এই কথা বলিতেন, "আবূ যার্রের নাকে খত দেওয়াইয়া।"

৮০২। 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ নিজ তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিয়া দেখাইয়া তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ রেশমী বস্ত্র পরিধান করিতে নিষেধ করেন।[1]

৮০৩। 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, যে [পুরুষ] লোক দুন্য়াতে [জায়িয পরিমাণের বেশী] রেশমীবস্ত্র পরিধান করিবে, সে আখিরাতে উহা পরিতে পাইবে না।[2]

---

১. বুখারীর অপর এক হাদীসে আছে—আবূ 'উসমান নাহ্দী বলেন, আমরা আযর বাইজানে থাকাকালে হযরত উমর রাঃ এই হাদীস লিখিয়া আমাদের নিকট পাঠান। আমরা ইহার তাৎপর্য এই বুঝি যে, পুরুষ লোকের পক্ষে দুই আঙ্গুল চওড়া রেশমী পাড় বা রেশমী বর্ডারযুক্ত চাদর ও অঙ্গাদি পরা জায়িয। ইহার বেশী রেশম পরা পুরুষ লোকের পক্ষে হারাম।

২. এই প্রসঙ্গে তজরীদ ২য় খণ্ড, ৭৪৪ নং হাদীসের টীকা দ্রষ্টব্য।

৮০৪। হুযাইফা রাঃ বলেন, স্বর্ণপাত্রে ও রৌপ্যপাত্রে পান করিতে অথবা উহাতে আহার করিতে এবং রেশমী ও মটকা বস্ত্র পরিধান করিতে অথবা উহার উপর বসিতে নবী সঃ আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন।[১]

৮০৫। আনাস রাঃ বলেন, নবী সঃ পুরুষ লোককে [শরীরে অথবা কাপড়ে] যাফ্‌রান লাগাইতে ও যাফরানী রং ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

৮০৬। আনাস রাঃ-কে একদা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "নবী সঃ কি স্যাণ্ডেল পরিয়া নামায পড়িতেন?" তিনি বলিলেন, "হাঁ"।[২]

৮০৭। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "তোমাদের কেহ যেন এক পায়ে জুতা পরিয়া (ও এক পা খালি রাখিয়া) না চলে। বরং সে যেন দুই পা-ই খালি রাখিয়া অথবা দুই পায়েই জুতা পরিয়া চলে।"

৮০৮। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "তোমাদের কেহ যখন জুতা পরিবে, তখন সে যেন ডান পা দিয়া আরম্ভ করে এবং সে যখন জুতা খুলিবে, তখন সে যেন বাম পা দিয়া আরম্ভ করে। ডান পা জুতা পরিবার সময়ে প্রথম ও জুতা খুলিবার সময় শেষ হইতে হইবে।"

৮০৯। আনাস ইব্‌ন মালিক রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সঃ নিজের জন্য রৌপ্যের একটি আংটি তৈয়ার করান এবং উহাতে [আরবী অক্ষরে] "মুহাম্মদুর্‌ রাসূলুল্লাহ" উৎকীর্ণ করান। তারপর তিনি বলেন, "আমি রৌপ্যের একটি আংটি তৈয়ার করাইয়াছি এবং উহাতে 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' উৎকীর্ণ করাইয়াছি। অতএব কেহ যেন (নিজ আংটিতে) উহার অনুরূপ উৎকীর্ণ না করে।"

৮১০। ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ বলেন, ইচ্ছাপূর্বক স্ত্রীলোকের ন্যায় হাবভাব-পোষাকধারী, কথাবার্তা ও আচরণকারী পুরুষ লোকদিগকে এবং ইচ্ছাপূর্বক পুরুষ লোকের ন্যায় হাবভাব-পোষাকধারিণী, কথাবার্তা ও আচরণকারিণী স্ত্রীলোকদিগকে নবী সঃ অভিসম্পাত (লা'নত) দিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, "উহাদিগকে তোমরা তোমাদের বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দাও।"

বর্ণনাকারী [ইব্‌নে 'আব্বাস] বলেন, অনন্তর নবী সঃ অমুক পুরুষ লোকটিকে

১. এই হাদীসটি তজরীদ ২য় খণ্ড ৭১৫ নং হাদীসের অনুরূপ। এই প্রসঙ্গে উক্ত হাদীসের টীকা দ্রষ্টব্য।

২। স্যাণ্ডেলে কোন নাপাক বস্তু লাগিয়া না থাকিলে এবং উহা পরিয়া সিজদা করিতে ও তাশাহ্‌হুদে বসিতে বিশেষ কোন অসুবিধা না হইলে স্যাণ্ডেল পরিয়া নামাজ পড়িতে কোন বাধা নাই। উযূ করিবার সময় নবী সঃ-র স্যাণ্ডেলসহ পা ধুইবার প্রমাণও হাদীসে পাওয়া যায়।

বুখারীর অপর হাদীসে 'অমুক স্ত্রীলোকটিকে'] বাহির করিয়া দেন এবং উমর অমুক লোকটিকে বাহির করিয়া দেন।[১]

৮১১। ইব্ন 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "[দাড়ি-মোচ ব্যাপারে] তোমরা মুশরিকদের বিপরীত কাজ কর। তোমরা তোমাদের দাড়ি বাড়িতে দাও এবং মোচ যথাসম্ভব ছোট করিয়া ছাঁট।"

৮১২। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, নবী সঃ বলিয়াছেন, "য়াহূদী ও খ্রীস্টানগণ

১. হাদীসের প্রথম অংশটির তাৎপর্য—কোন কোন পুরুষ লোকের চাল-চলন, হাবভাব ও কথা বার্তা স্বভাবতঃ মেয়েলী ধরনের এবং কোন কোন স্ত্রীলোকের চাল-চলন, হাবভাব ও কথাবার্তা স্বভাবতঃ মর্দানা ধরনের হইয়া থাকে। তাহারা হাদীসের প্রথম ভাগে উল্লিখিত অভিসম্পাতের পাত্রের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু পোশাক পরিধান ইচ্ছাকৃতভাবেই হইয়া থাকে বলিয়া পুরুষ বেশধারিণী যে কোন পুরুষলোক এবং স্ত্রীবেশধারী যে কোন পুরুষ লোক এই হাদীস মতে রসূলুল্লাহ সঃ-র অভিসম্পাতের পাত্র হয়।

হাদীসটির দ্বিতীয় অংশে উল্লিখিত ধরনের পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয় হইতে পর্দা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রীলোক হইতে অপর স্ত্রীলোকের পর্দা করার বিধান সাধারণতঃ না থাকিলেও পুরুষ বেশধারিণী স্ত্রীলোককে পুরুষ গণ্য করতঃ তাহা হইতে পর্দা করিবার নির্দেশ এখানে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পুরুষ লোক যতই মেয়েলী ভাবাপন্ন ও স্ত্রীবেশধারী হউক না কেন, সে তো পুরুষই। কাজেই তাহা হইতে তো স্ত্রীলোকদের পর্দা করিতেই হইবে। এমতাবস্থায় এই হাদীসে তাহা হইতে পর্দা করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল? জওয়াবে বলা হয় যে, সেকালে সম্ভবতঃ মেয়েলী ভাবাপন্ন পুরুষদের হইতে সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা পর্দার আবশ্যকতা মনে করিত না বলিয়া নবী সঃ এই নির্দেশ দেন।

হাদীসের তৃতীয় অংশের বিবরণ---এই অংশ নবী সঃ-র যমানার উল্লিখিত পুরুষটি ছিলেন মুক্ত হাবশী দাস সাহাবী আন্জাশা রাঃ। তিনি রসূলুল্লাহ সঃ-র একজন উষ্ট্র-চালক ছিলেন। তিনি পুরুষ লোক ছিলেন এবং পুরুষ লোকের পোশাক পরিধান করিতেন। কিন্তু তাঁহার হাবভাব, চাল-চলন ও কথাবার্তার ধরন স্বভাবতঃ মেয়েলী ছিল। অনন্তর রসূলুল্লাহ সঃ উম্মুল-মুমিনদের ঐ আন্জাশা হইতে পর্দা করিবার এবং আনজাশাকে অন্দর মহলে প্রবেশ না করিবার নির্দেশ দেন।

আর যে স্ত্রীলোকটি হইতে পর্দা করিবার জন্য রসূলুল্লাহ সঃ উম্মুল-মুমিনদিগকে নির্দেশ ও যে লোকটিকে তিনি অন্দর মহলে প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন, সে ছিল উম্মুল মুমিনীন উম্ম সালামার ভাইয়ের বাঁদী 'হীতা'। হীতা আসলে হিজড়া ছিল। হিজড়া সম্পর্কে শরী'আতের বিধান এই যে, যে হিজড়ার মধ্যে পুরুষদের চিহ্ন প্রবল তাহাকে পুরুষের মত চলিতে হইবে এবং যে হিজড়ার মধ্যে স্ত্রীলোকের চিহ্ন প্রবল তাহাকে স্ত্রীলোকের মত থাকিতে হইবে। উল্লিখিত 'হীতা' হিজড়া নবী সঃ-র অন্দরে যাতায়াত করিত। সে একদা এমন একটি উক্তি করে যাহাতে বুঝা যায় যে, তাহার মধ্যে পুরুষদের ভাবই প্রবল। তাই নবী সঃ তাহাকে অন্দরে যাতায়াত করিতে না দিবার নির্দেশ দেন।

হযরত 'উমর যাহা হইতে স্ত্রীলোকদের পর্দা করিবার নির্দেশ দেন তাহার নাম ছিল [illegible]

দাড়িকে রঞ্জিত করে না। এ ব্যাপারে তোমরা তাহাদের বিপরীত কর। [দাড়িতে হলদে অথবা লাল খেযাব লাগাও।]"[১]

৮১৩। আনাস রাঃ বলেন, নবী সঃ-র মাথার চুল একেবারে সটান-সোজাও ছিল না; আবার অত্যন্ত কোঁকড়ানোও ছিল না—বরং উহা এতদুভয়ের মাঝামাঝি ছিল। উহা সচরাচর তাঁহার কান ও স্কন্ধদেশের মাঝে লম্বমান থাকিত।

৮১৪। আনাস রাঃ বলেন, নবী সঃ-র উভয় করতল ও উভয় পদতল বেশ মোটা ছিল। তাঁহার ন্যায় (সুন্দর চেহারার) কোন লোক আমি তাঁহার পূর্বেও দেখি নাই এবং তাঁহার পরেও দেখি নাই। তাঁহার হাতের তালু সমতল ও প্রশস্ত ছিল।

৮১৫। ইবন 'উমর রাঃ বলেন, মাথা কামানোর সময় মাথার কোন অংশে দুই এক গাছি চুল রাখিয়া দিয়া বাকী মাথা কামাইতে নিষেধ করিতে আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-কে শুনিয়াছি।

৮১৬। 'আয়িশা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট যেসকল সুগন্ধি দ্রব্য থাকিত, তন্মধ্যে সর্বোত্তম সুগন্ধ দ্রব্যটি আমি তাঁহার মাথায় ও দাড়িতে এমনভাবে লাগাইতাম যে, তাঁহার মাথায় ও দাড়িতে ঐ সুগন্ধি দ্রব্যের চাকচিক্য দেখিতে পাইতাম।

৮১৭। আনাস রাঃ বলেন, নবী সঃ-কে [কেহ কোন সুগন্ধি দ্রব্য হাদিয়া দিলে তিনি ঐ] সুগন্ধি দ্রব্য প্রত্যাখ্যান করিতেন না।

৮১৮। 'আয়িশা রাঃ বলেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সঃ-র ইহরাম বাঁধিবার সময়ে ও তাঁহার ইহরাম হইতে হালাল হইবার সময়ে আমি নিজ হাতে তাঁহাকে 'যারীরা' সুগন্ধি লাগাইয়া দিয়াছিলাম।[২]

৮১৯। ইবন 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "যাহারা এই মূর্তিগুলি প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে কিয়ামত-দিবসে শাস্তি দেওয়া হইবে। তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা যাহা প্রস্তুত করিয়াছিলে তাহাকে জীবন দান কর। [এই বলিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইতে থাকিবে।]"

৮২০। আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সঃ-কে বলিতে শুনিয়াছি, "আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার সৃষ্টির অনুরূপ (আকৃতি মাত্র) সৃষ্টি করিতে যায়, তাহার চেয়ে অধিক অনাচারী আর কে হইতে পারে? তাহারা একটি শস্যকণা (গম) সৃষ্টি করুক দেখি। তাহারা একটি পিঁপড়া বা একটি ধূলিকণা সৃষ্টি করুক দেখি।" অপর এক বর্ণনায় আছে, "তাহারা একটি যব সৃষ্টি করুক দেখি।"

---

১. দাড়িতে কাল খেজাব লাগান হারাম। আর হলদে অথবা লাল খেযাব লাগান মুস্তাহাব,—মুহাজির দর।

২. ভারত হইতে সেকালে আরবে আমদানীকৃত এক প্রকার সুগন্ধি পাউডারকে 'যারীরা' বলা হইত।

শিষ্টাচার [كتاب الادب]

৮২১। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, একজন লোক রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট আসিয়া বলিল, "আল্লাহ্‌র রসূল, আমার উত্তম সাহচর্য ও আচরণ পাইবার সবচেয়ে বেশী হক্‌দার কে?" তিনি বলিলেন, "তোমার মা।" সে বলিল, "তারপর কে?" তিনি বলিলেন, "তারপরও তোমার মা।" সে বলিল, "তারপর কে?" তিনি বলিলেন, "তারপরও তোমার মা।" সে বলিল, "তারপর কে?" তিনি বলিলেন, "তারপর তোমার বাবা"।

৮২২। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আম্‌র রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ একদা বলেন, "গুরুতর কবীরা গুণাহগুলির মধ্যে একটি হইতেছে নিজ মাতাপিতাকে অভিসম্পাত (লানত) দেওয়া।" তাঁহাকে বলা হয়, "আল্লাহ্‌র রসূল, মানুষ নিজ মাতাপিতাকে কেমন করিয়া অভিসম্পাত দিতে পারে?" তিনি বলিলেন, "একজন লোক অপর একজন লোকের পিতাকে গালি দিলে অপর লোকটি ঐ লোকটির পিতাকে গালি দেয় এবং একজন লোক অপর একজন লোকের মাতাকে গালি দিলে অপর লোকটি ঐ লোকটির মাতাকে গালি দেয়। [এইভাবে মানুষ নিজ মাতাপিতাকে অপরের দ্বারা গালি দেওয়াইবার কারণ হয় বলিয়া তাহার সম্বন্ধে এ কথা বলা সঙ্গত যে, সে নিজ মাতাপিতাকে গালি দেয়।]

৮২৩। জুবাইর ইব্‌ন মুত্‌'ইম রাঃ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-কে বলিতে শুনিয়াছি, "আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।"

৮২৪। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন: [আল্লাহ্‌র অন্যতম নাম] 'রাহ্‌মান' (অসীম দয়াবান) শব্দ হইতে 'রাহীম' (জরায়ূ তথা রক্ত-সম্পর্ক) শব্দটি বুৎপন্ন।

[অর্থাৎ রক্ত-সম্পর্ক দয়া-মমতার সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত।] এই কারণে আল্লাহ্ বলেন, [ওহে রক্ত-সম্পর্ক,] যে ব্যক্তি তোমাকে [দয়া-মমতা সহকারে] মিলিত রাখিবে, আমি তাহার সহিত (রহমানরূপে) মিলিত থাকিব; আর যে ব্যক্তি তোমাকে [দয়া-মমতা হইতে] ছিন্ন করিবে আমি তাহার সহিত (দয়া-মমতার) সম্পর্ক ছিন্ন করিব।

৮২৫। 'আমুর্ ইব্‌ন 'আস রাঃ বলেন, আমি নবী সঃ-কে চুপে চুপে নয়, বরং উচ্চস্বরে বলিতে শুনিয়াছি, "সৎকর্মশীল মুমিনেরাই আমার একমাত্র বন্ধু। [illegible] অমুকের অমুমিন বংশধরেরা আমার বন্ধু নহে। তবে তাহাদের সহিত আমার [illegible] সম্পর্ক রহিয়াছে তাহার আর্দ্রতাযোগে আমি ঐ সম্পর্ককে আর্দ্র রাখিব। (অর্থাৎ তাহাদের রক্ত-সম্পর্কের হককে সজীব ও সতেজ রাখিব। উহা ক্ষুন্ন করিব না।)[1]

৮২৬। আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "[রক্ত-সম্পর্ক রক্ষাকারীর সহিত] যেব্যক্তি প্রতিদানে রক্ত-সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলে,

১. আল-অমুকের দুই প্রকার তাৎপর্য বলা হয়। একটি হইতেছে আবূ তালিব এবং [illegible] হইতেছে আবুল আস ইবন উমাইয়া।

সে প্রকৃত রক্ত-সম্পর্ক মিলিতকারী নয়। বরং যাহার সহিত রক্ত-সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়, সে যদি রক্ত-সম্পর্ক মিলিত রাখে, তবে সেই হইতেছে প্রকৃত রক্ত-সম্পর্ক মিলিতকারী।"

৮২৭। 'আয়িশা রাঃ বলেন, একদা এক বেদুঈন নবী সঃ-র নিকট আসিল। [ঐ সময় নবী সঃ হাসান রাঃ-কে চুম্বন করেন। তাহাতে] সে বলিল, "আপনারা শিশু-দিগকে চুম্বন দিয়া থাকেন? আমারা তো উহাদিগকে চুম্বন দিয়া থাকি না।" তাহাতে নবী সঃ বলিলেন, "আল্লাহ তোমার অন্তর হইতে দয়া-মমতা দূরীভূত করিয়া থাকিলে, আমি কি এ ব্যাপারে তোমার জন্য কিছু করিতে পারি? (না, কিছুই করিতে পারি না।)"

৮২৮। 'উমর ইব্ন খাত্তাব রাঃ বলেন, কোন এক যুদ্ধবন্দী দলকে নবী সঃ-র সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে দেখা গেল যে, একজন স্ত্রীলোকের স্তন দুধে এত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল যে, উহা হইতে দুধ প্রবাহিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। অনন্তর সে বন্দীদের মধ্যে একটি শিশুকে দেখিতে পাইয়া উহাকে উঠাইয়া লইল। তারপর উহাকে নিজ পেটের সহিত জড়াইয়া ধরিয়া উহাকে স্তন্য দান করিতে লাগিল। [শিশুটি ঐ স্ত্রীলোকটির পুত্র ছিল।] তখন নবী সঃ আমাদিগকে বলিলেন, "তোমাদের কি মনে হয় যে, এই স্ত্রীলোকটি তাহার এই সন্তানকে আগুনে ফেলিতে পারে?" আমরা বলিলাম, "না। সে উহাকে (আগুনে) ফেলিতে পারে না।" তিনি বলিলেন, "এই স্ত্রীলোকটি নিজ সন্তানের প্রতি যত দয়াবতী, আল্লাহ নিজ বান্দাদের প্রতি তার চেয়ে অধিক দয়াবান।"

৮২৯। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সঃ-কে বলিতে শুনিয়াছি, "আল্লাহ দয়া-মমতাকে একশত ভাগে বিভক্ত করিয়া নিরানব্বই ভাগ নিজের নিকটে আটকাইয়া রাখিয়া মাত্র এক ভাগ পৃথিবীতে অবতীর্ণ করিয়াছেন। ঐ এক ভাগের দরুনই সমগ্র সৃষ্টি পরস্পর পরস্পরের প্রতি দয়া দেখাইয়া থাকে। এমন কি ইহারই দরুন নিজ বাচ্চাকে আঘাত লাগিবার আশঙ্কায় ঘুড়ী (স্ত্রী ঘোড়া) তাহার পা নিজ বাচ্চা হইতে সাবধানে পা উঠাইয়া লয়।"

৮৩০। উসামা ইব্ন যাইদ রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ আমাকে উঠাইয়া লইয়া তাঁহার এক উরুর উপর বসাইতেন। অতঃপর তিনি হাসানকে তাঁহার অপর উরুর উপর বসাইতেন। তারপর তিনি আমাদের উভয়কে একত্র মিলিত করিয়া ধরিয়া বলিতেন, "হে আল্লাহ, তুমি এই দুই জনের প্রতি দয়া কর। কেননা আমি ইহাদের প্রতি দয়া করি।"

৮৩১। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, একদা রসূলুল্লাহ সঃ কোন এক নামাযে দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার সহিত আমরা নমাযে দাঁড়াইলাম। তখন এক বেদুঈন নমাযে রত অবস্থায় বলিল, "হে আল্লাহ, তুমি আমার প্রতি ও মুহম্মদের প্রতি দয়া কর।

আমাদের সহিত অপর কাহারও প্রতি দয়া করিও না।" অনন্তর নবী সঃ যখন 'আস্-সালামু আলাইকুম অ রহমাতুল্লাহ' বলিয়া নমায শেষ করিলেন তখন তিনি ঐ বেদুঈনকে বলিলেন, "তুমি একটি প্রশস্ত বস্তুকে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দয়াকে) সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিলে।"

৮৩২। নু'মান ইব্‌ন বশীর রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "পরস্পরের প্রতি দয়া, প্রীতি ও অনুরাগ ব্যাপারে তুমি মুমিনদিগকে (সামগ্রিকভাবে) এমন একটি দেহের ন্যায় দেখিতে পাইবে, যাহার কোন এক অঙ্গে যন্ত্রণা হইলে উহার কারণে বাকী সকল অঙ্গ জাগ্রত থাকিবার ও জ্বরে আক্রান্ত হইবার জন্য পরস্পরের আহ্বান জানায়।" (অর্থাৎ মুমিনেরা যে কোন মুমিনের কষ্টকে নিজের কষ্ট বলিয়া গ্রহণ করে।)

৮৩৩। আনাস ইব্‌ন মালিক রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "কোন মুসলিম যদি কোন গাছ লাগায় আর উহা হইতে কোন মানুষ অথবা কোন চতুষ্পদ পশু যদি কিছু খায়, তাহা হইলে উহা ঐ গাছ রোপনকারীর জন্য দান-খয়রাত বলিয়া গণ্য হয়। [অর্থাৎ সে উহার জন্য দান-খয়রাতের সওয়াব পাইবে]।"

{ তজরীদ প্রথম খণ্ড, ১০৬১ নং হাদীসটি এই হাদীসের অনুরূপ। }

৮৩৪। জরীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ বজলী রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি [নিজের প্রতি ও অপরের প্রতি] দয়া করে না, তাহাকে [আল্লাহ্‌র তরফ হইতে] দয়া করা হয় না।

৮৩৫। 'আয়িশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী সঃ বলেন, "জিব্‌রীল আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে অবিরাম এত নসীহত করিতে থাকেন যে, এক সময়ে আমার ধারণা হয় যে, তিনি সম্ভবতঃ শীঘ্রই প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী নির্ধারিত করিবেন।"

৮৩৬। আবূ শুরাইক্‌ রাঃ বলেন, নবী সঃ একদা বলেন, "আল্লাহ্‌র কসম, সে ঈমান রাখে না; আল্লাহ্‌র কসম, সে ঈমান রাখে না; আল্লার কসম, সে ঈমান রাখে না।" তাঁহাকে বলা হয়, "আল্লাহ্‌র রসূল, কে ঈমান রাখে না?' তিনি বলেন, "যাহার অনিষ্ট হইতে তাহার প্রতিবেশী নিরাপদ ও নিশ্চিত নয় [সে ঈমান রাখে না]।"

৮৩৭। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি ও শেষ দিবসের [কিয়ামতের] প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন নিজ প্রতিবেশীকে যাতনা না দেয়; যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে নিজ অতিথি-অভ্যাগতকে আপ্যায়িত করে; যে ব্যক্তি আল্লার প্রতি ও শেষ প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন হয় মঙ্গলজনক কথা বলে অথবা সে যেন চুপ

৮৩৮। জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছে (অপরের উপকারার্থে) প্রত্যেকটি কাজ ও কথাই হইতেছে দান-খয়রাত বিশেষ (অর্থাৎ উহার জন্য দান-খয়রাতের সওয়াব পাওয়া যায়)।

৮৩৯। 'আয়িশা রাঃ বলেন, নবী সঃ আমাকে বলিয়াছেন, "আল্লাহ সকল কোমল ব্যবহার নিশ্চয় পসন্দ করেন।"

৮৪০। আবূ মূসা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী সঃ বলেন, "মুমিনেরা অট্টালিকার ইটের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে সুদৃঢ় করে।" এই বলিয়া নবী সঃ তাঁহার এক হাতের আঙ্গুলগুলির ফাঁকে ফাঁকে অপর হাতের আঙ্গুলগুলি প্রবেশ করাইয়া [মুমিন-দের স্বরূপ] দেখান।

বর্ণনাকারী বলেন, নবী সঃ ঐ সময়ে বসিয়া থাকাকালেই একজন অভাবগ্রস্ত লোক আসিয়া কিছু খয়রাত চাহিলে নবী সঃ আমাদের দিকে মুখ তুলিয়া তাকাইয়া বলিলেন, তোমরা [নিজেরা কেহ কিছু দিতে না পারিলে অন্ততঃ ইহাকে খয়রাত দিবার জন্য] সুপারিশ করিয়া সওয়াব লাভ কর। আর আল্লাহ তাঁহার নবীর কথা দ্বারা যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই সম্পাদন করিবেন।"

[অর্থাৎ আমিই সুপারিশ করি আর তোমরাই সুপারিশ কর, তাহাতে কিছুই হইবে-না। আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হইবে। তবে সুপারিশ করার জন্য আমিও সওয়াব পাইব, তোমরাও সওয়াব পাইবে]।

৮৪১। আনাস ইব্‌ন মালিক রাঃ বলেন, নবী সঃ কটু-কাটব্যকারীও ছিলেন না, অশ্লীল-ভাষীও ছিলেন না এবং অভিসম্পাতকারীও ছিলেন না। আমাদের কাহাকেও তিরস্কারকালে তিনি কেবলমাত্র এইরূপ কথাই বলিতেন, "উহার কী হইল [যে সে এমন করিয়া বসিল]?" "উহার কপালের পার্শ্বদেশ মৃত্তিকা-মলিন হউক। [অর্থাৎ আল্লাহ তাহাকে ফরমাঁ-বরদার করুন]।"

৮৪২। জাবির রাঃ বলেন, নবী সঃ-র নিকট কোন কিছু চাওয়া হইলে তিনি কখনও "না" বলেন নাই।

(দেওয়া সম্ভব না হইলে তিনি চুপ থাকিতেন; কিন্তু 'না' বলিতেন না)।

৮৪৩। আনাস রাঃ বলেন, আমি দশ বৎসর ধরিয়া নবী সঃ-র খিদমত করি; কিন্তু তিনি আমাকে প্রতিবাদসূচক 'আহ্' শব্দও কখনও বলেন নাই। এবং 'এই কাজ কেন করিলে?' অথবা 'এই কাজ কেন করিলে না?' ইহাও তিনি বলেন নাই।

৮৪৪। আবূ যর্‌র রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, তিনি নবী সঃ-কে বলিতে শুনিয়াছেন, ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তিকে 'ফাসিক' বলিয়া উল্লেখ করে অথবা 'কাফির' উল্লেখ করে, আর ঐ ব্যক্তি যদি প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ না হয়, তাহা হইলে ঐ উক্তিকারীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।" (অর্থাৎ ঐ উক্তিকারীই আল্লাহর নিকটে প্রথমক্ষেত্রে ফাসিক ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কাফির বলিয়া পরিগণিত হয়)।

৮৪৫। সাবিত ইব্‌ন যাহ্‌হাক রাঃ হুদাইবিয়াতে বৃক্ষতলে আনুগত্য প্রকাশকারীদের দলে ছিলেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের [কোন প্রতীকের] কসম করে, সে যেমনটি বলে তেমনটিই ।

যায়।[১] যে বস্তু যে সময় আদম-সন্তানের অধিকারে না থাকে, সেই সময় সে ঐ মানত করিলে তাহার পক্ষে ঐ মানত পূর্ণ করা অবধারিত হয় না। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে যাহা দ্বারা আত্মহত্যা করে, তাহাকে কিয়ামত দিবসে উহা দ্বারা শাস্তি দেওয়া হইবে।[২] কোন মুমিনকে অভিসম্পাত দেওয়া (গুনাহ হিসাবে) তাহাকে হত্যা করার সমতুল্য এবং কোন মুমিনকে কুফরীর অপবাদ দেওয়া (গুনাহ হিসাবে) তাহাকে হত্যা করার সমতুল্য।"

৮৪৬। হুযাইফা (রা:) বলেন, আমি নবী (স:)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "চুকলিখোর জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।"[৩]

৮৪৭। আবূ বাক্‌রা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী (স:)-র সম্মুখে কোন এক ব্যক্তির কথা উঠিলে একজন লোক তাহার প্রশংসা করিল। তখন নবী (স:) কয়েকবার বলিলেন, "তোমার বিনাশ হউক। তুমি তোমার বন্ধুর গলা কাটিলে। তোমাদের কেহ যদি একান্তই কাহারও প্রশংসা করিতে চায় এবং তাহার নিকট ঐ ব্যক্তি যদি ঐরূপ প্রশংসার যোগ্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, তবে সে যেন বলে, 'আমি তাহাকে এইরূপ মনে করি।' কারণ তাহার ভালমন্দের বিচারকারী হইতেছেন একমাত্র আল্লাহ্। [অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্ই বলিতে পারেন, কে ভাল ও কিরূপ প্রশংসার যোগ্য।] অতএব আল্লাহ্‌র উপর দিয়া কেহ যেন কাহাকেও পবিত্র বলিয়া বর্ণনা না করে।"

[আল্লাহ বলেন, "তোমরা নিজেদের পাক-পবিত্র বলিয়া বর্ণনা করিও না। কে প্রকৃত আল্লাহ্-ভীরু-ধার্মিক, তাহা আল্লাহ্ সমধিক অবগত।"—সূরা আন্-নাজ্‌ম্, আয়াত ৩২।

৮৪৮। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (স:) বলিয়াছেন, "তোমরা কেহ কাহারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিও না, কাহারও হিংসা করিও না এবং কাহারও প্রতি বিরূপ হইও না; বরং সকলে আল্লাহ্‌র বান্দা। ভাই ভাই হইয়া থাক। কোন মুসলিমের পক্ষে তাহার মুসলিম ভাইকে তিন দিনের বেশী পরিত্যাগ করিয়া থাকা বৈধ নহে।"

১। অর্থাৎ কেহ যদি 'যীশু' অথবা 'ক্রশের' কসম করে, তবে সে খ্রীস্টান হইয়া যায়। কেহ যদি উপবীত বা মহাদেবের অথবা বিশ্বকর্মার কসম করে, তবে সে মুশরিক হইয়া ... মুসলিম এই ধরনের কোন কসম করিয়া বসিলে তাহার উচিত, সে যেন অনতিবিলম্বে 'লা-ইলাহা ...' বলিয়া ঈমান দুরস্ত করিয়া লয়।

২। বিস্তারিত বিবরণ তজরীদ—২য় খণ্ড, ৭১৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৩। দুইজন লোকের মধ্যে অথবা দুই দল লোকের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি ইত্যাদিতে যে ব্যক্তি একজনের কথা ও আচরণ ইত্যাদি অপরজনের নিকট [illegible] জনের কথা ও আচরণ ইত্যাদি প্রথমজনের নিকট পৌঁছায়, তাহাকে [illegible] বলা হইয়াছে এবং তাহাকেই এই হাদীসে 'কাত্তাত' বলা হইয়াছে। তাহাকেই চোগলখোর বলিয়া থাকি।

৮৪৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, "কাহারও সম্বন্ধে মন্দ ধারণা করা হইতে তোমরা নিজেদের সাবধানে রাখিও; কেননা, মন্দধারণা হইতেছে অত্যন্ত বড় বড় মিথ্যা উক্তির উৎস। আর তোমরা কাহারও (গুপ্ত) দোষ-ত্রুটির অনুসন্ধানে লাগিও না,[১] কাহারও হিংসা করিও না, কাহারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিও না এবং কাহারও প্রতি বিরূপ হইও না; বরং সকলে আল্লাহ্‌র বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হইয়া থাক।"

৮৫০। 'আয়িশা (রাঃ) বলেন, একদা নবী (সঃ) বলেন, "অমুক অমুক ব্যক্তি আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানে বলিয়া আমি মনে করি না।"

অপর এক বর্ণনায় আছে, "আমরা যে ধর্মে রহিয়াছি, সেই ধর্ম সম্বন্ধে অমুক অমুক ব্যক্তি কিছু জানে বলিয়া আমি মনে করি না।"

৮৫১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "প্রকাশ্য লোক-সমক্ষে পাপ কার্য সম্পাদনকারী ব্যতীত আমার বাকী তামাম উম্মতকে ক্ষমা করা হইবে। আর কোন ব্যক্তি যদি রাত্রিতে এমন কোন পাপ কাজ করে, যাহা আল্লাহ্ গোপন রাখেন; কিন্তু সে যদি সকালে বলে, ওহে অমুক, গত রাত্রিতে আমি এই—এই কাজ করিয়াছি; তাহা হইলে তাহার ঐ আচরণে ঐ পাপটি প্রকাশ্যে সম্পাদন করার সামিল হইবে। তাহার রব্ব তাহার ঐ পাপ কাজ সারা রাত্রি গোপন রাখিলেন, আর ঐ ব্যক্তি সকাল বেলায় আল্লাহ্‌র ঐ আবরণ উন্মোচন করিয়া দিল।"

৮৫২। আবূ আইয়ূব আনসারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, "কোন (মুসলিম) ব্যক্তির পক্ষে ইহা বৈধ নহে যে, সে তাহার কোন (মুসলিম) ভাইকে তিন দিন পর্যন্ত এমনভাবে এড়াইয়া চলে যে, তাহারা ঘটনাক্রমে একত্র মিলিত হইয়া পড়িলে একজন একদিকে ও অপরজন অপরদিকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়। ঐ দুইজনের মধ্যে যে প্রথমে সালাম করে, সেই তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৮৫৩। আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "সত্যবাদিতা মানুষকে পুণ্যের দিকে লইয়া যায় এবং পুণ্য জান্নাতের দিকে লইয়া যায়। আর মানুষ কথা বলিতে বলিতে পরিণামে [আল্লাহ্‌র নিকটে এবং মানুষের নিকটে] 'সিদ্দীক' [খুব সত্যবাদী] বলিয়া গণ্য হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যাবাদিতা মানুষকে অন্যায়ের দিকে লইয়া যায় এবং অন্যায় জাহান্নামের দিকে লইয়া যায়। আর মানুষ মিথ্যা বলিতে বলিতে পরিণামে আল্লাহ্‌র নিকটে 'কায্যাব' (অত্যন্ত মিথ্যাবাদী) বলিয়া লিখিত হয়।"

৮৫৪। আবূ মূসা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "যাতনাদায়ক কথা শুনিয়া আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিকতর সহিষ্ণু আর কেহই নহে। আল্লাহ্‌র সন্তান আছে বলিয়া লোকে উক্তি করে। তবুও আল্লাহ্ তাহাদিগকে স্বচ্ছন্দে রাখেন এবং তাহাদিগকে রুযী [জীবিকা] দান করেন।"

১। নরহত্যা, ব্যভিচার প্রভৃতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে গুপ্তচরবৃত্তি ইহার ব্যতিক্রম।

৮৫৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, "মল্ল যুদ্ধে লোককে ভূপাতিতকারী ব্যক্তি প্রকৃত বীর নয়; বরং যে ব্যক্তি ক্রোধকালে নিজ রিপুকে পরাভূত করিতে পারে, সেই প্রকৃত বীর।"

৮৫৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা একজন লোক[1] নবী (সঃ)-কে বলিল, "আমাকে উপদেশ দিন।" নবী (সঃ) বলিলেন, "রাগান্বিত হইও না।" লোকটি কয়েক বার তাহার ঐ উক্তির পুনরাবৃত্তি করিলে প্রত্যেক বারই নবী (সঃ) বলেন, রাগান্বিত হইও না।"

৮৫৭। 'ইমরান ইবন হুসাইন (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "লজ্জাশীলতা মঙ্গল ছাড়া আর কিছুই আনয়ন করে না। [অর্থাৎ লজ্জার ফল সকল ক্ষেত্রেই মঙ্গলজনক।]"

৮৫৮। ইবন মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "আদি যুগের পয়গাম্বরীর বচনসমূহ হইতে যাহা সকল যুগের মানুষের নিকট পেঁৗছে, তন্মধ্যে একটি এই, "তোমার যদি লজ্জা না থাকে, তাহা হইলে তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার।"

৮৫৯। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের সহিত এমনভাবে মেলামেশা করিতেন যে, তিনি আমার এক ছোট ভাইকে বলিতেন, "ওহে আবূ 'উমাইর, বুলবুলটি কী করিল?"[2]

৮৬০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "মু'মিন ব্যক্তি একই গর্ত হইতে দুইবার দষ্ট হয় না।" (অর্থাৎ প্রকৃত মু'মিন কোন অন্যায় কাজ দুইবার করে না)।

৮৬১। উবাই ইবন কা'ব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "কোন কোন কবিতা-চরণে জ্ঞানের কথা রহিয়াছে।"

৮৬২। ইব্‌ন 'উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "তোমাদের কাহারও নিজ উদরকে কবিতা দ্বারা পরিপূর্ণ রাখিবার চেয়ে উহা পুঁজ-রক্ত দ্বারা পরিপূর্ণ রাখাই উত্তম।"[3]

৮৬৩। আনাস (রাঃ)-র হাদীসে 'বেদুঈনদের মধ্য হইতে একজন লোক নবীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, কিয়ামত কখন ঘটিবে' পূর্বে [তজরীদ—২য় খণ্ড,

---

১। লোকটির নাম ছিল জারিয়া ইব্‌ন কুদামা। তারপর রাগ একটি স্বাভাবিক বৃ[illegible] স্বতঃ মানুষের মনে উদয় হয়। কাজে 'রাগান্বিত হইও না' বাক্যটির তাৎপর্য এই যে, [illegible] হইয়া কাহারও কোন ক্ষতি করিও না।

২। আনাস (রাঃ)-র বৈপিত্রেয় এক ভাই একটি বুলবুল পাখী পুষিয়াছিল, ঐ পাখীটি [illegible] আনাসের ভাই অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া থাকিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ বালকের বিষণ্ণতা [illegible] তাহাকে আদর করিয়া 'উমাইরের বাবা' বলিয়া সম্বোধন করেন।

৩। এই হাদীসে [illegible] নিন্দা করা হইয়াছে।

হাদীস-এ] বর্ণিত হইয়াছে। ঐ হাদীসের 'তুমি যাহাকে ভালবাস, কিয়ামতে তাহারই সঙ্গে থাকিবে'—বাক্যটির পরে ইহা বেশী রহিয়াছে।

(বর্ণনাকারী বলেন) আমরা বলিলাম, "আমরাও কি সেইরূপ [আপনার সঙ্গী] হইব?" তিনি বলিলেন, "হাঁ"।[১]

৮৬৪। ইবন 'উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীর নিকটে [তাহার পিছন দিকে] কিয়ামত দিবসে (তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের চিহ্ন-স্বরূপ] একটি পতাকা উত্তোলন করা হইবে। অনন্তর বলা হইবে, 'ইহা অমুক ব্যক্তির পুত্র অমুক ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের পতাকা।[২]

৮৬৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "তোমরা আঙ্গুরকে [অথবা আঙ্গুর গাছকে] 'আল্-করম' [অর্থাৎ বদান্যতা বা বদান্যতার উৎস বলিও না।] প্রকৃতপক্ষে 'আল্-করম' বদান্যতার উৎস হইতেছে মুমিনের অন্তর।"[৩]

৮৬৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, (উম্মুল্-মুমিনীন) যাইনাবের নাম 'বর্‌রাহ্' ছিল। (বর্‌রাহ্ শব্দের অর্থ 'সাধ্বী' নেক্কার স্ত্রীলোক)। অনন্তর বলা হইল, সে নিজেকে ধার্মিকা বলিয়া ঘোষণা করে। তাই রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাহার [বর্‌রাহ্ নাম বদলাইয়া] যাইনাব নাম করেন।[৪]

৮৬৭। আনাস (রাঃ) বলেন, [আমার মা] উম্মেসুলাইম [কোন এক সফরে নবী (সঃ)-র] আসবাবপত্রবাহী উটের উপরে ছিলেন। [এবং কয়েক জন উম্মুল মুমিনীন অপর উটগুলির উপরে ছিলেন]। আর নবী (সঃ)-র গোলাম 'আনাজশাহ' তাঁহাদের উট চালাইয়া লইয়া যাইতেছিল। [এবং উট চালাইবার গান গাহিতেছিল]। তখন নবী (সঃ) বলিলেন, "হে আনজশ, কাঁচ-নির্মিত পাত্রগুলিকে ধীরে ধীরে চালাও।"[৫]

৮৬৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি রাজাধিরাজ, শাহানশাহ, সম্রাট ইত্যাকার নাম গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌র নিকটে সর্বপ্রকার নামধারী ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাধিক ঘৃণিত হইবে।"

১। এই হাদীসে নবী (সঃ) প্রশ্নকারীর উত্তরে ويلك (তোমার বিনাশ) কথাটি ব্যবহার করেন। ঐ কথাটি ব্যবহার করিবার বৈধতা প্রমাণের জন্য এখানে এই হাদীসটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

২। কাহারও নামের সহিত তাহার পিতার নাম উল্লেখ করার বৈধতা এই হাদীসে প্রমাণিত হয়।

৩। ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবেরা মদ্য পানকে বদান্যতার উৎস জ্ঞানে মদের অন্যতম উপাদান আঙ্গুরকে 'আল্-করম' বলিত। এই হাদীসে উহার প্রতিবাদ করিয়া বলা হয় যে, মুমিনের অন্তরই প্রকৃত বদান্যতার উৎস; কাজেই মুমিনের অন্তরকে 'আল-করম' বলাই যুক্তি-সঙ্গত।

৪। অর্থাৎ যাহার নাম বর্‌রাহ্, তাহাকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল, 'আমি বর্‌রাহ্'। এইভাবে সে নিজ মুখে নিজের পবিত্রতা ঘোষণাকারী হইয়া থাকে।

৫। উট-চালনার গান শুনিয়া কখন কখন উট আনন্দে নাচিতে থাকে। ফলে উটের আরোহী পড়িয়া গিয়া জখম পাইয়া থাকে। পাছে উটের আরোহীনীরা আছাড় খাইয়া জখম না হয়, এইজন্য রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐরূপ নির্দেশ দেন। অধিকন্তু তিনি উট চালকের নাম সংক্ষেপ করিয়া তাহাকে সম্বোধন করেন। ইহা হইতে নাম সংক্ষেপ করিয়া ডাকিবার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

৮৬৯। আনাস (রা:) বলেন, একদা দুই ব্যক্তি নবী (স:)-র নিকটে হাঁচিলে, নবী (স:) তাহাদের একজনকে উদ্দেশ্য করিয়া 'য়ারহামুকাল্লাহ' [আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন] বলিলেন; কিন্তু অপরজনের উদ্দেশ্যে তাহা বলিলেন না। তখন তাঁহাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, "একজন [হাঁচির পরে] 'আলহামদু লিল্লাহ' বলিল, আর অপরজন উহা বলিল না।"[১]

৮৭০। আবু হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (স:) বলিয়াছেন, "হাঁচি দেওয়া আল্লাহ পসন্দ করেন, আর হাই তোলা তিনি অপসন্দ করেন। কাজেই তোমাদের কেহ হাঁচি দিয়া যদি 'আলহামদু লিল্লাহ্' বলে, তাহা হইলে যে মুসলিমই তাহা শুনিবে, তাহার কর্তব্য হইবে ঐ লোকটির উদ্দেশ্যে 'য়ারহামুকাল্লাহ' বলা। আর হাই তোলা! উহা তো শয়তানের তরফ হইতে আসিয়া থাকে। কাজেই তোমাদের কাহারও হাই আসিলে সে যেন উহা যথাসাধ্য প্রতিরোধ করে। কেননা, তোমাদের কেহ হাই তুলিলে তাহাতে শয়তান হাসে।"

অনুমতি চাওয়া অধ্যায় كتاب الاستئذان

৮৭১। আবু হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী (স:) বলিয়াছেন, "বয়সে ছোট ব্যক্তি বয়সে বড় ব্যক্তিকে, পথচারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং অল্পসংখ্যক লোকের দল অধিক সংখ্যক লোকের দলকে প্রথমে সালাম করিবে।"

৮৭২। আবু হুরাইরা (রা:) অপর এক বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স:) বলিয়াছেন, "আরোহী ব্যক্তি পদাতিককে, পদাতিক ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক লোকের দল অধিক সংখ্যক লোকের দলকে প্রথমে সালাম করিবে।

৮৭৩। আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, এক ব্যক্তি নবী (স:)-কে জিজ্ঞাসা করিল, "ইসলামে কোন্ কাজ উত্তম?" তিনি বলিলেন, "অপরকে তুমি খাদ্য দান করিবে এবং তোমার পরিচিত অপরিচিত সকল মু'মিনকে তুমি [আস-সালামু আলাইকুম বলিয়া] সালাম করিবে। [ইহাই তোমার পক্ষে সর্বোত্তম কাজ হইবে]।"

৮৭৪। সহল্ ইব্ন সা'দ (রা:) বলেন, একদা নবী (স:) নিজ কামরায় বসিয়া একটি লৌহ-শলাকা দ্বারা মাথা চুলকাইতেছিলেন, এমন সময় একজন লোক কামরার দেয়ালের একটি ছিদ্র দিয়া উঁকি মারিল। তাহাতে নবী (স:) বলিলেন, "যদি পূর্বে জানিতে পারিতাম যে, তুমি এইভাবে দেখিবে, তাহা হইলে এই শলাকা দ্বারা আমি তোমার চোখে খোঁচা মারিতাম। কেননা, এইভাবে না দেখিবার জন্যই অনুমতি চাওয়ার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।"

১। অর্থাৎ যে ব্যক্তি 'আল্-হামদুলিল্লাহ' বলিয়াছিল, তাহার জন্য তিনি [দু'আ করিয়া]ছিলেন এবং যে ব্যক্তি 'আল্-হামদুলিল্লাহ' বলে নাই, তাহার জন্য তিনি

৮৭৫। ইব্‌ন 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, বহু লোক আল্লাহ্‌র দুইটি দানের (নি'মাতের) [যথাযোগ্য ব্যবহার না করিয়া ঐ] ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। উহা হইতেছে শারীরিক সুস্থতা ও অবসর-অবকাশ।

৮৭৬। 'আবূ হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তির পরমায়ু আল্লাহ্ তা'আলা ষাট বৎসর পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছেন। [এবং তবুও সে যদি তওবা না করে ও সৎকর্মশীল না লয়, তবে] তাহার কোন ওযর আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রাহ্য হইবে না।"

৮৭৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "বৃদ্ধের অন্তর দুইটি ব্যাপারে চিরযুবক থাকে। উহা হইতেছে দুনয়ার প্রতি ভালবাসা ও সুদীর্ঘ কামনা-বাসনা।"

৮৭৮। 'ইৎবান ইব্‌ন মালিক আনসারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, "আল্লাহ্‌র যে বান্দা একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 'লা-ইলাহা ইল্‌লাল্‌লাহ্' বলে, সে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌র সহিত এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যে, আল্লাহ্ তাহার প্রতি জাহান্নামের আগুন হারাম করিয়া দিবেন।

৮৭৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আমার যে মুমিন বান্দার পৃথিবীস্থ কোন প্রিয়জনকে আমি মৃত্যুমুখে পতিত করি এবং তারপর ঐ বান্দা যদি সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে তাহাতে ধৈর্য ধারণ করে, তাহা হইলে তাহার ঐ ধৈর্যের প্রতিদানে আমার নিকটে জান্নাত রহিয়াছে।"

৮৮০। মিরদাস আসলামী (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "নেককার লোকদের মধ্য হইতে সর্বোত্তম লোকেরা, তারপর তাহাদের চেয়ে নিম্ন কদরের লোকেরা, তারপর তাহাদের চেয়ে নিম্ন কদরের লোকেরা (মরিয়া দুনয়া হইতে) চলিয়া যাইতে থাকিবে। অবশেষে যব ঝাড়িয়া চালিয়া নীচে যেমন খাদ্যের অযোগ্য যবগুলি পড়িয়া থাকে অথবা খুরমা খাইতে খাইতে শেষে যেমন অখাদ্য খুরমাগুলি পড়িয়া থাকে, সেইরূপ নেককার নামে কেবলমাত্র বাজে লোকই দুনয়াতে থাকিবে; আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে কোনই পরওয়া করিবেন না।"

৮৮১। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "কোন আদম-সন্তানের যদি দুই-মাঠভরা ধন-সম্পদও থাকে, তবুও সে নিশ্চয় তৃতীয় মাঠের সন্ধান করিবে। মাটি ছাড়া আর কোন কিছুই আদম-সন্তানের পেট ভরাইতে পারিবে না; কিন্তু যে আদম-সন্তান আল্লাহ্‌র পানে মুখ ফিরাইয়া থাকে, তাহার পানে আল্লাহ্‌ও মুখ ফিরান।"[১]

১। অর্থাৎ মানুষ বাঁচিয়া থাকাকালে তাহার বাসনা-কামনার শেষ হয় না। মরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে আকাঙ্ক্ষা করিতে থাকে। মৃত্যু হইলে তবে তাহার আকাঙ্ক্ষার অবসান হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি দুনয়ার প্রতি আসক্তি হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া আল্লাহ্‌র প্রতি আসক্ত থাকে, তাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা বাসনা-কামনা জনিত উদ্বেগ ও অস্থিরতা হইতে রক্ষা করেন।

৮৮২। আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যাহার নিকট তাহার নিজ ধন-সম্পদ অপেক্ষা তাহার উত্তরাধিকারীর ধন-সম্পদ অধিকতর প্রিয়?" সাহাবীগণ বলিলেন, "আল্লাহ্র রাসূল, আমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই, যাহার নিকট তাহার নিজ মাল সর্বাধিক প্রিয় নহে; আমাদের প্রত্যেকেরই নিকট তাহার নিজ মাল সর্বাধিক প্রিয়।" তিনি বলিলেন, "তবে জানিয়া রাখ, নিজ ধন-সম্পদ তো উহাই, যাহা সে আখিরাতের জন্য পূর্বাহ্নে পাঠাইয়া থাকে, আর যাহা সে দুন্য়াতে ছাড়িয়া যায়, তাহা হয় তাহার উত্তরাধিকারীর ধন-সম্পদ। (উহা তাহার ধন-সম্পদ নহে)।

৮৮৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলিতেন, যিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, সেই আল্লাহ্র কসম, ইহা নিশ্চিত যে, আমি কখনো কখনো ক্ষুধার কারণে মাটিতে পেট চাপিয়া শুইয়া থাকিতাম; আর ইহাও নিশ্চিত যে, আমি কখনো কখনো ক্ষুধার কারণে আমার পেটে পাথর বাঁধিতাম। একদা এমন হইল যে, সাহাবীগণ যে পথ দিয়া মসজিদ হইতে বাহির হইতেন, তাঁহাদের সেই পথে আমি বসিয়া পড়িলাম। অনন্তর আবূ বকর (রাঃ) যাইতে থাকিলে আমি তাঁহাকে আল্লাহ্র কিতাবের একটি আয়াত সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম। আমি এই উদ্দেশ্যেই জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তিনি [আমার ক্ষুধা টের পাইয়া] আমাকে পেট ভরিয়া খাওয়াইবেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়াই চলিয়া গেলেন। অতঃপর 'উমর আমার নিকট দিয়া যাইতে থাকিলে আমি তাঁহাকে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। আমি তাঁহাকেও এই উদ্দেশ্যেই জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তিনি [আমার ক্ষুধা টের পাইয়া] আমাকে পেট ভরিয়া খাওয়াইবেন। কিন্তু তিনিও ঐরূপ কিছু না করিয়াই চলিয়া গেলেন। তারপর, আবুল্-কাসিম (সঃ) আমার নিকট দিয়া চলিলেন। তিনি আমাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া মুচকি হাসিলেন এবং আমার চেহারা দেখিয়া আমার মনের কথা বুঝিয়া ফেলিলেন। তারপর তিনি বলিলেন, "আবূ হিব্র্।" আমি বলিলাম, "আল্লাহ্র রাসূল, খাদিম হাযির।" তিনি বলিলেন, "আমার সঙ্গে এস।" অনন্তর তিনি চলিতে লাগিলেন এবং আমি তাঁহার পিছনে পিছনে চলিলাম। অবশেষে তিনি নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া আমার প্রবেশের জন্য অনুমতি চাহিলেন এবং আমাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। [পাঠান্তরে—অবশেষে তিনি নিজ গৃহে প্রবেশ করিলে আমি প্রবেশের জন্য অনুমতি চাহিলাম এবং তিনি অনুমতি দিলেন]। নবী (সঃ) গৃহে প্রবেশ এক পেয়ালা দুধ দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি বলিলেন, "কোথা হইতে আসিয়াছে?" বাড়ীর লোকেরা বলিল, "অমুক পুরুষ লোকটি [অথবা অমুক স্ত্রীলোক] ইহা 'হাদ্য়া' পাঠাইয়াছে।" তিনি ডাকিলেন, "আবূ হিব্র্।" আমি বলিলাম, "আল্লাহ্র রাসূল, খাদিম হাযির।" তিনি বলিলেন, "সুফ্ফাবাসিদের নিকট যাও এবং তাহাদিগকে আমার নিকট ডাকিয়া আন।"

আবূ হুরাইরা বলেন, সুফ্ফাবাসিগণ ইসলামের (অর্থাৎ সমগ্র মুসলিম জাতির) মেহ্মান ছিল। তাহাদের আশ্রয় বলিতে না ছিল স্ত্রী-পরিবার, না ছিল কোন

আর না ছিল কোন লোকজন। নবী (স:)-র নিকট যখন সদকার[১] কোন কিছু আসিত, তখন তিনি উহা তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দিতেন এবং উহা হইতে নিজের জন্য কিছুই রাখিতেন না। আর তাঁহার নিকট যখন কোন 'তুহ্ফা' সওগাত[২] আসিত, তখন তিনি উহা হইতে নিজেও গ্রহণ করিতেন এবং উহাতে সুফ্ফাবাসিদিগকে শরীক করিতেন।

আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, সুফ্ফাবাসিদিগকে ডাকিয়া আনা আমার মনঃপুত হইল না। আমি ভাবিতে লাগিলাম, সুফ্ফাবাসিদের পক্ষে এই দুধ আবার কী! ইহাতে তাহাদের কী-ই বা হইবে? এই দুধ পান করিয়া আমি যাহাতে [অন্ততঃ একটি দিনের জন্যও] শক্তি সঞ্চয় করিতে পারি, তজ্জন্য এই দুধের সবটুকুরই আমিই সর্বাধিক হকদার। আবার [আরও বিড়ম্বনা এই যে,] তাহারা যখন আসিবে, তখন নবী (স:) তাহাদিগকে পান করাইবার জন্য আমাকেই আদেশ করিবেন এবং তখন আমাকেই তাহাদিগকে [পান করাইবার জন্য] দুধ দিতে হইবে। ফলে, এই দুধের কিছু যে আমার ভাগ্যে জুটিবে, তাহার কোনই আশা নাই। কিন্তু আল্লাহ্র আদেশ পালন ও তাঁহার রাসূলের আদেশ পালন ছাড়া গত্যন্তর না থাকায় আমি সুফ্ফাবাসিদের নিকট গিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিলাম। অনন্তর তাহারা আসিয়া প্রবেশের জন্য অনুমতি চাহিলে রাসূলুল্লাহ (স:) তাহাদিগকে অনুমতি দিলেন। তখন তাহারা বাড়ীর মধ্যে তাহাদের নির্ধারিত স্থানে বসিল। অতঃপর তিনি বলিলেন, "আবু হির্‌র্।" আমি বলিলাম, "আল্লাহ্র রাসূল, খাদিম হাযির।" তিনি বলিলেন, "[এই দুধের পেয়ালাটি] লও এবং তাহাদিগকে [পান করিতে] দাও।" তখন আমি দুধের পেয়ালাটি লইয়া তাহাদের একজনকে উহা দিলাম। সে পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিয়া পেয়ালাটি আমাকে ফিরাইয়া দিল। তারপর আমি উহা আর একজনকে দিলাম। সেও পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিয়া পেয়ালাটি আমাকে ফিরাইয়া দিল। তারপর আমি উহা অপর একজনকে দিলাম। সেও পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিয়া উহা আমাকে ফিরাইয়া দিল। এইভাবে তাহাদের সকলে পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিলে আমি নবী (স:)-র নিকট পৌঁছিলাম। তখন তিনি পেয়ালাটি লইয়া নিজ হাতের উপরে রাখিলেন এবং আমার দিকে তাকাইয়া মুচকি হাসিলেন। তারপর তিনি বলিলেন, "আবু হির্‌র্।" আমি বলিলাম, "আল্লাহ্র রাসূল, খাদিম হাযির।" তিনি বলিলেন, "এখন আমি ও তুমি বাকী রহিয়াছি।" আমি বলিলাম, "আল্লাহ্র রাসূল ঠিকই বলিয়াছেন।" তিনি বলিলেন, "বস, তারপর পান কর। তখন আমি বসিয়া পান করিতে লাগিলাম এবং তিনি বলিতে থাকিলেন, "আরও পান কর, আরও পান কর।" অবশেষে আমি বলিলাম, "না আর পারি না। যিনি

১। সদকা, তুহ্ফা ও সওগাত—আল্লাহ তা'আলার নিকট সওয়াব ও প্রতিদান পাইবার উদ্দেশ্যে মানুষ যাহা কিছু অপরকে দিয়া থাকে, তাহাকে 'সদকা' বলা হয়। যাহাকে দেওয়া হয়, তাহার নিকট হইতে প্রতিদান পাইবার উদ্দেশ্য সদকাতে থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে, আত্মীয়তা, বন্ধুতা ইত্যাদির কারণে অথবা কোন লোকের নিকট হইতে প্রতিদানে পাইবার উদ্দেশ্যে অপরকে যাহা কিছু দেওয়া হয়, তাহাকে 'তুহফা', 'সওগাত ইত্যাদি বলা হয়।

আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার কসম, আমার পেটে দুধ পান করার আর জায়গা নাই।” তখন তিনি বলিলেন, “তবে আমাকে [তোমার পেট] দেখাও।” [তখন আমি তাঁহাকে আমার পেট দেখাইলাম। আমার পেট তীরের দণ্ডের ন্যায় সটান হইয়া উঠিয়াছিল।] তারপর আমি তাঁহাকে দুধের পেয়ালাটি দিলাম। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিলেন [আল্‌-হাম্‌দুলিল্লাহ্‌’ বলিলেন] এবং বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলিয়া অবশিষ্ট দুধ [কিছুটা] পান করিলেন।

[অপর এক বর্ণনায় আছে যে, নবী (স:)-র পান করার পরেও কিছু দুধ অবশিষ্ট ছিল এবং উহা সম্ভবত: বাড়ীর লোকজন পান করিয়াছিলেন।—কস্‌তল্লানী, ৯।৩৬৩—অনুবাদক।]

৮৮৪। আবূ হুরাইরা (রা:) বলেন, নবী (স:) এই বলিয়া দু’আ করিতেন: “হে আল্লাহ্‌, মুহাম্মদের [অর্থাৎ তাঁহার] বংশধরকে কেবলমাত্র প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্য দিও।”

৮৮৫। আবূ হুরাইরা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, “তোমাদের কাহারও আমল ও কার্যাবলী তাহাকে পরকালে কোনক্রমেই নাজাত দিতে পারিবে না।” সাহাবীগণ বলিলেন, “আপনিও কি নিজ আমলের বলে নাজাত পাইবেন না?” তিনি বলিলেন, “না; আমিও না। তবে আল্লাহ আমাকে তাঁহার দয়া ও রহমত দ্বারা আচ্ছন্ন করিবেন এবং তাহার ফলে আমি নাজাত পাইব। দেখ, তোমরা মধ্যপথ ধরিয়া চল ও মধ্যপথের নিকট নিকট থাক; [আমলে বাড়াবাড়ি করিও না,] এবং ভোরে, দুপুরের পরে ও রাত্রির কিছু অংশে ইবাদত [করিবার জন্য মসজিদে যাওয়া অভ্যাস] কর। মধ্যপথ ধর; মধ্যপথ ধর (লক্ষ্যে) পৌঁছিতে পারিবে।

৮৮৬। ‘আয়িশা (রা:) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্‌ (স:)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, “আল্লাহ তা’আলার নিকট কোন কাজ সর্বাধিক প্রিয়?” তাহাতে তিনি বলেন, “যাহা বরাবর করা হয় তাহা অল্প হইলেও।”

[এই বাণী নফল ‘ইবাদতের প্রতি প্রযোজ্য—অনুবাদক।]

৮৮৭। আবূ হুরাইরা (রা:) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স:)-কে বলিতে শুনিয়াছি, “আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারে যে দয়া ও রহমত রহিয়াছে, তাহার সবখানির বিবরণ যদি [illegible] কাফির জানিত, তাহা হইলে সে জান্নাত সম্বন্ধে নিরাশ হইত না; আর আল্লাহর [illegible] যে শাস্তি রহিয়াছে, তাহার সবখানির বিবরণ যদি কোন মুমিন জানিত, তাহা হইলে সে জাহান্নামের আগুন হইতে নির্ভয় হইত না।”

৮৮৮। সহ্‌ল্‌ ইব্‌ন সা’দ (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, ‘দুই [illegible] মাঝে যাহা রহিয়াছে, তাহাকে এবং দুই পায়ের মাঝে যাহা রহিয়াছে, তাহাকে [illegible] জিহ্বা ও জননেন্দ্রিয়কে) সংযত রাখিবার ভার যে ব্যক্তি আমার সম্মুখে গ্রহণ [illegible] আমি তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবার যিম্মা হইব।”

৮৮৯। আবু হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (স:) বলিয়াছেন, "ইহা নিশ্চিত যে, বান্দা কখন কখন অন্যমনস্ক ও বেখেয়াল অবস্থায় আল্লাহ্‌র সন্তোষ বিধানকারী কোন কথা বলিয়া বসে। ঐ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাহার ঐ কথার দরুন তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন। আবার বান্দা কখন কখন অন্যমনস্ক ও বেখেয়াল অবস্থায় আল্লাহ্‌র অসন্তোষ উৎপাদনকারী কোন কথা বলিয়া ফেলে। ঐ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাহার ঐ কথার দরুন তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন।[১]

৮৯০। আবু মূসা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, "আল্লাহ আমাকে যাহা দিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহার ও আমার উপমা এইরূপ: এক ব্যক্তি তাহার কওমের লোকদের নিকট আসিয়া বলিল, আমি শত্রু সৈন্যকে আমাদের দিকে আসিতে স্বচক্ষে দেখিলাম এবং আমি হইতেছি উলঙ্গ সতর্ককারী। (শত্রুপক্ষ আমাকে সর্বস্বান্ত ও উলঙ্গ করিয়া ছাড়িয়াছে অর্থাৎ আমি শত্রুদের প্রত্যক্ষদর্শী।) অতএব, মুক্তির উপায় অবলম্বন কর; মুক্তির জন্য সচেষ্ট হও।

ঐ সতর্ককারীর কথা শুনিয়া তাহার কওমের একদল লোক ধীরস্থিরভাবে রাত্রি-তেই পথ চলিতে লাগিল। ফলে তাহারা রক্ষা পাইল। কিন্তু অপর একটি দল তাহার কথা অবিশ্বাস করিল। [এবং সেইখানেই থাকিল।] অনন্তর শত্রুসৈন্য তাহাদিগকে ভোরে আক্রমণ করিয়া সমূলে ধ্বংস করিল।

[ঐ সতর্ককারী হইতেছেন হযরত মুহাম্মদ (স:)। যাহারা তাঁহার কথা মানিয়া চলিল, তাহারা আখিরাতে আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে নাজাত পাইবে। আর যাহারা তাঁহার কথা মানিল না, তাহাদিগকে আখিরাতে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।—অনুবাদক।]

৮৯১। আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, "ভোগ-বিলাসে আসক্তি দ্বারা জাহান্নাম পরিবেষ্টিত এবং আদেশ-নিষেধ পালন ও সংযমের কষ্ট-ক্লেশ দ্বারা জান্নাত পরিবেষ্টিত।"

[অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ না করিলে জাহান্নামে দেওয়া হইবে না এবং সৎকাজ করার কষ্ট ভোগ না করিলে জান্নাতে যাওয়া হইবে না।]

৮৯২। আবদুল্লাহ্ (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, "তোমাদের প্রত্যেকের স্যাণ্ডেলের ফিতা তাহার যত নিকটে, তাহা অপেক্ষা জান্নাত তাহার অধিক নিকটে রহিয়াছে এবং জাহান্নামও তদ্রূপ।"

[অর্থাৎ সাবধান! যে কোন মুহূর্তে যে কোন কথা বা কাজের কারণে মুমিন যেমন জান্নাতে যাইতে পারে, সেইরূপ সে জাহান্নামেও যাইতে পারে। অতএব প্রত্যেক মুমিনের অত্যন্ত সতর্ক হইয়া চলা উচিত। হাদীসটির তাৎপর্য প্রায় ৮৮৯-এর অনুরূপ।

১। মুমিনকে সকল সময় সকল অবস্থায় ন্যায় ও শরী'অত-সম্মত কথা বলার অভ্যাস করিতে হইবে। তাহার মুখ দিয়া যেন কোন সময়েই কোনক্রমেই নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক, শরী'অত-গর্হিত কোন অন্যায় বাক্য বাহির না হয়, সে দিকে তাহাকে প্রতিনিয়ত লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

৮৯৩। আবূ হুরাইরা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, "তোমাদের কেহ যখন ধনে ও শারীরিক গঠন-সৌন্দর্যে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তিকে দেখে [এবং উহাতে যদি তাহার মনে অসন্তোষ দেখা দেয়] তবে সে যেন নিজের চেয়ে নিম্নস্তরের লোকের দিকে দৃষ্টিপাত করে। [তাহা হইলে সে আল্লাহ্‌র না-শুক্‌রী হইতে রক্ষা পাইবে।]

৮৯৪। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা:) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী (স:) বলিয়াছেন, "তাঁহার মহান উচ্চ রব্ব তাঁহাকে বলেন, 'ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা পূর্বেই যাবতীয় পাপ ও পুণ্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।"

তারপর নবী (স:) আল্লাহ্‌ তা'আলার উক্ত বাণীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে বলেন, "অনন্তর কেহ যদি পুণ্য কাজ করিবার ইচ্ছা করে, কিন্তু উহা সম্পাদন না করে, তাহা হইলে আল্লাহ্‌ নিজের নিকটে তাহার জন্য পূর্ণ একটি পুণ্য লিখেন। আর সে যদি কোন পুণ্য কাজের ইচ্ছা করে এবং তারপর সে উহা সম্পাদন করে, তাহা হইলে আল্লাহ্‌ নিজের নিকটে তাহার জন্য দশ হইতে সাত শত গুণ এবং উহারও বহু গুণ পুণ্য লিখেন। পক্ষান্তরে কেহ যদি কোন পাপ কাজ করিবার ইচ্ছা করে, কিন্তু উহা সম্পাদন না করে, তাহা হইলে আল্লাহ্‌ নিজের নিকটে তাহার জন্য পূর্ণ একটি পুণ্য লিখেন। আর সে যদি কোন পাপ কাজ করিবার ইচ্ছা করে এবং তারপর সে উহা সম্পাদন করে, তাহা হইলে আল্লাহ্‌ তাহার জন্য একটিমাত্র পাপ লিখেন।

৮৯৫। হুযাইফা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স:) [আমানত সম্পর্কে] আমাদিগকে দুইটি হাদীস বলেন, তন্মধ্যে একটি ঘটিতে আমি দেখিয়াছি এবং অপরটি ঘটিবার অপেক্ষায় রহিয়াছি। [প্রথম হাদীসটি এই] নবী (স:) আমাদের সম্মুখে বলেন, "ইহা নিশ্চিত যে, [ইসলামের প্রাথমিক যুগে] আমানত বা বিশ্বাস রক্ষা করিয়া চলা লোকদের অন্তরের অন্তঃস্তলে প্রবেশ লাভ করে। অনন্তর তাহারা কুর্‌আন হইতে উহার বিধান জানিয়া লয়। তারপর তাহারা সুন্নাত হইতে উহার বিস্তারিত বিবরণ জানিয়া লয়। [বর্ণনাকারী ইহা ঘটিতে দেখিয়াছেন।]

[অপর হাদীসটি এই] আমানত উঠিয়া যাওয়া সম্পর্কে নবী (স:) বলিয়াছেন, "মানুষ এক দফা ঘুমাইতে থাকাকালে তাহার অন্তর হইতে আমানত উঠাইয়া লওয়া হইবে; ফলে, তাহার অন্তরে একটি বিন্দু পরিমাণ দাগের ন্যায় আমানতের চিহ্ন বাকী থাকিবে। তারপর সে আর এক দফা ঘুমাইতে থাকাকালে আবার আমানত উঠাইয়া লওয়া হইবে এবং তখন ফাঁপা-ফোস্কার ন্যায় আমানতের চিহ্ন বাকী থাকিবে। তুমি যদি তোমার পায়ের উপর দিয়া আগুনের একটি ফুলকি গড়াইয়া দাও এবং তাহাতে পা ঝলসাইয়া যায়, তাহা হইলে তুমি সেখানে একটি ফোস্কা দেখিবে; কিন্তু উহার মধ্যে কিছুই দেখিবে না। তখন মানুষের অন্তরে আমানতের চিহ্ন ঐ অন্তঃসারশূন্য ফোস্কার ন্যায় বাকী থাকিবে। তখন লোকে বেচা-কেনা করিতে থাকিবে; কিন্তু কদাচিৎ কেহ [illegible]

করিবে। ঐ সময়ে বলা হইবে, "অমুক বংশে [অমুক] একজন লোক আমানতদার রহিয়াছে।" যাহার অন্তরে এক সরিষা পরিমাণও ঈমান থাকিবে না, তাহার সম্বন্ধে লোকে আরো বলিতে থাকিবে, "অমুক লোকটি কত বুদ্ধিমান! অমুক লোকটি কত চতুর-চালাক! অমুক লোকটি কী বিচক্ষণ!"

সাহাবী হুযাইফা বলেন, আমার জীবনে এমন এক সময় গিয়াছে, যখন আমি যে কোন লোকের সঙ্গে বেচা-কেনা করিতে ইতস্তত: করিতাম না। কারণ সে যদি মুসলিম হইত, তাহা হইলে তাহার ইসলামের দরুন সে আমার প্রাপ্য ফিরাইয়া দিত। আর সে যদি খ্রীস্টান হইত, তাহা হইলে শাসনকর্তা আমাকে আমার প্রাপ্য দেওয়াইয়া দিত। কিন্তু বর্তমানে আমি অমুক অমুক লোক ছাড়া অপর কাহারও সহিত বেচা-কেনা করিতেই পারি না।

৮৯৬। ইব্‌ন 'উমর (রা:) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স:)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "একশত মানুষের দল একশত উটের দলের অনুরূপ। এক শতের মধ্যে তুমি কদাচিৎ সওয়ারীর যোগ্য একটিমাত্র উট পাইবে।"[১]

৮৯৭। জুন্দুব (রা:) বলেন, নবী (স:) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি [কোন সৎ কাজ আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে করে না, বরং সে] সৎ কাজ সম্পাদন করিয়া উহা লোককে শুনাইয়া ও লোকের মধ্যে প্রচার করিয়া বেড়ায়, আল্লাহ [কিয়ামত দিবসে] তাহার ঐ কাজের কথা কেবলমাত্র শুনাইবেন। [ঐ কাজের জন্য কোন সওয়াব বা প্রতিদান দিবেন না]। সেইরূপ যে ব্যক্তি লোককে দেখাইবার উদ্দেশ্যে কোন সৎ কাজ সম্পাদন করে, আল্লাহ [কিয়ামত দিবসে] তাহার ঐ কাজটি কেবলমাত্র দেখাইবেন; [উহার জন্য কোন প্রতিদান দিবেন না।"]

৮৯৮। আবূ হুরাইরা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, "নিশ্চয় গৌরবান্বিত মহামহিম আল্লাহ্ বলেন; "যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর (অলী[২]) সহিত শত্রুতা করে, তাহাকে আমি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করি। আমার বান্দা যে সকল কাজের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হইতে থাকে, তন্মধ্যে যাহা আমি তাহার প্রতি ফরয করিয়াছি, তাহাই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তারপর আমার বান্দা

১। হাদীসটির তাৎপর্য এই: উটের শতকরাই যেমন ভার বহনের উপযোগী; সেইরূপ সকল মানুষই ইসলামের আদেশ-নিষেধ পালনের যোগ্য। আবার একশত উটের মধ্যে যেমন কদাচিৎ একটি উট সওয়ারীর উপযোগী পাওয়া যায়, সেইরূপ এক শত জন লোকের মধ্যে কদাচিৎ একজন পূর্ণ আমানতদার লোক পাওয়া যায়।

২। কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক মুমিন-মুত্তাকীই আল্লাহ্‌র অলী এবং আল্লাহ্‌ও প্রত্যেক মুমিনের অলী (৮: ৩৪; ১০: ৬২; ২: ২৫৭; ৩: ৬৮; ৪৫: ১৯ ইত্যাদি)। মুমিনগণের ঈমানের তারতম্য অনুযায়ী অলীগণের তারতম্য হইয়া থাকে; যিনি যত উচ্চস্তরের মুমিন হইবেন, তিনি ততই উচ্চ স্তরের অলী হইবেন।

নফল ইবাদৎসমূহ যোগে আমার নিকটবর্তী হইতে থাকে। অবশেষে আমি তাহাকে ভালবাসিতে শুরু করি। অনন্তর আমি যখন তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলি, তখন আমি তাহার কান হই, যাহা দ্বারা সে শোনে; তাহার চোখ হই, যাহা দ্বারা সে দেখে; তাহার হাত হই, যাহা দ্বারা সে ধরে এবং তাহার পা হই, যাহা দ্বারা সে হাঁটে।[১] আর সে যদি আমার নিকট কিছু চায়, তবে আমি তাহাকে অবশ্যই উহা দিয়া থাকি। সে যদি আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে আমি তাহাকে অবশ্যই আশ্রয় দান করি। আমি যাহা করিতে যাই, তাহাতে কখনই কোন প্রকার ইতস্তত: করি না। আমি যদি কোন কাজে ইতস্তত: করিতাম, তাহা হইলে মুমিন ব্যক্তির জান কবয করিতে ইতস্তত: করিতাম। কারণ সে মরণকে অপসন্দ করে; আর আমি তাহার সহিত অনভিপ্রেত ব্যবহার করিতে অপসন্দ করি।

৮৯৯। 'উবাদা ইব্ন সামিত (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী (স:) একদা বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ ও মিলন ভালবাসে, আল্লাহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ ও মিলন ভালবাসে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ ও মিলন ভালবাসে না, আল্লাহ্ও তাহার সহিত সাক্ষাৎ ও মিলন ভালবাসে না।" [আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাৎ লাভের পূর্বে প্রত্যেককে মরণ বরণ করিতে হয় এবং মরণকে কেহই ভালবাসে না। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কেহই আল্লাহ্র সাক্ষাৎ ও মিলনের অভিলাষী নয়। এই কারণে] তখন হযরত 'আয়িশা (রা:) বলেন, "ইহা নিশ্চিত যে, আমরা সকলেই মরণকে অপসন্দ করি। (ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমরা কেহই আল্লাহ্র সাক্ষাতের অভিলাষী নহি এবং আল্লাহ্ও আমাদের সাক্ষাৎ ও মিলন ভালবাসে না।)" তিনি বলেন, "প্রকৃত ব্যাপার ঐরূপ নহে; বরং মুমিন ব্যক্তির অবস্থা এই যে, তাহার মৃত্যুকাল যখন উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে তাহার প্রতি আল্লাহ্র সন্তোষ এবং আল্লাহ্র নিকটে তাহার মর্যাদা ও সম্মানের সুসংবাদ দেওয়া হয়। তখন তাহার সম্মুখে যাহা থাকে, তাহা (অর্থাৎ মৃত্যু) ব্যতীত অপর কোন কিছুই তাহার নিকট অধিকতর প্রিয়

১। হাদীসের এই অংশের তাৎপর্য এইরূপ: আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিধান অনুযায়ী যাহা শোনা উচিত, কেবলমাত্র তাহাই শোনা। যাহা দেখা উচিত, কেবলমাত্র তাহাই দেখা; যাহা ধরা উচিত, কেবলমাত্র তাহাই ধরা এবং যেখানে যাওয়া উচিত, কেবলমাত্র সেখানেই যাওয়া আল্লাহ্র ঐ প্রিয় অলীদের স্বভাবে পরিণত হয়। তাহারা আল্লাহ্র ও তাঁহার রাসূলের বিধান না মানিয়া চলিতেই পারেন না। আল্লাহ্ তা'আলার মরযীর খেলাফ কোন কিছু শুনিবার, দেখিবার, ধরিবার অথবা কোথাও যাইবার পথে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তাঁহাদের জন্য বাধা ও প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেন এবং নিজ মরযী মত চালাইবার জন্য তাঁহাদিগকে সকল প্রকারে সহায়তা করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাদিগকে যাহা দেওয়া সাব্যস্ত করেন, তাঁহারা কেবলমাত্র তাহাই চাহিয়া থাকেন। 'তাঁহারা আল্লাহ্র কাছে যাহা চান, আল্লাহ তাঁহাদিগকে তাহাই দেন---ইহার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তাঁহাদিগকে যাহা দিতে ইচ্ছা করেন, কেবলমাত্র তাহাই তাঁহাদের দ্বারা চাওয়াইয়া থাকেন।

হয় না। কাজেই সে আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ ও মিলন ভালবাসিয়া ফেলে এবং আল্লাহ্‌ও তাহার সহিত সাক্ষাৎ ভালবাসে। পক্ষান্তরে, কাফিরের অবস্থা এই যে, যখন তাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে আল্লাহ্‌র আযাবের ও দণ্ডের সংবাদ দেওয়া হয়। তখন তাহার সম্মুখে যাহা থাকে তাহাই (অর্থাৎ মৃত্যু) তাহার নিকটে সর্বাধিক অপ্রিয় হয়। কাজেই সে আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ ভালবাসে না এবং আল্লাহ্‌ও তাহার সহিত সাক্ষাৎ ভালবাসে না।"

৯০০। আয়িশা (রা:) বলেন, বেদুইনদের মধ্যে কোন কোন লোক রূঢ়ভাষী হইত। তাহারা নবী (স:)-র নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "কিয়ামত কখন হইবে ?" তখন নবী (স:) তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে অল্প বয়স্ক লোকটির দিকে তাকাইয়া বলিতেন, "এই লোকটি যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে সে প্রৌঢ় না হইতেই তোমাদের জন্য তোমাদের কিয়ামত উপস্থিত হইবে। (অর্থাৎ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কিয়ামতের সুখ-দু:খের সূচনা হয়।)

৯০১। আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বলেন, নবী (স:) বলিয়াছেন, "কিয়ামত দিবসে জান্নাতীদের আহারের জন্য যমীনকে একখানা রুটিতে পরিণত করা হইবে। মহা-পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা তাঁহার হাতের মধ্যে উহা ঐভাবেই উল্‌টাইতে পালটাইতে থাকিবেন যেভাবে তোমরা দস্তরখানের উপরে রুটি উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া রাখিয়া থাক।" ঐ সময়ে একজন য়াহূদী আসিল। সে বলিল, "হে আবুল-কাসিম, অসীম দয়াবান রহমান আপনাকে বরকত বৃদ্ধি) দান করুন। কিয়ামত দিবসে জান্নাতীদিগকে কোন খাদ্য খাইতে দেওয়া হইবে তাহা কি আমি আপনাকে জানাইব না ?" তিনি বলিলেন, "হাঁ, জানান।" সে বলিল, "যমীন একটি রুটিতে পরিণত হইবে।" নবী (স:) যেমন বলিয়াছিলেন, সে তাহাই বলিল। তখন নবী (স:) আমাদের দিকে তাকাইলেন এমনভাবে হাসিলেন যে, তাঁহার দাঁতগুলি প্রকাশ হইয়া পড়িল। অত:পর সে বলিল, "আমি কি আপনাকে তাহাদের ব্যঞ্জনের কথা বলিব না ? তাহাদের ব্যঞ্জন হইবে 'বালাম' ও নুন।" সাহাবীগণ বলিলেন, "উহা কী ?" সে বলিল, "ষাঁড় ও মাছ। ঐ ষাঁড় ও মাছের কলিজা সংলগ্ন অতিরিক্ত অংশটিই সত্তর হাযার জান্নাতীর খোরাক হইবে।"

['বালাম' হিব্রু শব্দ—অর্থ ষাঁড়, আর 'নুন' আরবী শব্দ—অর্থ বিরাট মাছ।]

৯০২। সহল ইব্‌ন সা'দ (রা:) বলেন, আমি নবী (স:)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "কিয়ামত দিবসে লোকদেরে পরিষ্কার ময়দার তন্দুরী রুটির ন্যায় মেটে-শুভ্র যমীনের উপর সমবেত করা হইবে।" সহল অথবা নিম্নের কোন বর্ণনাকারী বলেন যে, ঐ যমীনের উপর কোন চিহ্ন বিদ্যমান থাকিবে না। (অর্থাৎ এক সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হইবে।)

৯০৩। আবু হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (স:) বলিয়াছেন, "কিয়ামত দিবসে লোককে তিন দলে বিভক্ত অবস্থায় সমবেত করা হইবে। একদল (জান্নাত লাভের আশায়) আশান্বিত ও (নিজ কৃতকর্মের শাস্তির ভয়ে) ভীত অবস্থায় (তেজস্বার

জন্ত) সমবেত হইবে। দ্বিতীয় দলটির (বাহনের স্বল্পতা হেতু পৌঁছিতে বিলম্ব হইবে। তাহাদের) কেহ কেহ একটি উটে পালাক্রমে দুই দুই জন করিয়া চড়িয়া, কেহ কেহ একটি উটে পালাক্রমে তিন তিন জন করিয়া চড়িয়া কেহ কেহ একটি উটে পালাক্রমে চারি চারি জন করিয়া চড়িয়া, এইভাবে একটি উটে দশ দশ জন পর্যন্ত পালাক্রমে চড়িয়া সমবেত হইবে। অবশিষ্ট লোকদিগকে অর্থাৎ তৃতীয় দলটিকে আগুন (তিন দিক দিয়া ঘিরিয়া আনিয়া) সমবেত করিবে। এই দলের লোকেরা পথ চলিতে থাকাকালে যেখানে দিবাভাগে বিশ্রামের জন্য থামিবে, ঐ আগুনও সেখানে থামিয়া থাকিবে এবং তাহারা যেখানে রাত্রি যাপনের জন্য থামিবে, আগুনও সেখানে সারা রাত্রি থামিয়া থাকিবে। তাহারা সকালে ও সন্ধ্যায় যেখানে পৌঁছিবে, আগুনও সকালে ও সন্ধ্যায় সেইখানেই থাকিবে।" (এইভাবে আগুন তাহাদিগকে তাড়াইয়া আনিয়া হাশরের ময়দানে বিচার-দরবারে সমবেত করিবে।)

৯০৪। 'আয়িশা (রা:) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স:) বলিলেন, "(কিয়ামত দিবসে) তোমাদিগকে খালি পায়ে, উলঙ্গ দেহে ও খতনা বিহীন অবস্থায় সমবেত করা হইবে।" 'আয়িশা (রা:) বলেন, আমি বলিলাম, "আল্লাহুর রাসূল, তবে কি পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা একে অপরের (লজ্জা স্থানের) দিকে তাকাইয়া দেখিবে?" তিনি বলিলেন, "ঐ সময় অবস্থা এত গুরুতর হইবে যে, ঐ খেয়াল কাহারও মনে উদয়ই হইবে না।"

৯০৫। আবূ হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, "কিয়ামত দিবসে লোক এত ঘামিতে থাকিবে যে, তাহাদের ঘাম মাটির সত্তর হাত নীচে গিয়া পৌঁছিবে। [তারপর ঐ ঘাম মাটির উপর জমা হইতে থাকিবে। ফলে,] ঐ ঘাম মাটির উপরে জমা হইয়া কাহারও কাহারও মুখ ও কান পর্যন্ত পৌঁছিবে।[১]

৯০৬। আবদুল্লাহ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (স:) বলিয়াছেন, "(কিয়ামত দিবসে) লোকদের পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে বিচারকালে সর্বপ্রথমে খুনের বিচার করা হইবে।"[২]

১। অপর কতিপয় হাদীস হইতে জানা যায় যে, কিয়ামতের ময়দানে সূর্য মাথা হইতে অল্প উঁচুতে অবস্থান করিবে। ফলে কাফিরগণ এবং কাবীরা-গুনাহকারী মুমিনগণ তাহাদের কৃত পাপ-কর্মের অনুপাতে ঘামিতে থাকিবে। তারপর ঐ ঘাম মাটির উপর সঞ্চিত হইতে থাকিবে এবং ঐ ঘামের প্লাবনে কাফিরগণ এবং কাবীরা-গুনাহকারী মুমিনগণ তাহাদের নেক কাজের অনুপাতে কেহ পায়ের গিঁট পর্যন্ত, কেহ পায়ের নালার অর্ধেক পর্যন্ত, কেহ হাঁটু পর্যন্ত, কেহ উরু পর্যন্ত, কেহ কোমর পর্যন্ত, কেহ মুখ পর্যন্ত এবং কেহ মাথা পর্যন্ত ডুবিয়া থাকিবে। পয়গাম্বর, শহীদ ও খাঁটি মুমিনদেরে এবং আল্লাহ তা'আলা আর যাহাদেরে ইচ্ছা করিবেন, তাহাদেরে সূর্যের ঐ তাপ হইতে এবং ঘামের প্লাবনে ডুবা হইতে রক্ষা করিবেন।

২। অপর এক হাদীসে বলা হইয়াছে যে, কিয়ামতে সর্বপ্রথম নামাযের বিচার হইবে। উহার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহুর হক সম্পর্কে বিচারকালে সর্বপ্রথমে নামাযের বিচার হইবে। আর এই স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, মানুষের পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে বিচার কালে সর্বপ্রথম খুনের বিচার করা হইবে।

৯০৭। ইব্‌ন উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, "জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে এবং জাহান্নামীগণ যখন জাহান্নামে প্রবেশ করিয়া সারিবে, তখন মৃত্যুকে (একটি ভেড়ার আকৃতিতে) আনিয়া জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে উপস্থিত করা হইবে। তারপর উহাকে যবেহ করা হইবে। তারপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, ওহে জান্নাতবাসী! আর মরণ নাই, আর ওহে জাহান্নামবাসী! আর মরণ নাই। ইহা শুনিয়া জান্নাতবাসীদের আনন্দের উপর আনন্দ এবং জাহান্নামবাসীদের শোকের উপর শোক বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।"

৯০৮। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত যে, চিরকল্যাণ, চিরমহান আল্লাহ জান্নাতবাসীদিগকে বলিবেন,, "ওহে জান্নাতের অধিবাসীগণ", তখন তাহারা বলিবে, "হে আমাদের রব্ব, দরবারে হাজির থাকিয়া ধন্য হইলাম।" তারপর তিনি বলিবেন, "তোমরা কি সন্তুষ্ট হইয়াছ।" তাহারা বলিবে, "আপনি যখন আমাদিগকে এমন সব দান করিয়াছেন, যাহা আপনার অপর কোন সৃষ্টিকে দান করেন নাই, তখন আমাদের সন্তুষ্ট না হইবার কী কারণ থাকিতে পারে?" তখন তিনি বলিবেন, "উহার চেয়েও উৎকৃষ্ট কিছু আমি তোমাদের দান করিব।" তাহারা বলিবে, "ইহার চেয়ে উৎকৃষ্ট বস্তু আর কী হইতে পারে?" তিনি বলিবেন, "আমি তোমাদের জন্য আমার সন্তোষ দান করিতেছি। ইহার পরে আমি আর কখনও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইব না।"

৯০৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "[জাহান্নামে] কাফিরের দুই কাঁধের মধ্যবর্তী অংশ দ্রুতগামী আরোহীর তিন দিনের পথের সমান দীর্ঘ হইবে।"[১]

৯১০। আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "একদল লোক জাহান্নামের আগুনে ঝলসিত-বিবর্ণ হইবার পরে তাহাদিগকে ঝলসিত বিবর্ণ অবস্থায় জাহান্নাম হইতে বাহির করা হইবে। অতঃপর তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তখন জান্নাতবাসীগণ তাহাদিগকে 'জাহান্নামী' নামে ডাকিতে থাকিবে।[২]

৯১১। নু'মান ইব্‌ন বশীর (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "জাহান্নামের উপযোগী লোকদের মধ্যে যাহার জন্য সবচেয়ে লঘু শাস্তির হুকুম

১। কাফির যাহাতে জাহান্নামে বেশী করিয়া কষ্ট অনুভব করে, এ উদ্দেশ্যে তাহার দেহ ও প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিরাট আকারে পরিণত করা হইবে। এই হাদীসে আছে যে, তাহার এক একটি দাঁত 'উহুদ' পাহাড়ের চেয়েও বড় হইবে।

২। এক হাদীসে বলা হইয়াছে যে, ঐ জাহান্নাম-মুক্ত জান্নাতীরা পরে আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা জানাইবে যে, তাহাদিগকে যেমন 'জাহান্নামী' বলিয়া অভিহিত করা না হয়। তখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে তাহাদিগকে আর 'জাহান্নামী' বলিয়া অভিহিত করা হইবে না।

কিয়ামত দিবসে হইবে সে ঐ ব্যক্তি হইবে যাহার দুই পদতলের মধ্যভাগের নীচে আগুনের দুইটি ফুলকি রাখা হইবে। উহার ফলে তাহার মগজ ডেগে পানি টগবগ করিয়া ফুটিবার ন্যায় ফুটিতে থাকিবে।[১]"

[হাদীসে আছে যে, মুমিন-কাফির, নেককার-বদকার প্রত্যেকেরই জন্য জান্নাতেও স্থান বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং জাহান্নামেও স্থান বরাদ্দ করা হইয়াছে। ঐ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে এই হাদীসটি সহজে বুঝা যাইবে—অনুবাদক]।

৯১২। আবূ হুরাইরা (রা:) বলেন, নবী (স:) বলিয়াছেন, "কিয়ামত দিবসের বিচারে যে ব্যক্তি জান্নাতী বলিয়া ঘোষিত হইবে, সে ইহকালে পাপ কাজ করিলে তাহাকে জাহান্নামের, যেখানে স্থান দেওয়া হইত উহা তাহাকে যতক্ষণ পর্যন্ত দেখান না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাহার আনন্দ বর্ধনের জন্য ইহা করা হইবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি জাহান্নামী বলিয়া ঘোষিত হইবে, সে ইহকালে নেক কাজ করিলে তাহাকে জান্নাতের, যেখানে স্থান দেওয়া হইত উহা তাহাকে যতক্ষণ দেখান না হইবে, ততক্ষণ তাহাকে জাহান্নামে দেওয়া হইবে না। তাহার আক্ষেপ ও আফসোস বর্ধনের জন্য ইহা করা হইবে।

৯১৩। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা:) বলেন, নবী (স:) বলিয়াছেন, [কিয়ামত দিবসে মুমিনদেরে পানি পান করাইবার জন্য যে জলাশয়ের পরিচালনভার আমাকে দেওয়া হইবে] "আমার ঐ জলাশয়টি [দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে উভয় দিক দিয়াই] হইবে পায়ে হাটার এক মাসের পথ। উহার পানি হইবে দুধের চেয়ে বেশী সাদা এবং উহার ঘ্রাণ হইবে মুশকের চেয়ে বেশী সুগন্ধি। আর উহার পান-পাত্রের সংখ্যা হইবে আকাশের তারকার সমান। যে ব্যক্তি উহা হইতে একবার পান করিবে সে [কিয়ামতের ময়দানে] আর পিপাসার্ত হইবে না।"

৯১৪। ইব্‌ন 'উমর (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (স:) বলিয়াছেন, "তোমাদের সম্মুখে অর্থাৎ ভবিষ্যতে তোমাদের জন্য আমার জলাশয় রহিয়াছে। এখান হইতে সিরীয়ার 'হরবা' ও 'আযরুহ'-এর দূরত্বের সমান উহা দীর্ঘ হইবে।"

৯১৫। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, "আমার জলাশয়ের পরিমাপ সিরীয়াস্থ 'আয়লা' ও ইয়ামনের 'সান্'আ' শহরদ্বয়ের দূরত্বের অনুরূপ। উহার পান-পাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকার সমান হইবে।"

৯১৬। আবূ হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (স:) বলিয়াছেন, [কিয়ামত দিবসে জলাশয়টির নিকট] আমি দাঁড়াইয়া থাকাকালে সেখানে একদল লোক আসিবে। আমি যখন তাহাদিগকে চিনিয়া ফেলিব [এবং পানি পান করাইতে উদ্যত হইব]

১। এক হাদীসে বলা হইয়াছে যে, ঐ লঘুতম শাস্তিটি দেওয়া হইবে রাসূলুল্লাহ (স:)-এর চাচা আবূ তালিবকে।

তখন আমার ও তাহাদের মাঝে একজন [ফিরিশতা] আসিয়া হাযির হইবে। সে ঐ লোকদিগকে বলিবে, "চলো।" আমি বলিব, "কোথায় [তাহাদিগকে লইয়া যাইবে]?" সে বলিবে, "আল্লাহ্‌র কসম, জাহান্নামের দিকে।" আমি বলিব, "কেন? তাহাদের ব্যাপার কী?" সে বলিবে, "আপনার [অফাতের] পরে তাহারা ইসলাম ত্যাগ করিয়া পিছপা হটিয়া গিয়াছিল।"

তারপর আর একদল লোক আসিবে। আমি যখন তাহাদিগকে চিনিয়া ফেলিব, তখন আমার ও তাহাদের মাঝে একজন [ফিরিশ্‌তা] আসিয়া হাযির হইবে। সে ঐ লোকদিগকে বলিবে, "চলো।" আমি বলিব, কোথায় [উহাদের লইয়া যাইবে]? সে বলিবে, "আল্লাহ্‌র কসম, জাহান্নামের দিকে।" আমি বলিব, "কেন? তাহাদের ব্যাপার কী?" সে বলিবে "আপনার [অফাতের] পরে তাহারা ইসলাম ত্যাগ করিয়া পিছপা হটিয়া গিয়াছিল।" নবী (সঃ) বলেন, "আমার মনে হয়, তাহাদের মধ্য হইতে হারানো উটের মত খুব অল্প লোকই নাজাত পাইবে।

৯১৭। হারিয়া ইব্‌ন অহব (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে জলাশয়টির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতে শুনিয়াছি, "জলাশয়টি হইবে মদীনা শহরের ও য়মনের সান'সা শহরের মধ্যবর্তী দূরত্বের অনুরূপ [দীর্ঘ]।"

তকদীর অধ্যায়—[كتاب القدر]

৯১৮। 'ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি [তিনি স্বয়ং] রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলিল, "আল্লাহ্‌র রসূল, তকদীর নির্ধারণ কালেই কি জান্নাতী ও জাহান্নামীদের পরিচিতি স্থির করা হইয়াছে?" তিনি বলিলেন, "হাঁ।" সে বলিল, তাহা হইলে লোকে আমল করিবে কেন?" তিনি বলিলেন, "যাহার জন্য যে ব্যক্তিকে পয়দা করা হইয়াছে এবং যাহা কিছু যে ব্যক্তির জন্য যোগাইয়া রাখা হইয়াছে সে তাহাই করিবে।"

৯১৯। হুযাফাহ্ (রাঃ) বলেন, একদা নবী (সঃ) আমাদের সামনে এমন একটি ভাষণ দিলেন, যাহাতে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত যাহা ঘটিবার ছিল (তকদীরে নির্ধারিত হইয়া রহিয়াছিল, সবই (প্রধান প্রধান ঘটনাসমূহ) বর্ণনা করিলেন, উহার কিছুই ছাড়িলেন না। কেহ কেহ সেইসব বুঝিল ও মনে রাখিল এবং কেহ কেহ তাহা বুঝিল না এবং স্মরণও রাখিল না। ইহা নিশ্চিত যে, কোন ব্যক্তির দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির কারণে লোকে যেমন তাহার চেহারা ভুলিয়া যায়, কিন্তু আবার তাহাকে দেখিলেই চিনিয়া ফেলে সেইরূপ মাঝে মাঝে আমি দেখি যে, আমি যেন উহার কোন কোন কথা ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু ঐ ধরনের কোন ঘটনা যখনই ঘটিতে দেখি, তখনই সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-র বাণী আমার মনে জাগিয়া উঠে।

৯২০। আবূ হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (স:) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মানত করার ফলে আদম-সন্তান এমন কোন বস্তু লাভ করে না, যাহা আমি তাহার জন্য নির্ধারিত করিয়া রাখি নাই। তাহার তকদীরে আমি ঐ মানত করা নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি এবং সে মানত করিয়া ঐ তকদীরকে বাস্তবে পরিণত করে। মানতের মাধ্যমে আমি কৃপণের নিকট হইতে কিছু ধন বাহির করি।"

৯২১। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (স:) বলিয়াছেন, "যে কোন খলীফা খিলাফত পদে অধিষ্ঠিত হইলে তাঁহার অন্তরঙ্গ পরামর্শদাতা হিসাবে দুই প্রকার লোক আসিয়া জুটে। এক প্রকার পরামর্শদাতা তাঁহাকে সৎ ও মঙ্গলজনক কাজ করিতে নির্দেশ দেয় ও উৎসাহিত করে। অপর প্রকার পরামর্শদাতা তাঁহাকে অন্যায় ও ক্ষতিকর কাজ করিতে নির্দেশ দেয় ও উৎসাহিত করে। এই দুষ্ট পরামর্শদাতার কবল হইতে আল্লাহ যাহাকে রক্ষা করেন কেবলমাত্র সে-ই অন্যায় হইতে রক্ষা পায়।

৯২২। আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা:) বলেন, নবী (স:) প্রায়ই এই বলিয়া কসম করিতেন, "না, [ইহা করিব না, বা ইহা ছাড়িব না] কসম, অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারীর।"

কছম ও মানত অধ্যায়-[كتاب الايمان والنذر]

৯২৩। 'আবদুর্-রহমান ইব্‌ন সমুরা: (রা:) বলেন, একদা নবী (স:) আমাকে বলেন, "হে আবদুর্ রহমান ইব্‌ন সমুরাহ্ তুমি আমীরের পদ চাহিয়া লইও না; কেননা তোমার চাহিবার ফলে যদি তোমাকে উহা দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা সামলাইবার দায়িত্ব তোমার প্রতিই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।" অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তোমাকে কোনই সাহায্য করিবেন না। "আর তুমি না চাহিলেও যদি তোমাকে উহা আপন হইতে দেওয়া হয় তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে তোমাকে (আল্লার তরফ হইতে) সাহায্য করা হইবে। আর তুমি যদি কোন ব্যাপারে কসম করিয়া বস, অতঃপর উহার বিপরীত করা উত্তম দেখ, তাহা হইলে তুমি (তোমার কসম ভঙ্গ করিয়া) ঐ কসমের কাফ্ফারা দিও এবং ঐ উত্তমটি করিও।"[1]

৯২৪। আবূ হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (স:) বলিয়াছেন, "আমরা [সময় হিসাবে] পশ্চাদবর্তী; [কিন্তু] কিয়ামত দিবসে অগ্রবর্তী।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন, "আল্লাহর কসম, তোমাদের কেহ যদি তাহার পরিবার-পরিজন সম্পর্কে

১। কসম-ভঙ্গের কাফ্ফারা এই---লোকে তাহাদের প্রধান খাদ্য হিসাবে যে খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে সেই খাদ্য প্রত্যেকে সাধারণতঃ যে পরিমাণ খাইয়া থাকে সেই পরিমাণে দশ জন মিসকীনের প্রত্যেককে দান করা বা দশজন মিসকীনকে বস্ত্র দান করা, অথবা একজন গোলাম [illegible] অথবা তিন দিন রোজা রাখা।---সূরা আল্-মায়িদা, ৮৯।

অতঃপর মিসকীনকে খাদ্য-বস্ত্র দান সম্পর্কে হানাফি মতে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেককে তিন পোয়া পরিমাণ খাদ্য দান করিতে হইবে; অথবা একটি করিয়া লুঙ্গি অথবা একটি করিয়া পায়জামা দান করিতে হইবে।

(শরী'য়ত সম্মত) কোন কসম করিয়া তাহাতে অটল থাকে, (এবং তাহার ফলে তাহার পরিবার-পরিজনের কষ্ট হয়) তাহা হইলে তাহার পক্ষে ঐ কসম ভঙ্গ করিয়া আল্লাহ কসম ভঙ্গের জন্য যে কাফ্ফারা নির্ধারিত করিয়াছেন, তাহা পালন করা যতদূর পাপজনক হয় তাহার নিজ কসমে অটল থাকা তাহার পক্ষে তদপেক্ষা অধিকতর পাপজনক হইবে।"

৯২৫। আবদুল্লাহ ইব্‌ন হিশাম (রা:) বলেন, নবী (স:) একদা 'উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা:)-র হাত ধরিয়া থাকাকালে আমরা তাঁহার নিকট ছিলাম। অনন্তর উমর বলেন, "আল্লাহ্‌র রাসূল, নিশ্চয় আপনি আমার নিকট আমার নিজের ছাড়া আর সব কিছু হইতে প্রিয়তম। নবী (স:) বলেন, "যাঁহার হাতে আমার জান রহিয়াছে তাঁহার কসম, না; তোমার (তোমার ঈমান পূর্ণ হইবে না) যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার নিকট তোমার নিজের চেয়েও অধিকতর প্রিয় না হই।" তারপর উমর (রা:) বলেন, "আল্লার কসম, এখন আপনি আমার নিকট আমার নিজের চেয়েও অধিকতর প্রিয়।" তাহাতে নবী (স:) বলেন, "হে উমর, এখন হইল।"

৯২৬। আবু যর্‌র্ (রা:) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (স:)-র নিকট পৌঁছিলাম, ঐ সময়ে তিনি কা'বাগৃহের ছায়ায় বসিয়া বলিতেছিলেন, "কা'বার রব্বের কসম, তাহারাই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত; কা'বার রব্বের কসম, তাহারাই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।' আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম, "আমার কী অবস্থা হইল? আমি কী করিলাম?' তিনি কি আমার মধ্যে কোন অন্যায় দেখিলেন? অনন্তর, তিনি ঐ কথা বলিতে থাকাকালে আমি তাঁহার নিকট বসিয়া পড়িলাম। তখন আমি আর চুপ থাকিতে পারিলাম না। আল্লাহ্‌ই জানেন, ঐ সময়ে আমাকে কোন্ অবস্থায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আমি বলিলাম, "আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হউক। তাহারা কাহারা?" তিনি বলিলেন, "যাহারা প্রভূত ধন-সম্পদের অধিকারী; কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা এইভাবে, এইভাবে, এইভাবে করিয়া থাকে, তাহারা নয়। (এই বলিয়া তিনি দান করার দিকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইলেন।)

৯২৭। আবু হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, "কোন মুসলিমের তিনটি সন্তান যদি (নাবালক অবস্থায়) মারা যায় (এবং সে তাহা সওয়াবের উদ্দেশ্যে ধৈর্যসহকারে সহ্য করে) তাহা হইলে তাহাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করিবে না; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিজ কসম ঠিক রাখিবার জন্য যতটুকু আগুন স্পর্শ করাইবার প্রয়োজন ততটুকু করা হইবে।[১]

১। এখানে সূরা মরয়মের ৭১ নং আয়াতের দিকে ইংগিত করা হইয়াছে। ঐ সূরার ৬৮ নং আয়াতে 'তোমার রব্বের কসম' এই উক্তি দ্বারা কিয়ামতের যে বিবরণ আরম্ভ হইয়াছে সেই বিবরণ প্রসঙ্গে ৭১ নং আয়াতে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক মুসলিম মুমিনকে জাহান্নামে অবতরণ করিতে হইবে। আল্লাহ তা'আলা কসমযোগে বর্ণিত এ উক্তিটির দিকে এ হাদীসে ইংগিত করা হইয়াছে। উহারই স্বরূপ হইবে পুল সিরাত। পুলসিরাত স্থাপিত হইবে জাহান্নাম কুণ্ডের উপর দিয়া সেতুর আকারে। ফলে পুল সিরাত পার হওয়াই হবে জাহান্নামে অবতরণের তাৎপর্য।

৯২৮। আবূ হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (স:) বলিয়াছেন, "আমার উম্মতের লোকেরা তাহাদের কুচিন্তাগুলিকে যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের মনের মধ্যেই আবদ্ধ রাখে এবং সেই মত কাজ না করে বা কথা না বলে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাহাদের ঐ কুচিন্তা ক্ষমা করিয়া থাকেন।"

৯২৯। আয়িশা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (স:) বলিয়াছেন, "কেহ যদি আল্লাহর আদেশ পালন করিবার মানত্ তবে সে যেন তাঁহার আদেশ পালন করে। (অর্থাৎ ঐ মানত পূর্ণ করে)। কিন্তু কেহ যদি আল্লাহর আদেশ অমান্য করিবার মানত তবে সে যেন তাঁহারে আদেশ অমান্য না করে। (অর্থাৎ ঐ মানত ভঙ্গ করে।)

(ইহার তাৎপর্য এই যে, শরী'অত-সম্মত মানত পালন করিতে হইবে। আর শরীঅত গর্হিত মানত ভঙ্গ করিতে হইবে।)

৯৩০। সা'দ ইব্ন 'উবাদা (র:) মাতা তাঁহার কোন একটি মানত পূর্ণ করিবার পূর্বে মারা গেলে সা'দ (রা:) তাঁহার মাতার ঐ মানত সম্পর্কে নবী (স:)-র নিকট বিধান জানিতে চান। তাহাতে নবী (স:) সা'দ (রা:) কে তাঁহার মাতার পক্ষ হইতে ঐ মানত পূর্ণ করিবার বিধান দেন।[১]

৯৩১। ইব্ন আব্বাস (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী (স:) ভাষণ দিতে থাকাকালে একজন লোককে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখেন। অনন্তর, তিনি তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে লোকে বলে, "উহার নাম আবূ ইস্রাইল। সে মানত করিয়াছে যে, সে দাঁড়াইয়াই থাকিবে—বসিবে না; ছায়ার আশ্রয় লইবে না; কথা বলিবে না, এবং রোযা রাখিতে থাকিবে।" তাহাতে নবী (স:) বলেন, "তাহাকে বল, সে যেন কথা বলে, ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে, বসে এবং তাহার রোযা পূর্ণ করে।

১। সূরা আল্‌হজ্জের ২৯ আয়াতে মানত পূর্ণ করার আদেশ করা হইয়াছে। অনুযায়ী শরী'আতে অনুমোদিত যে কোন কাজের মানত করিলেই তাহা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়। শরী'আত-সম্মত মানত এবং অন্য যে কোন ফরজ ও ওয়াজিব ইবাদত অসমাপ্ত রাখিয়া কাহারও মৃত্যু ঘটিলে ঐ ফরজ ও ওয়াজিব তাহার ওয়ারিশকে পালন করিতে হইবে কি না এবং ওয়ারিশ উহা পালন করিলে মৃত ব্যক্তি ঐ দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইবে কি না সে সম্বন্ধে আলিমদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। সা'দ (রা:)র মাতার মানতটি কোন ধরনের ছিল তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না বলিয়াই এ মতভেদ হয়। কোন হাদীস হইতে জানা যায় যে, উহা ছিল রোযা রাখার মানত; কোন হাদীসে দেখা যায়, উহা, গোলাম আযাদ করার মানত ছিল, আবার কোন হাদীসে বলা হয়, উহা দান-খয়রাত করার মানত ছিল।

কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা [كتاب الكفارات]

৯৩২। সায়িদ ইব্ন য়াযীদ (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ)-র সময়ে শস্য মাপিবার জন্য যে সা'-পাত্র প্রচলিত ছিল তাহা যে মুদ্দ দ্বারা মাপা হইত, সেই মুদ্দ ছিল তোমাদের বর্তমান মুদ্দের এক মুদ্দ ও উহার এক তৃতীয়াংশের সমান।[১]

৯৩৩। আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই বলিয়া দু'আ করিতেন, "হে আল্লাহ, তুমি তাহাদের (অর্থাৎ মদীনার অধিবাসীদের) মাপ করিবার কাঠায়, তাহাদের সা' (মাপ-কাঠায়) এবং তাহাদের মুদ্দ (মাপ-কাঠায়) বরকত দাও।" (অর্থাৎ তাহাদের শস্যের ও ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি কর।)

ফরায়িয বা দায়ভাগ [كتاب الفرائض]

৯৩৪। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, মৃতের সম্পত্তিতে যাহাদের জন্য যে অংশ কুরআন মজীদে নির্ধারিত করা হইয়াছে, তাহাদিগকে সেই সেই অংশ পৌঁছাও। তাহাদিগকে তাহাদের অংশ দিবার পরে যাহা বাঁচে তাহা মৃতের নিকটতম পুরুষ আত্মীয়ের প্রাপ্য।

৯৩৫। আবূ মূসা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, কোন ব্যক্তি যদি একজন কন্যা, একজন পৌত্রী ও একজন ভগিনী রাখিয়া মারা যায়, তবে তাহার সম্পত্তি কিভাবে বণ্টন করা হইবে? তাহাতে তিনি বলেন, "অর্ধেক অংশ কন্যা ও অর্ধেক অংশ ভগিনী পাইবে। [পৌত্রী কিছুই পাইবে না।]" তারপর তিনি বলেন, "ইব্ন মাস'উদের

১। আমাদের দেশে যখন ক্ষেত হইতে ধান সংগ্রহ করা হয়, তখন সাধারণতঃ উহা কাঠা-জাতীয় বিশিষ্ট পাত্রাদি দিয়া মাপা হয়; পরে উহার রস শুকাইলে উহা দাড়ি-পাল্লা দিয়া ওজন করা হয়। আরবে সকল প্রকার শস্য এবং খেজুর, খুর্মা, কিশমিশ, মোনাক্কা, পনীর প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য সকল সময়েই কাঠা দিয়া মাপা হইত এবং একমাত্র সোনা-চাঁদীই দাড়ি-পাল্লা দিয়া ওজন করা হইত। আরবীতে কাঠার মাপকে বলা হয় 'কাইল্' এবং দাঁড়িপাল্লার মাপকে বলা হয় 'ওয়ন্'। 'ওয়ন্'-এর মশহুর মান বাটখারা ছিল রিতল (বর্তমানে প্রায় এক পাউণ্ড বা প্রায় আধসের ওযনের সমান) এবং এবং 'কাইল'-এর মশহুর কাঠা ছিল 'মুদ্দ' এবং চারি মুদ্দের পরিমাণ সাআ কাঠা। এই মুদ্দ ও সা'আ আরবের সবত্র সকল সময়ে এক সমান ছিল না। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে উহা ছোট বড় হইত। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-র জমানায় মদীনাতে যে মুদ্দ প্রচলিত ছিল, তাহা মোটামুটিভাবে বাগদাদী তথা ইরাকী রিতল'-এর ১⅓ রিতল এবং যে সা'আ প্রচলিত ছিল তাহা ১⅓×৪=৫⅓ রিতল ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ ৫⅓ রিতলের ওজন পরিমাণ কাঠা দিয়া সদকাতুল্ ফিত্র দিতেন। পক্ষান্তরে এই হাদীসে দেখা যায় যে, সাহাবী সায়িবের শিষ্যের কিন্দা' গোত্রে তথা ইয়ামন দেশের মুদ্দ ছিল এক রিতলের সমান এবং সা'আ ছিল চারি রিতলের সমান। আবার কূফা-বসরার তথা ইরাকের মুদ্দ ছিল দুই রিতলের সমান এবং সা'আ ছিল আট রিতলের সমান।

নিকট যাও। [এবং ইহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর।] সম্ভবতঃ তিনি আমার কথাই সমর্থন করিবেন।" অনন্তর ইব্‌ন মাস'উদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় এবং তাঁহাকে আবূ মূসার উক্তিও জানানো হয়। তখন ইব্‌ন মাস'উদ বলেন, "আমি যদি আবূ মূসার মত সমর্থন করিতে যাই, তাহা হইলে আমি বিপথগামী হইব এবং পথপ্রাপ্তদের মধ্যে থাকিব না। বরং এই ব্যাপারে নবী (সঃ) যে মীমাংসা দেন, সেই মীমাংসাই আমি দিব। কন্যা পাইবে অর্ধেক অংশ; তারপর একাধিক কন্যার নির্ধারিত হক 'তিন ভাগের দুই ভাগ' পূর্ণ করিতে গিয়া পৌত্রী পাইবে $(\frac{২}{৩}—\frac{১}{২}=\frac{৪-৩}{৬}=)\frac{১}{৬}$ ছয় ভাগের এক ভাগ; তারপর বাকী $(১—\frac{২}{৩}=\frac{৩-২}{৩}=)\frac{১}{৩}$ তিন ভাগের এক ভাগ পাইবে ভগিনী।"

অতঃপর আবূ মূসাকে ইব্‌ন মাস'উদের মীমাংসা জানানো হইলে আবূ মূসা বলেন, "এই বিচক্ষণ বিদ্বান-প্রবর যতকাল তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকিবেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।"

৯৩৬। আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "যে কোন গোত্রের কোন লোকের আযাদকরা গোলাম [পরিচয় ও উত্তরাধিকার ব্যাপারে] সেই গোত্রেরই একজন লোক বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

৯৩৭। আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "যে কোন গোত্রের কোন লোকের ভাগিনেয় [পরিচয় ও উত্তরাধিকার ব্যাপারে] সেই গোত্রেরই একজন বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

৯৩৮। সা'দ ইব্‌ন-আবূ আক্‌কাস (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "কোন ব্যক্তি পিতা নহে জানিয়াও কেহ যদি নিজ পিতাকে বাদ দিয়া ঐ ব্যক্তিকে পিতা বলিয়া দাবী করে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে জান্নাত হারাম।" সাহাবী আবূ-বকর (রাঃ)-র নিকট এই হাদীস উল্লেখ করা হইলে তিনি বলেন, "আমিও ইহা জানি। এই বাণী রাসূলুল্লাহ (সঃ) হইতে আমার কর্ণদ্বয় শুনিয়াছে এবং আমার অন্তর উহা স্মরণ রাখিয়াছে।"

৯৩৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "তোমরা তোমাদের পিতা হইতেও তাহার নাম লইতে বিমুখ হইও না; কারণ যে ব্যক্তি তাহার পিতা হইতেও তাহার নাম লইতে বিমুখ হয় [এবং অপরকে নিজের পিতা বলিয়া প্রকাশ করে] সে কুফরী কাজ করে।"

শরীআত-গর্হিত কার্যের শরীআত-নির্ধারিত শাস্তি [كتاب الحدود]

৯৪০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, একদা নবী (সঃ)-র নিকট এমন একজন লোককে আনা হইল যে, লোকটি মদ পান করিয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন, "তোমরা [illegible] মার।" আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, তখন আমাদের কেহ নিজ হাত দিয়া, কেহ [illegible]

দিয়া এবং কেহ নিজ কাপড় [পাকাইয়া তাহা] দ্বারা উহাকে মারিল। আঘাত করা শেষ হইলে সাহাবীদের মধ্য হইতে কেহ বলিল, "আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন।" তাহাতে নবী (সঃ) বলিলেন, "এইরূপ বলিও না ; [এইরূপ বলিয়া] শয়তানকে উহার ক্ষতিসাধনে সাহায্য করিও না।"[১]

৯৪১। আবূ তালিবের পুত্র আলী (রাঃ) বলেন, আমি কাহারও প্রতি শরী'অতের নির্ধারিত শাস্তি জারী করিতে গিয়া সে যদি মারা যায়, তাহা হইলে মদপানকারী ছাড়া অপর কাহারও জন্য আমার মনের মধ্যে কোন আফ্সোস হইবে না। কিন্তু মদপানের শাস্তিতে কেহ যদি মারা যায়, তাহা হইলে আমি তাহার রক্তমূল্য অবশ্য প্রদান করিব। ইহার কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মদপানের শাস্তি সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত করিয়া যান নাই।[২]

৯৪২। খত্তাবের পুত্র উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ)-র যমানাতে একজন লোকের নাম ছিল আবদুল্লাহ, কিন্তু তাহাকে 'হিমার' [গাধা] বলিয়া ডাকা হইত। সে [তাহার বিসদৃশ আচরণ দ্বারা] রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে হাসাইত। তাহাকে মদ পানের জন্য রাসূলুল্লাহ (সঃ) [কয়েকবার] শাস্তি দেন। একদা তাহাকে [মদ পানের কারণে] নবী (সঃ)-র নিকট আনা হইল এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-র আদেশক্রমে তাহাকে আচ্ছামত শাস্তি দেওয়া হইল। তখন লোকদের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "হে আল্লাহ, ইহাকে তোমার রহমত হইতে দূরে রাখ ; ইহাকে কতবারই না [মদপানের অপরাধে] আনা হইতেছে।" তাহাতে নবী (সঃ) বলিলেন, "তোমরা উহাকে অভিশাপ দিও না। আল্লাহর কসম, উহার সম্বন্ধে আমি ইহাই জানি যে, সে আল্লাহ এবং আল্লাহ্র রাসূলকে ভালবাসে।"

১। "আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন" এই প্রকার বদ্-দু'আ দ্বারা শয়তানকে সাহায্য করার দুইটি তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। এক এই : বদ্-দু'আ-র অর্থ এই দাঁড়ায় যে, শয়তান তাহাকে আরো বেশী করিয়া পাপে লিপ্ত করুক, যাহাতে সে ইহকালেও লাঞ্ছিত হইতে থাকে এবং পরকালেও জাহান্নামে যায়। এইভাবে শয়তানকে তাহার পাপানুষ্ঠানে সাহায্য করা হয়। দুই : এই উক্তিকে আশ্রয় ও উপলক্ষ করিয়া শয়তান ঐ লোকটির মনের মধ্যে যিদ ও একগুঁয়েমী বৃদ্ধি করিবে। ফলে এই উক্তিটি ঐ লোকটিকে আরও বেশী করিয়া পাপে লিপ্ত করিয়া শয়তানকে সাহায্য করিবে।

২। ৯৪০ নং হাদীসে দেখা যায় যে, নবী (সঃ) মদপানকারীকে প্রহার করার হুকুম করেন : কিন্তু উহাতে প্রহারের পরিমাণের উল্লেখ নাই। সহীহ বুখারীতে আনাস (রাঃ)-র যবানী বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) মদপানকারীকে খেজুর গাছের ডাল দিয়া এবং জুতা দিয়া প্রহার করেন ; কিন্তু সেখানেও পরিমাণ বা সংখ্যার উল্লেখ নাই। পক্ষান্তরে সহীহ মুসলিম হাদীস গ্রন্থে আনাস (রাঃ)-র যবানী বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হইয়াছে যে, একজন মদখোরকে নবী (সঃ) দুইটি খেজুর শাখা একত্র করিয়া উহা দ্বারা চল্লিশবার আঘাত করেন। মূল কথা মদপানের শাস্তি শরী'অত বিধিবদ্ধ করে ; কিন্তু শাস্তির প্রকার ও পরিমাণ নির্ধারিত করা হয় নাই।

৯৪৩। আবূ হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (স:) বলিয়াছেন, "চোরের প্রতি আল্লাহর তরফ হইতে লা'নত হউক। সে ডিম চুরি করে, ফলে তাহার হাত কাটা হয়; সে দড়ি চুরি করে, ফলে তাহার হাত কাটা হয়।[১]

৯৪৪। 'আয়িশা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (স:) বলিয়াছেন, "সিকি দীনার (প্রায় আড়াই বা তিন দিরহাম) ও তদূর্ধ্বে হাত কাটা হইবে।"

৯৪৫। 'আয়িশা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী (স:)-র যমানাতে একটি ঢালের মূল্যের চেয়ে কম মূল্যের দ্রব্যের জন্য চোরের হাত কাটা হইত না।"

৯৪৬। ইব্‌ন 'উমর (রা:) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিন দিরহাম মূল্যের একটি ঢালের [চুরির] জন্য রাসূলুল্লাহ (স:) চোরের হাত কাটেন।

৯৪৭। আবূ বুর্‌দা আন্‌সারী (রা:) বলেন, আমি নবী (স:)-কে বলিতে শুনিয়াছি, মহামহিম আল্লাহ যেসকল অপরাধের জন্য শাস্তির আদেশ দিয়াছেন, সেইসকল অপরাধ ছাড়া অন্য কোন অপরাধের জন্য দশ বারের বেশী ছড়ির আঘাত করা চলিবে না।

৯৪৮। আবূ হুরাইরা (রা:) বলেন, আমি আবুল্‌-কাসিম রাসূলুল্লাহ (স:)-কে বলিতে শুনিয়াছি "যে ব্যক্তি তাহার দাসের প্রতি এমন কোন অপরাধের অপবাদ দেয় যাহার সম্পর্কে সে নির্দোষ; সেই ব্যক্তিকে কিয়ামত দিবসে বেত্রাঘাত করা হইবে। কিন্তু ঐ দাস যদি ঐ অপরাধ করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার মুনিবকে বেত্রাঘাত করা হইবে না।"

১। পরবর্তী ৯৪৪-৯৪৬ হাদীস তিনটি হইতে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, সিকি-দীনার বা তিন দিরহামের কম মূল্যের দ্রব্যের জন্য হাত কাটা যায় না; অথচ একটি ডিম অথবা উট-ছাগল বাঁধা এক টুকরা দড়ির মূল্য কোনক্রমেই ঐ পরিমাণ হয় না। তবে এই হাদীসের তাৎপর্য কী? ইমাম নওবী সহীহ মুসলিমের ভাষ্যে এ সম্পর্কে বলেন, এক দল আলিম 'আল্‌-বাইযা-র অর্থ 'লৌহ শিরস্ত্রাণ' এবং 'আল্‌-হাব্‌ল'-এর অর্থ 'জাহাজ বাঁধা কাছি' ধরিয়া দেখাইতে চাহেন যে, ঐ দুইটি বস্তুর মূল্য নিশ্চিতরূপে সিকি দীনার বা তিন দিরহামের বেশী বলিয়া হাদীসটির মধ্যে অসঙ্গতির কিছুই নাই। কিন্তু ইমাম নওবী এই ব্যাখ্যাটি মানিয়া লইতে রাযী নন। তিনি বলেন, হাদীসটির অনুষঙ্গ, ভাব ও মর্মের সহিত ঐ ব্যাখ্যাটি মোটেই খাপ খায় না। কারণ চোরের বোকামী ও আহমকী স্পষ্টভাবে লোকের সামনে তুলিয়া ধরিবার অভিপ্রায়ে রাসূলুল্লাহ (স:) এই কথা বলেন। ইহা দ্বারা তিনি বুঝাইতে চান যে, সামান্য নগণ্য দ্রব্য লাভ করিতে গিয়া চোর তাহার অমূল্য হাত হারাইয়া ফেলে। কী হতভাগা সে। কাজেই 'আল্‌-বাইযা'-এর অর্থ লৌহ-শিরস্ত্রাণ' এবং আল্‌-হাব্‌ল-এর অর্থ 'জাহাজ বাঁধা কাছি' গ্রহণ করা কোনক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না।

তারপর ইমাম ইহার চারি প্রকার তাৎপর্য বর্ণনা করেন, তন্মধ্যে সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত তাৎপর্যটি এইরূপঃ কোন কোন লোক প্রথম প্রথম ডিম চুরি করিয়া এই পেশা আরম্ভ করে। তা তাহার হাত-কাটা হয় না বলিয়া সে ক্রমশঃ বড় ধরণের চুরি করিতে সাহসী হইয়া উঠে, অবশেষে কোন বড় চুরিতে ধরা পড়িয়া তাহার হাত কাটা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে এ কথা সঙ্গত হয় যে, মূলে ডিম চুরিই তাহার হাত কাটার কারণ হইয়াছিল। ছোটখাট সম্পর্কেও অনুরূপ তাৎপর্য প্রযোজ্য।

খুন-যখমের মূল্য বা অর্থদণ্ড [كتاب الدِّيَات]

৯৪৯। ইবনু উমর (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, "মু'মিন ব্যক্তি যে পর্যন্ত অন্যায়ভাবে কোন খুন করিয়া না বসে, সে পর্যন্ত সে দীনদারী ব্যাপারে আন্তরিক প্রশস্ততা ভোগ করিতে থাকে।" অর্থাৎ সে পর্যন্ত সে প্রশান্তচিত্তে ধর্ম-কর্ম করিতে সক্ষম থাকে।

৯৫০। ইবনু আব্বাস (রা:) বলেন, নবী (স:) একদা মিক্‌দাদ্‌কে বলেন, "কোন লোক কাফিরদের সঙ্গে বসবাস করিতে থাকাকালে নিজ ঈমান গোপন রাখিয়াছিল; অনন্তর সে যখন তাহার ঈমান প্রকাশ করিল, তখন তুমি তাহাকে হত্যা করিতে চাহিলে! ইতিপূর্বে তুমিও তো মক্কায় থাকাকালে এইভাবেই তোমার ঈমান গোপন রাখিতেছিলে।"[১]

৯৫১। আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (স:) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের (অর্থাৎ মুসলিমদের) বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, সে আমাদের (অর্থাৎ) মুসলিমদের দলভুক্ত নহে।"

৯৫২। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (স:) বলিয়াছেন, "যে মুসলিম ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই এবং আমি (অর্থাৎ মুহম্মদ (স:) আল্লাহর রাসূল; তাহাকে তিনটি কারণের কোন একটি কারণ ছাড়া হত্যা করা বৈধ নহে। কারণ তিনটি এই: (১) জানের বদলে জান অর্থাৎ অন্যায় নরহত্যা, (২) বিবাহজনিত যৌন মিলন উপভোগ করার পরে ব্যভিচার, (৩) ইসলাম হইতে মুরতদ্দ হইয়া মুসলিমদের দল পরিত্যাগ করা।"

৯৫৩। ইবনু আব্বাস (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (স:) বলিয়াছেন, "তিন প্রকার (মুসলিম) লোক আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ঘৃণ্য (১) মক্কার হারাম সীমার মধ্যে ইসলাম বিরোধী আকায়িদ পোষণকারী, (২) ইসলামের মধ্যে জাহিলী যুগের রীতি-নীতি প্রচলনে চেষ্টাকারী এবং (৩) অন্যায়ভাবে কাহারও রক্তপাত ঘটাইবার উদ্দেশ্যে পন্থা অন্বেষণকারী।"

১। যে ঘটনাটির সহিত এই হাদীসটি বিজড়িত, তাহা এইরূপ: একদা মিকদাদ নবী (স:)-কে বলেন, "কোন একজন মুসলিম ও কোন একজন কাফিরের মধ্যে যুদ্ধ হইতে থাকাকালে ঐ কাফির যদি ঐ মুসলিমের একটি হাত কাটিয়া ফেলে এবং তারপর ঐ কাফির বে-কায়দায় পড়িয়া যদি ঈমানের 'কালিমা' উচ্চারণ করে তাহা হইলে তাহার ঐ ঈমানের উক্তি করার পরে তাহাকে হত্যা করা সঙ্গত হইবে কি না?" তাহাতে নবী (স:) বলেন, "না; তাহাকে আর হত্যা করা চলিবে না।" মিকদাদ বলেন, "সে ঐ মুসলিমের একটি হাত কাটিয়া ফেলিবার পরেও না?" তখন নবী (স:) এই হাদীসে উল্লিখিত কথাগুলি বলেন।

৯৫৪। আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স:)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "তুমি যাহাকে অনুমতি দেও নাই এমন কোন ব্যক্তি যদি তোমার ঘরের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখে এবং তাহাতে তুমি যদি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর মধ্যে একটি ছোট ঢিল লইয়া উহার দিকে নিক্ষেপ কর এবং উহার ফলে যদি তুমি তাহার একটি চোখ কানা করিয়া ফেল তাহা হইলে উহাতে তোমার কোন অপরাধ হইবে না।"

৯৫৫। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (স:) বলিয়াছেন, "রক্ত-মূল্য ব্যাপারে ইহা এবং ইহা অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলি ও বৃদ্ধাঙ্গুলি উভয়ই সমান।"

৯৫৬। ইব্‌ন মাসউদ (রা:) বলেন, একদা এক ব্যক্তি বলিল, "আল্লাহর রাসূল, আমরা জাহিলী যুগে যেসকল কাজ করিয়াছি, তাহার জন্য কি আমাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে?" রাসূলুল্লাহ (স:) বলিলেন, "যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পরে ইসলামের কাজগুলি সুন্দর ও সুচারুরূপে পালন করিতে থাকে, সে জাহিলী যুগে যে অন্যায় কাজ করিয়াছে তাহার জন্য তাহাকে কোন শাস্তি দেওয়া হইবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পরে মন্দ কাজ করিতে থাকে এবং মুরতাদ হইয়া কুফরে ফিরিয়া যায়, তাহাকে তাহার পূর্ব-অনুষ্ঠিত ও পরবর্তী সকল অন্যায় কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া হইবে।"

৯৫৭। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (স:) বলিয়াছেন, "সৎ লোকের সুস্বপ্ন হইতেছে নুবুয়তের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ"।

[রাসূলুল্লাহ (স:)-র সম্পূর্ণ নুবুয়তকাল ছিল তেইশ বৎসর; তন্মধ্যে প্রথম ছয় মাস তাঁহার নিকট অহ্‌ঈ আসে স্বপ্নযোগে। ছয় মাস হইতেছে ২৩ বৎসরের ৪৬ ভাগের এক ভাগ। এই কারণে সুস্বপ্নকে এই হাদীসে নুবুয়তের ৪৬ ভাগের এক ভাগ বলা হইয়াছে। হাদীস নং ৯৫৯ দ্রষ্টব্য।]

৯৫৮। আবু সা'ঈদ খুদরী (রা:) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী (স:) কে বলিতে শুনিয়াছেন, "তোমাদের কেহ যদি এমন স্বপ্ন দেখে যাহা তাহাকে ভাল লাগে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, উহা নিশ্চয় আল্লাহর নিকট হইতে আগত। অতএব তাহার উচিৎ, সে যেন ঐ স্বপ্নের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে এবং উহা [তাহার কোন বিজ্ঞ-বিচক্ষণ বন্ধুর নিকট] ব্যক্ত করে। আর সে যদি এমন কোন স্বপ্ন দেখে যাহা তাহাকে ভাল না লাগে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, উহা নিশ্চয় শয়তানের নিকট হইতে আগত; অতএব সে ক্ষেত্রে তাহার উচিৎ, সে যেন ঐ স্বপ্নের অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে এবং কাহারও নিকট উহা ব্যক্ত না করে। তাহা হইলে ঐ স্বপ্ন তাহার কোন ক্ষতি করিবে না।"

৯৫৯। আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, আমি নবী (স:)-কে [তাঁহার অন্তিম শয্যায়] বলিতে শুনিয়াছি, "নুবুয়তের কিছুই বাকী রহিল না; তবে বাকী রহিল মুবাশ্শিরাত (বা প্রেরিত সুসংবাদসমূহ)।" সাহাবীগণ বলিলেন, "মুবাশ্শিরাত কী জিনিস?" তিনি বলিলেন, "সুস্বপ্নসমূহ [যাহা মুমিনদিগকে দেখান হইবে]।"

৯৬০। আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, আমি নবী (স:)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখে সে শীঘ্রই (কিয়ামত দিবসে) জাগ্রত অবস্থায় আমাকে দেখিবে। কারণ, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করিতে পারে না।"

[মানুষ জাগ্রত অবস্থায় থাকাকালে শয়তান যেমন রাসূলুল্লাহ (স:)-র আকৃতি ধারণ করিয়া মানুষকে ধোকা দিতে পারে না, সেইরূপ মানুষ ঘুমন্ত থাকাকালেও শয়তান রাসূলুল্লাহ (স:)-র আকৃতি ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে না।]

৯৬১। আবু সা'ঈদ খুদরী (র:) বলেন, নবী (স:) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে ঠিকই আমাকে দেখে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করিতে পারে না।"

৯৬২। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স:) মাঝে মাঝে 'উবাদা ইব্‌ন সামিতের স্ত্রী উম্ম-হারাম বিনৃত মিল্‌হান্'-এর বাড়ী যাইতেন। [উম্ম হারাম ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স:)-র দুধ-খালা] নবী (স:) একদা উম্ম-হারামের বাড়ী গেলে তিনি নবী (স:)-কে খাওয়াইলেন এবং তারপর নবী (স:)-র মাথার উকুন বাছিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার চুলের ভিতর আঙ্গুল চালাইতে লাগিলেন। তাহাতে রাসূলুল্লহ (স:) ঘুমাইয়া পড়িলেন। তারপর তিনি হাসিতে হাসিতে জাগিয়া উঠিলেন। উম্ম হারাম বলেন, আমি তখন তাঁহাকে বলিলাম, "আল্লাহর রাসূল, আপনি হাসিতেছেন কেন?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমার উম্মতের মধ্যে যাহারা আল্লাহর পথে গাযীরূপে এই সমুদ্রের বুকে অভিযান চালাইবে, তাহাদের এক দলকে সিংহাসনে আসীন রাজাদের অবস্থায় আমার সামনে স্বপ্নে উপস্থিত করা হইল।" উম্ম হারাম বলেন, আমি বলিলাম, "আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।" তখন রাসূলুল্লাহ (স:) তাহার জন্য ঐ দু'আ করিলেন। তারপর তিনি আবার বিছানায় মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। তারপর আবার হাসিতে হাসিতে জাগিয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম, "আল্লাহর রাসূল, আপনি হাসিতেছেন কেন?" তিনি বলিলেন, "আমার উম্মতের মধ্যে যাহারা আল্লাহর পথে গাযীরূপে এই স্থানে অভিযান চালাইবে . . . .।" বলিয়া পূর্বের অনুরূপ কথা বলিলেন। উম্ম হারাম বলেন, আমি বলিলাম, "আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।" নবী (স:) বলিলেন, "তুমি তো প্রথম দলটির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছ।"

আনাস (রা:) বলেন, পরে আবু-সুফ্য়ানের পুত্র মু'আবিয়ার বাদশাহতে উম্ম-হারাম সমুদ্র-অভিযানে যান। অনন্তর [ঐ অভিযান হইতে ফিরিবার সময় তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতে থাকাকালে] তিনি ঘোড়া হইতে পড়িয়া যান এবং ঐ আছাড়ের ফলে [কিছু দিনের মধ্যে মারা যান।[১]

৯৬৩। আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, "কিয়ামত যখন নিকটবর্তী হইবে তখন মুমিনের স্বপ্ন খুব কমই মিথ্যা হইবে, বরং মিথ্যা হইবেই না। [ইহার কারণ এই যে,] মুমিনের স্বপ্ন হইতেছে নুবুয়তের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ; আর যাহা নুবুয়ত জাতীয় তাহা কিছুতেই মিথ্যা হইতে পারে না।"

৯৬৪। ইব্ন 'উমর (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (স:) বলিয়াছেন, "আমি স্বপ্নে দেখিলাম, একজন কৃষ্ণবর্ণা আলুথালুকেশী স্ত্রীলোক যেন মদীনা হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল এবং 'মহয়া'আ:' (অর্থাৎ জুহ্ফা) নামক স্থানে গিয়া দাঁড়াইল। আমি উহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিলাম যে, মদীনার ম্যালেরিয়া-মহামারী ঐখানে স্থানান্তরিত হইল।"

৯৬৫। ইব্ন আব্বাস (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (স:) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কোন স্বপ্ন না দেখিয়াই মনগড়া স্বপ্ন ব্যক্ত করে, তাহাকে [কিয়ামত দিবসে শাস্তি স্বরূপ] দুইটি যবের একটিকে অপরটির সহিত বাঁধিবার [এক অসম্ভব] আদেশ করা হইবে। কিন্তু সে উহা কিছুতেই করিতে পারিবে না। [এইভাবে সে কিয়ামত শেষ না হওয়া পর্যন্ত শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে] আর যে দল ইহা চায় না যে, অপর কেহ তাহাদের কথাবার্তা শোনে সেই দলের কথাবার্তা যে ব্যক্তি চুরি করিয়া শোনে, তাহার কানে কিয়ামত দিবসে গলিত সীসা ঢালিয়া দেওয়া হইবে। আর যে ব্যক্তি কোন প্রাণীর মূর্তি তৈয়ার করে তাহাকে কিয়ামত দিবসে শাস্তি দেওয়া হইবে এবং ঐ মূর্তির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিবার জন্য তাহাকে আদেশ করা হইতে থাকিবে; কিন্তু সে উহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিবে না [বলিয়া কিয়ামত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইতে থাকিবে]।"

৯৬৬। ইব্ন উমর (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি যাহা দেখে নাই তাহা সে দেখিয়াছে বলিয়া তাহার দাবী করাই হইতেছে সব চেয়ে বড় মিথ্যা।"

১। (ক) হাদীসে উল্লেখিত স্বপ্নটির দুই প্রকার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। (এক) ঐ গাযীদের দুনিয়াতেই রাজাড়ম্বর ভোগের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। (দুই) ঐ গাযীদের কিয়ামত দিবসে ঐ অবস্থায় উপস্থিত করা হইবে। (খ) হযরত উসমান (রা:)-র খিলাফতকালে হযরত মু'আবিয়া (রা:) যে সমুদ্র অভিযান প্রেরণ করেন, সেই অভিযান হইতে ফিরিবার সময় উম্ম-হারামের প্রতি ঐ দুর্ঘটনা ঘটে। ঐ অভিযানে কোন যুদ্ধ হয় নাই।

৯৬৭। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা একজন লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-র নিকট আসিয়া বলিল, আমি আজ রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিলাম, "[আসমান ও যমীনের মাঝে] একটি মেঘ ; ঐ মেঘ হইতে ঘি ও মধু ফোটা ফোটা ঝরিয়া পড়িতেছে এবং লোকে হাত পাতিয়া উহা লইতেছে। ফলে তাহাদের কেহ বেশী পাইল এবং কেহ কম পাইল। তারপর হঠাৎ দেখিতে পাইলাম একটি দড়ি ; ঐ দড়ি মাটি হইতে আসমান পর্যন্ত মিলিত হইয়া রহিয়াছে। অনন্তর আমি দেখি যে, আপনি ঐ দড়ি ধরিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। তারপর একজন লোক উহা ধরিয়া উপরে চলিয়া গেল। তারপর আর একজন লোকও উহা ধরিয়া উপরে চলিয়া গেল। তারপর [তৃতীয়] একজন লোক উহা ধরিলে উহা ছিঁড়িয়া গেল। অতঃপর উহা সংযোজিত হইয়া উঠিল।"

তখন আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, "আল্লাহর রাসূল, আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়া বলিতেছি, আপনি অবশ্যই আমাকে এই স্বপ্নের তাৎপর্য বলিতে দিবেন।" নবী (সঃ) বলিলেন, "তাৎপর্য বলুন।" আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, "ঐ মেঘ হইতেছে ইসলাম এবং উহা হইতে ফোটা ফোটা যে মধু ও ঘি ঝরিতেছে তাহা হইতেছে 'কুর্‌আন' ; কুরআনের মিষ্টতা বরাবর ঝরিতে থাকে ও থাকিবে। আর বেশী ও কম পরিমাণে গ্রহণকারীর তাৎপর্য হইতেছে বেশী ও কম পরিমাণে কুর্‌আন গ্রহণকারী। মাটি হইতে আসমান পর্যন্ত মিলিত দড়িটি হইতেছে ঐ সত্য ধর্ম, যাহাতে আপনি অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আপনি উহা ধরিয়া রহিয়াছেন ; ফলে আল্লাহ আপনাকে মর্যাদায় উচ্চ করিয়া চলিয়াছেন। আপনার পরে একজন লোক উহা ধরিয়া থাকিয়া উচ্চ মর্যাদা লাভ করিবে। অতঃপর [দ্বিতীয়] একজন লোক উহা ধরিয়া থাকিয়া উচ্চ মর্যাদা লাভ করিবে। তারপর [তৃতীয়] একজন লোক যখন উহা ধরিবে, তখন উহা ছিঁড়িয়া যাইবে ; কিন্তু উহার পরে পরেই উহা তাহার জন্য সংযোজিত করা হইবে। ফলে, সে-ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করিবে। আল্লাহর রাসূল, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান। বলুন, আমি ঠিক তাৎপর্য বর্ণনা করিলাম—না ভুল করিলাম।" নবী (সঃ) বলিলেন, "কিছু ঠিক বলিয়াছেন এবং কিছু ভুল করিয়াছেন।" আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, "আল্লাহর রাসূল, আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়া বলিতেছি, আমি যাহা ভুল করিয়াছি তাহা আপনি অবশ্যই আমাকে বলিয়া দিবেন।" নবী (সঃ) বলিলেন, "কসম দিও না।"

ঈমান পরীক্ষামূলক আপদসমূহ [كتاب الفتن]

৯৬৮। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "শাসন কর্তৃপক্ষের [দীনদারী সম্পর্কিত] কোন কাজ যদি কোন্ মুসলিমের অপসন্দনীয় হয়, তবুও সে যেন উহা সহ্য করিয়া চলে। কারণ যে ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন হইতে এক বিঘত পরিমাণ বাহির হইয়া যায়, সে জাহিলী যুগের মৃত্যু মরে।"

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ)-র অপর এক রিওয়ায়াতে আছে, নবী (সঃ) বলেন, "কোন ব্যক্তি তাহার আমীরকে [দীনদারী ব্যাপারে] এমন কোন কাজ করিতে দেখে, যাহা সে অপসন্দ করে, তবে সে যেন উহা সহ্য করিয়া চলে। কারণ মুসলিম জমা'আত হইতে যে কেহ এক বিঘত পরিমাণ তফাত হইয়া পড়ে এবং ঐ অবস্থায় মারা যায়, সে জাহিলী যুগের মওত মরে।"১

৯৬৯। উবাদা ইব্‌ন সামিত (রাঃ) বলেন, একদা নবী (সঃ) আমাদিগকে ডাকিলেন। অনন্তর তিনি আমাদিগকে কয়েকটি ব্যাপার সম্পর্কে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন। যেসকল ব্যাপারে তিনি আমাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান তাহার মধ্যে এইগুলি ছিল: তিনি আমাদিগকে এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, আমাদের হর্ষে-বিষাদে, সচ্ছলতায়-অভাবে এবং আমাদের উপরে অপরকে অন্যায়ভাবে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে আমরা আমাদের কর্মকর্তার আদেশসমূহ শুনিব ও পালন করিয়া চলিব। আরও যে কাজের কুফরী হওয়া সম্পর্কে আমাদের নিকট আল্লাহর তরফ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে, সেইরূপ কোন কুফরী কাজ আমীর যে পর্যন্ত প্রকাশ্যতঃ না করিবে, সে পর্যন্ত আমরা যেন আমাদের আমীরের কর্তৃত্ব সম্পর্কে বাদ-বিসংবাদ না করি।"

৯৭০। ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "যে সকল লোক জীবিত থাকাকালে কিয়ামত উহাদের নাগাল পাইবে, তাহারা হইবে বদ-লোকদের দলভুক্ত।"

৯৭১। আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ)-র নিকট লোকে ঐ সকল দুঃখ-কষ্টের অভিযোগ করে যাহা তাহারা হাজ্জাজের পক্ষ হইতে ভোগ করিতেছিল। তাহাতে তিনি বলেন, "তোমরা সহ্য করিয়া যাও। কারণ আমি নবী (সঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "তোমরা যে পর্যন্ত তোমাদের রব্বের সহিত সাক্ষাৎ না করিবে, অর্থাৎ তোমরা যে পর্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত না হইবে সে পর্যন্ত তোমাদের বর্তমান কাল অপেক্ষা পরবর্তীকাল উত্তরোত্তর মন্দ হইতে থাকিবে।"

৯৭২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন "তোমাদের কেহ যেন তাহার মুসলিম ভাইয়ের দিকে অস্ত্র দ্বারা ইশারা না করে; কারণ সে জানে না অস্ত্রটি তাহার হাতে থাকাকালে শয়তান হয়তো তাহার হাতকে ঐ লোকটির দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে। [এবং অস্ত্রটি উহার উপর নিক্ষেপ করিবে]। ফলে, সে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে গিয়া পড়িবে।

৯৭৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, "শীঘ্রই ঈমান পরীক্ষাকারী নানা প্রকার বিপদ-আপদ ও সমস্যা দেখা দিবে। যে ব্যক্তি [ঐগুলিতে

১। হাদীসে তাৎপর্য এই নয় যে, ঐ ব্যক্তি কাফিরের মওত মরে। বরং ইহার [illegible] যে, সে দলছাড়া জীবন যাপনের ফলে গুনাহগার মুসলিম অবস্থায় মারা যায়।

যোগদান না করিবে] উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকিবে, সে ঐ ব্যক্তি হইতে উত্তম হইবে, যে ব্যক্তি ঐগুলির নিকট গিয়া দাঁড়াইবে ; আর ঐ দণ্ডায়মান লোকটি ঐ ব্যক্তি হইতে উত্তম হইবে যে ব্যক্তি ঐগুলির দিকে হাটিয়া যাইবে। তারপর যে লোক ঐগুলির দিকে হাটিয়া যাইবে সে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম যে ব্যক্তি ঐগুলিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবে। যে ব্যক্তি ঐ ব্যাপারগুলির দিকে উঁকি মারিয়া দেখিবে তাহাকে ঐ গুলি ধ্বংস করিয়া ছাড়িবে। যদি কোন ব্যক্তি ঐগুলি হইতে বাঁচিবার জন্য কোন আশ্রয়স্থল পায়, তবে সে যেন সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করে।"

৯৭৪। সালমা ইবন আকব্' (রা:) হইতে বর্ণিত আছে যে, [হাজ্জাজ হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা:)-কে হত্যা করার পরে এই সাহাবীকে কোন ছুতা করিয়া হত্যা করিবার কুমতলবে নিজ দরবারে ডাকাইয়া পাঠান। অনন্তর] তিনি হাজ্জাজের নিকট গেলে হাজ্জাজ তাঁহাকে বলেন, "ওহে আকব্'-এর পুত্র, তুমি ইসলাম হইতে সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া গিয়াছ ; ইসলাম ত্যাগ করিয়া মুরতাদ হইয়াছ ; [কাজেই তোমার খুন হালাল।] আবার তুমি [মদীনাতে হিজরত করিবার পরে মদীনা ছাড়িয়া গ্রামাঞ্চলে বাস করিতে যাইতেছ। [এইভাবে তুমি তোমার হিজরতকে পণ্ড করিতে যাইতেছ বলিয়া তুমি কতলের যোগ্য।] সাল্মা বলিলেন, "না ; ব্যাপার ঐরূপ নহে। বরং রাসূলুল্লাহ (স:) আমাকে গ্রামে বাস করিবার জন্য নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন [এবং আমি তাঁহারই নির্দেশ পালন করিতে যাইতেছি বলিয়া আমি কোনই অপরাধ করি নাই।

৯৭৫। ইব্ন 'উমর (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, "আল্লাহ যখন কোন কওমের উপর আযাব নাযিল করেন তখন ঐ কওমের মধ্যে যে কেহই থাকে, তাহাকেই ঐ আযাব পৌঁছে। তারপর কিয়ামত দিবসে তাহাদিগকে তাহাদের নিজ নিজ আমল অনুযায়ী উঠানো হইবে।"

৯৭৬। হুযাইফা ইব্ন য়ামান (রা:) বলেন, "মুনাফেকী নবী (স:)-র যমানাতে সীমাবদ্ধ ছিল। আর বর্তমানে ঈমান বাদে কেবলমাত্র কুফরীই হইতে পারে।" [অর্থাৎ যে ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও হযরত মুহাম্মদ (স:)-র পয়গম্বরীর স্বীকারোক্তি করিবে, তাহাকে মুমিন এবং যে ব্যক্তি ঐ দুইয়ের স্বীকারোক্তি করিবে না তাহাকে কাফির বলিয়া গণ্য করা হইবে। মুখে স্বীকারোক্তি করার পরে অন্তরে উহার প্রতি বিশ্বাস আছে কি না তাহা বর্তমানে জানিবার কোন উপায় না থাকায় এখন কাহাকেও কুরআনে বর্ণিত অর্থে মুনাফিক বলা চলিবে না।]

৯৭৭। আবূ হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত হিজায হইতে এমন একটি আগুন বাহির না হইবে যে আগুনের আলো [এত সুদূর প্রসারী হইবে যে, উহা] সুদূর সিরীয়ার বুস্রা নগরীর উটের ঘাড়কে আলোকিত করিয়া তুলিবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত ঘটিবে না।"

৯৭৮। আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, "শীঘ্রই এমন সময় আসিবে যে, ইউফ্রেটিস নদীর পানি সরিয়া গিয়া সেখানে একটি স্বর্ণভাণ্ডার প্রকাশ হইবে। যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থাকিবে সে যেন উহা হইতে কিছুই গ্রহণ না করে।" [সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠায় আরো বলা হইয়াছে যে, ঐ সোনার পাহাড়ের সংবাদ পাইয়া লোক দলে দলে সেখানে পৌঁছিতে থাকিবে। অনন্তর উহা হস্তগত করিবার জন্য বিভিন্ন দলের মধ্যে মারামারি ও লড়াই বাঁধিবে। ফলে সেখানে উপস্থিত লোকদের শতকরা নিরানব্বই জন নিহত হইবে। এই কারণে নবী (স:) এই হাদীসে ঐ সোনা লইতে নিষেধ করেন।]

৯৭৯। আবু হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, "যে পর্যন্ত এই ঘটনাগুলি না ঘটিবে, সে পর্যন্ত কিয়ামত ঘটিবে না। ঘটনাগুলি এই: (১) দুইটি বৃহৎ দলের মধ্যে যুদ্ধ ঘটিবে, ঐ যুদ্ধ খুব বড় রকমের হইবে, এই দুই দলের দাবী ও আহ্বান একই হইবে (২) প্রায় ত্রিশজন এমন ঘোর মিথ্যাবাদী ও ঘোর ধাপ্পাবাজ ভণ্ড প্রকাশ পাইবে, যাহাদের প্রত্যেকেই এই অলীক দাবী করিবে যে, সে আল্লাহর রাসূল, (৩) দীনী ইলম উঠাইয়া লওয়া হইবে, (৪) ভূমিকম্প বেশী হইতে থাকিবে, (৫) সময় কাছাকাছি হইবে, (৬) ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা, ঈমানের পরীক্ষা এবং মুসলিমদের মধ্যে গৃহবিবাদ ও অন্তর্বিপ্লব প্রভৃতি ফিতনাসমূহ প্রকটভাবে দেখা দিবে, (৭) নরহত্যা, লুঠ-তরাজ বেশী হইতে থাকিবে, (৮) তোমাদের নিকট ধন-সম্পদ এত বেশী হইবে যে, উহা সর্বত্র প্লাবিত হইতে থাকিবে। [জোয়ারের পানির মত ধন-সম্পদ ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিবে]। অবশেষে এমন হইবে যে, ধন-সম্পদের মালিক যাকাত-সাদ্‌কা দিবার জন্য যাকাত-সাদকা লইবার যোগ্য লোকের সন্ধানে চিন্তিত ও পেরেশান হইয়া উঠিবে এবং কাহাকেও [যাকাত গ্রহণের যোগ্যব্যক্তি মনে করিয়া তাহাকে] উহা দিতে চাহিলে সে বলিবে, "ইহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই, (৯) লোকে প্রাসাদ ও দালান-কোঠা নির্মাণ ব্যাপারে পরস্পরে পাল্লা দিতে থাকিবে এবং অহঙ্কার করিতে থাকিবে, (১০) [পৃথিবীতে বাস করা এমন বিপজ্জনক হইয়া উঠিবে যে,] লোকে কোন লোকের কবরের নিকট দিয়া যাইবার সময় এই কামনা করিবে যে, "হায়! আমি যদি উহার স্থানে হইতাম!" (১১) সূর্য পশ্চিম গগণ হইতে উদিত হইবে। অনন্তর সূর্য যখন পশ্চিম গগণ হইতে উদিত হইবে এবং লোকে উহা দেখিবে, তখন সকলেই ঈমান আনিবে। কিন্তু উহার পূর্বে যে ব্যক্তি ঈমান আনে নাই অথবা ঈমান রাখিয়া কোন সৎ কাজ করে নাই, তাহার ঐ সময়ে ঈমান আনা তাহার কোনই উপকারে আসিবে না।

[তারপর কিয়ামত যখন ঘটিবে, তখন কাহারও কোন কিছু করিবার কোন ক্ষমতাই থাকিবে না'।] কিয়ামত ঘটিবার সময় লোকের অবস্থা এইরূপ হইবে যে, দুইজন লোক [ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে] কোন কাপড় ছড়াইয়া থাকিলে তাহারা ক্রয়-বিক্রয়

সমাপ্তও করিতে পারিবে না ; কাপড়টি গুটাইয়াও লইতে পারিবে না। কোন লোক তাহার উটের দুধ দোহন করিয়া বাড়ী ফিরিবে ; কিন্তু সে উহা পান করিতে পারিবে না। কোন লোক পানি রাখিবার জন্য তাহার হাওজ লেপিয়া মুছিয়া ঠিকঠাক করিয়া ফেলিবে ; কিন্তু উহাতে পানি রাখিতে পারিবে না। কোন লোক তাহার খাবার লোক্‌মা মুখের দিকে তুলিতে থাকিবে ; কিন্তু উহা মুখে দিতে ও খাইতে পারিবে না।[১]

[অপর এক হাদীসে আছে, কোন লোক খাবার মুখের মধ্যে দিয়া থাকিবে, কিন্তু সে উহা গিলিতেও পারিবে না, ফেলিতেও পারিবে না। ফলকথা, তখন সব কিছুই স্থগিত ও স্থির হইয়া যাইবে।]

শাসন অধ্যায় [كتاب الاحكام]

৯৮০। আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, [ইমামের আদেশক্রমে] তোমাদের উপরে যদি এমন কোন হাবশী গোলামকেও শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়, যাহার মাথা তো মাথা নয়, বরং উহা যেন চোপসা একটু মনাক্কা বা কিশমিশ ; তবুও তোমরা তাহার কথা শুনিও এবং তাহার আদেশ পালন করিও।

[মুসলিম-হাদীসগ্রন্থে ইহার পরে এই শর্তটি সংযোজিত রহিয়াছে : "যদি ঐ শাসনকর্তা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদিগকে চালিত করে, তবে"—অনুবাদক]

৯৮১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "শীঘ্রই তোমরা শাসনকর্তৃত্বের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিবে ; আর উহাই কিয়ামত দিবসে তোমাদের জন্য অনুতাপে পরিণত হইবে [যদি তোমরা ন্যায়পরায়ণ না হও]। দুগ্ধ দায়িনী [অর্থাৎ সুখ-সুবিধা দানকারিনী] হিসাবে শাসনকর্তৃত্ব কত মনোহর। আর ঐ কর্তৃত্ব দুগ্ধদান বন্ধকারিনী [অর্থাৎ হস্তচ্যুত হওয়া] হিসাবে কত কষ্টদায়ক।

৯৮২। মা'কাল ইব্‌ন য়াসার (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "আল্লাহ তাঁহার কোন বান্দাকে প্রজাপালনের কর্তৃত্ব দান করিলে সে যদি প্রজাদের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ না করে, তাহা হইলে সে জান্নাতের গন্ধও পাইবে না [যদি সে তাহার ঐ অন্যায় আচরণকে ন্যায়সঙ্গত জ্ঞান করে তবে]।"

৯৮৩। মা'কাল ইব্‌ন য়াসার (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, "কোনও শাসনকর্তা যদি মুসলিম প্রজাদের উপর আধিপত্য লাভ করিবার পরে তাহাদের সম্পর্কে বিশ্বাস ভঙ্গকারী অবস্থায় মারা যায়, তাহা হইলে তাহার জন্য আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ হারাম করিবেন।"

১। "সময় যখন কাছাকাছি হইবে" ইহার তাৎপর্য এই যে, যে কাজ করিতে এখন অনেক সময় লাগে, কিয়ামত ঘটিবার পূর্বে তাহা অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হইবে। বর্তমান বিজ্ঞান ও কল-কারখানার যুগে এই ভবিষ্যবাণী ক্রমশঃ বাস্তবে পরিণত হইয়া চলিয়াছে।

৯৮৪। জুনদুব (রা:) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স:)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "যে-ব্যক্তি লোককে শুনাইবার জন্য ও প্রচারের উদ্দেশ্যে কোন নেক কাজ করে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ ঐ লোকটির উদ্দেশ্যের কথা সকলকে শুনাইবেন। [অর্থাৎ ঐ কাজের জন্য ঐ লোকটিকে কোন সওয়াব বা প্রতিদান দেওয়া হইবে না]। আর যে ব্যক্তি লোককে কষ্টকর, দু:সাধ্য কাজ করিতে বাধ্য করে, তাহাকে আল্লাহ কিয়ামত দিবসে কষ্টকর কাজ করিতে বাধ্য করিবেন।"

অত:পর জুনদুবের শিষ্যগণ জুনদুবকে বলিল, "আমাদিগকে আরও নসীহত করুন।" তখন জুনদুব বলিলেন, "মানুষের শরীরের যে অংশ সর্বপ্রথম পচিয়া পুঁতিগন্ধময় হয়, তাহা হইতেছে তাহার পেট। অতএব যে কেহ হালাল উপাদেয় খাদ্য ছাড়া অপর কোন খাদ্য না খাইয়া জীবন কাটাইতে পারে, সে যেন তাহাই করে। এবং যে ব্যক্তি অন্যায়-ভাবে এক হাতের তালু পরিমাণ রক্তপাত না করিয়া নিজের ও জান্নাতের মধ্যে ব্যবধান তৈয়ার না করিয়া থাকিতে পারে, তাহার উচিৎ সে যেন তাহাই করে।"

[হাদীসের দ্বিতীয় অংশটি নবী (স:)-র উক্তি বলিয়া প্রকাশ করা না হইলেও রাসূলুল্লাহ (স:) ছাড়া অপর কাহারও পক্ষে এই প্রকার উক্তি করা সম্ভব নয় বলিয়া ইহাকেও রাসূলুল্লাহ (স:)-রই উক্তি হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে। অধিকন্তু, তবরানী হাদীসগ্রন্থে অনুরূপ একটি হাদীস সাহাবী আবূ তমীমার যবানী রাসূলুল্লাহ (স:)-র উক্তি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কসতল্লানী দ্রষ্টব্য—অনুবাদক।]

৯৮৫। আবূ বক্‌রা (রা:) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স:)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "কোন বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় যে কোন দুইজনের মধ্যে বিচার-মীমাংসা না করে।"

৯৮৬। হুবৃয়য়িসা: ও মুহয়্যিসা:-র হাদীস ইতিপূর্বে জিহাদ অধ্যায়ে { بدء الخلق এ চার হাদীস পূর্বে } বর্ণিত হইয়াছে। এই রিওয়ায়াতের শেষে ইহা বেশী রহিয়াছে যে, "হয় তাহারা তোমাদের লোকের খুনের রক্তমূল্য দিবে, অথবা তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানানো হইবে।"

৯৮৭। 'উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা:)-র হাদীস, "আমরা রাসূলুল্লাহ (স:)-র আদেশ-নির্দেশ শুনিবার ও পালন করিবার প্রতিজ্ঞা করত: তাঁহার বাই'আত করিলাম" ইতিপূর্বে {৯৬৯ নং হাদীসে} বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনার শেষে বেশী রহিয়াছে এই : "আর আমরা যেখানেই থাকি, আমরা ন্যায়ে স্থির থাকিব এবং সত্য কথা বলিব। আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে কোন তিরাস্কারকারীর তিরস্কার বা ভ্রূকুটিকারীর ভ্রূকুটির ভয় করিব না।"

[৯৮৮ হইতে ৯৯৫ নং, এই আটটি হাদীস মূল বুখারীতে 'আহকাম' অধ্যায়ে নাই। মূল বুখারী অনুযায়ী এইগুলির স্থান হইতেছে 'তজরীদ'-এর الاستئذان (অনুমতি প্রার্থনা) অধ্যায়ে ৮৭৪ নং হাদীসের পরে। সম্ভবত: এই ফলিওটি যথাস্থানে না থাকায় প্রতিলিপি লেখাকালে এই ওলটপালট হইয়াছে। —অনুবাদক]

৯৮৮। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'লামাম' শব্দটির তাৎপর্য সম্পর্কে আমি আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত নবী (সঃ-)র এই হাদীস অপেক্ষা উত্তম কিছু পাই নাই। হাদীসটি এই: "আদম-সন্তানদের মধ্যে যাহার জন্য যে পরিমাণ ব্যভিচারের অংশ আল্লাহ বরাদ্দ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার নাগাল সে অবশ্যই পাইবে। অনন্তর জানিয়া রাখ, মনের মধ্যে যৌন-মিলনের কামনা ও কামপ্রবৃত্তি লইয়া পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাত হইতেছে চক্ষুর ব্যভিচার, এবং তাহার সহিত কথা বলা হইতেছে জিহ্বার ব্যভিচার। আর যোনী ও জননেন্দ্রিয় ঐসবকে হয় বাস্তবে পরিণত করে অথবা ঐগুলিকে মিথ্যায় পর্যবসিত করে।"[১]

৯৮৯। আনাস (রাঃ) একদা কতিপয় বালকের নিকট দিয়া যাইবার সময় তাহাদিগকে সালাম করেন এবং বলেন, "নবী (সঃ) এইরূপ করিতেন"।

৯৯০। জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, আমার পিতা যে ঋণ রাখিয়া শহীদ হন, সেই ঋণ সম্পর্কে আমি একদা নবী (সঃ)-র নিকট গিয়া দরজায় খট্‌খট্ শব্দ করি। তাহাতে তিনি বলেন, "ও কে?" আমি বলি, "আমি"। তখন তিনি আমার 'আমি' বলায় অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন, "আমি। আমি।"

[এইরূপ ক্ষেত্রে নাম বলিতে হয়। ঐ সাহাবীকে উত্তরে বলিতে হইত, 'আমি জাবির'।]

৯৯১। ইব্‌ন 'উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "কোন লোক যেন কাহাকেও তাহার স্থান হইতে উঠাইয়া দিয়া নিজে সেই স্থানে না বসে; বরং তোমরা ফাঁক ফাঁক হইয়া বসিবে এবং অপরের জন্য স্থান সঙ্কুলান করিয়া লইবে।"

৯৯২। ইব্‌ন 'উমর (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে কা'বা ঘরের প্রাঙ্গণে দুই হাত দিয়া দুই পায়ের নলা জড়াইয়া ধরিয়া এইভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।

৯৯৩। 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "তোমরা যখন তিনজন লোক একত্র থাকিবে, তখন তোমাদের কোন দুইজন যেন তৃতীয় জনকে বাদ দিয়া

১। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে: "যাহারা বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কাজগুলি হইতে বাঁচিয়া চলে, কিন্তু 'লামাম' করিয়া বসে, তাহাদের পক্ষে আল্লাহর ক্ষমা প্রশস্ত।" অনুষঙ্গ হইতেই বুঝা যায় যে, 'লামাম' শব্দের অর্থ হবে 'ছোট ছোট গুনাহ'। কিন্তু কোন কোন বিশেষ বিশেষ গুনাহকে 'ছোট গুনাহ' বলা হইবে, তাহা নির্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নয়। তফসীর-সম্রাট 'আবদুল্লাহ ইবন মস'উদ (রাঃ)-র উক্তিটির তাৎপর্য এই যে, ঐ ছোট ছোট গুনাহর দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ আবূ হুরাইরা (রাঃ)-র বর্ণিত এই হাদীসটিতে পাওয়া যায়। সেগুলি হইতেছে কামসহকারে পরনারী দর্শন, তাহার সহিত কথোপকথন, তাহাকে স্পর্শকরন ইত্যাদি।

তারপর এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, খাঁটি ব্যভিচার হইতেছে, শরীআত-গর্হিত যৌন-মিলন; আর শরী'আত-গর্হিত পরনারী দর্শন, স্পর্শ, চুম্বন, তাহার সহিত কথোপকথন ইত্যাদিও হইতেছে ব্যভিচার। তবে এই দু-এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, খাঁটি ব্যভিচার অবশ্যই দণ্ডণীয়, কিন্তু অপরগুলি ক্ষমার্হ।

গোপনে কোন কথা না বলে; কেননা, তাহাতে তৃতীয় ব্যক্তি ব্যথিত হইতে পারে। কিন্তু তোমরা তিনজন যখন অপর অনেক লোকের সহিত সম্মিলিত হইয়া পড়িবে, তখন ঐরূপ করিলে কোন দোষ হইবে না।"

৯৯৪। আবূ মূসা (রা:) বলেন, কোন এক রাত্রিতে মদীনার একটি বাড়ী উহার অধিবাসীগণসহ আগুনে পুড়িয়া যায়। নবী (স:)-র নিকটে তাহাদের ব্যাপারটি উল্লেখ করা হইলে তিনি বলেন, "আগুন তোমাদের শত্রু বৈ আর কিছু নয়। অতএব তোমরা যখন ঘুমাইতে যাও তখন উহা নিভাইয়া ফেলিবে।"

৯৯৫। ইব্‌ন 'উমর (রা:) বলেন, আমার বেশ স্মরণ আছে, নবী (স:) সঙ্গে থাকা-কালে [অর্থাৎ নবী (স:)-র জীবদ্দশায়] আমি নিজেকে বৃষ্টি হইতে লুকাইবার জন্য এবং নিজেকে সূর্যের কিরণ হইতে ছায়া দিবার জন্য আমি নিজ হাতে একটি ঘর বানাই। ঐ ঘর বানাইতে আল্লাহর মাখলূক হইতে কোন লোকই আমাকে সাহায্য করে নাই।

দু'আ-প্রার্থনা অধ্যায়[১] [كتاب الدعوات]

৯৯৬। আবূ হুরাইরা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, "প্রত্যেক নবীকেই এমন একটি দু'আ করিবার অনুমতি দেওয়া হয়, যাহা অবশ্যই মনযুর করা হইবে। আমি আমার ঐ দু'আটি সম্পর্কে এই ইচ্ছা রাখি যে, আমি উহা পরকালে আমার উম্মতের জন্য সুপারিশের আকারে লুকাইয়া রাখিব।"

৯৯৭। শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (স:) বলিয়াছেন, বান্দার পক্ষে ক্ষমা-প্রার্থনার সেরা রূপ (সাইয়িদুল্‌-ইস্‌তিগ্‌ফার) হইতেছে এই কথা বলা: "আল্লাহুম্মা আন্‌তা রাব্বী-----ফা-ইন্নাহু লা-য়াগ্‌ফিরুয-যুনুবা ইল্লা আন্‌তা।"

তরজমা: হে আল্লাহ, তুমি আমার রব্ব, তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নাই; তুমি আমাকে পয়দা করিয়াছ আর আমি তোমার গোলাম। তুমি আমাকে যে অঙ্গীকারে (আহদ) ও প্রতিশ্রুতিতে (ও'দ) আবদ্ধ করিয়াছ, তাহা পালনে আমি যতদূর ক্ষমতা রাখি, ততদূর তৎপর রহিয়াছি। আমি (অন্যায় কাজ) যাহা কিছু করিয়াছি, তাহার অনিষ্ট হইতে আমি তোমার আশ্রয় লইতেছি। আমার প্রতি তোমার নি'মাত ও দানের কথা আমি তোমার সম্মুখে স্বীকার করিতেছি। অতএব তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর; কেননা, ইহা নিশ্চিত যে, তুমি ছাড়া আর কেহই পাপসমূহ ক্ষমা করিতে পারে না।"

১। পাক-ভারতীয় ছাপা সহীহ বুখারী গ্রন্থে এই অধ্যায়টি 'কিতাবুল্‌-ইসতি'যান' অধ্যায়ের পরেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'কিতাবুল ইসতি'যান' ও 'কিতাবুল কদর'-এর মাঝে মূল গ্রন্থে এই অধ্যায়টি এবং ইহার পরবর্তী 'রিকাক' অধ্যায়টি রহিয়াছে।

তারপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি অন্তরে বিশ্বাসী থাকিয়া দিনের বেলায় এই দু'আ করে এবং সেই দিনই সন্ধ্যার পূর্বে মারা যায়, তাহা হইলে সে জান্নাতবাসী হইবে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি অন্তরে বিশ্বাস লইয়া রাত্রিকালে এই দু'আ করে এবং সকাল হইবার পূর্বে মারা যায়, তাহা হইলে সে জান্নাতবাসী হইবে।[১]

৯৯৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "আল্লাহর কসম, আমি প্রত্যহ সত্তর বারেরও বেশী আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকি।"

৯৯৯। আবদুল্লাহ ইবন মস'উদ (রাঃ) দুইটি হাদীস বর্ণনা করেন, তন্মধ্যে একটি নবী (সঃ) হইতে এবং অপরটি নিজের তরফ হইতে। তাঁহার নিজের তরফ হইতে তিনি বলেন, মুমিন ব্যক্তি নিজ গুনাহকে এমন একটি পাহাড়ের ন্যায় জ্ঞান করে যেন সে ঐ পাহাড়ের পাদদেশে রহিয়াছে এবং আশঙ্কা করিতেছে যে, ঐ পাহাড়টি যেকোন মুহূর্তে তাহার উপর পতিত হইবে। আর বদকার ব্যক্তি তাহার গুনাহকে এত তুচ্ছ জ্ঞান করে যেন একটি মাছি তাহার নাকের উপর দিয়া যাইবার সময় সে তাহার হাত দিয়া উহাকে এইভাবে তাড়াইয়া দিল। (এই বলিয়া ইবুন মস'উদ (রাঃ) তাঁহার নাকের হাত নাড়িয়া দেখান।)

তারপর ইবুন মস'উদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, "আল্লাহ তাঁহার বান্দার তওবার দরুন ঐ ব্যক্তি অপেক্ষাও বেশী আনন্দিত হন, যে ব্যক্তি তাহার বাহনে তাহার খাদ্যপানীয় ইত্যাদি সহ কোন এক বিপদসঙ্কুল প্রান্তরের কোন এক স্থানে অবতরণ করে। তারপর সে সেখানে সটান শুইয়া বেশ এক ঘুম ঘুমাইয়া লয়। তারপর জাগ্রত হইয়া সে দেখে যে, তাহার বাহন কোথাও চলিয়া গিয়াছে। তখন সে উহার সন্ধানে ঘুরিতে থাকে। অবশেষে সূর্যতাপ যখন অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠে এবং তাহার পিপাসা ও অন্যান্য কষ্ট প্রবল আকার ধারণ করে, তখন সে মনে মনে বলে, "যাই—আমার সেই স্থানেই ফিরিয়া যাই।" তখন সে সেখানে ফিরিয়া গিয়া বেশ এক ঘুম ঘুমাইয়া লয়। তারপর

১। এই দু'আতে যে 'আহদ-চুক্তির' উল্লেখ রহিয়াছে, তাহার তাৎপর্য হইতেছে: "আল্লাহর প্রতি ঈমান।" মানুষের পৃথিবীতে জন্মলাভ করিবার বহু পূর্বে তাহাদের রূহের সামনে আল্লাহ তা'আলা যখন বলেন, "আমি কি তোমাদের রব্ব নহি?" তখন মানুষ বলিয়াছিল, "নিশ্চয় আপনি আমাদের রব্ব।" এই হাদীসে 'আহদ-চুক্তি বলিয়া ঐ স্বীকারোক্তিকে বুঝানো হইয়াছে। আর ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি বলিয়া সৎকাজের প্রতিদানে আখিরাতে জান্নাত এবং অসৎ কাজের প্রতিফল স্বরূপ আখিরাতে জাহান্নামের প্রতিশ্রুতির দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

তারপর 'আমি যতদুর ক্ষমতা রাখি' সংযুক্ত করার তাৎপর্য এই যে, উল্লেখিত চুক্তি ও ওয়াদা যথাযথভাবে পালন করা মানুষের সাধ্যের বাহিরে।

জাগ্রত হইলে মাথা উঠাইয়া হঠাৎ সে দেখে যে, তাহার ঐ বাহনটি তাহর নিকটে উপস্থিত রহিয়াছে। [ঐ অবস্থাতে ঐ ব্যক্তিটি যত আনন্দিত হয়, তাহার চেয়েও বেশী আল্লাহ তা'য়ালা আনন্দিত হন, যখন তাঁহার বান্দা তাঁহার নিকট তওবা করে।]"[১]

১০০০। হুযাইফা ইব্‌ন য়ামান (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) রাত্রিকালে বিছানায় শুই-বার সময় তাঁহার গালের নীচে নিজ হাত রাখিতেন এবং বলিতেন, "হে আল্লাহ, তোমারই নাম লইয়া আমি মরি (শয়ন করি) এবং তোমারই নাম লইয়া আমি বাঁচি (জাগিয়া উঠি)। আর তিনি যখন ঘুম হইতে উঠিতেন তখন বলিতেন, "আল্লাহর প্রশংসা। তিনি আমাকে মারিয়া ফেলিবার পরে জীবিত করিয়া তুলিলেন এবং তাঁহারই দিকে শেষ উত্থান রহিয়াছে।"

১০০১। বরা' ইবন 'আযিব (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) যখন তাঁহার বিছানায় আশ্রয় লইতেন, তখন তিনি তাঁহার ডান পাশের উপরে শুইতেন এবং বলিতেন, "হে আল্লাহ, আমি আমার নিজেকে তোমার নিকট সমর্পণ করিলাম, আমার মুখমণ্ডলকে তোমার দিকে ফিরাইলাম, আমার সকল ব্যাপার তোমার হস্তে ন্যাস্ত করিলাম এবং তোমার রহমতের আশায় ও শাস্তির ভয়ে আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তোমার কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তুমি ছাড়া আর কোন আশ্রয় ও পরিত্রাণস্থল নাই। আমি ঈমান রাখি তোমার ঐ কিতাবে, যাহা তুমি নাযিল করিয়াছ এবং তোমার ঐ নবীতে, যাঁহাকে তুমি তোমার সংবাদবাহকরূপে প্রেরণ করিয়াছ।"

১০০২। ইব্‌ন 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি (আমার খালা) মাইমূনার নিকট এক রাত্রি যাপন করি। অতঃপর পূর্বে (তজরীদ প্রথম খণ্ড, ৯৭ নং হাদীসে) বর্ণিত কথাগুলি বলার পরে ইব্‌ন 'আব্বাস বলেন, নবী (সঃ)-এর দু'আ-সমূহের মধ্যে একটি দু'আ ছিল এই: "আল্লাহুম্মাজ্ 'আল ফী কালবী······অজ্'আল্ লী নূরা" অর্থাৎ হে আল্লাহ্, দাও জ্যোতি আমার অন্তরে, জ্যোতি আমার চক্ষে, জ্যোতি আমার কর্ণে, জ্যোতি আমার দক্ষিণে, জ্যোতি আমার বামে, জ্যোতি আমার ঊর্ধ্বদিকে, জ্যোতি আমার নিম্ন দিকে, জ্যোতি আমার সম্মুখে, জ্যোতি আমার পশ্চাতে, জ্যোতি আমার সর্বাঙ্গে।"

১০০৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন বিছানায় শুইতে যায়, তখন সে যেন তাহার লুঙ্গির ভিতর দিক দিয়া তাহার বিছানা ঝাড়িয়া ফেলে। কেননা, তাহার অনুপস্থিতিতে উহাতে কি আসিয়া রহিয়াছে তাহা সে জানে না। তারপর সে যেন বলে, "বিস্‌মিকা রাব্বী·····'ইবাদাকাস্ সালিহীন।" অর্থাৎ হে আমার রব্ব, তোমারই নাম লইয়া আমি আমার পার্শ্বদেশ বিছানায় রাখিলাম

১। এখানে আল্লাহ তা'আলার আনন্দিত হওয়ার কথা রূপক অর্থে বলা হইয়াছে। মানুষ আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হইলে যাহার কারণে আনন্দ ও সন্তোষ পান তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া থাকে। এখানে আল্লাহর এই আনন্দের তাৎপর্য এই যে, তিনি তাঁহার তওবাকারী বান্দাকে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কার ও সওয়াব দেন।

এবং তোমারই সহায়তায় আমি উহা উঠাইব। অতএব, তুমি যদি (আমার ঘুমের মধ্যে) আমার আত্মাকে আটকাইয়া রাখিয়া লও, তাহা হইলে তুমি উহার প্রতি দয়া করিও; আর তুমি যদি উহাকে ছাড়িয়া দাও (জীবিত অবস্থায় রাখ) তাহা হইলে তুমি উহাকে ঐভাবেই রক্ষা করিও যেইভাবে তুমি তোমার নেক বান্দাদিগকে রক্ষা করিয়া থাক।"

১০০৪। আবূ হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, "তোমাদের কেহ যেন এইভাবে দু'আ না করে: হে আল্লাহ, তুমি যদি চাও তবে আমাকে ক্ষমা কর; হে আল্লাহ, তুমি যদি চাও তবে আমার প্রতি দয়া কর। বরং যাচ্‌নাকালে সঙ্কল্পে দৃঢ়তা অবলম্বন করিও। কেননা, আল্লাহকে কোন কাজে বাধ্য করিবার কেহ নাই। (তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। কাজেই ঐ ধরনের যাচ্‌নার কোন অর্থ হয় না।)"

১০০৫। আবূ হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, "তোমাদের প্রত্যেকেরই দু'আ তখন কবূল করা হয়, যখন সে উহার কবূল হওয়া সম্পর্কে তাড়াতাড়ি না করে; যখন সে এইরূপ মনোভাব না রাখে, 'আমি তো (বহু) দু'আ করিলাম, কিন্তু আমার দু'আ কবূল হইল না'। (এই বলিয়া সে দু'আ করা পরিত্যাগ করিয়া দেয়।)"

১০০৬। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (স:) বিপদ-আপদে এই বলিয়া দু'আ করিতেন : 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল্‌ 'আযীমুল্‌ হালিম ······· রাব্বুল্‌ 'আরশিল্‌ কারীম।' অর্থ: মহান সহিষ্ণু আল্লাহ ছাড়া কোনই মা'বুদ নাই; মহান আর্‌শের রব্ব আল্লাহ ছাড়া কোনই মা'বুদ নাই; উর্ধ্ব জগতসমূহের রব্ব, পৃথিবীর রব্ব ও মহান 'আরশের রব্ব আল্লাহ ছাড়া কোনই মাবূদ নাই।

১০০৭। আবূ হুরাইরা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স:) আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন পরীক্ষার [বিপদের] কঠোর কষ্ট হইতে, দুর্ভাগ্যের আগমন হইতে, বিষাদময় পরিণতি হইতে এবং নিজ বিপদে শত্রুদের আনন্দ উচ্ছ্বাস হইতে।

এই হাদীসের বর্ণনাশৃঙ্খলের অন্যতম বর্ণনাকারী [ইমাম বুখারীর উস্‌তাদের উস্‌তাদ] সুফ্‌য়ান বলেন, আমি চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করিলাম; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (স:) এই চারিটির তিনটি হইতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন। ঐ অতিরিক্ত বিষয়টি কোনটি, তাহা আমার স্মরণ হয় না।[১]

১০০৮। আবূ হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স:)-কে নিশ্চিতভাবে এই দু'আ করিতে শোনেন, "হে আল্লাহ, আমি যদি কোন মুমিনকে মন্দ বলিয়া থাকি, তবে তুমি উহা তাহার জন্য কিয়ামত দিবসে তোমার নৈকট্যের কারণ করিও।"

১। সুফ্‌য়ানের অপর এক শিষ্যের রিওয়াতে জানা যায় যে, ঐ অতিরিক্ত বিষয়টি হইতেছে, 'বিপদকালে শত্রুদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস।

১০০৯। সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (স:) এই কথাগুলিযোগে দু'আ করিতে আদেশ করিতেন। "আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'যুবিকা মিনাল্ বুখ্‌লি--------আ'উযু বিকা মিন্ 'আযাবিল্ কাব্‌রি।"

অর্থ: হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি তোমার আশ্রয় লইতেছি কৃপণতা হইতে, আমি তোমার আশ্রয় লইতেছি কাপুরুষতা হইতে, আমি তোমার আশ্রয় লইতেছি বলবুদ্ধিশূন্য চরম বার্ধক্যে পৌঁছা হইতে, আমি তোমার আশ্রয় লইতেছি দুন্‌য়ার বিড়ম্বনা অর্থাৎ দাজ্জালের বিড়ম্বনা হইতে এবং আমি তোমার আশ্রয় লইতেছি কবরের আযাব হইতে।

১০১০। 'আয়িশা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে যে, নিশ্চয় নবী (স:) এই বলিয়া দু'আ করিতেন: আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল কসলি -----কমা বা 'আত্‌তা বয়নাল্ মাশ্‌রিকি অল মাগরিবি।" অর্থ: হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি তোমার আশ্রয় লইতেছি কুঁড়েমি-অলসতা, অকর্মা-বার্ধক্য, পাপ-প্রবৃত্তি ও দণ্ড হইতে, কবরের বিড়ম্বনা ও কবরের আযাব হইতে, জাহান্নামের আগুনের বিড়ম্বনা-ও উহার আযাব হইতে এবং ধন-সম্পদের বিড়ম্বনার অনিষ্ট হইতে। আমি তোমার আশ্রয় লইতেছি দারিদ্রের বিড়ম্বনা হইতে এবং আমি তোমার আশ্রয় লইতেছি মসীহ দাজ্জালের বিড়ম্বনা হইতে। হে আল্লাহ, তুমি আমার পাপসমূহ বরফ ও শিলার পানি দিয়া ধুইয়া আমাকে পরিষ্কার কর, আমার অন্তরকে পাপরাজি হইতে এমনভাবে বিশুদ্ধ কর যেইভাবে তুমি শুভ্র বস্ত্রকে পরিষ্কার করিয়া থাক এবং আমার মধ্যে ও আমার পাপরাজির মধ্যে এমন ব্যবধান রাখ যেমন ব্যবধান তুমি রাখিয়াছ সূর্যোদয়ের স্থল ও সূর্যাস্তের স্থলের মধ্যে।

১০১১। আনাস (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স:) অধিকাংশ সময়ে এই বলিয়া দু'আ করিতেন: "আল্লাহুম্মা আতিনা ফিদ্দুন্‌য়া.......অকিনা আযাবান্নার।"

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি আমাদিগকে দুন্‌য়াতে কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করিও; আরও আমাদিগকে জাহান্নামের আগুনের শাস্তি হইতে বাঁচাও।

১০১২। আবূ মূসা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (স:) এই বলিয়া দু'আ করিতেন: আল্লাহুম্মাগফির লী খতীয়াতি..............কুল্লু যালিকা 'ইন্‌দী'।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি, আমার মূর্খতাব্যঞ্জক আচরণ, আমার যে কোন ব্যাপারে আমার বাড়াবাড়ি এবং আমার যেকোন অন্যায় কাজ সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে বেশী অবহিত, সে সবই তুমি ক্ষমা কর। হে আল্লাহ, মাফ কর আমার হাস্য-পরিহাসজনিত অপরাধ, আমার যথার্থভাবে অনুষ্ঠিত অপরাধ, আমার ভুলক্রমে সম্পাদিত অপরাধ ও আমার ইচ্ছাকৃত অপরাধ; আর এই অপরাধগুলির প্রত্যেকটিই আমার নিকট রহিয়াছে।

১০১৩। আবূ হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন, যে ব্যক্তি দিনে একশত বার বলে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু

লাহুল্ মুলুক্ অ-লাহুল্ হামদু অহুওা 'আলা কুল্লি শাইয়িন্ কাদীর' তাহার জন্য পুণ্য লেখা হয় দশজন গোলাম আযাদ করার, তাহার জন্য পাঁচ শত পুণ্য লেখা হয়, তাহার একশত পাপ মিটাইয়া ফেলা হয় এবং সেই দিন সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত এই যিকরটি তাহার পক্ষে শয়তান হইতে রক্ষাকবচ হইয়া থাকে। আর যেব্যক্তি ইহা আরও অধিকবার পড়ে, সেই ব্যক্তি ছাড়া অপর কেহই ইহা অপেক্ষা উত্তম কিছু করিতে পারে না।

১০১৪। আবূ আইয়ূব আনসারী (রা:) ও ইব্‌ন মাস'উদ (রা:) পূর্ববর্তী হাদীসটিতে উল্লিখিত যিক্‌র সম্বন্ধে বলেন, নবী (স:) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি উহা দশ বার বলে, সে ইসমা'ঈল বংশীয় দশজন গোলাম আযাদকারীর মত সওয়াব পায়।"

১০১৫। আবূ হুরাইরা (রা:) বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি দিনে একশত বার 'সুব্‌হানাল্লাহি অ-বিহামদিহী' বলে তাহার গুণাহ সমুদ্রের ফেনার পরিমাণ হইলেও তাহা খসাইয়া ফেলা হয়।"

১০১৬। আবূ মূসা (রা:) বলেন, নবী (স:) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি তাহার রব্বের স্মরণ ও প্রশংসা করে এবং যে ব্যক্তি তাঁহার স্মরণ ও প্রশংসা করে না, তাহারা যথা-ক্রমে জীবিত ও মৃতের মত।"

১০১৭। আবূ হুরাইরা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, "আল্লাহর এমন কতক ফিরিশ্‌তা রহিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার স্মরণ ও প্রশংসাকারীদের সন্ধানে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান। অনন্তর তাঁহারা যখন প্রবলপ্রতাপ মহান আল্লাহর স্মরণ ও প্রশংসায় রত কোন লোক দল পান, তখন তাঁহারা এই এই বলিয়া ডাকাডাকি করিতে থাকে, 'তোমরা তোমাদের প্রয়োজনের পানে আগমন কর'। নবী (স:) বলেন, অনন্তর ঐ ফিরিশ্‌তার দল ঊর্ধ্বজগত পর্যন্ত তাহাদের ডানাযোগে ঐ লোক দলকে ঘিরিয়া লয়। তিনি আরও বলেন, অনন্তর, [ঐ ফিরিশ্‌তা দল তাঁহাদের রব্বের দরবারে ঐ সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইলে] তাঁহাদের রব্ব ঐ প্রশংসাকারী দল সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি উক্ত ফিরিশ্‌তা দলকে জিজ্ঞাসা করেন, "আমার বান্দারা কি বলে?" ফিরিশ্‌তা দল বলেন, "তাহারা তোমার তাসবীহ ও পবিত্রতা ঘোষণা করে, তোমার তকবীর ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে, তোমার হাম্‌দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তোমার মহত্ত্ব ঘোষণা করে।" রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, "তাহারা কি আমাকে দেখিয়াছে?" তাঁহারা বলেন, "না, আল্লাহর কসম, তাহারা তোমাকে দেখে নাই।" তখন আল্লাহ বলেন, "তাহারা যদি আমাকে দেখিয়া থাকিত, তাহা হইলে তাহা-দের কিরূপ অবস্থা হইত?" তাঁহারা বলেন, "তাহারা যদি তোমাকে দেখিত, তাহা হইলে তাহারা তোমার ইবাদতে আরও বেশী দৃঢ় হইত, তোমার মহত্ত্ব ও প্রশংসা ঘোষণায় আরও বেশী প্রবল হইত এবং তোমার পবিত্রতা ঘোষণা আরও বেশী করিত।" রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, "আচ্ছা, তাহারা আমার নিকট কোন্ বস্তু

যাচ্‌না করে?" তাঁহারা বলেন, 'তাহারা তোমার নিকট জান্নাতের যাচ্‌না করে।" তখন আল্লাহ বলেন, 'তাহারা কি জান্নাত দেখিয়াছে?" তাঁহারা বলেন, "না—আল্লাহর কসম, হে আমাদের রব্ব, তাহারা জান্নাত দেখে নাই।" তিনি বলেন, "আচ্ছা তাহারা যদি উহা দেখিত, তাহা হইলে উহাদের কিরূপ অবস্থা হইত?" তাঁহারা বলেন, "তাহারা যদি উহা দেখিত, তাহা হইলে উহার প্রতি তাহাদের লোভ আরও উগ্র, তাহাদের সন্ধান আরও তীব্র এবং তাহাদের আগ্রহ আরও প্রবল হইত।" তারপর আল্লাহ বলেন, "আচ্ছা, তাহারা কোন্ জিনিস হইতে রক্ষা চাহে?" তাঁহারা বলেন, "জাহান্নামের আগুন হইতে।" আল্লাহ বলেন, "তাহারা কি জাহান্নাম দেখিয়াছে?" তাঁহারা বলেন, না—আল্লাহর কসম, হে আমাদের রব্ব, তাহারা উহা দেখে নাই।" আল্লাহ বলেন, "আচ্ছা, তাহারা যদি উহা দেখিত, তাহা হইলে তাহাদের কিরূপ অবস্থা হইত?" তাঁহারা বলেন, "তাহারা যদি উহা দেখিত, তাহা হইলে তাহারা উহা হইতে পলায়নে অধিকতর তৎপর এবং উহার ভয়ে আরও অধিক ভীত হইত।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, "আমি তোমাদিগকে এই বিষয়ে সাক্ষী করিতেছি যে, আমি উহাদিগকে ক্ষমা করিলাম।" তখন ঐ ফিরিশ্‌তা দল হইতে একজন বলেন, "তাহাদের মধ্যে অমুক লোকটি ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সে তাহার কোন প্রয়োজনে সেখানে আসিয়াছিল। (তাহাকেও কি ক্ষমা করা হইল?) আল্লাহ বলেন, "তাহার এমন সব সভ্য যাহাদের সঙ্গে উপবেশনকারী সৌভাগ্যহীন হইতে পারে না।"

সুশান্তকারী বিষয়সমূহ [كتاب الرقاق]

১০১৮। ইব্‌ন 'আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, "আল্লাহর দুইটি দানের ব্যবহারে বহু লোক লোকসানগ্রস্ত হইয়া থাকে। ঐ দান দুইটি হইতেছে সুস্থতা ও অবসর।"

১০১৯। ইব্‌ন 'উমার (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার দুই কাঁধ ধরিয়া আমাকে বলেন, "দুন্‌য়াতে এমনভাবে থাক যেন তুমি একজন প্রবাসী অথবা একজন পথ-অতিক্রমকারী।"

আর ইব্‌ন 'উমার নিজে লোককে এই উপদেশ দিতেন, 'তোমার যখন সন্ধ্যা হয়, তখন তুমি প্রাতঃকালের প্রত্যাশা করিও না এবং তুমি যখন প্রাতঃকালে উঠ, তুমি তখন সন্ধ্যা পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকার আশা করিও না। তুমি তোমার রোগকালের জন্য তোমার সুস্থাবস্থায় সঞ্চয় করিয়া রাখ এবং তোমার মরণকালের জন্য তোমার জীবিত থাকা অবস্থায় সঞ্চয় করিয়া রাখ।"[১]

১। অর্থাৎ অসুস্থকালে কোন কাজ করা সম্ভব হইবে না ভাবিয়া সুস্থ অবস্থায় যত পার নেক কাজ করিতে থাক। দ্বিতীয়তঃ সুস্থ থাকাকালে মুসলিম যে সব নেক আমল করিতে থাকে তাহা রোগের কারণে সে করিতে অক্ষম হইলে সে অসুস্থ কালেও অনুরূপ আমলের সওয়াব পাইতে থাকে।

১০২০। 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, একদা নবী (সঃ) একটি চতুষ্কোণ রেখা টানেন এবং উহার মধ্যভাগে উহা হইতে বাহিরের দিকে আর একটি রেখা টানেন। তারপর এই মধ্যভাগে অঙ্কিত রেখাটির পার্শ্ব দিয়া কয়েকটি ছোট ছোট রেখা টানেন। তারপর তিনি ঐ চতুষ্কোণ রেখাটির মধ্যভাগের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলেন, ইহা হইতেছে মানুষের অবস্থা এবং চতুষ্কোণ রেখাটির দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলেন, ইহা হইতেছে তাহার আয়ুষ্কাল যাহা তাহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে। আর বাহিরে বর্ধিত এই রেখাটি হইতেছে মানুষের আকাংখা এবং এই ছোট রেখাগুলি হইতেছে বিপদসমূহ। এই বিপদসমূহের একটি একটি হইতে যখন সে পরিত্রাণ পায় তখন তাহাকে এইটি [অর্থাৎ মৃত্যু] আসিয়া তাহাকে শেষ করিয়া দেয়।[১]"

১০২১। আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) বলেন, একদা নবী (সঃ) কয়েকটি রেখা টানেন। অতঃপর তিনি বলেন, "ইহা হইতেছে মানুষের আকাংখা এবং ইহা হইতেছে তাহার আয়ুষ্কাল। অনন্তর সে তাহার আকাংখায় থাকিতে থাকিতেই এই নিকটতম রেখাটি অর্থাৎ মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়।"

১০২২। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রাঃ) বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সহিত তাঁহার আদেশ শ্রবণ ও পালন ব্যাপারে অঙ্গীকার ও বাই'আত করিতাম তখন তিনি আমাদিগকে বলিতেন, "তুমি যতখানি পার।"

১০২৩। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রাঃ) বলেন, 'উমারকে (তাঁহার মৃত্যুকালে) বলা হইয়াছিল, "আপনি কি আপনার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করিবেন না?" তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যদি স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করি, তাহাতে কোন দোষ নাই; কেননা আমার চেয়ে যিনি উত্তম, তিনি অর্থাৎ আবূবকর (রাঃ) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আর আমি যদি উহা না করি, তাহাতেও কোন দোষ নাই; কেননা আমার চেয়ে যিনি উত্তম তিনি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সঃ) উহা করিয়া যান নাই।"

১০২৪। জাবির ইব্‌ন সামুরাহ (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "[আমার পরে] বারোজন [ন্যায়নিষ্ঠ] আমীর হইবে।" তারপর তিনি আরও কিছু বলেন, যাহা আমি শুনিতে পাই নাই। অনন্তর [আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলে] আমার পিতা বলেন যে, নবী (সঃ) বলেন, "তাহাদের সকলেই কুরাইশ বংশের হইবে।"

১। ইহার নকসা কয়েকভাবে দেওয়া হয়, তন্মধ্যে নিম্নে একটি দেওয়া হইল।
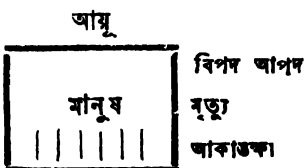
অলীক আকাঙ্ক্ষা [كتاب التمنى]

১০২৫। আনাস (রা:) বলেন, 'তোমরা মৃত্যুর আকাংখা করিও না', আমি যদি রাসূলুল্লাহ (স:)-কে এই কথা বলিতে না শুনিতাম তাহা হইলে আমি নিশ্চয় মৃত্যুর আকাংখা করিতাম।

১০২৬। আবূ হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন, "তোমাদের কেহই যেন কিছুতেই মৃত্যুর আকাংখা না করে; কেননা, সে যদি সৎ-কর্মশীল হইয়া থাকে, তাহা হইলে সম্ভবত: আরও বেশী সৎকাজ করিবে; আর সে যদি পাপাচারী হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে সম্ভবত: অনুতপ্ত হইতে পারে।

কিতাব ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ [كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة]

১০২৭। আবূ হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন, "আমার উম্মাত বা দলের সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করিবে, যে ব্যক্তি ইবা' করে সে বাদে।" সাহাবীগণ বলেন, "আল্লাহর রসূল কে সেই ব্যক্তি যে ইবা' করে?" রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন, "যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিয়া চলিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর যে ব্যক্তি আমার আদেশ অমান্য করে সেই ইবা' করে।"

১০২৮। জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা:) বলেন, একদা নবী (স:) নিদ্রিত থাকা অবস্থায় তাঁহার নিকট ফিরিশতাগণ আগমন করেন। অত:পর তাঁহাদের কেহ নবী (স:)-কে লক্ষ্য করিয়া অপর ফিরিশতাকে বলেন, "(তোমাদের এই সঙ্গীটির যে একটি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে তাহা তাঁহাকে শোনাও)। তাহাতে অপর ফিরিশতা বলেন, "তিনি তো নিদ্রিত। (কাহাকে শোনাইব?)' তাঁহাদের কেহ বলেন, "তাঁহার চক্ষু নিদ্রিত কিন্তু তাঁহার অন্তর জাগ্রত।" তখন তাঁহারা বলে, "এই সঙ্গীটির উপমা এই: একজন লোক একটি বাড়ী নির্মাণ করিয়া তাহাতে একটি ভোজের ব্যবস্থা করেন এবং (ঐ ভোজ খাইবার জন্য) একজন আহ্বানকারীকে (লোকদের ডাকিবার জন্য) প্রেরণ করেন। অনন্তর যে ব্যক্তি ঐ আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিল সে ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিল এবং ঐ ভোজের অংশবিশেষ আহার করিল। আর যে ব্যক্তি ঐ আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিল না সে ঐ ঘরেও প্রবেশ করিতে পারিল না এবং ঐ ভোজও খাইতে পারিল না।" অনন্তর তাঁহাদের কেহ কেহ বলিলেন, "ইহার ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে শোনাও, তবেই তো তিনি উহা বুঝিতে পারিবেন।" তাহাতে অপর ফিরিশতা আবার বলেন, "তিনি তো নিদ্রিত। (কাজেই ব্যাখ্যা করিয়া কি লাভ?)" আবার তাঁহাদের কেহ বলিলেন, "ইহা নিশ্চিত যে, তাঁহার চক্ষু নিদ্রিত, কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে, তাঁহার অন্তর জাগ্রত।" অবশেষে তাঁহারা (উপমাটি ব্যাখ্যা করিয়া) বলেন,

"ঐ বাড়ীটি হইতে জান্নাত এবং আহ্বানকারী হইতেছেন মুহাম্মদ (স:)। কাজেই যে কেহ মুহাম্মদ (স:)-এর নির্দেশ মানিয়া চলিবে সে কার্যত: আল্লাহেরই হুকুম পালন করিবে। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (স:)-এর নির্দেশ অমান্য করিবে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহেরই হুকুম অমান্য করিবে। বস্তুত: 'লোকদের মধ্যে কে মুমিন ও কে কাফির'—এই পার্থক্য নির্ধারণের মানদণ্ডই হইতেছেন মুহাম্মদ (স:)।"

১০২৯। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, "মানুষ চিরকাল পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ ও আলোচনা করিতে থাকিবে। অবশেষে তাহারা এমন পর্যায়ে গিয়া উপস্থিত হইবে যে, তাহারা বলিয়া ফেলিবে, "আচ্ছা, আল্লাহ তো প্রত্যেক বস্তুকে সৃজন করিয়াছেন, তবে আল্লাহকে কে সৃজন করিয়াছেন?"[১]

১০৩০। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর (রা:) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স:)-কে বলিতে শুনিয়াছি "ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ মানুষকে দীনী 'ইলম দান করার পরে উহা তাহাদের অন্তর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিবেন না; বরং আলিমদিগকে তাহাদের ইলমসহ মৃত্যু দিয়া ইলমকে উঠাইয়া লইবেন। তখন দীনী ইলমশূন্য জাহিলগণ থাকিয়া যাইবে এবং তাহাদের নিকট ফতওয়া চাওয়া হইবে। ফলে তাহারা নিজ মত অনুযায়ী ফতওয়া দিয়া অপরকেও গুমরাহ করিবে এবং নিজেরাও গুমরাহ হইবে।"

১০৩১। আবূ হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (স:) বলেন, "আমার উম্মত যে পর্যন্ত তাহাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পন্থা বিঘতে বিঘতে ও হাতে-হাতে অর্থাৎ পদে পদে গ্রহণ না করিবে, সে পর্যন্ত কিয়ামত ঘটিবে না।" সাহাবীগণ বলেন, "আল্লাহের রাসূল পারস্য জাতি ও রূম জাতির মত জাতিসমূহের পন্থা?" তাহাতে তিনি বলেন, "জাতি বলিতে তাহারা ছাড়া আর কাহাদিগকে বুঝায়?" অর্থাৎ তাহাদেরই পন্থা যে পর্যন্ত মুসলিমগণ পদে পদে গ্রহণ না করিবে সে পর্যন্ত কিয়ামত ঘটিবে না।

১০৩২। 'উমার (রা:) বলেন, ইহা নিশ্চিত যে, মুহাম্মদ (স:)-কে আল্লাহ তাঁহার রাসূল নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার প্রতি (কুরআন) কিতাবটি নাযিল করেন। আর তাঁহার প্রতি যাহা নাযিল করা হয় তাহাতে 'রজম'-এর আয়াত ছিল। অর্থাৎ বিবাহিত নর ও বিবাহিতা নারী যৌন-মিলন উপভোগ করার পরে ব্যভিচার করিলে তাহাদিগকে প্রস্তর আঘাতে হত্যা করার বিধান প্রকাশক আয়াত ছিল।

১। জহমীয়া কূফার অধিবাসী 'জহ্‌ম' নামক একজন লোকের মতবাদের অনুসারীদিগকে প্রবর্তকের নাম অনুসারে জহ্‌মীয়া বলা হয়। তকদীরের মস্‌আলাতে তাহারা মোটামুটিভাবে সুন্নীদের মতবাদ মানিলেও তাহাদের কিছু ঝোঁক জবরীয়া মতবাদের দিকে রহিয়াছে। সুন্নীদের সহিত যে সব মস্‌আলাতে তাহাদের বিরোধ রহিয়াছে তাহা প্রধানত: এই—(ক) তাহারা আল্লাহের সিফাত ও গুণাবলীর অস্তিত্ব অস্বীকার করে। (খ) আখিরাতে আল্লাহের দর্শনলাভ তাহারা অস্বীকার করে। (গ) মু'তযিলীদের ন্যায় তাহারাও কুর্‌আনকে আল্লাহের সৃষ্ট বস্তু বলে।

১০৩৩। আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নিশ্চয় তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলিতে শোনেন, "বিচারক কোন বিষয়ের মীমাংসা দিতে গিয়া যদি সত্য নির্ধারণে জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রহিয়াছে। আর সে যদি মীমাংসা দিতে গিয়া সত্য নির্ধারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, তারপর ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছে তাহা হইলে তাহার জন্য এক প্রতিদান রহিয়াছে।"

১০৩৪। জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি আল্লাহের কসম করিয়া বলিতেন, "নিশ্চয় ইবনুস সয়্যাদই হইতেছে দাজ্জাল।" জাবির (রাঃ)-র শিষ্য মুহাম্মদ ইবনুল্ মুন্কদির বলেন, আমি জাবিরকে বলি, "আপনি আল্লাহের কসমযোগে এই কথা বলেন।" তাহাতে তিনি বলেন, "নিশ্চয় আমি 'উমার (রাঃ) কে নবী (সঃ)-র সম্মুখে কসমযোগে ইহা বলিতে শুনি, অথচ নবী (সঃ) উহাতে কোন আপত্তি করেন নাই।

আল্লাহের একাত্ববাদ এবং জহমীয়া ইত্যাদি দলগুলির মতের প্রতিবাদ[১]

[كتاب التوحيد والرّد على الجهمية وغيرهم]

১০৩৫। 'আয়িশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নিশ্চয় নবী (রাঃ) একজন লোককে একটি খণ্ড সৈন্যদলের সেনাপতি করিয়া প্রেরণ করেন। ঐ সেনাপতি তাঁহার সৈন্যদের ইমাম হইয়া নমায পড়াইতেন এবং প্রত্যেক রাক'আতে 'কুল্ হুওল্ লাহু আহাদ' সূরা পড়িয়া কিরাআত শেষ করিতেন। অতঃপর ঐ সৈন্য দল যখন ফিরিয়া আসেন তখন তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-র নিকট ইহা বর্ণনা করেন। তাহাতে তিনি বলেন, "তোমরা উহাকে জিজ্ঞাসা কর, কোন্ উদ্দেশ্যে সে উহা করিয়া থাকে।" অনন্তর তাঁহারা তাহাদের ঐ সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "যেহেতু উহা রহমানের সিফাত বা গুণ; আমি ঐ সূরাযোগে কিরাআত করিতে ভালবাসি।" তখন নবী (সঃ) বলেন, "উহাকে জানাইয়া দাও যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা উহাকে ভালবাসেন।"

'ইত্যাদি'— ইত্যাদি' বলিয়া কদরীয়া বা তকদীর অস্বীকারকারী দলগুলির দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই দলগুলির মধ্যে প্রধান দল হইতেছে মু'তযিলী দল।

সুন্নীদের বিরোধী দলগুলিকে মোটামুটিভাবে চারিটি দলে সীমাবদ্ধ করা যায়। তাঁহারা হইতেছেন খাওারিজ, রাফিযাহ, জহমীয়াহ্ ও কাদরীয়াহ (মু'তযিলাহ)। ইহাদের মধ্যে খাওারিজ দলের মতবাদের অসারতা 'ফিতান' অধ্যায়ে এবং রাফিযাহ দলের মতবাদের ভিত্তিহীনতা 'আল্-আহকাম' অধ্যায়ে প্রমাণ করা হইয়াছে। বাকী দল দুইটির মতবাদের অসারতা এই অধ্যায়ে প্রমাণ করা হইয়াছে।

১০৩৬। আবূ মূসা আস'আরী (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন, "যন্ত্রণা-দায়ক কথা শুনিয়া আল্লাহ যেরূপ ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকেন অপর কেহই তদপেক্ষা বেশী ধৈর্যশীল নয়। লোকে তাঁহার প্রতি সন্তান আরোপ করে। ইহার পরেও তিনি তাহা-দিগকে নিরাপদে রাখেন এবং তাহদিগকে আহার দান করেন।"

১০৩৭। ইবন 'আব্বাস (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নিশ্চয় নবী (স:) এই বলিয়া দু'য়া করিতেন, "তোমার 'ইয্যত'-এর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, যিনি ছাড়া কোনই মা'বূদ নাই এবং যিনি মরিবেন না অথচ সকল জিন্ ও মানুষ মরে ও মরিবে।"

১০৩৮। আবূ হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (স:) বলেন, যখন আল্লাহ মখ্‌লূকাত সৃজন করেন তখন তিনি তাঁহার গ্রন্থে লিখেন নিজের সম্পর্কেই উহা লিখেন এবং উহা তাঁহারই সান্নিধ্যে 'আরশের উপরে রক্ষিত হয়। উহা এই মর্মে লেখা হয় 'ইহা নিশ্চিত যে, আমার রহমত আমার শাস্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিবে'।

১০৩৯। আবূ হুরাইরা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স:) বলিয়াছেন যে, প্রবলপ্রতাপ মহান আল্লাহ বলেন, "আমার সম্বন্ধে আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ী আমি তাহার সহিত আচরণ করিয়া থাকি।[১] এবং সে যখন আমাকে স্মরণ করে ও আমার গুণগান করে তখন আমি [তওফীক ও রহমতসহকারে] তাহার নিকটে থাকি। অনন্তর সে যদি মনে মনে আমাকে স্মরণ করে তবে আমি মনে মনে তাহাকে স্মরণ করি; আর সে যদি কোন জমা'আত ও দলের মধ্যে আমার গুণগান করে তাহা হইলে ঐ জমা'আতের চেয়ে উত্তম এক জমা'আতের মধ্যে আমি তাহার উল্লেখ করিয়া থাকি।[২] তারপর, কোন বান্দা যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তাহার দিকে এক হাত অগ্রসর হইয়া থাকি, আর সে যদি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হইয়া আসে তবে আমি তাহার দিকে এক ব্যাম অগ্রসর হইয়া থাকি। আরও সে যদি সাধারণ গতিতে চলিয়া আমার দিকে আসে আমি তাহার দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হই।"[৩]

১। বাক্যটির তাৎপর্য আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমালাভের আশা রাখিবার জন্য এই অংশে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ যে মুসলিম আল্লাহ সম্পর্কে ক্ষমার ধারণা রাখিবে সে ক্ষমা পাইবে এবং যে শাস্তির ধারণা রাখিবে সে শাস্তিই পাইবে। —কিরমানী।

২। এই অংশটির ব্যাখ্যা দুইভাবে করা হয়। (এক) যে মুসলিম গোপনে আল্লাহের ইয়াদ ও স্মরণ রাখে এবং গোপনে তাঁহার গুণগান করে আল্লাহ তাহাকে এমনভাবে স্মরণ রাখেন যে, ফেরেস্তা মুকররবূন পর্যন্ত উহা জানিতে পারে না। আর কোন মুসলিম যদি কোন জমা'আতের মধ্যে আল্লাহের গুণগান করে তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা ফেরেস্তার দলবিশেষের সামনে ঐ মুসলিমের নেক নাম করিয়া থাকেন। (দুই) যে মুসলিম গোপনে আল্লাহের ইয়াদ ও গুণগাণ করে উহার জন্য আল্লাহ তা'আলা ঐ মুসলিমকে গোপনে পুরস্কার দিবেন; আর কোন মুসলিম যদি প্রকাশ্যে আল্লাহের গুণগান করে তাহা হইলে উহার জন্য আল্লাহ তা'আলা ঐ মুসলিমকে প্রকাশ্যে পুরস্কার দিবেন।

৩। অংশটির তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দার প্রতি রহমত করিবার জন্য উদ্যত হইয়া রহিয়াছেন আল্লাহ তা'আলার প্রতি বান্দার সামান্য ভালবাসা, সামান্য আন্তরিকতা ও ভক্তি-শ্রদ্ধার জন্য আল্লাহ তাহার বান্দাকে দ্বিগুণ, চতুর্গুণ, শতগুণ পুরস্কার দিয়া থাকেন।

১০৪০। আবূ হুরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন, প্রবল প্রতাপ মহান আল্লাহ তাঁহার লেখক ফেরেশতাকে বলেন, "আমার বান্দা যখন কোন মন্দ কাজ করিবার ইচ্ছা করে তখন যে পর্যন্ত সে উহা কার্যে পরিণত না করে সে পর্যন্ত উহা তাহার বিরুদ্ধে লিপিবদ্ধ করিও না। অনন্তর সে যখন ঐ মন্দ কাজ সমাধা করে তখন উহা ঐরূপেই লিখিও; কিন্তু সে যদি [মন্দ কাজের ইচ্ছা করিবার পরে] উহা কার্যে পরিণত করা হইতে নিবৃত হয় তাহা হইলে উহা একটি সৎ কাজ বলিয়া লিখিও। আর আমার বান্দা যদি কোন সৎকাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু উহা কার্যে পরিণত না করে তাহা হইলে উহা তাহার নামে একটি সৎকাজ বলিয়া লিখিও; এবং উহা সমাধা করিলে উহা তাহার জন্যে দশ হইতে সাত শত গুণ পর্যন্ত লিখিও।"

১০৪১। আবূ হুরায়রা (রা:) বলেন, আমি নবী (স:)-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহের কোন এক বান্দা একদা একটি অপরাধ করিল। তারপর সে বলিল, "হে আমার রব্ব, আমি একটি অপরাধ করিয়াছি; ক্ষমা কর।" তখন তাহার রব্ব বলেন, "আমার বান্দা কি ইহা জানে যে, তাহার একজন রব্ব আছেন যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন এবং উহার জন্য শাস্তিও দেন? আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করিলাম।" তারপর সে কিছুকাল ঐ অবস্থাতেই কাটায়। তারপর সে আবার একটি অপরাধ করিয়া বসে। অনন্তর সে বলে, "হে আমার রব্ব, আমি আর একটি অপরাধ করিয়া বসিয়াছি; আমার ঐ অপরাধ ক্ষমা করো।" তখন আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দা কি ইহা জানে যে, তাহার এক জন রব্ব রহিয়াছে যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন এবং অপরাধের জন্য শাস্তিও দেন? আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করিলাম।" তারপর সে কিছুকাল কাটায়। তারপর তৃতীয় বার একটি অপরাধ করে এবং বলে, "হে আমার রব্ব, আমি আবার একটি অপরাধ করিয়াছি; আমার এই অপরাধ ক্ষমা করো।" তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমার বান্দা কি ইহা জানে যে, তাহার একজন রব্ব রহিয়াছে, যিনি অপরাধ ক্ষমাও করেন এবং উহার জন্য শাস্তিও দেন? আমি আমার বান্দার তিনটি অপরাধই ক্ষমা করিলাম। এখন সে যাহা ইচ্ছা হয় করুক।[১]

১০৪২। আনাস (রা:) বলেন, আমি নবী (স:)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "যখন কিয়ামত দিবস হইবে তখন আমি সুপারিশ করিব। আমি বলিব, "হে আমার রব্ব, যাহার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান রহিয়াছে তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করিতে দাও।" অনন্তর তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তারপর আমি বলিব, "যাহার অন্তরে সামান্য পরিমাণ ঈমান রহিয়াছে তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করিতে দাও।"

১। কোন মুসলিম যখন ক্ষমা প্রার্থনাকালে কৃত অপরাধের পুনরাবৃত্তির ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং পরে কোন কারণবশতঃ সে আবার কোন অপরাধ করিয়া এবং পূর্বোক্ত দৃঢ় ইচ্ছা সহকারে আবার ক্ষমা প্রার্থনা করে—এইরূপ মুসলিমের জন্য এই সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অম্লানবদনে পাপের পর পাপ করিতে থাকে তাহার প্রতি এই সুসংবাদ প্রযোজ্য নহে।

(নবী (স:) 'সামান্য পরিমাণ' বলিবার সময়ে উহার অল্পতার দিকে ইঙ্গিত করিবার জন্য আঙ্গুলের মাথায় আঙ্গুল রাখিয়া দেখান।) আনাস বলেন, "আমি যেন রাসূলুল্লাহ (স:)-র আঙ্গুলের অবস্থা এখনও দেখিতেছি।" অর্থাৎ ঐ দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভাসিতেছে।

১০৪৩। আনাস (রা:) হইতে শাফা'আতের হাদীসের বিবরণ। উহা এক দফা আবূ হুরাইরা (রা:)-র বর্ণনাক্রমে ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীসে উহা ছাড়া আরও কিছু বেশী বলা হইয়াছে। নবী (স:) বলেন, "অনন্তর লোক 'ঈসা (আ:)-র নিকট যাইবে। তখন তিনি বলিবেন, 'আমি ঐ কাজের যোগ্য নহি। বরং তোমরা মুহাম্মদ (স:)-কে গিয়া ধরো।" তখন তাহারা আমার নিকট আসিলে আমি বলিব, "আমি উহার জন্য প্রস্তুত আছি।" অনন্তর আমি আমার রব্বের নিকট নিবেদন পেশ করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিব। ফলে আমাকে অনুমতি দেওয়া হইবে এবং যে সব প্রশংসাযোগে তখন আমাকে তাঁহার প্রশংসা করিতে হইবে সেই সব প্রশংসা তখন আমার অন্তরে উদয় করা হইবে। ঐসব প্রশংসা এখন আমার জানা নাই। অনন্তর, আমি ঐ সব প্রশংসাযোগে তাঁহার প্রশংসা করিব এবং সিজদাকারী অবস্থায় পড়িব। তখন বলা হইবে, "হে মুহাম্মদ, তোমার মাথা উঠাও ও বল, তোমার কথা শোনা হইবে। যাচ্‌না কর, তোমাকে তোমার যাচিত বিষয় দেওয়া হইবে এবং সুপারিশ কর তোমার সুপারিশ গৃহীত হইবে।" তখন আমি বলিব, "হে আমার রব্ব, আমার উম্মত। আমার উম্মত।" তাহাতে আমাকে বলা হইবে, "যাও, এবং যাহার অন্তরে এক যব পরিমাণ ঈমান পাও তাহাকে জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া লও।" রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন, অনন্তর, আমি যাইব এবং ঐরূপ করিব। তারপর আমি ফিরিয়া আসিয়া ঐ সব প্রশংসাযোগে তাঁহার প্রশংসা করিব এবং উহার পরে সিজদাকারী অবস্থায় পড়িব। তখন আমাকে বলা হইবে, "হে মুহাম্মদ, তোমার মাথা উঠাও ও বল, তোমার কথা শোনা হইবে। যাচ্‌না কর, তোমাকে তোমার যাচিত বিষয় দেওয়া হইবে এবং সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ গৃহীত হইবে।" তখন আমি বলিব, "হে আমার রব্ব, আমার উম্মত।" আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা হইবে "যাও এবং যাহার অন্তরে এক বালুকণা (অথবা সরিষা) পরিমাণ ঈমান পাও তাহাকে জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া আন।" অনন্তর আমি যাইব এবং ঐরূপ করিব। অনন্তর, আমি ফিরিয়া আসিয়া (তৃতীয়বার) ঐসব প্রশংসাযোগে তাঁহার প্রশংসা করিব এবং তারপর সিজদাকারী অবস্থায় পড়িব। তখন আমাকে বলা হইবে "হে মুহম্মদ, তোমার মাথা উঠাও। বল, তোমার কথা শোনা হইবে। যাচনা কর, তোমাকে দেওয়া হইবে এবং সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ গৃহীত হইবে।" তখন আমি বলিব, "হে আমার রব্ব, আমার উম্মত। আমার উম্মত।" তাহাতে আমাকে বলা হইবে, "যাও এবং যাহার

অন্তরে এক সরিষা বীজের সামান্যতম হইতে সামান্যতম তদপেক্ষাও সামান্যতম ঈমান পাও তাহাকে জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া আন।" অনন্তর, আমি যাইব এবং উহা করিব।

১০৪৪। আনাস (রা:)-এর অপর এক বর্ণনায় ইহার পরে বলা হইয়াছে, "তারপর আমি চতুর্থ বার ফিরিয়া আসিয়া ঐ প্রশংসাসমূহ যোগে তাঁহার প্রশংসা করিব এবং তারপর সিজদাকারী অবস্থায় পড়িব। তখন আমাকে বলা হইবে, "হে মুহাম্মদ তোমার মাথা উঠাও। বল, তোমাদের কথা শোনা হইবে। যাচ্না কর, তোমাকে দেওয়া হইবে এবং সুপারিশ কর তোমার সুপারিশ গৃহীত হইবে।" তখন আমি বলিব, "হে আমার রব্ব, আমাকে অনুমতি দাও ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু (ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্')) বলিয়াছে অর্থাৎ তাহাকে জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া আনিতে।" তাহাতেও আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, "আমার পরাক্রমের কসম, আমার মহিমার কসম, আমার প্রতাপের কসম, আমার গৌরবের কসম, যে কেহ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (ও মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ') বলিয়াছে তাহাকে আমি নিশ্চয় জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া আনিব।"

১০৪৫। আবূ হুরাইরা (রা:) বলেন, নবী (স:) বলিয়াছেন "দুইটি বাক্য রহমানের নিকট প্রিয়, জিহ্বায় উচ্চারণে হালকা এবং আমলের মীযানে ভারী—বাক্য দুইটি হইতেছে 'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহী', 'সুবহানাল্লাহিল আযীম'।

উপসংহারে সঙ্কলনকারী বলেন, আমি এই 'তজরীদ,' সংকলন সমাপ্ত করিলাম হিজরী ৮৮৯ সনে শা'বান মাসের ২৪ তারিখ বুধবার দিবসে। একমাত্র আল্লাহের হাম্দ এবং সলাত ও সালাম তাঁহার প্রতি যাঁহার পরে কোন নবী নাই।